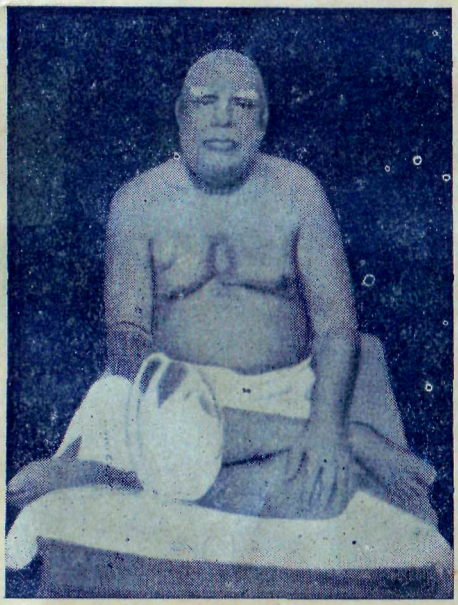
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২য় বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৫৬ { ১ম সংখ্যা



শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক।
কার্য্যালয় ঃ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বিতীয় বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৩ গোবিন্দ হইতে ৪৬৪ মাধব
বঙ্গাব্দ ১৩৫৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৫৭ মাঘ
খৃষ্টাব্দ ১৯৫০ মার্চ্চ হইতে ১৯৫১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদকদ্বয়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ

সরকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নামবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক চুঁচুড়া সহরস্থ শান্তি প্রেসে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার
প্রবন্ধ-সূচী

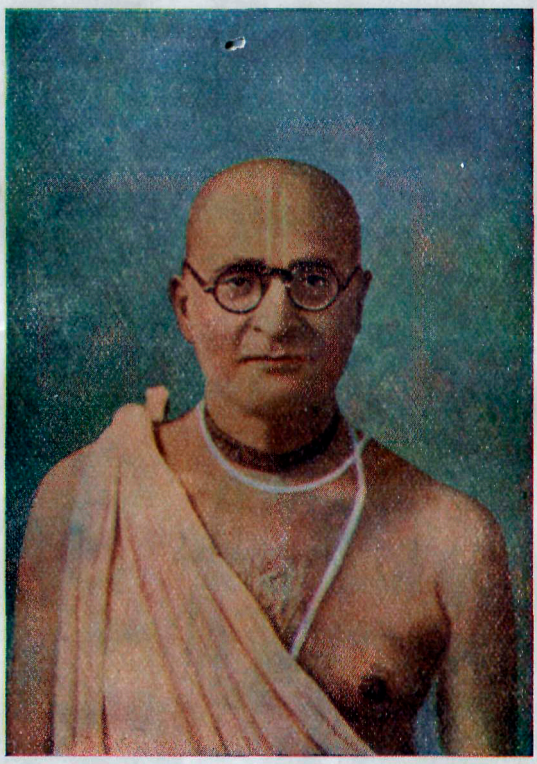
	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	অনঙ্গমোহন প্রভু—শ্রীপাদ [পদ্য]	২।৭৮
২।	অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী—পরলোকে শ্রীপাদ	২।৭৫
৩।	অসৎসঙ্গ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৯১
৪।	আচার্য্য-সন্তান [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৩
৫।	আবির্ভাব-তিথি—(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের) [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮।২৮৫
৬।	আশা-মরীচিকা [পদ্য]	২।৫১
৭।	উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর—শ্রী	১১।৪১৮
৮।	কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্—শ্রী	৮।২৮১
৯।	কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৮।২৮৩
১০।	কার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধ—শ্রী (বঙ্গানুবাদ)	৯।৩২২
১১।	কার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ—শ্রী	৯।৩২১
১২।	কীর্ত্তন	১০।৩৭৫
১৩।	কুলশেখর—শ্রী (৫)	১০।৩৬৮
১৪।	গীতার বাণী	১।১৫, ২।৬৬, ৩।১০৫, ৪।১৪২, ৫।১৭৮, ৬।২১৪, ৭।২৫৭
১৫।	গীতোপনিষদে আত্মনিবেদন—শ্রী	৮।৩১৪
১৬।	গুরুদেব—শ্রী	৯।৩৪৬
১৭।	গুরু-পদাশ্রয়—শ্রী	৫।১৮২
১৮।	গুরুসেবা—শ্রী	১১।৪২৯, ১২।৪৫৬
১৯।	গোদাদেবী—শ্রী (২)	৯।৩২৫
২০।	গোপালভট্ট-গোস্বামিস্তবপঞ্চকম্—শ্রীমদ্[শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী]	১২।৪৪১
২১।	গোপালভট্ট-গোস্বামি-স্তব-পঞ্চকের পদ্যানুবাদ—শ্রীমদ্	১২।৪৪২
২২।	গোপাল ভট্ট-গোস্বামী—শ্রীল	৭।২৬১
২৩।	'গোপাল ভট্ট-গোস্বামী'-গ্রন্থের সমালোচনা—শ্রীমদ্ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৯
২৪।	গোপেশ্বর বাবু—পরলোকে	৫।১৯৮
২৫।	গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্—শ্রী[শ্রীলরঘুনাথদাস-গোস্বামিকৃতম্]	১১।৪০১
২৬।	গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১১।৪০৩
২৭।	গোস্বামিমতে শ্রীজন্মাষ্টমী [সমালোচনা]	৬।২৩৯
২৮।	গৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী	৮।৩১৯
২৯।	গৌরকিশোর-দাস—গোলোকগত পরমহংসদেব শ্রী [পদ্য]	৯।৩৩৭
৩০।	গৌরাঙ্গ-ঈশ্বর—শ্রী	৩।১১২
৩১।	গৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্—শ্রী	১।১
৩২।	গৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নের অনুবাদ—শ্রী	১।৩
৩৩।	গৌরাবির্ভাব—শ্রী [পদ্য]	১।১৩

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩৪।	চাঁপাহাটীতে পঞ্চমদোল	২।৭৭
৩৫।	চাতুর্ম্মাস্য [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৪
৩৬।	চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতম্	৬।২০১
৩৭।	চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বঙ্গানুবাদ	৬।২০৩
৩৮।	চৈতন্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতম্—পদ্যে ভাবানুবাদ] ৬।২৩২, ৭।২৫৩, ৮।৩০৩, ৯।৩৫১, ১০।৩৭৯, ১১।৪২৭	
৩৯।	জগন্নাথ—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল	১।৩৯
৪০।	জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ—পরলোকে	৬।২৩৩
৪১।	জগন্নাথাষ্টক—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীমুখনিঃসৃত—পদ্যানুবাদ]	৬।২১২
৪২।	জগন্নাথাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্]	৫।১৬১
৪৩।	জগন্নাথাষ্টকের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
৪৪।	জন্মাষ্টমী-তিথি-প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী [সমালোচনা]	৮।৩১৯
৪৫।	জন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার—শ্রীশ্রী [সমালোচনা]	৭।২৬৮
৪৬।	জন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা—শ্রী ৯।৩৫২,১০।৩৮০,১১।৪২৩,১২।৪৫৩	
৪৭।	জন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যম্—শ্রীশ্রী	৭।২৪১
৪৮।	জন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৪৩
৪৯।	ঠাকুর নরহরি—শ্রীল [পদ্য]	১২।৪৫০
৫০।	তুলসী-প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয় ও উত্তর—শ্রীরাধারাণীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে	৮।৩১০
৫১।	দশাবতার-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-জয়দেব-বিরচিতম্]	১০।৩৬১
৫২।	দশাবতার-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১০।৩৬৩
৫৩।	দামোদরদাস বাবাজী মহারাজ—স্বধামে শ্রী	১০।৩৯৮
৫৪।	দিব্যসূরি বা আল্‌বর্ (১) [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।৩২৩
৫৫।	দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।৩২৩, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৫
৫৬।	দীনের শোকাশ্রু—শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণে [পদ্য]	৫।১৮৫
৫৭।	ধ্রুবানন্দের দেহত্যাগ	৩।১১৮
৫৮।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিবরণ—শ্রীশ্রী	২।৬২
৫৯।	নব বর্ষারম্ভে	১।৩৫
৬০।	নাথমুনি—শ্রীমৎ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৫
৬১।	নামবৈকুণ্ঠ প্রভু—পরলোকে শ্রীপাদ	১০।৩৯৯
৬২।	নিত্যানন্দ-আবির্ভাবোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৯
৬৩।	নির্য্যাণ [শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (মজুমদার) এর]	৮।৩১৮
৬৪।	নৃসিংহদেবস্য লীলা-সারঃ—শ্রীশ্রী	৩।৮১
৬৫।	নৃসিংহদেবের লীলাসারের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮৩
৬৬।	পরলোকে	২।৭৫, ৫।১৯৪, ৫।১৯৮, ৬।২৩৩, ১০।৩৯৯
৬৭।	পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৯

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬৮।	পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৬
৬৯।	প্রচার—চুঁচুড়ায়	২।৭৪
৭০।	প্রচার—মেদিনীপুর জেলায় [নরঘাট, শীতলপুর, হাদিয়া, তমলুকে]	৩।১১৫
৭১।	প্রচার-প্রসঙ্গ [চুঁচুড়া-সহর, ধরমপুর, বসিরহাট, বাজিতপুরে ; ২৪ পরগণা জেলার আনন্দপাড়া গ্রামে]	৪।১৫১, ১২।৪৭১
৭২।	প্রতিবন্ধক [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।২০৪
৭৩।	প্রভুপাদের আরতি—ব্যাসপূজায় শ্রীল [পদ্য]	১।২৮
৭৪।	প্রার্থনা [পদ্য]	১০।৩৭৩
৭৫।	প্রার্থনা—শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণে [পদ্য]	৪।১৫০
৭৬।	বদ্ধজীবের ক্লেশ ও পরিত্রাণের উপায় [পদ্য]	৭।২৫৪
৭৭।	বর্ষ-প্রবেশ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৪
৭৮।	বর্ষ-শেষ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৩
৭৯।	বর্ষান্তে বক্তব্য	১২।৪৬৫
৮০।	বাবা অনঙ্গমোহনের বিরহ-মহোৎসব	৩।১১৭
৮১।	বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা	১।৪০, ২।৭৯, ৩।১১৯, ৫।১৯৯, ৬।২৪০, ৭।২৮০, ৮।৩২০, ৯।৩৫৯, ১০।৪০০, ১২।৪৭৫
৮২।	বিষয় ও বৈরাগ্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭০
৮৩।	বিষ্ণুচিত্ত—শ্রী (৩) [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।৩২৮
৮৪।	বৈরাগ্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪০৮
৮৫।	বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪৫
৮৬।	বৈষ্ণব-বংশ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮৫
৮৭।	বৈষ্ণবের সঞ্চয় [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৯
৮৮।	ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।২৬
৮৯।	ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৭০
৯০।	ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু—শ্রী (৪) [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৪
৯১।	ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্য]	৩।৯৬, ৪।১৩৩, ৫।১৭৪, ৬।২২৩
৯২।	ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	৫।১৯২
৯৩।	ভক্তির প্রতি অপরাধ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৮
৯৪।	ভক্তিবিনোদদশকম্—শ্রীমদ্	৪।১২১
৯৫।	ভক্তিবিনোদ-দশকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীমদ্	৪।১২২
৯৬।	ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্য]	১১।৪১৩
৯৭।	ভগবান্ কি নাই ?	১১।৪৩৩, ১২।৪৬০
৯৮।	ভগবানের কথা	২।৫৪, ৩।১০১, ৪।১৩৭, ৬।২১৮, ৮।৩০৪
৯৯।	ভ্রম-সংশোধন	৫।২০০
১০০।	ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য	১০।৩৮৫
১০১।	মর্কট-বৈরাগী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩৩০

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১০২।	মাংস-দর্শন ও বেদ-দর্শন	২।৫৮
১০৩।	মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?	১০।৩৮৯
১০৪।	যামুনাচার্য্য * [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৬
১০৫।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব তালিকাসহ]	৪।১৫৯-১৬০
১০৬।	রথযাত্রা-মহামহোৎসব—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে	৬।২২৯
১০৭।	রাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৮।২৯৪
১০৮।	রামলীলাসারঃ—শ্রীশ্রী	২।৪১
১০৯।	রাললীলাসারের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	২।৪৪
১১০।	রামেশ্বর-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র, নিয়মাবলী ও দর্শনীয় তীর্থ	৮।৩১৩-১৪
১১১।	রামেশ্বর-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শ্রী	১১।৪৩৮
১১২।	শঠকোপ সূরি—শ্রী (৬) [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৫
১১৩।	শারদীয়া শক্তিপূজা	৮।২৯৭
১১৪।	শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম	১২।৪৭২
১১৫।	শ্রদ্ধা	৫।১৮৮
১১৬।	শ্রবণ	২।৭১
১১৭।	শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা	১।১৯
১১৮।	শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ও শ্রেষ্ঠার্য্য [সমালোচনা]	৩।১১৮
১১৯।	সজ্জন-সঙ্গ	৯।৩৫৬
১২০।	সদাচার [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৬
১২১।	সভাপতি-মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম [চুঁচুড়া-সহর, ধরমপুর, বসিরহাট, বাজিতপুর, প্রভৃতি স্থানে]	৪।১৫৫
১২২।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ তিথিতে	৬।২৩৬
১২৩।	সমিতির বিশিষ্ট সেবকবর্গ	১।৩৮
১২৪।	সাধুসঙ্গ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৯০
১২৫।	সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৭।২৪৯
১২৬।	সুদর্শন ও কুদর্শন	১।২১
১২৭।	সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-পরিক্রমা [বিজ্ঞাপন]	৬।২২৮, ৭।২৭৯
১২৮।	স্বাধীনতা	১০।৩৯৫
১২৯।	স্বামিজী-মহারাজের বক্তৃতা—ব্যাসপূজায়	১।২৯
১৩০।	স্মরণ	১১।৪১৫
১৩১।	স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ	৯।৩৪০
১৩২।	হরিসাধন ব্রজবাসী—পরলোকে শ্রী	৫।১৯৪
১৩৩।	হৃদয়োচ্ছ্বাস—ভক্ত্যাদর্শ শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণে [পদ্য]	৬।২৩৫

*চিহ্নিত প্রবন্ধটী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত।



জগদ্-গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২য় বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩০ গোবিন্দ, ৪৬৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ২০ ফাল্গুন, ১৩৫৬ ; ইং ৪।৩।৫০ | ১ম সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্

(১)

শ্রীরাধিকারূপগুণোর্ম্মিচৌরঃ
প্রতপ্তকার্ত্তস্বরকান্তগৌরঃ।
বেদান্তবেদাঙ্গ-পুরাণসারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥

(২)

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রস্তুতপাদপদ্মঃ
ঔদার্য্য-মাধুর্য্যগুণাব্ধিসদ্মঃ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুপ্রমোদভারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥

(৩)

স্বরূপরূপাদিক-প্রাণনাথঃ
গোপাল-গোবিন্দমুকুন্দনাথঃ।
দরিদ্রদুর্জ্জাত্যঘদুঃখদারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(৪)

মায়ামতধ্বান্তনিকারহারী
বারাণসী-ন্যাসিসমূহতারী।
বিশুদ্ধসদ্ভক্তিপ্রসারকারী
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী॥

(৫)

শ্রীদিগ্বিজেতৃদ্বিজদর্পহারী
শ্রীসার্ব্বভৌমাতিপ্রসাদকারী।
অষ্টাদশাব্দেশপুরীবিহারী
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী॥

(৬)

মহোজ্জ্বলপ্রেমরসপ্রদাতা
শ্রীনামসর্ব্বোত্তমভক্তিধাতা।
গোলোকবৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(৭)

সদা হরেকৃষ্ণসুগানমত্তঃ
যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রসমাধিবিত্তঃ।
দত্তব্রজপ্রেমসুধাসুসারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(৮)

কবাটবক্ষোনবপদ্মনেত্রঃ
শ্রীসচ্চিদানন্দঘনাসুগাত্রঃ।
স্বাঙ্গপ্রভানিন্দিতকোটিমারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(৯)

নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরঃ
রথাগ্রসঙ্গীতসুধাবিধূরঃ।
শ্রীবৈষ্ণবব্রাতলসচ্ছরীরঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(১০)

ভক্তাবলীমানসরাজহংসঃ
সন্ন্যাসিভূদেবকুলাবতংসঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথশচীকুমারঃ
জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥

(১১)

গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং
প্রাপ্নোতি সুপ্রেমসুধাং সঃ সর্ব্বম্।
ত্রিতাপদাবানল-দুঃখমুক্তঃ
প্রমোদতে কৃষ্ণপদাব্জভক্তঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নের অনুবাদ

১। যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণসার করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

২। যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিব কর্ত্তৃক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-সাগরের আধার, রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপুলকান্বিত করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

৩। যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপালভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ, দরিদ্র ও দুর্জাতিগণের দুঃখদূরকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

৪। মায়াবাদরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্ত্তা, বিশুদ্ধ ও নিত্য ভক্তির প্রসারকারী করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

৫। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচূর্ণকারী, শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের প্রতি সাতিশয় কৃপালু, শ্রীজগন্নাথ পুরীতে অষ্টাদশবর্ষবিহারকারী করুণাবতার শ্রীগৌর-সুন্দর জয়যুক্ত হউন।

৬। উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্ব্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিধাতা, গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

৭। যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের সমাধিমাত্রলভ্য সম্পত্তি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

৮। যাঁহার বক্ষ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দতুল্য, যাঁহার চিত্ত ও শ্রীঅঙ্গ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা কোটী কন্দর্পকে হেয় করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

৯। যিনি নীলাচলচন্দ্রের জ্যোৎস্নার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তনামৃত লোলুপ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

১০। যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংস সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকুলের শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

১১। যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপদাবানলদুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

বর্ষ-প্রবেশ

বিশ্বপ্রেমিক শ্রীগৌড়ীয় ভেদবুদ্ধিহীন, সুতরাং সর্ব্বত্র সমাদৃত

শ্রীরাধা-ব্রজবনবিহারীর অভিন্নতনু গৌড়ীয়ের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের মুখপাত্র 'শ্রীগৌড়ীয়' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রাকট্যলাভ করিয়া বিন্ধ্যের দক্ষিণদেশবাসিগণ হইতে পার্থক্য স্থাপন করিলেও দ্রাবিড়ীয় ভগবদ্ভক্তগণের সহিত আর্য্যাবর্ত্তবাসী গৌড়ীয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে বদ্ধ। কেবল ভারতবাসী কেন, জম্বুদ্বীপের সকল মানবগণের একমাত্র উপাস্য ভগবানের সেবকসূত্রে গৌড়ীয়ের সহিত জম্বুদ্বীপের অধিবাসি-মাত্রের কোন বৈষম্য নাই। জম্বুদ্বীপবাসী কেন, শক, প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপবাসিগণের সহিত গৌড়ীয়ের কোন ভেদবুদ্ধি নাই। বিশ্বজনীন প্রেম, যাঁহাদের ভিতরে বাহিরে দেদীপ্যমান, তাঁহারা যে দ্বীপেরই অধিবাসী হউন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীগৌরসুন্দরের উদার প্রেমধর্ম্ম সকল জগতে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সর্ব্বত্রই একবাক্যে সমাদৃত।

প্রেমধর্ম্মের বিরোধহেতু ভেদ ও অশান্তির সৃষ্টি

যেখানে সকল সদ্‌গুণনিলয় প্রেমধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাসনা, সেখানেই অশান্তি, অপ্রসন্নতা ও ভেদনীতি প্রবল। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবা-তাৎপর্য্যপর হইয়া নিখিল জীবকুলকে শ্রীগৌড়ীয়ের উপাস্য ভগবান্ গৌরসুন্দর একত্র মিলিত হইয়া ভগবৎ-প্রীতির সাহচর্য্য করিতে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়াছেন। যেখানে প্রেমময়তনু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মতভেদ করিয়া তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রেমের অভাব।

অভক্তেরই গৌড়ীয় পত্রিকার সহিত মতভেদ

বদ্ধজীবকুল গৌড়ীয়ের সহিত প্রীতিরহিত হইয়াই নানাপ্রকার মতবাদের অন্তরালে প্রেমকে ভোগ বলিয়া গ্রহণ করায় প্রীতির স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত

হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উৎসাহসূচক বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনিই জানেন যে, নরমাত্রেরই ভগবানের সেবা-ধর্ম্মে যোগ্যতা আছে। যাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মে যোগ্যতা, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের অনুসরণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিরহিত তাঁহারা গৌড়ীয়ের সহিত মতভেদ করিয়া আপনাদিগের অগৌড়ীয়ের আচরণ প্রচার করিয়া হরিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হন ও প্রেমকে পশুপক্ষীর বা নশ্বর মানবদম্পতির কামের সহিত এক করিয়া ফেলেন।

গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবেই প্রেম নবনবায়মান

নিত্যপ্রেমা নশ্বর বস্তুসমূহের মধ্যে কখনই আবদ্ধ নহে। এই লোকাতীত নিত্যপ্রেমা নরমাত্রের হৃদয়ে অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত থাকিলেও প্রেমিক গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবে কেবলমাত্র উন্মেষিত হয় না, অধিকন্তু অনুক্ষণ নবনবায়মান হইয়া সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে প্রেমের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষিত হইলেও তাহা আবৃত হইয়া নশ্বর ধর্ম্মান্তর্গত ধারণায় পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রত্যেক প্রবন্ধই সেবা-ধর্ম্মের প্রকাশক

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ের নবাভ্যুদিত প্রকাশের মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশ্যে সেবা-ধর্ম্মই প্রত্যেক প্রবন্ধে ও প্রস্তাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তথাপি তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক বিজ্ঞান-রহস্য তাঁহাদিগকে ন্যূনাধিক প্রেমরাজ্যে অগ্রসর করাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীপত্রিকার অধোক্ষজ-সেবা অক্ষজ-জ্ঞান-বহির্ভূত

অক্ষজজ্ঞানের তাড়নায় অনেকে অধোক্ষজ-সেবার স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন এবং অধোক্ষজ-সেবাকে অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুরূপে ভ্রম করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ভবসাগরের প্রবল তরঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য নিমগ্ন হইবার পরিবর্ত্তে ঊর্দ্ধদেশেই উত্তোলন করিয়াছে। যাহারা অক্ষজজ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রতারিত, তাহাদিগকে আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, অধোক্ষজ বস্তু কিছু ভোগের বস্তু নহে। অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞান কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা নহে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে অপর বিষয় মীমাংসার ন্যায় নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সত্য বস্তুকে বিকৃত করা যায়। গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিষয়সমূহ আম্নায় পারম্পর্য্যাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমে তাহাকে পরিমর্দ্দিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় পাঠের অনুরোধ

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ে প্রধাণতঃ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং **অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে,** অক্ষজ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টী অভিনব, তজ্জন্য আমরা ধীর পাঠকগণকে সর্ব্বতো-ভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। অবহিত চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই তাঁহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

নির্ম্মৎসর-হরিকথাই হৃদয়ের অন্ধকার-নাশিকা

প্রবর্ত্তমান বর্ষে আমরা বিগত বর্ষের আলোচিত বিষয়গুলি নানাপ্রকারে সুধী পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। সকলের সহিত যথাযোগ্য প্রারম্ভিক সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হিতকর উপদেশাবলী প্রচার কার্য্যই যেন আমাদের সম্বল হয়। নির্ম্মৎসর সাধুদিগের কথা আমাদিগের অসাধুচিত্তে আপাতবিষময় বোধ হইলেও উহাই পরিণামে হিতকর হইবে জানিয়া আমরা অসাধুসঙ্গ-বর্জ্জন এবং সাধুসঙ্গে আসক্তিপ্রভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থলস্থিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিতে যেন প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্র এবং গুরুবর্গই এই কার্য্যে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন।

আরোহবাদীর মতবাদ কল্পিত ও ভ্রমপূর্ণ

আরোহপথের পথিকের চেষ্টাসমূহ আমরা গ্রহণ করিতে না পারায় কেহ যেন আমাদিগের কার্য্যে বাধা না দেন। আরোহবাদী যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের অবতরণ-বাদ স্বীকার করিলে আরোহবাদীর ন্যায় ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। আমাদিগের কোন কথাই নিজের কল্পিত নহে, কিন্তু ঐগুলি নিরন্ত-কুহক নিত্যসত্য মাত্র, তাহাই বৈষ্ণব জগতে ভগবানের অভিব্যক্তি।

—শ্রীল প্রভুপাদ

যামুনাচার্য্য

রুচির পার্থক্যহেতুই সম্প্রদায় গঠন অবশ্যম্ভাবী

মানবের রুচিভেদে ব্যবহার ভেদ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচিগ্রস্ত প্রাণী ঐক্যতা লাভ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। এজন্য স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গই বিরোধ

পরিহার ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। রুচির পার্থক্য অনুসারে সম্প্রদায় গঠন অবশ্যম্ভাবী। কতিপয় ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নাম শুনিলে রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। 'অসাম্প্রদায়িক'-শব্দে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। 'অসাম্প্রদায়িক' অভিধানে তাঁহারাই অবশেষে স্বীয় যুক্তি বন্ধনীতেই বদ্ধ হন।

অসাম্প্রদায়িকগণ ধর্ম্মের বিপ্লব আনয়নকারী

সম্প্রদায় ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না, এই সার বাক্য আলোচনা করিলে অসাম্প্রদায়িকের খর্ব্বদৃষ্টি দূর-দর্শন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-জগতে আবির্ভূত হইয়া অধিকতর বিপ্লব উপস্থিত করেন এবং একই অপরাধে কলুষিত হইয়া অধস্তন অসাম্প্রদায়িকের নিকট গর্হিত হন।

বহু গবেষণা-প্রসূত সাম্প্রদায়িকতার প্রতিভা চতুর্যুগাবধি বর্ত্তমান

যে পবিত্র ভারত হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ পরিমাণে স্বীয় প্রতিভাকেতন উড্ডীয়মান করিয়া চেতন জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, অভিজ্ঞতার চরম স্বাদুফল যাঁহার অনন্য শ্লাঘার বিষয় এবং যাঁহার নিতান্ত অর্ব্বাচীন অধিবাসীও নিগূঢ় দর্শনের ফল-ভোগী, হে অসাম্প্রদায়িক, তাহাকে সম্প্রদায় ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিও না। যে সাম্প্রদায়িক ভাব আবহমান চতুর্যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ভিত্তি বহুগবেষণায় অভ্যুন্নত। সাম্প্রদায়িকতা ঘনীভূত হইলে অশুদ্ধতা পরিষ্কৃতি লাভ করিয়া নির্ম্মল হইবে।

কুবৃত্তি চরিতার্থ ও লোক-বঞ্চনাই অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য

মন্দের সহিত উত্তমের, অসাধুর সহিত সাধুর, মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সাম্য স্থাপন করিয়া অন্তঃস্থিত কুবৃত্তি চরিতার্থ ও অর্ব্বাচীনগণের বঞ্চনা যাহাদের পুরুষার্থ, তাহারাই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। স্বার্থ, যাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারাই বিচার-সমুদ্রের পরপারে গিয়া সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশে অধিকৃত শক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন।

চারিটী সৎ-সম্প্রদায় জৈব-ধর্ম্মের অনাদিত্ব-প্রকাশক

সৎসাম্প্রদায়িকতা দৃঢ় করিবার বাসনায় ভগবান্ কলিকালে চারিটী সম্প্রদায় প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে 'অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।' এই চারিটী সম্প্রদায় কোন্ মহাত্মাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। অনাদি কাল হইতে ভগবদ্দাস্য-ধর্ম্ম জীবজগতে

প্রকটিত আছে। ইহা আধুনিক ধর্ম্মের ন্যায় সর্গ পোষণ ও বিনাশ-ধর্ম্ম-জড়িত নহে। জীব অনাদি; তাঁহার ধর্ম্ম ঈশোপাসনা—তাহাও অনাদি। ঈশোপাসন-রূপ-বিশিষ্টতাদ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপিত। বেদসকল একবাক্যে জীবাত্মার ও জৈব-ধর্ম্মের অনাদিত্ব গান করেন।

ঈশ্বরসৃষ্ট ক্ষিতিপাবক সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্ঠয়ের পরিচয়

সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আদি প্রবর্ত্তক ভগবান্। তাঁহা হইতেই চারিটী শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। কথিত আছে বৈষ্ণবগণ ভগবান্ হইতেই এই পারলৌকিক রহস্য অবগত হইয়াছেন। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক ইঁহারা ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব। ইঁহারাই চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জীবের উদ্ধার কামনায় বহুল কৃপা করিয়াছেন। সত্যাদি যুগে ইঁহাদের শাখা-প্রশাখা শিষ্যাদি দ্বারা বসুমতী অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। মহানুভব বৈষ্ণববৃন্দ, সম্প্রদায় চতুষ্টয় কলিজীবের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করতঃ প্রভূত দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। **শ্রী**-সম্প্রদায় যতীন্দ্র **রামানুজ** কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া দাক্ষিণাত্যে বহির্ম্মুখগণের সম্মুখীন করিলেন। যতীন্দ্র **মধ্বমুনি ব্রহ্ম**-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দিগন্ত ব্যাপ্ত করিলেন। বৈষ্ণবাগ্রণী **মহাদেবের** সম্প্রদায়ে যতীন্দ্র **বিষ্ণুস্বামী** প্রবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন প্রধান দিক্‌পালস্বরূপ হইয়াছিলেন। **চতুঃসন**-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যতীন্দ্র **নিম্বার্ক** কর্ত্তৃক প্রভূত প্রচারিত হইল। এই চারিজনের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি দ্বারা জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম সহজ-প্রাপ্য হইয়াছিল।

যামুনাচার্য্যের গুরু ও শিষ্য-পরম্পরা

রামানুজ-কথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম কলিকালে অন্য তিনটী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে জগতে বিকাশ লাভ করে। শ্রীশঠকোপ যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তদীয় শিষ্য মধুরকবিকে দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপরাঙ্কুশের নিকট হইতে শ্রীমন্নাথমুনি প্রাপ্ত হন। **শ্রীনাথের** প্রিয়শিষ্য পুণ্ডরীক, শ্রীনাথ-কথিত শঠকোপমত তদীয় শিষ্য **রামমিশ্রের** নিকট রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হন। রামমিশ্র যামুনাচার্য্যকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। যামুনাচার্য্যের নিকট হইতে গোষ্টীপূর্ণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। গোষ্টীপূর্ণের শিষ্য রামানুজ। রামানুজের পর হইতে সম্প্রদায়-প্রণালী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীনাথমুনির আবির্ভাব কাল

শ্রীশঠকোপ ও মধুর কবির কাল নির্ণয় সম্ভবপর নহে। শ্রীনাথমুনির আবির্ভাব কাল যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও বিশুদ্ধ সামঞ্জস্যের অভাব

পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক বর্ষ নির্ণয় না হইলেও স্থূলকাল নির্ণয়ের ব্যাঘাত নাই। খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীর মধ্য-কালে শ্রীনাথমুনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিলে কালগণনায় অধিক দোষস্পর্শ করিবে না।

শ্রীযামুনাচার্য্যের আবির্ভাব প্রতীক্ষা

শ্রীনাথের পুত্র ঈশ্বরভট্ট রঙ্গনায়িকা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বরভট্ট তদীয় পিতৃভবনে বাস করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। ঈশ্বর সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ শ্রীনাথের প্রদর্শিত পথ অনুগমন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বৈষ্ণব-দর্শনসমূহ শ্রীনাথের প্রিয় শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। নির্য্যাণকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া পুণ্ডরীক তদীয় শিষ্য রামমিশ্রকে এইরূপ বলিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন—"বৎস! শ্রীনাথমুনির তনয় ঈশ্বরভট্ট বৈষ্ণবদর্শন রক্ষণে চিরকাল ঔদাসীন্য করিয়াছেন। আমার চিরদিনের ইচ্ছা মদীয় গুরুর বংশে শ্রীনাথ-প্রচারিত বৈষ্ণবদর্শন রক্ষিত হয়। এজন্য আমি ঈশ্বরভট্টের পুত্র উৎপত্তির অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার বাসনা যে, মদীয় গুরুর পৌত্র বৈষ্ণবদর্শনে কুশলী হইয়া পিতামহ-প্রচারিত শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তসমূহ জগতে প্রচার করে। আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, বিশেষ যত্নের সহিত ভট্টের পুত্রকে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবদর্শন শিক্ষা দিবে। কালে ঈশ্বরের পুত্র বৈষ্ণব-জগতে অতীব প্রাধান্য লাভ করিবে।"

যামুনের জন্ম, জাতকর্ম্ম ও বিদ্যাভ্যাস

পুণ্ডরীকের পরলোক প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ঈশ্বরভট্টের এক অসামান্য পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামমিশ্র শিশুর জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন। তজ্জন্য স্বয়ং বীরনারায়ণপুরে গমন করিলেন। ঈশ্বরভট্টের পুত্র শ্রীনাথপ্রদর্শিত বৈষ্ণব-সংস্কারসম্পন্ন হইলেন। অন্নপ্রাশনাদি কর্ম্মাঙ্গেরও ত্রুটী হইল না। যথাকালে শ্রীনাথের পৌত্র **'যামুন'**-নাম প্রাপ্ত হইলেন। পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিল, এমন কি অল্প দিনেই বেদশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

চোলরাজ-পুরোহিতের নিকট যামুনের অধ্যাপক কর দানে অপারক

এই সময়ে চোলবংশীয় ভূপালগণ দাক্ষিণাত্যে রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বজ্জনানুরাগী ও সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য ও শাস্ত্র অনুশীলনে কালাতিপাত করিতেন। যামুন যে-কালে গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করেন, তৎকালে চোলরাজের পুরোহিত মহাশয়

যাবতীয় কোবিদগণকে পরাজয় করিয়া সকল অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রতিবর্ষে দশটী দ্রব্য কর-স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। চোলরাজ পুরোহিত অক্কিয়াষ্যাতি যামুনের অধ্যাপক মহাভাষ্যভট্টের নিকট বার্ষিক কর প্রাপ্তির লোভে দূত প্রেরণ করিলেন। দরিদ্র মহাভাষ্য রাজপুরোহিত-প্রেরিত সৈন্য-গণের নিকট স্বীয় দরিদ্রতা জানাইয়া করপ্রদানে অপারক জ্ঞাপন করিলেন।

যামুনের প্রতিজ্ঞাময় বাল-চাপল্য

যামুন স্বীয় অধ্যাপকের নিকটে ইহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে রাজপুরোহিতের ঈদৃশ ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আগন্তুক দূতগণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও পরিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া দ্রব্যের পরিবর্ত্তে পুরোহিত পণ্ডিতকে প্রদান করিতে বলিলেন।

ন বয়ং কবয়স্তু কেবলং ন বয়ং কেবলতন্ত্রপারগাঃ।
অপি তু প্রতিবাদী ভীকরপ্রকটাটোপ বিপাটনক্ষমাঃ॥

মানক্ষুণ্ণ পুরোহিতের যামুনের বিরুদ্ধে চোলরাজ-দরবারে অভিযোগ

অক্কিয়াষ্যাতি দূতগণের নিকট হইতে বালক যামুন-রচিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ অপমানিত মনে করিলেন। তিনি অনেক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ শাস্ত্রপারঙ্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মুখ হইতেও এরূপ স্পর্দ্ধাবিকাশী বাক্য কখনও শুনেন নাই, এক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয় অর্ভক-কর্ত্তৃক এই ভাবে সম্ভাষিত হইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্লোকটী পাঠ করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইলেন ও রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আপনার রাজ্যে প্রজাগণ আপনার শাসনদণ্ডের যদি অপমান করে, তাহা হইলে এরূপ প্রজার সমুচিত দণ্ড এতদ্দণ্ডেই হওয়া আবশ্যক। অবহেলনকারী প্রজার দণ্ডবিধানে সমর্থ না হইলে অচিরেই রাজ্য বিধ্বংস হয়। আপনার রাজ্যে মহাভাষ্য ভট্টনামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তাহার যামুন নামে একটী দ্বাদশবর্ষীয় ছাত্র আছে। সেই বালক আপনার শাসন অবমাননা করিয়া স্বগর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনাকে রাজশক্তিধর বলিয়া বিশ্বাস করে না। আপনার আশ্রিত ব্রাহ্মণকে গণনাই করে না। ইহার কি কিছু প্রতিকার নাই?"

দ্বাদশ-বর্ষীয় যামুনের আত্ম-সম্মানবোধ

পুরোহিতের নিবেদন শ্রবণ করিয়া চোলরাজ পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বিচারপূর্ব্বক যামুনকে আনাইতে পাঠাইলেন। যামুন, অনাদৃত নিমন্ত্রণজ্ঞানে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় চোল-নরেন্দ্র শিবিকা প্রেরণ করিয়া সমাদরে আহ্বান

করিলেন। শিবিকাধিরোহণে অনতিবিলম্বেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সভাস্থলে একটী শ্লোক রচনা করিলেন ও চোলরাজকে পরাজিত পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বানের অনুরোধ করিলেন।

চোলরাজ কর্ত্তৃক আহূত বিরাট্ বিচারসভায় পণ্ডিতগণের জল্পনা

রাজাজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র ক্ষণকালের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না রাজসভা মহতী বিদ্বৎসভায় পরিণতা হইল। রাজ-পুরোহিত কর্ত্তৃক পণ্ডিতগণ পরাজিত হইলেও নানাশাস্ত্রকুশল কোবিদগণ পাণ্ডিত্যে অপারক ছিলেন না। স্ব স্ব যোগ্যস্থলে বিচার শ্রবণেচ্ছুগণ একত্রিত হইল। রাজপুরোহিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই বালক অনেক বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষের মধ্যে অসংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে অদ্যাপিও সমর্থ হয় নাই। ইহার সহিত শাস্ত্রালাপে পরাভূত করাই সুবিধাজনক এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন।

রাজ অন্তঃপুরে রাজ-রাজ্ঞীর বাদানুবাদ ও পরস্পর পণাবদ্ধ

এই সময়ে চোলরাজের অন্তঃপুরে একটী ঘটনা হইল। যামুন ও পুরোহিতের মধ্যে বিচারে কে জয়লাভ করিবেন, এই বিষয়ে চোলরাজ ও তদীয় পত্নীর সহিত আলাপ হইতেছিল। রাজা নিজ পুরোহিতকে জয়ী দেখিলে সুখী হন, এজন্য পুরোহিতের জয় কল্পনা করিতেছিলেন। রাজ্ঞী রাজার ঐ কথা পোষণ করিতে পারিলেন না। উঁহাদের আলাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল। রাজা পুরোহিতের নিশ্চয় জয় হইবে—ইহা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। রাজ্ঞী রাজ-বাক্যের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইলেন। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়া উঠিলে পণদ্বারা বিবাদ প্রশমনের আবশ্যক হইল। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পুরোহিত পরাভূত হইলে তিনি **অর্দ্ধ রাজ্য হারাইবেন**; রাজপত্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, যামুন পরাজিত হইলে তিনি **ছয়মাসকাল দাসীত্ব স্বীকার করিবেন**।

যামুনের সহিত পণ্ডিতবর্গের বিচারালাপ

এইরূপ পণ নিরূপিত হইলে চোলরাজ পণ্ডিতগণের সভায় আগত হইলেন। রাজপুরোহিত যামুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি বালক ও বিদ্যানুরাগী, হইতে পার কিন্তু শাস্ত্রতর্কে ক্ষমবান্ নও। যদ্যপি লৌকিক এবং বৈদিক তোমার কথিত বাক্যত্রয় আমি খণ্ডন করিতে সমর্থ হই অথবা আমার এবম্প্রকার তিনটী বাক্যের তুমি দোষ দেখাইতে পার, তাহা হইলে পরাজিত ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে।"

যামুনের একটী শ্লোকদ্বারা তিনটি লৌকিক বিচারের খণ্ডন প্রার্থনা

পুরোহিতের বাক্য শুনিয়া যামুন স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আমিই তিনটি লৌকিক বাক্য বলিতেছি, আপনার ক্ষমতা থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাকে পরাজয় করুন্। আমাকে লৌকিক বাক্যে পরাজিত করিলে পরে শাস্ত্রসম্বন্ধে বিচার করিয়া জয়াদি নির্ণয় করিব।" যামুন রাজ-পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটী বলিলেন,—

"অবন্ধ্যা কিল তে মাতা বিদ্বন্ রাজপুরোহিত।
এষ রাজা সার্ব্বভৌমো রাজপত্নী পতিব্রতা।"

[অর্থাৎ (১) হে পণ্ডিত রাজপুরোহিত! আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন; (২) এই চোলরাজ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপরায়ণ; (৩) রাজপত্নী মহিষী (সাবিত্রীর ন্যায়) পতিব্রতা—এই প্রশ্ন তিনটী খণ্ডন করুন্।]

রাজপুরোহিতের পরাজয় ও দণ্ডবিধান

শ্লোক শ্রবণে পণ্ডিতের প্রতিবাদ করা দূরে যাউক, লজ্জায় অবনত শীর্ষ হইয়া মৌনাবলম্বনে বাধ্য হইলেন। রাজপুরোহিতের তূষ্ণীম্ভাব দর্শনে যামুন বলিতে লাগিলেন, "আপনি বৃদ্ধ ও রাজানুগৃহীত। আপনি পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার বাক্যানুসারেই আপনি দণ্ডনীয়। ভবিষ্যতে বিজয় চিহ্ন-সকল প্রদর্শন করিবেন না, ইহাই আপনার দণ্ড; অন্য দণ্ড আমি প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি।"

যামুনের অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তি ও গৃহস্থাশ্রম

যামুনাচার্য্য বিজেতা হইয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। যামুনের পিতামাতা পুত্রের ঈদৃশ পাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে আপ্লুত হইলেন। রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্তে তাঁহাদের দরিদ্রতা প্রশমিত হইয়া বিপুলৈশ্বর্য্যাধিকার হইল। এই সময়ে পিতামাতার আগ্রহে শ্রীযামুনাচার্য্য দার-পরিগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম-উচিত কর্ম্ম সম্পন্নকরতঃ বীরনারায়ণপুরে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহস্থাশ্রমে বাসকালে যামুন যথাশাস্ত্র পিতৃদেবের শুশ্রূষাদি সম্পন্ন করিয়া সাধারণের প্রীতির পাত্র হইলেন। কিছুকালের মধ্যে পিতা ঈশ্বরভট্টের পরলোক প্রাপ্তি হইল। পিতার পারলৌকিক কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। ইহার পরেই যামুনাচার্য্য যথাকালে **বররঙ্গ** ও **শোদৃপূর্ণ** নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন।

(যামুন-জীবনের পরবর্ত্তী অংশ পরে প্রকাশিত হইবে)

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীগৌরাবির্ভাব

(১)

হে শচীনন্দন ! তব আবির্ভাবে নন্দিত এধরাধাম।
(আজি) নবীন আশার নব উন্মাদনা পূর্ণিত ভকত প্রাণ ॥
ভকত মানস- সরসে তোমার রাতুল চরণদুটী।
মধুমাধবীর পূর্ণিমা রাতে আনন্দে উঠেছে ফুটি' ॥
তব আগমনে এশুভ লগনে পরেছে বিজয় মালিকা।
বিশ্ব-প্রকৃতি করিছে আরতি জ্বালি' দীপ-চন্দ্র-তারকা ॥
কল্যাণ কুমুদ উঠেছে বিকশি' পাইয়া এ'বরা তিথি।
তাই ভক্তবৃন্দে পরম আনন্দে গাহিছে বন্দনা গীতি ॥
বিশ্বশব্দ স্তব্ধ করিয়া আজি তব শুভ বাণী।
এমর জগতে অমর বারতা জীবেরে দিতেছে আনি ॥

(২)

হে শচীনন্দন ! তব আগমনে নন্দিত এধরাধাম।
নবীন আশার আলোক প্রভায় উজল ভকত প্রাণ ॥
ভকত হৃদয় স্বচ্ছ-মুকুরে মধুর উজ্জ্বল ভাতি।
উঠেছে ফুটিয়া সহজ প্রেমের ঘনীভূত শ্রীমুরতী ॥
উৎসবময় পুণ্য প্রভাতে ধরণীর স্নেহবক্ষে।
সর্ব্ব সুলক্ষণ আজি সম্মেলন সুদর্শন হেরে চক্ষে ॥
প্রকৃতি সুন্দরী দিতেছে অর্ঘ্য সাজায়ে কুসুম বীথিকা।
মধুমাধবীর বক্ষের ধন বন-চন্দ্রিকা মালিকা ॥
কুসম-মালার সুষমা-সভার চেতন পরশ লাগিয়া।
আকুল উচ্ছ্বাসে পূর্ণপ্রেমাবেশে পড়ি'ছে চরণে ঝরিয়া ॥

(৩)

হে শচীনন্দন ! তব আগমনে প্রফুল্লিত ধরাধাম।
প্রেমের উল্লাসে সেবার লালসে মুগ্ধ ভকত প্রাণ ॥

ভকত হৃদয়- আসনে আজিকে সর্ব্বারাধ্য-পদ-দুটী।
ভক্তাধীন হয়ে গোলোক হইতে আনন্দে এসেছ ছুটী॥
নিখিল বিশ্ব পড়িছে লুটিয়া তোমার চরণ তলে।
বিশ্ব মুকুট মরকত মণি তব পদ নখে জ্বলে॥
জীমূত মন্দ্রে বিজয় দুন্দুভি করে তব জয় ঘোষণা।
গোধুলী সন্ধ্যায় দিগাঙ্গনা তব আসন করেছে রচনা॥
বসন্ত অনিলে তটিনী হিল্লোলে তব সুমহান্ কীর্ত্তি।
সুপ্ত জগতে গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিছে ধরিয়া মূর্ত্তি॥

(৪)

হে শচীনন্দন! তব আগমনে নন্দিত এধরাধাম।
তোমার চরণ দরশ-লালসে আকুল ভকত-প্রাণ॥
ভক্তানন্দপ্রদ অতুল-সম্পদ ও-রাতুল পদে কোটী।
ভক্তভৃঙ্গ আজি পরম আনন্দে অমৃত নিতেছে লুটি॥
শীকর-সিক্ত বসন পরিয়া ধোয়াতে চরণ-দুটী।
বীচি-বিক্ষুব্ধ জহ্নু-সূতা আজি চরণে পড়েছে লুটি॥
দিগন্ত মুখর করি' পিকবর গাহে তব জয়গান।
বিশ্ব মানব প্রীতির অর্ঘ্য দানিছে ঢালিয়া প্রাণ॥
তব শুভাগমে নরদেবগণে নাচিছে তুলিয়া বাহু।
অকলঙ্ক চাঁদ হেরি', সকলঙ্ক শশাঙ্ক গ্রাসি। রাহু॥
চৌদ্দভুবন ঝঙ্কৃত করি' উঠিয়াছে হরি-নাম।
গোলোকের ধন ভুলোকে উদয়! জয় জয় ভগবান॥
জয় জয় জয়, জয় শচীসূত, জয় জয় গৌরহরি।
হে মহাবদান্য! হে সর্ব্ব শরণ্য! তব পদে নতি করি॥

—শ্রীপ্রফুল্ল কুমারী দেবী
ভাগলপুর।

গীতার বাণী

[বিগত ১৭ই ও ১৮ই অগ্রহায়ণ জামদেসপুর সহরস্থিত শ্রীরামমন্দিরের প্রাঙ্গণে টাটা-কোম্পানীর ডিরেক্টর-অফ্-পার্সন্যাল্ শ্রীযুত এস্, সি, জোসী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গীতা-প্রচার-সঙ্ঘের বিশেষ চেষ্টায় একটী গীতা-জয়ন্তী-সভার বিরাট আয়োজন হয়। তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বহু গণ্যমান্য সুশিক্ষিত সজ্জন মণ্ডলীর সমক্ষে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ** যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন তাহারই সারমর্ম্ম]

গীতার বিষয় জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক যে গীতা কি বস্তু, কাহার নিকট গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে, বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধ কি এবং কি জন্য বা গীতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে গীতা কি বস্তু, তাহা গীতা মাহাত্ম্যে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ (গীঃ মাঃ ৬)

শ্রুতিসকল গাভীস্বরূপ, তাহাদিগকে দোহন করিয়াছেন নন্দগোপ-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; পার্থ বৎসরূপে কল্পিত অর্থাৎ গোবৎস যেরূপ দুগ্ধ নিঃসরণের হেতু বা উপায়স্বরূপ, তদ্রূপ অর্জ্জুনও গীতা কীর্ত্তনের উপলক্ষ বা হেতু মাত্র। সুধীগণ ভোক্তা এবং গীতামৃতই দুগ্ধস্বরূপ। গো-দোহন করিয়া দুগ্ধটী ভগবৎসেবা বা অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কেবল বৎসের ভোগ্য হয় না ; তদ্রূপ গীতাউপদেশ অর্জ্জুনের নিমিত্ত নহে, অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বর সমগ্র জীবকে চিরকালের জন্য একটী মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন। কারণ অর্জ্জুনের মোহ হইতে পারে না ; কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার সম্মুখে, ভগবদপাশ্রিতা মায়া তাঁহার নিকট আসিবে কিরূপে? যাঁহা কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার। গীতার প্রারম্ভে যে ঘটনা, তাহাতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অর্থাৎ অর্জ্জুন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিতেছেন—'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' এখানে অর্জ্জুনের বাক্যে আজ্ঞাকারীর ভাব নিহিত আছে। ভগবান্ তাহাতে কি বিরক্ত হইতেছেন? না ; তিনি সানন্দে অর্জ্জুনের কথা পালন করিতেছেন—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশো ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ (গীতা ১।২৪)

ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ (গীতা ১।২৫)

উপরি-উক্ত কয়েক পংক্তি শ্লোক আলোচনা করিলে বুঝাযায় যে 'গুড়াকেশ' অর্থ জিতনিদ্র। গুড়াকা অর্থে নিদ্রা, উহা মায়ার কার্য্য। তাহার ঈশ যিনি, তিনি অর্জ্জুন। শ্রীভগবদ্-গুণ-লাবণ্য-স্মৃতি-নিবিষ্ট অর্জ্জুনকে মায়ায় আক্রমণ করিতে পারে নাই। অতএব মোহ তাঁহাকে কিরূপে আশ্রয় করিবে? জীব মোহবশতঃই দেহ গৃহাদির প্রতি মমতা-বুদ্ধি করে। অর্জ্জুনও সেইরূপ **অভিনয় করিয়া** বলিতেছেন—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। (গীতা ১।৩২-৩৩) ইত্যাদি

ইহা দেহাত্মবাদিব্যক্তিগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। দেহসর্ব্বস্ববাদীর ইহাই মত। পরবর্ত্তিকালে আবার বলিতেছেন—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ (গীতা ১।৩৯)

এখানে তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে কুলধর্ম্মই জীবের সনাতন ধর্ম্ম। ইহাও বদ্ধজীবের বিচার।

অর্জ্জুন এইপ্রকার উক্তি না করিলে ভগবানের গীতা কীর্ত্তনের হেতু বা উপায় হয় না। ভগবান কখনও বদ্ধজীবের দৃষ্টিগোচরে আসেন না অথবা তাহাদের পক্ষে ভগবৎ-শ্রীমুখে একথা শ্রবণেরও সৌভাগ্য অসম্ভব। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বয়ং অবতীর্ণ, তখন তাঁহার গূঢ়-বাঞ্ছা এই যে তাঁহার এই বাণীকে অবলম্বন করিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নিজ নিজ অজ্ঞান নাশ করিয়া চিরতরে সংসারদুঃখ হইতে নিবৃত্তিলাভ করিবে। তাই ভগবৎপার্ষদ অর্জ্জুন একজন হেতু মাত্র। এইরূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবের নিকট, ভগবান্ কপিলদেব নিজ জননীর নিকট, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জননী ও নিজ পার্ষদভক্ত রূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণের নিকট নিজ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শম্ভুও নিজ-শক্তি মহামায়ার নিকট ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে গীতা কীর্ত্তিত হয় নাই; সেই উপলক্ষ করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি উপায় সকলের বর্ণন পূর্ব্বক চরমে ভক্তির মহিমা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

গীতার প্রতি অধ্যায়ে এক-একটী যোগ বর্ণন করিয়া পরিশেষে মোক্ষ-যোগ কীর্ত্তন করিয়াছেন। জীবের যখন সাংসারিক বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন উপযুক্ত ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা সাধুর সঙ্গক্রমে সংসারের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান অবগত হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অবলম্বনে সংসার-দুঃখ হইতে মোক্ষ হইয়া পরমা শান্তি লাভ ঘটে। ইহাই গীতার নিষ্কর্ষার্থ।

বিভিন্ন প্রকৃতির জীব গীতা পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধারণার বশীভূত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ গীতাপাঠক কর্ম্মকেই গীতার চরম উদ্দেশ্য ধারণা করেন; তন্মধ্যে জ্ঞানবান্ হইলে জ্ঞানকে, কেহ কেহ বা অষ্টাঙ্গযোগকে এবং সর্ব্বাপেক্ষ জ্ঞানবান্ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্তিকে গীতার চরম প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া দৃঢ় ধারণা করেন। সৎসঙ্গে গীতার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে বাস্তবিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

বেদান্তের প্রথম সূত্রে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা আছে, সেই জিজ্ঞাসা কাহার পক্ষে সম্ভব, তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—

"শান্ত-দান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যেৎ" অর্থাৎ শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন সম্ভব হয়। "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" (গীঃ ১।৩২) শ্লোকে অর্জ্জুনের শমদমগুণ, "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে' (গীঃ ১।৩৫) শ্লোকে ইহ পরকালের বিষয়ভোগে উপরতি, "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যং অপীহ লোকে" (গীঃ ২।৫) শ্লোকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতালক্ষণা তিতিক্ষা এবং গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস লক্ষণা শ্রদ্ধা "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (গীঃ ২।৭) শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শমদমাদি-শূন্য ব্যক্তির গীতাপাঠ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়। অতএব—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ॥ (মুণ্ডক-১।২।১২) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য—৬।১৪।২) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়। ইহা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীতা-৪।৩৪)

তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাকে বাস্তব জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

সুতরাং ভগবৎপ্রিয় অর্জ্জুন প্রথম অধ্যায়ে যে সকল কথা কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেন, তাহা বদ্ধজীবের বিচার-প্রদর্শন মাত্র। প্রথম অধ্যায়ের সারমর্ম্ম এই যে, আমরা সংসারকেই সার বিচার করিয়া স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের সেবাকেই পরম ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকি। সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম (?) নাশ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া পিতৃগণের পিণ্ড, তর্পণাদি ক্রিয়ালোপ হইয়া পড়িবে। কিন্তু ঐসকল কুলধর্ম্ম যে অনিত্য ও তাৎকালিক, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রবাক্যে বুঝিতে পারি—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃনী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যে সমস্ত কার্য্য করি, তাহাতে অধিকাংশ সময় পাপ কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা যদিও আমাদের গণনার বা ধারণার বাহিরে, তথাপি মনুসংহিতায় গৃহস্থগণের কৃতকর্ম্মের জন্য পঞ্চপ্রকার পাপ উল্লেখ করিয়াছেন—

পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্কর।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥ (মনুসং ৩।৬৮)

অর্থাৎ সংসারকর্ম্মে ব্যবহৃত শিলনোড়া, অগ্নি, জল, ঢেঁকি বা উদূখল-মুষল ও সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাটা এই পাঁচটী দ্রব্যে অনেক জীবহিংসা করা হয়, সেই দোষ নিবারণের জন্য পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। ইহা না করিলে গৃহস্থগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন না। কিন্তু উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে বলিতেছেন যে, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হন, তাঁহাদিগের আর ঐ পঞ্চযজ্ঞাদি-ঋণ থাকে না। আর গীতারও সর্ব্বশেষ উক্তিতে জানা যায়—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হইলে আর অন্য কৃত্যগুলি না করিলেও কোন পাপ হইবে না এবং করুণাময় ভগবানের কৃপায় সেই সকল পাপ হইতে মুক্তি-লাভ হইবে, এইরূপ আশ্বাসপূর্ণ অভয়বাণী আছে। তথাপি বদ্ধজীবের

ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা হয় না। অর্জ্জুন যখন ঐরূপ অভিনয়ে বদ্ধপরিকর তখন ভগবান্ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তোমার এই যে কাতরতা—ইহা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য মাত্র।

প্রথম অধ্যায়ের অন্য তাৎপর্য্যও দেখা যায় যে, হিংসাশূন্য ও দয়ার্দ্র চিত্ত না হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভাব চিত্তে উদিত হয় না।

অর্জ্জুনের তাদৃশ ভাব অপনোদনের জন্য ভগবান্ জানাইলেন যে কুলধর্ম্মে অভিনিবিষ্টচিত্ত অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়কুলজাত ধর্ম্ম—যুদ্ধ করা, তাহা না করিয়া ভিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মের হানি করা মাত্র। তখন অর্জ্জুন অধিক বিতর্ক করিতে অসমর্থ হইয়া এইভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হইলেন—

কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতা।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ (গীতা—২।৭)

কৃপণের সাধারণ অর্থ ধনব্যয়ে কুণ্ঠিতচিত্ত ব্যক্তি; কিন্তু উপনিষদ্-অর্থ এই যে, "এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (বৃঃ আঃ ৩।৯।১০) অর্থাৎ যিনি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া যান তিনি কৃপণ। সুতরাং তত্ত্ব-জ্ঞানহীন কৃপণের ভাব কার্পণ্য। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আমাদের নিজ স্বভাব আচ্ছাদিত থাকে। জীবের স্বাবভ—ভগবদ্দাস্য করা; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সম্মূঢ়চিত্ত হইলে সংসার-ধর্ম্মকেই মুখ্য বিচার হইয়া থাকে—আর সাধুসঙ্গ হইলে, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত কোন মহাপুরুষের সঙ্গ হইলে তাঁহার বাক্যে যখন জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাব বিদূরিত হয়, জীব তখনই অর্জ্জুনের ন্যায় বাস্তব-মঙ্গল জানিবার জন্য উপযুক্ত গুরুর শরণাগত হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা

বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের একটী ঢেউ উঠিয়াছে। মানবগণ এই তরঙ্গে পতিত হইয়া অসীম সংসার-সমুদ্রে নিঃসহায় ভাবে ভাসিতেছে। জড়বিদ্যা সম্পন্ন-ব্যক্তির জড়বিদ্যার দ্বারা জড়বস্তুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদ পত্রিকাগুলিও জড়। এই জড়-পত্রিকা আলোচনাকারী মানবগণও জড়তা

প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। মানব এই জড়তা বশতই ভগবদ্ বহির্ম্মুখ, চেতন-জ্ঞানাভাবই ভগবদ্ বহির্ম্মুখতার মূল কারণ। চেতন জ্ঞান, চেতনা বাণী হইতেই প্রস্ফুটিত। চৈতন্যের বাণীই চেতন-বাণী। এই চৈতন্যবাণীই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা', শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কোন জড় বস্তু নন। চেতন রাজ্যের চেতনবাণীও চেতনের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চেতনা ও বিশুদ্ধা। চেতন বস্তু চৈতন্যের সেবাযুক্ত। এই চৈতন্যের সেবাযুক্তা চেতনবাণী-আলোচন-কারী জীবও চেতন এবং চৈতন্যের সেবাযুক্ত হইয়া থাকে।

মায়িক জগতের জড়জ্ঞানী মানবগণ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া জড়-পত্রিকা বিশেষ মনে করে। বস্তুতঃ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কোন জড় বস্তু নন, চিন্ময় জগতের অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই সকলের সেব্য ও আরাধ্য।

যিনি একসময় সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের দ্বারে চেতন ধর্ম্মের ভগবৎ-প্রিতীকর আচার দ্বারা সমস্ত জীবকে চেতনময় ও আচারবান্ করিয়া চৈতন্যের সেবাপ্রাণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অনুগত ব্যক্তিকে দেবদুর্ল্লভ ভগবৎ প্রেম ফল আস্বাদন করাইয়াছিলেন, সেই মহাবদান্য রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেবই ভক্তের আহ্বানে—কাতর প্রার্থনায় ভক্তের শুদ্ধহৃদয়ে সিদ্ধান্ত-বাণীরূপে প্রচারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-রূপ-ধারণ করিয়া জীবকে ভগবদ্-বিষয়িনী কথা শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু অজ্ঞান নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে অক্ষম। তাই শ্রীচৈতনাষ্টকের ৪র্থ শ্লোকে বলিয়াছেন—

নিজপ্রণয়-বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ-বিস্মাপিত—
ত্রিনেত্র-নত-মণ্ডল-প্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি-কলঙ্কিতোদ্ধত-জনাদি-দুর্ব্বোধ হে
শচিসুত! ময়িপ্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্ !!

শ্রীকৃষ্ণের প্রনয়-ভাব-বিশেষ মহারঙ্গে নর্ত্তনকারী শ্রীগৌরসুন্দরকে একমাত্র প্রণতঃ ভক্তই জানিতে পারেন। ধনৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-অভিমানে আত্মহারা ব্যক্তি কখনও বুঝিতে পারে না। তাহাদের সমক্ষে তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। গৌরসুন্দরের সেবাদ্বারাই গৌরসুন্দরকে বুঝা যাইবে।

তদনুরূপ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাকেও ভোগান্ধ আত্মাভিমানীগণ বুঝিতে পারে না। একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সেবালব্ধ কৃপাদ্বারাই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাকে বুঝা যাইবে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সেবার অর্থ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা যথারীতি অধ্যয়ন করা। কিন্তু, "যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য

চরণে।” এই বাণীই আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়নের নিয়ম বর্ণন করিতেছেন। নিজের বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণের সেবা করিলেই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বুঝা যাইবে। ইহার অন্যথায় বুঝা যাইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ বস্তু এবং অসমোর্দ্ধ রাজ্যের অসমোর্দ্ধ ভগবৎ কথার একমাত্র প্রকাশক। কেহ কেহ বলেন, জড়জগতে যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছে তখন নিশ্চয় জাগতিক জ্ঞানে আবদ্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত আর কি হইবে? এই কথা প্রত্যক্ষ সত্য বটে কিন্তু তাহাদের এই বিচারটা নিতান্ত ভুল ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। যেরূপ মাকড়সার জালে অন্যান্য কীট-পতঙ্গ আবদ্ধ হয়, কিন্তু মাকড়সা তাহাতে আবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও ভক্ত মায়াতীত, অপ্রাকৃত ও চেতন বস্তু। তাঁহারা জড়জগতে প্রকটিত হইয়াও জড়তাপ্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ জড়জ্ঞানে আবদ্ধ হন না। যেরূপ আলোতে অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে না তদনুরূপ চিদ্‌জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞান অন্ধকার অর্থাৎ জড়জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিত্যমুক্ত কখনও ক্ষণিক কালের জন্যও আবদ্ধ হন না। নিত্যমুক্ত-বাণী শ্রবণদ্বারাই নিত্যমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাই একমাত্র নিত্যজগতের নিত্যশুদ্ধা বাণী প্রচার করিতেছেন। অতএব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কখনও জড়জগতের জড়বাণী-প্রচারক হইতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীগৌর-নিজ-জন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরনানুগত্যে যেন শ্রীগৌড়ীয়ের সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

শ্রীগৌড়ীয়-জন-সেবাভিলাষী
শ্রীহরিদাস রায়, (নারমা)

সুদর্শন ও কুদর্শন

জগদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অনুক্ষণ রত—সেবা-সৌন্দর্য্য-ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন। তাঁহার সেই সুন্দর রূপে বা স্নেহ-সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। আর আমি হরিভজন করি না বলিয়াই কুরূপ বা কুদর্শন। সমদর্শনই—ভগবদ্দর্শন বা সুদর্শন। “ময়া সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সমঃ”—‘মা’ অর্থে লক্ষ্মী বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা। ‘মা’ শব্দের তৃতীয়া বিভক্তিতে ‘ময়া’ হয়।

সুতরাং শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীরাধার সহিত যিনি বর্ত্তমান, সেই শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণই 'সম' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়। শ্রীভগবানই শ্যামসুন্দর বা পরম সুন্দর। এজন্যই ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎ-সম্পর্কিত দর্শনই সুদর্শন, সুন্দর দর্শন, সুষ্ঠু দর্শন, ইষ্টদর্শন, সুখময় দর্শন। এই সুদর্শনই কৃষ্ণ-ভোগ্য-দর্শন। দ্রষ্টৃ-অভিমানের পরিবর্ত্তে নিজেকে দৃশ্য জানিয়া সতত ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সর্ব্বত্র ভগবানের কর্ত্তৃত্বের অনুভূতিতে ভগবৎ-সুখের জন্য ব্যস্ততা তাহাই প্রকৃত সুদর্শন। কর্ত্তা একজন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের অনুভূতি ব্যতীত নিজ-কর্ত্তৃত্বের লেশমাত্র সুদর্শনে নাই ; তথায় দাসাভিমান প্রবল। সেখানে সকলেই ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত, সকলেই ভগবানের ভোগ্য বা সেবক—এই দর্শন রহিয়াছে। এই সুদর্শন বড় সুখময়, আর ভোগ্য দর্শন বা কুদর্শন ভয় বা চিন্তার মূল। সুদর্শনে একাভিনিবিষ্টতা—আর কুদর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্টতার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। যথা :—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ (ভাঃ ১১।২।৩৭)

জীবের আপনাকে দৃশ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলকর। দ্রষ্টৃ অভিমানে জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানে অহঙ্কার ফলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্য দৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোকুল দর্শনই জীবের নিত্য মঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। ইহারই নাম সুদর্শন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরায় রামানন্দপ্রভুকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭২-২৭৪)
শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৭)
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণত-ভার-বিটপা মধু-ধারাঃ প্রেম-হৃষ্ট-তনবো ববৃষুঃ স্ম॥
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

এই কথাগুলি জগতের নিকট খুব বিপ্লবময়ী। 'আমি দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য', 'আমি ভোক্তা নহি—ভোগ্য'—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত হইতেছে। জগতের ভোগিসম্প্রদায় আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগিসম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষ ভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শুনিয়াছি—'ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেমন অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক মঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল। শ্রীলপ্রভুপাদ উদাহরণ স্বরূপ পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষা দিতেন—এই প্রাচীর যখন তাহার রূপ আমাকে দেখাইবে, তখনই আমি তাহাকে দেখিতে পাইব,—"যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃনুতে তনুং স্বাম্।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, আমিইত' প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত' কখনও আমার দ্রষ্টা নহে, ইহা ত' সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এইরূপ অর্থ কখনও নির্দ্দেশ করেন নাই। যে কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ প্রভৃতি দৃক্-সাহায্যে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিব, সেই কাল পর্য্যন্ত আমি জড়ের দ্রষ্টা বা ভোক্তা, সেই কাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের সঙ্গী। দেওয়াল যখন আমাকে দেখাইবে তখন আমি দেখিব—শ্রীগুরুদেবের এই উপদেশের দ্বারা আমি জানি—দেওয়ালই আমার দর্শনের পরিচালক। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভগবদুদ্দীপনা প্রদান করে—ভগবৎ স্মৃতির সাহায্য করে, সকলেই ভগবানের সন্ধান দেয়। এইজন্য তিনি সকলকে গুরু রূপে দর্শন করেন। ভক্ত কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভোগ্য জ্ঞান করেন না, তাঁহার সর্ব্বত্র সেব্যদর্শন স্বাভাবিক। প্রহ্লাদ হরিভক্ত, তাই তিনি স্ফটীকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পরিমেয় বস্তুরূপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া তাহাতে বিভু বা বিষ্ণু-বস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ দৃষ্টিতে ইষ্টদর্শন অনন্যদর্শন বা সুদর্শন ছাড়া অন্য দর্শন বা কুদর্শন ছিল না। হিরণ্যকশিপু

আপনাকে তাহার সভাস্তম্ভের দ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুকে মাপিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, আর প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য মনে করিয়া নিজে তাঁহার ভোক্তা বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিচিন্ত্য শক্তি শ্রীভগবান্ হিরণ্যকশিপুর চিন্তার অতীত শ্রীমূর্ত্তি লইয়া যুগপৎ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ এবং বিষ্ণুর ভোগ্য-অভিমানকারী প্রহ্লাদকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। তথাকথিত সাম্যবাদীর বিচারে বিষ্ণুর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ পুত্রের সম্মুখে পিতার অবমাননা, এমন কি তাহার বিনাশ এবং পুত্রকে সস্নেহে গ্রহণ—মহা বিপ্লবের কথা বলিয়া মনে হয়। যাহারা হিরণ্য ও কশিপু অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত তাহাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করাই অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রেয়ঃ পথ হইতে শ্রেয়ঃ পথে লইয়া যাওয়াই পরমেশ্বরের পরম করুণা।

হরিবিমুখ জনগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্দ্দেশ করেন—'ইদং' বা 'এই' হরিসেবোন্মুখ সজ্জনগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে উহাদিগকে নির্দ্দেশ করেন। উপনিষদের "ঈশাবাস্য" অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু, ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব। ব্রহ্মদর্শন বা সুদর্শন এবং জড়দর্শন বা কুদর্শনের মূলে এই পার্থক্যের সমন্বয় সামঞ্জস্য হয় না বা হইতে পারে না—পরস্পরের গতি বিভিন্ন-মুখিনী। যতদিন জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এইরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা চেতনময় সদ্‌গুরুর চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীতে দূর হইলে জীবের হৃদয়ের একমুখী চেষ্টা বা সুদর্শন দেখা যাইবে।

যাহার ভোক্তৃ-অভিমান বা পুরুষাভিমান আছে, সে-ই বিষয়ী। বিষয়ীর জড়াভিনিবেশ আছে। জড়াভিনিবেশই যোষিৎসঙ্গ। যোষিৎসঙ্গ করার জন্যই জীবের শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা বা আপন-জ্ঞান হয় না। জড় জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্ত্রী, যোষিৎ বা ভোগ্য। যেখানে সুদর্শন—চেতন দর্শন বা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন, সেখানে যোষিদ্দর্শন নাই। সেব্য কখনও যোষিৎ বা ভোগ্য হইতে পারে না। সেবাদর্শনই যোষিৎদর্শন বা কুদর্শন হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকারী ব্যক্তির সঙ্গই জন-সঙ্গ। সজ্জনের আত্ম-সুখ কামনা নাই। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য যোষিৎই 'জন', তাহা স্ত্রী-দেহ-ধারী হইতে পারে বা পুরুষ-দেহ-ধারীও হইতে পারে। দুষ্ট মনের সঙ্গও জনসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। 'সঙ্গ'

শব্দে আদর বা প্রীতির সহিত সম্যক্ গমন অর্থাৎ সুখানুসন্ধান। সাধুসঙ্গ অর্থে সাধুর সুখানুসন্ধান বা সাধুর অন্তরে প্রবেশ। অকিঞ্চন না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি কিছুই চান না—যাঁহার নিজ সুখ-বাঞ্ছা নাই তিনিই অকিঞ্চন। যাহার কিঞ্চনতা আছে বা যে কিছু চায়, তাহার সঙ্গে আমাদের কি দরকার! কেহ অকিঞ্চন না হইলেও আমাদের হতাশার কিছুই নাই। অকিঞ্চন ও শরণাগতের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজন। আমরা অকিঞ্চনের পদধূলি হইব—অকিঞ্চনকেই ভালবাসিব। আমাদের ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি সকলই অকিঞ্চনের মত হউক, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকলের সহিত মনের মিল হইক। সকলেই কৃষ্ণদাস—এই বুদ্ধি আমাদের হউক। আমাদের গুরু-দর্শন প্রবল হউক। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ভগবান্ আছেন, সুতরাং সকলেই আমার প্রভুর সেবক—এই বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থানলাভ করুক। অকিঞ্চন হইয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন বা অভীষ্ট দর্শন না হইলে কুদর্শনের হস্ত হইতে আমাদের কে রক্ষা করিবে?

জড়দর্শনই বিশ্বদর্শন, ভোগ্যদর্শন বা কুদর্শন। চেতনদর্শনই গোলোকদর্শন বা কৃষ্ণকাষ্ঠর্দর্শন। বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবোপকরণরূপে দর্শন করিতে পারিলে আর কোন অসুবিধা হয় না। সেব্যদর্শনে জড় বা ভোগ্যদর্শন নাই। সেবক অভিমানেই সেব্য দর্শন হয়। যেখানে প্রাকৃত অভিমান সেখানে প্রাকৃত দর্শন, আর যেখানে অপ্রাকৃত অভিমান সেখানে অপ্রাকৃত দর্শন বা প্রভুদর্শন—ইহাই স্বাভাবিক। প্রভু-অভিমানই প্রাকৃত অভিমান, আর দাস-অভিমানই অপ্রাকৃত অভিমান বা শুদ্ধ অহম্। বিশ্বে থাকিলেই যে বিশ্বকে ভোগ করিতে হইবে এরূপ নহে। ভোগবুদ্ধি বা ভোক্তাভিমান না থাকিলে ভোগ করা যায় না। সেবকাভিমানী ভক্তগণ বিশ্বের সঙ্গ করেন না। ভক্তের সহিত বিশ্বের বা মায়ার কোনও সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বিশ্বনাথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মুক্ত জীব জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহার সঙ্গ করেন না। ভক্ত আচারবান্ ও ভক্তিমান্। বিশ্বদর্শন বা জড়-দর্শনই অভক্তি। ভোক্তাভি-মানে যে দর্শন, তাহাই কুদর্শন। কৃষ্ণভোগ্য অভিমানেই ভোক্তা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। জড় চক্ষে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

—শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

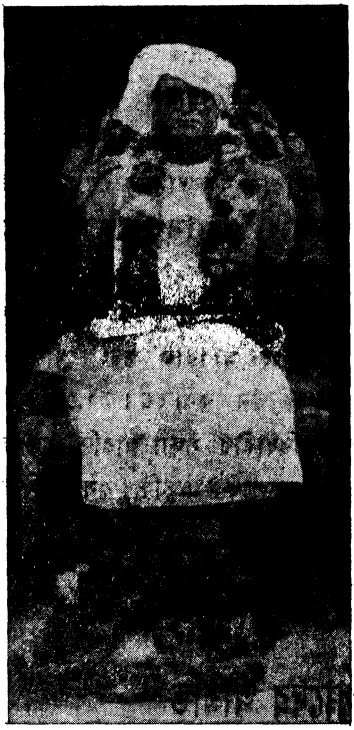
গত ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও অনুগত জনগণ আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ স্বয়ং তাঁহার জন্ম-দিবস ২২শে মাঘ, রবিবার—বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-নির্দ্দিষ্ট "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, শ্রীসনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক প্রভৃতি পূজাপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ, হোম প্রভৃতি যথারীতি নিজ-হস্তেই সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় দিবস ২৩শে মাঘ, সোমবার—পণ্ডিত শ্রীযুত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং এই উপলক্ষে পূজাপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চক এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংগৃহীত "শ্রীব্যাস-পূজা-পদ্ধতি"র সহিত মায়াবাদিগণের "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি"র পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ও ইষ্টগোষ্ঠী হয়।

তৃতীয় দিবস ২৪শে মাঘ, মঙ্গলবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ", "ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর", "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর", "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি", "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার"—প্রভৃতি স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনাসূচক গীতিগুলি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশাবলী পঠিত হয়।

মঠস্থ শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গন বিবিধ পুষ্পমাল্য ও আম্রপল্লবাদি এবং বিচিত্র বর্ণের পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ নানাবিধ পুষ্পমাল্য, বহুমূল্য অলঙ্কারপত্র ও সাজসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ভক্ত দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে জগমোহনে সুসজ্জিত মণ্ডপোপরি শ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্য-অর্চ্চামূর্ত্তি পুষ্প-

মাল্যাদি বিভূষিতা হইয়া বিরাজিতা হন। অতঃপর সভাপতি স্বামীজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আনুগত্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান আরম্ভ হয়।



প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকাগণ অঞ্জলি প্রদান করেন, তৎপরে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত, নামাশ্রিত মঠের ভক্তগণ, ও সমাগত শ্রদ্ধালু স্ত্রী-পুরুষ সকলে যথাক্রমে অঞ্জলি প্রদান করেন। পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের নির্দ্দেশমত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়-ক্রমে একযোগে অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। পরে আলেখ্য-মূর্ত্তির অর্চ্চনান্তে ভোগ নিবেদন করা হয় ও পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ আরাত্রিক সম্পন্ন করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীল প্রভু-পাদের অর্চ্চা-আলেখ্য একটী উচ্চাসনে চন্দনচর্চ্চিত-পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া অধিষ্ঠিত হন। শ্রীমন্দিরের সিংহাসন ও সভামণ্ডপ বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা সুসজ্জিত হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে "শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম," "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন," "শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল", "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়", পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি গীতিগুলি শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় অতি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করনে। তৎপরে শ্রীমঠের সভাপতি মহারাজের আদেশে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেরিত বঙ্গভাষায় "ভক্ত্যুপহৃত দুর্ব্বাদল", শ্রীব্যাসপূজা আরতি", "গীতি পুষ্পাঞ্জলি", "দীনের নিবেদন" ও

হিন্দী ভাষায় "পুষ্পাঞ্জলি কা প্রয়াস" প্রভৃতি শ্রীপত্রিকার প্রকাশক কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ বহরমপুর হইতে উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী" পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারীজী "শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে শ্রীল প্রভুপাদের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেন। স্বামীজীর নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীদীনদয়াল-ব্রজবাসী ও শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রোতৃমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতি স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা যথাসম্ভব প্রবন্ধাকারে **"ব্যাসপূজায় স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা"**—শীর্ষক প্রবন্ধে পৃথক্ মুদ্রিত হইল।

বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ স্বয়ং আরতি করেন। আরতিকালে নিম্ন-প্রকাশিত গীতিটী কীর্ত্তন করা হয়। পরে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যা-আরতি সম্পন্ন হইলে সমাগত আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রভৃতি সকলকেই চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর নিত্য সেবাদানকারী॥
সর্ব্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর॥
ভকতি-সিদ্ধান্ত-দীপ জ্বালিলা জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে॥
পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা দুর্ম্মতি॥

ভকতিবিনোদধারা জল-শঙ্খ-ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎ মৃদঙ্গবাদ্য পরম রসাল॥
বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্ত-কাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর॥
ললিত লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী॥
যতিধর্ম্মে পরিধানি' অরুণ-বসন।
মুক্ত কৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয় গগন॥
ভকতি কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার বিশ্ব আমোদিত॥
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
কেশব অতি আনন্দে নিরাজন গায়॥

ব্যাস-পূজায় স্বামীজী-মহারাজের বক্তৃতা

প্রতি বৎসরই আপনাদিগকে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আহ্বান করিয়া থাকি এবং এসম্বন্ধে বহু বিষয়ই আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি। শ্রীব্যাসপূজা কি, তাহা সর্ব্বপ্রথম আমাদের জানা কর্ত্তব্য। শ্রীব্যাসপূজা অর্থে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসেরই পূজা নহে, ইহা তদনুগত গুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করে। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্গনে এই ব্যাসপূজার প্রচলন করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সমগ্র ভারতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশুদ্ধ শ্রীব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শাঙ্কর সম্প্রদায়েও আমরা ব্যাসপূজার প্রচলন লক্ষ্য করিয়া

থাকি। কিন্তু তাহা ব্যাসপূজার পরিবর্ত্তে ব্যাসপূজার ভাণমাত্র। পূজ্য-বস্তুকেই আমরা পূজা করিয়া থাকি এবং নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে তাঁহাকে ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য জানিয়া তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ পালন করি। যেস্থলে তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষে দুষ্ট—এইরূপ বিচার বা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সেস্থলে পূজ্য-বুদ্ধি কোথায়? আচার্য্য শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া। বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭২) আমি ব্যাসকে মানিব, তাঁহার পূজা করিব, অথচ তাঁহার বিচারকে স্বীকার করিব না—এইরূপ কথা অসম্ভব। শ্রীগুরুদেবে ও শ্রীব্যাসদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও সংশয়ই জীবের অধোগতির কারণ এবং উহাই জীবকে নরকগামী করায়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ," "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" শঙ্কর স্বয়ং ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। সুতরাং যাহাদের ব্যাসের বিচারকে ভ্রান্ত বলিয়া ধারণা তাহাদের পক্ষে ব্যাসপূজা বিড়ম্বনা-বিশেষ। ইহা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া" বা "খড়জাঠিয়ার" ন্যায় ব্যবহার। সুতরাং আমাদিগকে আদৌ শ্রীব্যাসের অনুগত হইতে হইবে এবং তাঁহার বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জগতে তাহার প্রচারে ব্রতী হইতে হইবে। বিশুদ্ধ-ভাবে শ্রীব্যাসপূজা প্রচলনে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আপনারা সকলেই শ্রীব্যাসের অনুগত হউন ও শ্রীব্যাসপূজায় আত্ম-নিয়োগ করুন। দেখিবেন, ইহাতে কোনরূপ অভাব অসুবিধা থাকিবে না ও সংসারের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি বিদূরিত হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ধর্ম্মনীতির সহিত সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ধর্ম্ম পালন করিলে তাহাতে অভাব অভিযোগ কি প্রকারে মিটিবে? তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা শ্রীব্যাসের লিখিত শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্মপথে চলুন—দেখিবেন, সকল অভাব অভিযোগের সমাধান হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাসানুগত্য ব্যতীত অন্য প্রকার খেয়ালী ধর্ম্মপালন করিলে কোনও মঙ্গলই হইবে না। ধর্ম্মার্জ্জন করিতে গেলে সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির কোনটীই বাদ পড়িবে না। অধিকন্তু ইহারা আপনাদের অনুকূল হইয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—প্রাচীন শাস্ত্র-পুঁথি এখন আর চলিবে না। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্র-গ্রন্থ সকলই এখন যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভগবৎ শক্ত্যাবেশাবতার ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকার শ্রীব্যাসদেবের কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের

সর্ব্বপ্রকারের নির্দ্দেশই নিহিত আছে। তিনি সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত বিষয়েই পারঙ্গত ছিলেন এবং তাঁহার কৃত অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে তিনি ঐ বিষয়গুলি প্রচুর পরিমানে আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে উপদেশও দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বৃটিশ বা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনগুলি সমস্তই প্রাচীন সংহিতা ইত্যাদি হইতে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছন্দ, ব্যাকরণ, কল্প, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি আমাদের সনাতন শাস্ত্রের দান। আজও যাহার বলে আমরা প্রত্যহ জোয়ার-ভাটা, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ প্রভৃতি নিরূপণ করিতে সক্ষম হইতেছি, ভিন্ন ভিন্ন লতাগুল্ম হইতে প্রস্তুত ভৈষজ্যে প্রাণরক্ষা করিতেছি, তাহা সমস্তই আর্য্য-ঋষির দান। পাশ্চাত্যদেশে বর্ত্তমানে যে বিজ্ঞানের ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থের উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা ব্যাসের পুরাতন পুঁথির ভাষান্তর মাত্র। তাহাতে যাঁহারা গৌরববোধ করিতেছেন—'পুরাতন কথা নূতন কথায় বলিতে পারিলে যেটুকু কৃতিত্ব, তাঁহারা যতটুকু সম্মানই পাইতে পারেন।' আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোনটীরই অভাব নাই। আমাদের শাস্ত্রকার মহর্ষি, রাজর্ষিগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজ্যাদিও পালন করিয়াছেন। তাঁহাদের কোন বিদ্যারই অভাব ছিল না। বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্যশিক্ষিত নাস্তিক পণ্ডিতাভিমানী স্বদেশ-শ্রী-কাতরগণই পাশ্চাত্য-শিক্ষার বহুমানন করিয়া থাকেন—ইহাই তাহাদের পরাধীনতা। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে চলিবে না, ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের কোন অভাব মিটিবে না—বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। বর্ত্তমানে ভারতকে মুক্ত করিতে হইলে উপযুক্ত কর্ম্মবীর আবশ্যক ইত্যাদি।" কিন্তু রাষ্ট্রের নৈতিক অধঃপতন হইলে দুর্নৈতিক ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র কখনই চলিতে পারে না এবং ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রে কখনই সুখশান্তি সম্ভব নয়—ইহা তাহাদের মস্তিষ্কে কখনই প্রবেশ করে না। ধর্ম্মই ভারতের অস্তিত্ব, ধর্ম্মই ভারতের গৌরব, ধর্ম্মই ভারতের শান্তিদাতা এবং সেই সর্ব্বোত্তম সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা শ্রীব্যাসদেবই আমাদের সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে পথ-প্রদর্শক—ইহা ভারতবাসী যেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবে, সেইদিন হইতে তাহাদের শৃঙ্খল মুক্ত হইতে আরম্ভ করিবে ও তাহারা পরাশান্তির সন্ধান পাইবে। ধর্ম্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাই খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী Reverend Bishop স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—"India guided by God can lead the world back to sanity." তাই আপনা-দিগকে সকলকেই শ্রীব্যাসানুগত্যে সনাতন ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে অনুরোধ ও

আহ্বান জানাইতেছি। শুধু আপনাদিগকে কেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিত্যা শান্তি লাভে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীব্যাসদেবই এই সনাতন ধর্ম্ম-পদ্ধতির মূল নিয়ামক। তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য লক্ষ লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মদীয় গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ, যাঁহার জন্মদিনে আমরা এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি, তিনি এই পদ্ধতিখানা সংগ্রহ করিবার পর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার সংশোধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার বহুল প্রচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন কারণেই হউক ইহা তাঁহাদের প্রকটকালে প্রচলিত ও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেই উক্ত পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে পূজাপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজার প্রচলন হইয়াছে। আমরা এই ব্যাসপূজা-পদ্ধতি টীকাটিপ্পনী ও অনুবাদ সহিত সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ ও প্রচলনের জন্য ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পরি নাই।

শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতিতে অধোক্ষজ-সেবার সুন্দর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে। মায়াবাদীর ও অধোক্ষজ-সেবকের অন্তর-নিষ্ঠায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। মায়াবাদীর সঙ্গ ও কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অধোক্ষজ-সেবা-লাভের জন্য শ্রীসনাতন ব্যাসপূজার অনুষ্ঠানই শ্রীল প্রভুপাদের আচারে ও প্রচারে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্য; আর অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত হইতে আত্মধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ সিদ্ধান্তে ইতর ব্যোমের অবকাশ ও নির্ব্বিশেষ ভাব নিরস্ত হইয়া পরব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই অধোক্ষজ বস্তু পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) অর্চ্চা, (২) অন্তর্যামী, (৩) বৈভব, (৪) ব্যূহ ও (৫) পর—এই পাঁচ প্রকার তাঁহার ক্রমবিকাশ। পঞ্চোপাসক মনে করেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য পান যে, ব্রহ্মের বহুরূপ হইতে পারে না, একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণেরই বহু অধোক্ষজ নিত্য ও স্বরূপসিদ্ধ রূপ বর্ত্তমান। অধোক্ষজ-বস্তু বা বিষ্ণুর বহুরূপ থাকাসত্ত্বেও অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব ঠিকই থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ কল্পিত হইলেই পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। অধোক্ষজ পূজাপঞ্চক এই মায়াবাদ ও পঞ্চোপাসনা হইতে জীবকে রক্ষা করেন।

পূজাপঞ্চক বলিলে স্মার্ত্তের পঞ্চোপাসনা বুঝায় না। পঞ্চোপাসনা কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত; জ্ঞানিগণও পঞ্চোপাসনা ও পূজাপঞ্চক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পূজাপঞ্চককেই একমাত্র ব্যাসানুগত্য বলিয়া মান্য করেন। তাহাতে কৃষ্ণ-পঞ্চকের পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেলেও পাঁচজন কৃষ্ণ বুঝাইতেছে না, কৃষ্ণ-তত্ত্ব-পঞ্চককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্যাসপূজা-পদ্ধতিতে কৃষ্ণপঞ্চক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—এই চতুর্ব্যূহের উল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ। তত্ত্বপঞ্চকের পূজা সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর অনুগত সকলেই পঞ্চতত্ত্বের পূজা-পদ্ধতির সংবাদ রাখেন। সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ব্যাসপূজা-পদ্ধতির মধ্যে কৃষ্ণপঞ্চকের পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেব্য-তত্ত্বের পূজা ব্যতীত কেবলমাত্র সেবকতত্ত্বের পূজা শাস্ত্রবিহিত নহে, আবার সেবকতত্ত্ব ব্যতীত কেবল সেব্যের পূজাও শাস্ত্রবিহিত নহে। শ্রীব্যাসের উপাস্য বা সেব্য কৃষ্ণপঞ্চকের পূজা, তজ্জন্যই শঙ্কর সম্প্রদায়ও মানিয়া লইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চোপাসনার প্রচারক হইলেও ব্যাসপূজা ক্ষেত্রে কৃষ্ণই শ্রীব্যাসের উপাস্য বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—ব্যাস শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ ও মূলপুরুষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

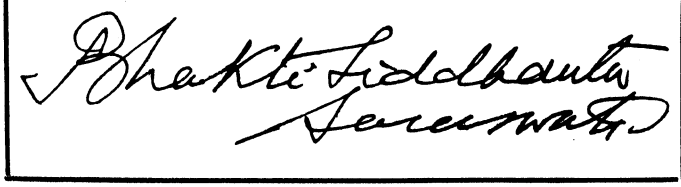
প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হইতে চলিয়াছে। কিন্তু 'সংস্কৃত' রাষ্ট্রভাষা হইলে কি রাজনৈতিক, কি ধার্ম্মিক, কি সামাজিক কাহারও অসুবিধা হইত না, পক্ষান্তরে সুবিধাই হইত। সকলেই বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি সংশোধন করিতে পারিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন তথ্য ও কৃষ্টি উদ্ধারের সুযোগ পাইতেন। সংস্কৃত-ভাষাকে সুষ্ঠুরূপে আলোচনা না করায় আমরাই তাহাকে Dead Language করিয়াছি এবং ইহার ফল-ভোগও প্রচুর পরিমাণে করিতেছি। পাশ্চাত্য দেশবাসী সংস্কৃত-শিক্ষায় অগ্রণী হইয়া অর্ণবপোতে ভারত হইতে যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থরাজি তাঁহাদের দেশে লইয়া যাইয়া আজ তাঁহারা বহু বিষয়ে উন্নত; পক্ষান্তরে ভারতবাসী তাহার নিজস্ব সম্পদ্ হইতে দূরে থাকিয়া সে-সুযোগ হইতে বঞ্চিত। আমরা ইচ্ছা করিলে এখনও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারি।

তিনি রহস্য করিয়া আরও বলিলেন যে, মায়াবাদিগণের পক্ষে হিন্দীভাষা প্রমাদবিশেষ। কারণ হিন্দী ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গের স্থান নাই। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ মাত্র আছে। সুতরাং হিন্দীভাষায় ব্রহ্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। নির্ব্বিশেষ ক্লীব-ব্রহ্মের উপাসকগণ রাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া হিন্দীভাষা অনুসারে ব্রহ্মের পুরুষ-লিঙ্গ স্থির করিতে বাধ্য হইবেন। 'ব্রহ্ম' পুরুষ হইলেই মায়াবাদিগণের বিপদ জানিতে হইবে।

অতঃপর স্বামীজী সকলকে শ্রীব্যাসগুরুর আনুগত্যে সনাতন ধর্ম্মানুসরণে ধর্ম্মযাজনের জন্য আহ্বান জানান এবং তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র বঙ্গদেশ, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতের প্রতি পল্লীতে, প্রতি কুটীরে যেদিন শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন হইবে ও উহা সমাদর লাভ করিবে, সেইদিন হইতে ভারতবাসী তাহার লুপ্ত-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে এবং তাহার ফলে পরাশান্তি লাভ করিবে।

পরিশেষে স্বামীজী শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন :—"শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেরই বিহিত অনুষ্ঠান। তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যাসানুগ-সম্প্রদায়-নামে প্রসিদ্ধ। **তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব-স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুবর্গের পূজা বিধান করেন।** শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী-তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব **গুরুপূজার স্মারক-দিবস।**"

শ্রীল প্রভুপাদের স্মারক-স্বরূপ তাঁহার স্বাক্ষর



—প্রকাশক কর্ত্তৃক সংগৃহীত

নব বর্ষারম্ভে

পাঠকবর্গের প্রতি সাদর সম্ভাষণ

আমরা এক বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। শ্রীগুরুমুখে শুনিয়াছি জীবমাত্রই বৈষ্ণব, সুতরাং প্রণম্য। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মের কথা আলোচনা করেন, অধ্যয়ন করেন ও অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা আমাদের সর্ব্বতোভাবে মাননীয় ও আদরণীয় সে-বিষয় বলা বাহুল্য।

শ্রোতা বসুদেবের প্রতি বক্তা নারদের কৃতজ্ঞতা

শ্রীল নারদ গোস্বামী শ্রীবসুদেব মহারাজের একটী ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, তিনি ভগবৎ-কথা স্মরণ ও আলোচনা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রচুর পরিমাণে আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। ভাগবতে ব্যাসের ভাষায় তাহা যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠকবর্গকে তাহা সানুবাদ নিবেদন করিলাম—

শ্রীনারদ উবাচ :— সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥
শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্ব-দ্রুহোঽপি হি ॥
ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥

(ভাঃ ১১।২।১১-১৩)

অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিলেন—হে যাদববর বসুদেব! আপনি বিশ্ব-শোধক ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করায় আপনার সঙ্কল্প অতি উত্তম হইয়াছে। যেহেতু এই ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্বয়ং পঠন, ধ্যান, আদর এবং অনুমোদন করিলে ইহা দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহীকেও সদ্যসদ্যই পবিত্র করিয়া থাকে। সম্প্রতি আপনার প্রশ্নহেতু আমার হৃদয়ে পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনশীল, পরম মঙ্গলময় ভগবান্ নারায়ণের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় আমি আপনার নিকট অত্যন্ত অনুগৃহীত বলিয়া মনে করিতেছি।

সুতরাং আমরা পরমপূজ্যপাদ শ্রীনারদ গোস্বামীর আদর্শে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী, আদরকারী, অনুমোদনকারী ও অধ্যয়নকারী প্রভৃতি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়ের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সকলের প্রতি অভিবাদনের দ্বারা সঙ্গ করিলেও দুঃসঙ্গ-ত্যাগরূপ সদ্বৃত্তি লঙ্ঘন করেন নাই বা করিবেন না। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বদ্ধিমান্" (ভাঃ ১১।২৬.২৬) অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। ইহাই প্রকৃত মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। তজ্জন্য কিশোরীভজা, কর্ত্তাভজা ও ভজনখাজা সম্প্রদায়ের সহিত বা তাহাদের সহিত আদানপ্রদানকারী কোনও "হাম্-খোদাই"-মতবাদীদের সহিত শ্রীপত্রিকা কোনও সম্বন্ধ রাখেন না।

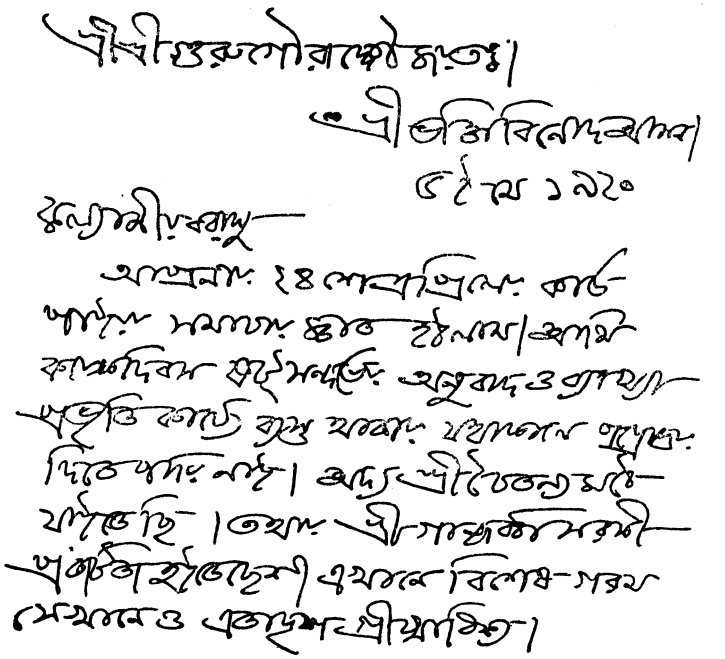
গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী—দুঃসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী সম্প্রদায়ের সহিত কোনও সম্ভাষণ নাই। শ্রীল গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলি যাহারা তাহাদের নিজেদের বা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ মনে করেন, শ্রীপত্রিকা তাহাদের সহিত যেরূপ কোনও সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য মনে করেন না—সেরূপ উহা ত্যাগ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহকারী গুরুত্যাগীদের সহিতও তাঁহার কোন প্রীতি নাই। গুরুত্যাগী ও গুরুভোগী সম্প্রদায়ের আর একপ্রকার স্বরূপ আছে। শ্রীগুরুদেবের শাস্ত্রীয় অভ্রান্ত বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের পরিপন্থী বলিয়া উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ কিশোরীভজা, ভজনখাজা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহারা গুরুত্যাগী ও বর্ত্তমানে কলির প্রধান সেনাপতি। অপর পক্ষ শ্রীগুরুদেবের বাক্য ও বিচারগুলিকে নিজের ভোগে লাগাইয়া "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" সাজিবার যত্ন করিতেছে। তাহাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কোন সম্বন্ধ নাই।

গুরুত্যাগী সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি

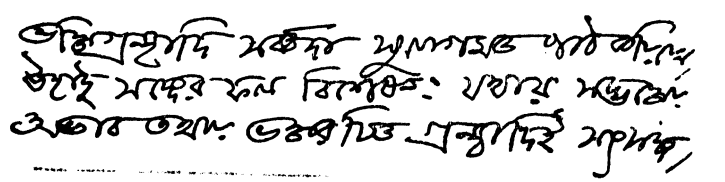
কোনও গুরুত্যাগী কিশোরীভজা সম্প্রদায় বলিয়া বেড়ান যে, পণ্ডিতকুল-মুকুটমণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ কোনও দিন আলোচনা করেন নাই। অথচ সুশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিতও হইয়াছিলেন। সেই নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী কিশোরীভজাদের এই প্রকার ভ্রমাত্মক প্রচারে সরল ব্যক্তিসকল ভ্রমে পতিত না হন, তাহার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ প্রকাশ করিতেছি।

এই পত্রখানি বর্ত্তমান বেলঘোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসু মহাশয়ার নিকট ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) স্বয়ং লিখিয়াছিলেন—



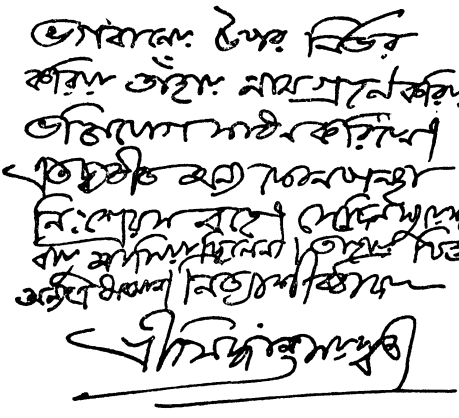
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পাঠই সৎসঙ্গ ও তাহার ফল

সৎসঙ্গ ব্যতীত আমাদের মঙ্গল-লাভের উপায় নাই। যে-স্থলে সৎসঙ্গের সাক্ষাদ্‌ভাবে অভাব বোধ হইবে, তথায় শুদ্ধভক্তগণের রচিত গ্রন্থ ও গৌড়ীয়-গগনের একমাত্র নিরপেক্ষ পারমার্থিক বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ করিলেই প্রকৃত সাধুসঙ্গ করা হইবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উক্ত স্বহস্ত-লিখিত পত্রখানির অপর এক অংশে এতৎ সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল—



শ্রীল প্রভুপাদের স্বাক্ষরিত উপদেশ

সকলের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিত-সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিবেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥" এই বৃহন্নারদীয়-বচনের প্রতি-মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ পত্রদ্বারা সরল ভাষায় যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা পার্শ্বে উদ্ধৃত করিয়া শুভ মাঙ্গল্য-উপসংহার করিতেছি।



সমিতির বিশিষ্ট সেবকবর্গ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ডিঃ কাশিমপুরনিবাসী **শ্রীযুত নিত্যগোপাল পড়্যা** মহাশয় পিছল্‌দা গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি—ঐ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাস অধিকারী (গজেন মান্না) মহাশয় ও নাইকুণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ পতি, মলুবসান-নিবাসী শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘাঁটী ও শ্রীযুত ধরণীধর পাল মহাশয় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিবিধ সেবাকার্য্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সেবা করিয়া গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আদরের পাত্র হইয়াছেন। আমরা সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে উক্ত সহৃদয় ভক্ত মহোদয়গণের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করিতে অনুরোধ করি।



বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ

গত ৫ই ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যাবতীয় শাখামঠে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে তাঁহার পূত চরিতাবলী আলোচিত হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ঐকান্তিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌর-জন্মস্থান নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার চরিতাবলী আদর্শস্বরূপ। আমরা শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-আম্নায়-ধারায় স্নাত হইবার অভিলাষী হইয়া অদ্য তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাবোৎসব

চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১৭ মাঘ, মঙ্গলবার—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথি-পূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকালে ও বৈকালে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনদয়াল ব্রজবাসীজী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিত্যানন্দতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর উপবাসান্তে পরদিবস মহোৎসবে স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

৩০ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ, শনিবার—**শ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস।** শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্ত উৎসব—দোলযাত্রা।

১ বিষ্ণু (গৌরাব্দ ৪৬৪), ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫১ মধ্যে **শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ।**

৩ বিষ্ণু, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—কুমারহট্টে ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৪ বিষ্ণু, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ, বুধবার—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের **পঞ্চমদোল,** মতান্তরে পরদিবস। চম্পকহট্টে উৎসব।

১০ বিষ্ণু, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—পাপবিমোচনী **একাদশীর উপবাস।**

১১ বিষ্ণু, ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৭ মধ্যে একাদশীর **পারণ।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভ-বিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

১৯ বিষ্ণু, ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৪ বিষ্ণু, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব—**শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস।** মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ।

২৫ বিষ্ণু, ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪০ মধ্যে শ্রীনবমীর **পারণ।**

২৬ বিষ্ণু, ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—কামদা **একাদশীর উপবাস।**

২৭ বিষ্ণু, ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৮।১ মধ্যে একাদশীর **পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপন উৎসব।

২৯ বিষ্ণু, ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব। **সর্ব্বগ্রাস-চন্দ্রগ্রহণ।** স্পর্শ—রাঃ ১২।৩৮।২৪, মোক্ষ—রাঃ ৩।৩৮।৩৬ (কলিকাতায়)।

৭ মধুসূদন, ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল, বুধবার—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মধুসূদন, ৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—**একাদশীর উপবাস।**

১২ মধুসূদন, ১ বৈশাখ (১৩৫৭), ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার—দিবা ৮।৩৭ মধ্যে একাদশীর **পারণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১১ মধুসূদন, ৪৬৪ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৫৬ ; ইং ১৩।৪।৫০ | ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামলীলাসারঃ

[১৪ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস দিবসে কীর্ত্তনীয়, শ্রবণীয় ও স্মরণীয়]

১। তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া॥ ২॥

২। গুর্ব্বর্থে ত্যক্ত-রাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্ম-পদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ,
পাণি-স্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিত-পথ-রুজো যো হরীন্দ্রানুজভ্যাম্।

বৈরূপ্যাৎ সূর্পনখ্যাঃ প্রিয়-বিরহ-রুষারোপিত-ভ্রূ-বিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধি-র্বদ্ধসেতুঃ খল-দব-দহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ৪ ॥

৩। বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

৪। যো লোক-বীর-সমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং
সীতা-স্বয়ম্বর-গৃহে ত্রিশতোপনীতম্।
আদায় বাল-গজ-লীল ইবেক্ষু-যষ্টিং
সজ্যীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে ॥ ৬ ॥

৫। যঃ সত্যপাশ-পরিবীত-পিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥ ৮ ॥

৬। রক্ষঃ-স্বসু-র্ব্যকৃত-রূপমশুদ্ধ-বুদ্ধে-
স্তস্যাঃ খর-ত্রিশির-দূষণ-মুখ্য-বন্ধূন্।
জঘ্নে চতুর্দ্দশ-সহস্রমপারণীয়-
কোদণ্ড-পাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৯ ॥

৭। সীতা-কথা-শ্রবণ-দীপিত-হৃচ্ছয়েন
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণ-বপুষাশ্রমতোঽপকৃষ্টো
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥ ১০ ॥

৮। রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষ্যং
বৈদেহ-রাজ-দুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রী-সঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥ ১১ ॥

৯। দগ্ধ্বাত্মকৃত্য-হতকৃত্যমহন্ কবন্ধং
সখ্যং বিধায় কপিভি-র্দয়িতা-গতিং তৈঃ।

বুদ্ধাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্র-সৈন্যৈ-
র্বেলামগাৎ স মনুজোঽজ-ভবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১২ ॥

১০। কামং প্রজাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং
ত্রৈলোক্য-রাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ
গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ১৫ ॥

১১। বদ্ধোদধৌ রঘুপতি-র্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ
সেতুং কপীন্দ্র-কর-কম্পিত-ভূরুহাঙ্গৈঃ।
সুগ্রীব-নীল-হনুমৎ-প্রমুখৈরনীকৈ-
র্লঙ্কাং বিভীষণ-দৃশাবিশদগ্র-দগ্ধাম্ ॥ ১৬ ॥

১২। রামস্তমাহ পুরুষাদ-পুরীষ যন্নঃ
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য
যচ্ছামি কাল ইব কর্ত্তুরলঙ্ঘ্যবীর্য্যঃ ॥ ২২ ॥

১৩। এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসর্জ্জ
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ।
সোঽস্যৎমন্ দশমুখৈন্য পতাদ্বিমানা-
দ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ ॥ ২৩ ॥

১৪। ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে।
ক্ষামাং স্ব-বিরহ-ব্যাধিং শিংশপা-মূলমাশ্রিতাম্ ॥ ৩০ ॥

১৫। আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্ যতঃ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্।
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥ ৩২ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামলীলাসারের বঙ্গানুবাদ

১। দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূর্ত্তিতে এই দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

২। যিনি পিতৃসত্য-পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়া সীতাদেবীর সুকোমল হস্তযুগল-স্পর্শসহনে অসমর্থ, পদ্মবৎ অতীব সুকোমল পাদদ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বানর-রাজ হনুমান্ অথবা সুগ্রীব ও অনুজ লক্ষণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া দিতেন, নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া যিনি সূর্পণখাকে বিরূপ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রিয়-বিরহ-জনিত ক্রোধদ্বারা ভ্রূ-ভঙ্গি-দর্শনে সমুদ্র ভীত হইয়া পথ প্রদান করিয়াছিল এবং যিনি সমুদ্রের আবেদনে সেতু-বন্ধন-পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণাদি দুষ্টরূপ গহনের দাহনকারী দাবানল-সদৃশ হইয়া ছিলেন, সেই রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

৩। যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষণের মারীচ-প্রধান নিশাচরগণকে ও বহু রাক্ষস-শ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া ছিলেন, সেই কোশলরাজ রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

৪। হে রাজন্! রামচন্দ্রের লীলা বাল-গজ-তুল্য অতি অদ্ভুত, তিনি সীতার স্বয়ম্বর-গৃহে বীরগণের সমাজে তিনশত বাহকের দ্বারা আনীত অতীব গুরুভারযুক্ত শিবধনুক অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক ইক্ষুযষ্টির ন্যায় আকর্ষণান্তর মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

৫। কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতিদানে বাধ্য সুতরাং সত্যপাশে আবদ্ধ পিতা দশরথের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামচন্দ্র মুক্তসঙ্গ যোগীর প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় আনন্দের সহিত রাজ্য, শ্রী, প্রণয়ী, সুহৃদ্ এবং নিবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

৬। অনন্তর তিনি মন্দবুদ্ধি রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া রূপ বিকৃত করিয়াছিলেন। এবং দুঃসহ ধনুকহস্তে সূর্পণখার খর-ত্রিশির-দূষণ-প্রমুখ বন্ধুবর্গ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়া ইতস্ততঃ গ্রমণ করিতে করিতে অতিকষ্টে বনে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

৭। হে রাজন্! সূর্পণখার মুখে সীতার কথা শ্রবণ করিয়া রাবণের কামানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সীতাহরণ বাসনায় রামচন্দ্রকে আশ্রয়

হইতে দূরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে মারীচকে তথায় প্রেরণ করিল। রামচন্দ্র স্বর্ণ হরিণদেহে আশ্চর্য্যরূপে উপলক্ষিত রাবণ-প্রেরিত মারীচকে দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা আকৃষ্ট ও আশ্রম হইতে দূরে নীত হইলেন এবং রুদ্র যেমন মৃগরূপে ধাবমান প্রজাপতির প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারীচের প্রতি তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে আশু নিহত করিলেন ॥ ১০ ॥

৮। বৃক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেষ-শাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, রাক্ষসাধম রাবণ সেইরূপ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতা-দেবীকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে স্ত্রীসঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোকসমাজে বিস্তার করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

৯। ব্রহ্মা, শিব যাঁহার পাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, মনুষ্য বিগ্রহ-ধারী সেই রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত জটায়ুর সৎকার অর্থাৎ দাহন করিয়া কবন্ধ নামক অসুরকে হত্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর সুগ্রীবাদি কপিশ্রেষ্ঠ-গণসহ বন্ধুত্ব করিয়া বালি-বিনাশের পর ঐ সকল কপিগণের দ্বারা প্রিয়ার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বানর সৈন্য-সহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

১০। (সমুদ্র বলিলেন) আপনি আমার জল অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করুন এবং বিশ্বশ্রবার মূত্রতুল্য পুত্র, ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের বিনাশ সাধন করুন ও নিজপত্নী সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হউন। হে বীর, যদিও আমার জল আপনার গমনে প্রতিবন্ধক হইবে না, তথাপি আপনার কীর্ত্তি-বিস্তারার্থ এই জলের উপর সেতুবন্ধন করুন। সেই সেতুবন্ধনরূপ দুষ্কর-কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া দিগ্বিজয়ী মহাবীর নৃপতিগণ আপনার যশঃ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ১৫ ॥

১১। কপিশ্রেষ্ঠগণের করদ্বারা কম্পমান বৃক্ষশাখাসমূহে পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গে সমুদ্রের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র, সুগ্রীব, নীল, হনুমৎ প্রমুখ সৈন্যগণসহ সীতান্বেষণ কালে হনুমৎ কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

১২। রামচন্দ্র রাবণকে বলিলেন,—তুই রাক্ষস মধ্যে পুরীষপ্রায়, কুকুর যেরূপ গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, তুই সেইরূপ আমার অসাক্ষাতে মৎপত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিস; সুতরাং কৃতান্ত যেরূপ অধার্ম্মিকব্যক্তির প্রতি তদুচিত ফল প্রদান করে, অলঙ্ঘবীর্য্য আমিও নির্লজ্জ তোর দুষ্ট-কর্ম্মের ফল প্রদান করিতেছি ॥ ২২ ॥

১৩। এই প্রকার ভৎর্সনা করিয়া রামচন্দ্র শরযোজিত ধনুক রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বজ্রের ন্যায় ঐ বাণ তাহার হৃদ্দেশ বিদ্ধ করিল, তাহা দেখিয়া তদনুগত লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণও দশমুখে রক্ত বমন করিতে করিতে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ে যেরূপ স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হয়, সেইরূপ বিমান হইতে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

১৪। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র অশোক-বনিকাশ্রমে শিংশপা-তরুমূলে অবস্থিতা, তদীয় বিরহব্যাধি নিপীড়িতা, অতীব ক্ষীণা সীতাদেবীকে দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

১৫। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পক-রথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং আরোহণ করিলেন এবং বিভীষণকে রাক্ষসাধিপত্য ও লঙ্কাকে কল্পাবধি আয়ুঃ প্রদান করিয়া বনবাস-ব্রত-সমাপনান্তে হনুমান্, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

সদাচার

ভক্ত ও অভক্তের আচার-ভেদ

মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্ত-দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে, যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়।

অসদাচার

অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন ;—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী' এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে স্বভোগ-বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎ-সঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া

যোষিৎ-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতি-ক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণাভক্ত ও মিছাভক্ত

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তগণ 'মিছা-ভক্ত' বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা-ভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত"। যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণ-ভজন-ভাব-প্রদর্শনকারী, তিনি মিছা-ভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু বাহিরে ভজন-ভাব-মাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনিও মিছা-ভক্ত। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, ও মিছাভক্ত—মেকী।

মিছাভক্তের তালিকা

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্টকে মহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মিছাভক্ত ও অপসম্প্রদায়ের গুরুব্রুবগণের অসদাচারের প্রতিবাদ করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী, নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ-চরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌর-পূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। এইসকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে, শ্রীমন্-মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহা-দিগের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন পথানুগমন-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস,

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধা ভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত জড়-রসাশ্রিত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া, শ্রীমহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধাভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ **গুরুভক্ত পদাসীন, অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।** শুদ্ধ-ভক্তগণ কোন দিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। শঠ গুর্ব্বাদেশে যদি কেহ ব্রণ-চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গঙ্গায় মৃত-সৎকার-কারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণব-সদাচারের আদর্শ

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩—৮৪)

এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন জগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফলন করিয়াছিলেন এবং পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়াল প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন; যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমনকি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধু-হৃদয় যিশুখৃষ্ট যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্য্যাতনকল্পে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বৈভবাচার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ বৈষ্ণব-সহিষ্ণুতার আদর্শ। বৈষ্ণবধর্ম্ম বিদ্বেষী,

বৈষ্ণবদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতি-সম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

এক বৈষ্ণবের পক্ষে অন্য বৈষ্ণবের নিন্দা—অসদাচার

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে ;—

"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ"

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণবের সঞ্চয়

বৈষ্ণবের সঞ্চয় বিহিত

প্রায় লোকে বলিয়া থাকেন যে, বৈষ্ণবের সঞ্চয় করা উচিত নহে। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু জীবগুরু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ;—

'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

ভক্তির তারতম্য-হেতুই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের তারতম্য, আশ্রম-কারণ নহে

বৈষ্ণব দুই প্রকার অর্থাৎ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করুন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণবভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়-বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবাপূর্ব্বক তাঁহারা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ

বৈষ্ণব-সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন আর গৃহত্যাগী হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।

অনধিকারী গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের বহ্বারম্ভ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরি-ভজন হয়, সেইস্থলে কালাতিপাত করিবেন। সচ্ছন্দে হরিভজন হয়, এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেকে আখড়া, মঠ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে-সমস্তই বহ্বারম্ভ ও অর্থসাধ্য। তাহা করা উচিত নয়। গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরা যে-সেবা প্রকাশ করেন, তথায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ অল্প অল্প কাল থাকিতে পারেন। বহুদিন একস্থানে থাকিলে যদি কোন অপদার্থে আসক্তি না হয়, তাহা হইলে দোষ নাই। যে-সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব অর্থসাধ্য বহ্বারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা **অনধিকার-চর্চ্চাদোষে পড়িয়া** অবশেষে অর্থ-লালসায় ভজন-ত্যাগী হইয়া পড়ে। তাঁহারা এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অধিকার ও কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-সেবার জন্য বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবেন। **ভজন-প্রতিকূল না হয়**—এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করিতে পারেন। সংসারে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কার্য্য আছে, সকলই যথাশাস্ত্র করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কুটুম্ব-ভরণ করা ও অতিথি-সেবাদি করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্য, সরলতা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন। পরোপকার যতদূর সাধ্য সর্ব্বদা করিবেন। **গৃহত্যাগী অকিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের সমাদরপূর্ব্বক সেবা করিবেন।** কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে, কোনপ্রকার হরিভজন-প্রতিকূল-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।

গৃহী বৈষ্ণব ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে মুক্তি পাইবেন

অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কর্ম্ম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি-সহকারে ভজন-অনুকূল সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন। গীতার চরম শ্লোকে ভগবান্ ইহাই উপদেশ করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অর্জ্জুন গৃহস্থ-বৈষ্ণব। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জ্ঞান-প্রবৃত্তি ও যোগ-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাপত্তি-প্রবৃত্তির সহিত দেহযাত্রা ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে তোমার আর পাপ-পুণ্য-বন্ধন ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমাকে ক্রমশঃ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

শরণাগত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বাভাবিক শাস্ত্রানুকূল

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, সন্তান উৎপত্তি, অর্থোপার্জ্জনাদি করিবেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত যাঁহারা সংসার নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্য কৃত হয়; তথাপি কোন কার্য্যই ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শরণাপত্তি-প্রবৃত্তিক্রমে নিজে নিজে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই অজ্ঞ লোকের শাসনজন্য শাস্ত্রকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। উত্তমাধিকারী প্রেমী বৈষ্ণবের কোন বৈগুণ্য-বিচার নাই। ইহাতেও অনেক বিচার আছে।

(সজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আশা-মরীচিকা

তপ্ত মরু-ভূমি-পরে সৌর-খর-কর।
সরসীর নীর সম অতি মনোহর॥
পিপাসার্ত্ত মৃগগণ জলপান-আশে।
ছুটে যায় প্রাণপণে মরীচিকা-পাশে॥
কিন্তু তৃষায় কাতর হ'য়ে যতদূর যায়।
তত ঐ মনোরম দৃশ্য দূরবর্ত্তী হয়॥
এইরূপে জল-আশে করিয়া ভ্রমণ।
অবশেষে শক্তিহীন হ'য়ে মৃগগণ—
উত্তপ্ত বালুকা-'পরি করিয়া শয়ন,
ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে ত্যজয়ে জীবন॥
আমরা দুর্ব্বল, শক্তিহীন নরগণ।
এইরূপ আশা-মুগ্ধ মৃগের মতন,

আশার কুহকে ভুলি' পিছনে তাহার
তীব্রবেগে প্রধাবিত হই যতবার,
ততবার দুষ্টা আশা নিরাশ-সাগরে
নিক্ষেপিয়া হীনবীর্য্য করিয়া মোদেরে
ডুবাইয়া রাখি' চির-জীবনের তরে,
দিগন্ত কাঁপায়ে আশা অট্টহাস্য করে।
বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে
বিদ্যা লভি' ধনার্জ্জন করিতে পারিলে,
বোধহয় আশাপূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
এহেন বাসনা চিত্তে হইত উদয়॥
তারপর অর্থ লভি' ভাবিতাম মনে।
রূপবতী ভার্য্যাসহ পবিত্র মিলনে,
সুত-সুতা-মুখ নেহারিলে মনে হয়।
বলবতী আশাপূর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
অতঃপর প্রৌঢ়কালে পুত্র-পৌত্র আদি
সৌভাগ্যের ফলে লভিবারে পারি যদি,
নিশ্চয় সকল আশা পরিপূর্ণ হ'বে।
অতুল আনন্দ-শশী হৃদয়ে উদিবে॥
অবশ্য অনেকে মোরা সবে উল্লিখিত
আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে হই না বঞ্চিত॥
দুর্নিবার আশা তার সমাপ্তি কোথায়?
মোরা আশা-পিছে ছুটি করি হায় হায়॥
আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে আশা না মিটিয়া।
দিনে দিনে আশা-বন্যা যেতেছে বাড়িয়া॥
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি সম।
নিদারুণ আশা-বহ্নি জ্বলিছে বিষম॥
"সৃষ্টির প্রথম হতে আশা মায়াবিনী,
সংসারেতে মূর্ত্তিমতী থাকিয়া আপনি,
সংসার-অস্তিত্ব নিত্য রাখিয়া বজায়।
আপন ইচ্ছায় জীবে সতত নাচায়॥
আশাহীন হ'লে কভু না থাকে সংসার।
সংসার নহিলে রাজ্য না থাকে মায়ার॥
আশা-মরীচিকা-রাজ্য যদি ধ্বংস হয়।
তা'হলে হইবে সব শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥"
কিন্তু ইহা অসম্ভব জানিহ নিশ্চয়।
"আশা-মরীচিকা-রাজ্য চিরস্থায়ী হয়॥"
বিভুচিৎ ভগবান্ নিত্য-সত্য-সার।
অণুচিৎ জীব মোরা নিত্য, অংশ তাঁর॥
নিত্য সেব্য আমাদের প্রভু ভগবান্।
এই জ্ঞান ভগবান্ করেছেন দান॥
কিন্তু মোরা স্ব-স্বরূপ বিভ্রান্ত হইয়া।
লভেছি সংসার-গতি মায়াতে মজিয়া॥
মায়া যাঁর সম্মুখেতে গমনে লজ্জিতা।
যাঁর পাদপদ্মে পরিপূর্ণ আশালতা,
যে-স্থানেতে মরীচিকা নাহি পায় স্থান,
হতাশ না হয় যেথা আশাময় প্রাণ,
মায়া নিত্য সেবা করে যাঁহার চরণ,
যাঁর অনুকম্পাবলে জীব অগণন
ঈপ্সিত বস্তুর অতিরিক্ত লভি' ধন,
আশারে করয়ে দর্পে পৃষ্ঠ প্রদর্শন;
সেই কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়ে, আশা কোনমতে
জীবগণে প্রবঞ্চনা পারে না করিতে॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ
শ্রীগুরু-পদারবিন্দ দৃঢ়তার সহ,
যে মুহূর্ত্তে মোরা সবে করিব আশ্রয়,
মায়াবিনী আশা-মরীচিকা সুনিশ্চয়
আপনা হইতে দূরে পড়িবে সরিয়া।
নিজশক্তি প্রতিহত তথায় জানিয়া॥
করে'ছেন, করিবেন যেই পরিমাণে
যে-জন আশ্রয় সৎগুরুর চরণে,

সেই পরিমাণে সেই সাধু মহাজন,
দুষ্টাশার তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ
অবগত থাকি' অবহিত হইবারে
নাহিক সংশয়, পারিবেন চিরতরে ॥
মোরা বদ্ধজীব মাত্র ভ্রান্তপথে ভ্রমি,
কোন্‌মার্গে আশাপূর্ণ কিছু নাহি জানি ॥
যে আশা-কুহকী জীবে স্বীয় ইন্দ্রজালে
মুগ্ধ করি' নিরন্তর নাচায় ভূতলে,
মানবের চিত্তহারী ছদ্মরূপ ধরি'
আশা-পূরণের দেবী তারে মনে করি'
তা'র ছলে ভুলি' নিত্য মোরা সবে,
জীবন বাহিত করি ভুলি' গুরুদেবে ॥
গুরু-পাদপদ্ম হ'তে অনন্ত যোজন
ব্যবধানে পড়ি' মোরা নাশি' এ জীবন ॥
যদিও আমরা দূরে করি বিচরণ,
তবু অতি সন্নিকট শ্রীগুরু-চরণ ॥
পাল্য মোরা, গুরুদেব পালক মোদের।
নিয়ত পালক গুরু, পাল্য সেবকের ;
যাবতীয় পালনের ভার গ্রহিবারে
ব্যস্ত, তবু মোরা প'ড়ে আছি বহুদূরে ॥
মোদের প্রতীতি খণ্ড, গুরুর চরণ
ছাড়িয়া ক'রেছি অতি সুদূরে গমন ॥
তাই মোরা গুরু-পাদপদ্ম দর্শনের
অযোগ্য বলিয়া দূরে ভূমিকা মোদের ॥
কিন্তু ;—সর্ব্বদর্শী, সমদর্শী, অন্তর্যামী গুরু
অবস্থান করিছেন হ'য়ে কল্পতরু ॥
মোদের কল্যাণহেতু হইয়া অস্থির,
ভাবী প্রাণবিনাশিনী আশা-পিশাচীর
করাল কবল হ'তে মুক্ত করিবারে,
সদা চেষ্টা করিছেন করুণ-অন্তরে ॥
গুরুপদ-প্রান্তে মোরা দীন-হীন হ'য়ে,
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবুদ্ধি নিয়ে
যতদিন উপনীত হতে না পারিব,
ততদিন কালগ্রাসে নিপতিত রব ॥
সুচেতনময়ী গুরুমুখ-বিগলিত
মন্ত্রশ্রবণ-তৃষা (নাহি) হ'বে জাগরিত,
ভব-দাবানল-তাপে মোরা অতি হীন
পরিতপ্ত, পিপাসার্ত্ত হ'য়ে ততদিন
পিপাসার শান্তিপ্রদ জলের আশায়
শীতল সরসীভ্রমে মরীচিকাময়
জলহীন মরুদেশে ছুটিতে ছুটিতে—
উত্তপ্ত বালুতে পড়ে থাকিব লুটিতে ॥
অবশেষে কালগ্রাসে নিপতিত হ'য়ে।
অনন্ত রৌরবে সদা রহিব ডুবিয়ে ॥
এইভাবে একজন্ম নহে দুইজন্ম,
ভূত-ভবিষ্যতে হায় বহু বহু জন্ম—
অন্ত হইয়াছে, হ'বে, নাহিক সংশয়।
গুরু যে না ভজে তা'র বিপদ্ নিশ্চয় ॥
আশা-মরীচিকা-কর-কবল হইতে।
কেহ না পারিবে জীবে উদ্ধার করিতে ॥
উদ্ধারের একমাত্র আছয়ে উপায়।
নিষ্কপটে গুরুদেব-পাদ-পদ্মাশ্রয় ॥
গুরুদেব নিত্যকাল দয়ার সাগর।
অক্রোধ-পরমানন্দ আচার্য্যপ্রবর ॥
পতিতের প্রতি তিনি কৃপাবান্ হন।
চল মন, সেবি গিয়া শ্রীগুরু-চরণ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী—**শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী**
নারমা, মেদিনীপুর।

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ৪৫৩ পৃষ্ঠার পর)

সেইপ্রকার মনোধর্ম্মোত্থিত অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আদৌ সুবিধা নাই। মানুষের মনোধর্ম্মগত আইন-অনুসারে মনুষ্য-হত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের বিধি আছে, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবহত্যা করিলে সেরূপ বিধি নাই। কিন্তু Providence এর বিধান অন্যরূপ। ভগবানের বিধানে মানুষহত্যা করিলেও যেমন দণ্ডের বিধান আছে, মনুষ্যেতর জীবহত্যা করিলেও সেইরূপ দণ্ডের বিধান আছে। উভয় ব্যাপারেই হত্যাকারী দণ্ডনীয়। নাস্তিক সম্প্রদায় অবাধে পাপ-কার্য্যাদি চালাইবে বলিয়া ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে যে, গৃহস্থের বহু প্রকারে প্রাণীহিংসারূপ পাপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হইয়া থাকে। যথা কণ্ডনীদ্বারা, পেষণীদ্বারা, চুল্লীদ্বারা, উদকুম্ভদ্বারা, মার্জ্জনীদ্বারা প্রতি গৃহস্থেরই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণী-হত্যাজনিত পাপ অর্জ্জন হয়। সেইপ্রকার পাপকার্য্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পঞ্চসূনা যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য সেই যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে নিবেদিত যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যাদি অর্থাৎ প্রসাদাদি ভোজন করাই একমাত্র বিধি। কিন্তু যাহারা স্বার্থপর হইয়া কেবলমাত্র নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার অনুষ্ঠান না করিয়া জিহ্বা-লাম্পট্যের জন্য রন্ধনাদি করে, সমস্ত পাপ-কার্য্যের যে ক্লেশ, তাহা তাহারা ভোগ করে। ইহাই Providence এর বিধি। সেই প্রকার পাপ-কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক গৃহস্থের আশ্রমে বিষ্ণুসেবার পদ্ধতি এখনও দৃষ্ট হয়।

অতএব যাঁহারা দেশ বা সমাজের নেতৃত্ব করেন তাঁহারা যেন নিজের মঙ্গলের জন্য বা তাঁহারা যাহাদের নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে সমস্ত কার্য্য করেন। তাঁহাদের আদর্শ সকলেই অনুসরণ করে বলিয়া, তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে যজ্ঞার্থে কার্য্য করিবার উপায়গুলি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সমাজের মঙ্গলের জন্য এই যজ্ঞার্থে কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। সেইপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান-কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মহাশয়কে বলিলেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা—৩।২১)

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহার অনুসরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

কিন্তু হায়, এমন সময় আসিয়াছে যে, যাহারা সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে বড় এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাঁহারাই অধিকতর বিষ্ণু-বিদ্বেষী। সুতরাং যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে তাঁহারা কি কার্য্য করিবেন? আর যদি যজ্ঞার্থ বা ভগবানের প্রীত্যর্থে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে কি করিয়াই বা নিজের পাপ-কার্য্যাদির ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই যদি ইহা প্রমাণ না করেন যে, বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব-বস্তু এবং তিনিই সবিশেষ নির্ব্বিশেষ-বিচারে জগতের সর্ব্বত্রই ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, তাহা হইলে ইতর লোক আর কি বুঝিবে? সমস্ত বিষয়ের তিনিই একমাত্র মালিক হৃষীকেশ। আমরা জগতের ভোক্তা বা মালিক হইতে পারি না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের যাহা প্রসাদরূপে প্রদান করেন, মাত্র তাহাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অন্যের দ্রব্য কদাচিৎ গ্রহণযোগ্য নহে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ[illegible]স্যস্বিদ্ধনম্। (ঈশোপনিষৎ—১)

ভগবানকেই অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া যদি জননেতাগণ তাঁহাদের কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহ করেন, তবেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তি-গণের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। আর যদি তাহা না করিয়া নিজেই বিষ্ণু সাজিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের অনুগতদের ভোগা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেইপ্রকার ফল্গুত্যাগের আদর্শ দেখিয়া কতকগুলি হতভাগ্য লোক দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

জননেতাগণ তাঁহাদের নিরীহ স্তাবকগুলিকে বৃথা উত্তেজিত করিয়া বহু প্রকার পাপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এইভাবে তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া নিজের কিছু অধিক লাভ, অধিক পূজা এবং অধিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া লন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, সেইসকল ক্ষণিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি তাঁহাদের শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে-সমস্ত পাপকার্য্য সাধন করিয়া ঐ সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জিত হয়, সেইগুলির ফল, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সহিত সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত থাকিয়া জীবকে প্রারব্ধ বীজরূপে

জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মচক্রে পাতিত করিয়া নানা যোনি ভ্রমণ করাইতে বাধ্য করিবে।

তত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত নেতাগণ যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহাই সাধারণ লোকে অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং জননেতাগণ তাঁহাদের আচরণ খুব সতর্কতার সহিত করিলেই ভাল হয়। যজ্ঞার্থে কিভাবে কর্ম্ম সম্ভব হয়, তাহার কৌশল জানিয়া পরে জননেতার কার্য্যে ব্রতী হইলেই মঙ্গল হয়। নিজে বিচক্ষণ চিকিৎসক না হইয়া অন্যান্য রোগীর চিকিৎসা বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

জনসাধারণের রোগ কোথায় এবং তাহাদের ঔষধ ও পথ্যাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া বা না জানিয়া সেই রোগিগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরূপ চিকিৎসাদ্বারা কোনদিনই জনসাধারণের উপকার করা যাইবে না। বরং রোগ বৃদ্ধি পাইয়া বিকারগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকেরই প্রাণনাশ করিবে।

বিষ্ণু সম্বন্ধে উদাসীনতাই জনসাধারণের মূল-রোগ। সে-বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ চিকিৎসা না করিয়া, উপর-উপর সহানুভূতি দেখাইলে ঐ সকল রোগী-সম্প্রদায়ের তাৎকালিক কিছু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন বাস্তব মঙ্গল সাধিত হয় না। রোগীকে ঔষধ এবং পথ্যাদি না দিয়া কেবলমাত্র কুপথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে, রোগী ক্রমশঃই মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়।

যজ্ঞাবশিষ্ট ভু[illegible]-প্রসাদই [illegible] দের বহু ভব-রোগের পথ্য। ভগবানের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মহিমা শ্রবণ-[illegible]ন-মূলে ভগবদ্বিগ্রহের দর্শন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন-রূপ শরণাগতিই উক্ত রোগের মহৌষধ। এইপ্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে, অন্যথায় অমঙ্গল। এই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব-সমাজের কোনপ্রকার অসুবিধার অবসর নাই, পরন্তু সমস্ত সুবিধারই কথা আছে। যাঁহারা সুবিধাবাদী অর্থনৈতিক, তাঁহারা এ বিষয় বিচার-বিবেচনা করিতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ জননেতাগণ জগতে কিভাবে শান্তি আসে সেজন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু যেহেতু সেই সকল চেষ্টায় মহাজন-প্রবর্ত্তিত উৎসাহের অভাব দেখা যায়, সেইহেতু সেইসকল চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, বা হইবে না। নির্ব্বিশেষবাদীর ভগবান্ খাইতে পারেন না, দেখিতে পারেন না, শুনিতে পারেন না। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পিত ভগবান্ কখনও জগতে শান্তি আনিতে পারিবেন না। যিনি ইন্দ্রিয়াদি-বর্জ্জিত (?) তিনি কি-প্রকারে জগতের দুর্দ্দশা দেখিবেন বা প্রার্থনা শুনিবেন? সেই প্রকার ভগবচ্চর্চ্চারদ্বারা জগতে অমঙ্গলই হইবে—মঙ্গল হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ শুদ্ধজ্ঞান-চর্চ্চায় অতন্নিরসনপূর্ব্বক

তত্ত্ববস্তুর যেটুকু সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে ভগবানের পূর্ণ সবিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না। কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় ক্লেশই লাভ হইবে, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অতএব সবিশেষ চেষ্টাপরায়ণ হইয়া গান্ধীজী-প্রমুখ নেতাগণ সাধারণের উপকার করিতে পারিবেন।

অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ সকলেই শরীর ও মন সম্বন্ধে কর্ম্মপ্রবীণ। সেই প্রকার জড় কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর অত্যন্ত নিম্ন স্তরের ব্যক্তিগণ ইহজগৎ ব্যতীত আরও কোন বৈকুণ্ঠজগৎ থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। জড়শরীর-সর্ব্বস্ব জনসাধারণ মনুষ্যেতর প্রাণীর ন্যায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যে এতই মুগ্ধ যে, তাহারা পাপ-পুণ্যের কোনপ্রকার বিচার না করিয়া কেবল শরীরসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মোঘাশা, মোঘকর্ম্মা নামে অভিহিত। সেইসকল জগতের অহিতজনক ধ্বংসোন্মুখ কার্য্যের পুরোহিত বহু জড়-বৈজ্ঞানিক—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের তৃপ্তিকর বহুপ্রকার দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া ভোগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর জগজ্জঞ্জাল প্রসবকারী ঘোর প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দেয়। সেইপ্রকার কার্য্যদ্বারা তাহারা যতই স্বাধীন বলিয়া প্রচারিত হয়, ততই পরাধীনতা[illegible]লে আবদ্ধ হয়। যতই ধনরাশির সঞ্চয় হয়, ততই অশান্তিরাশির উদ্ভব [illegible]ানের ভোগ। লক্ষ্মীকে যতই কবলিতা করিবার চেষ্টা হয়, ততই রাবণে[illegible]। সবংশে ধ্বংসোন্মুখে পতিত হয়। ঐ সকল কার্য্যের ফলে শরীর-রক্ষার্থে যে অতি সাধারণ ব্যাপার অর্থাৎ কিছু আহার করিয়া জীবনধারণ করা—তাহাও অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া যায়।

এই প্রকার নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ হইতে কিছু উন্নত পরজন্ম বিশ্বাসী কর্ম্মাশ্রয়ি-সম্প্রদায় পরজন্মেও কি ভাবে শরীর-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য দান-পুণ্যাদি কার্য্যে ব্রতী হন। উভয় প্রকার কর্ম্মিগণই জানে না যে, পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। তাহারা জানে না যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগই কর্ম্মের কৌশল। এইজন্য কৌশলী কর্ম্মিগণ বা কর্ম্মযোগিগণ, পূর্ব্বোক্ত মূর্খ কর্ম্মি-সম্প্রদায়েরই মত, অত্যন্ত আসক্তের অভিনয়ে কর্ম্মযোগ-কৌশল তাহাদের হিতের জন্য জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেই-প্রকার কর্ম্মযোগ-কৌশলদ্বারা নিজের এবং জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা গীতায় উপদেশ দিয়াছেন যথা :—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্ লোকসংগ্রহম্ ॥ (গীতা—৩।২৫)

অবিদ্বান্‌গণ যেমন অত্যন্ত আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া শরীর-ধর্ম্ম-পালন করে, তুমিও বিদ্বান্ হইয়া লোক সংগ্রহের জন্য সেইপ্রকার আসক্তির সহিত কর্ম্মযোগ সাধন কর। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বিদ্বান্, তাঁহারা সাধারণের মতই শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে-কর্ম্ম করেন তাহা সমস্তই যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে করিয়া থাকেন। সাধারণে সেই সকল বিদ্বান্‌কে নিজেদের মত কর্ম্মি-সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিলেও তাঁহারা মূর্খ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, পরন্তু বিদ্বান্ কর্ম্মযোগী।

অধুনা জড়-বিজ্ঞানের প্রসার কর্ম্মজগতের বৈভবরূপ বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। কর্ম্ম-বন্ধন-ফাঁসরূপ বহু প্রকার কল-কারখানা জড় বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল ইত্যাদি বহু কিছু উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে জড়-কর্ম্মের এত প্রসার ছিল না। অসৎসঙ্গদ্বারা এখন কর্ম্মের বহুপ্রকার বন্ধনী ও বেষ্টনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বিদ্বান্ কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপারই যজ্ঞার্থে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মকৌশলী হইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয় চরণ দে
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

মাংস-দর্শন ও বেদ-দর্শন

জড় চক্ষে যে দর্শন, সেখানে মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা আছে। মাপা-বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে। চেতন-দর্শন জড় আকার-দর্শন নহে। যেখানে প্রাকৃত আকার-দর্শন, সেইখানেই ভয়। যেখানে সেরূপ আকার-দর্শন নাই, সেখানে ভয়ও নাই। পুরুষাভিমানে পার্থিব আকার-দর্শন হয়। আত্মদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ-দর্শন বা আকার-দর্শন নাই। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলে কুদর্শন আর থাকে না। শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিই পুরুষাভিমান বা প্রাকৃত-অভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পরমপুরুষ শ্রীহরিনাম আমাদের উপর কর্তৃত্ব না করিলে আমাদের ভোক্তৃ-অভিমান যায় না। বাহ্য আকার-দর্শন না করিয়া সকলকে কৃষ্ণের সেবক বলিয়া দর্শন করাই উচিত। শুধু নারী-দেহ নয়, যে বস্তুরই আকার-দর্শন করিতে যাইব, তাহাই ভোগ্যা বা যোষিৎরূপে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। সাধুগুরু-কৃপায় আকার-দর্শন যোষিদ্দর্শনের হস্ত হইতে ছুটী

পাইতে পারে। ভগবানের সেবক-অভিমান যতই জাগিবে, ততই আকার-দর্শন দূর হইবে। মাংস-দর্শনই আকার-দর্শন। মাংস-দর্শন প্রবল হইলে মাংসাতীত বা জড়াতীত বস্তুর চিন্ময় আকার-দর্শন লাভ ঘটে না। বর্ত্তমান মাংসই আমাদের চিন্তনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাংসের রূপ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, মাংসই আমাদের ব্রত, মাংসই আমাদের তপ-জপ হইয়াছে। নিজেকেও একটা মাংসপিণ্ড দর্শন করিতেছি এবং সর্ব্বক্ষণ মাংসের পশ্চাৎ ছুটিতেছি। দেহই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃই মাংসের প্রতি আজ আমাদের এত লোভ—এত প্রীতি হইয়াছে। মাংস বা দেহের সুখের জন্যই আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। মাংস ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে—ইহা আমাদের ধারণাই হয় না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী বেদদৃক্ সাধুগণ আমাদিগকে মাংস-দর্শন, কুদর্শন বা দেহাত্মবুদ্ধির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট শাস্ত্রকথা—আমাদের স্বরূপের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—"হে জীব, তুমি এজগতের কেহ নও; তুমি পুরুষ নও, স্ত্রী নও, ব্রাহ্মণ নও, ক্ষত্রিয় নও, ব্রহ্মচারী নও, গৃহস্থ নও, পশু নও, পক্ষী নও—তুমি ভগবানের দাস।" সাধু-শাস্ত্রের সকলময় উপদেশ বিশ্বাস হইলে জীবের আর কোন দুঃখ বা অসুবিধা থাকে না। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"(জীব) কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।"

শ্রীমদ্ভাগবত এই কুদর্শন বা মাংস-দর্শনকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন এবং এই মাংস-দর্শন-স্পৃহা কিরূপে প্রশমিত হয় তাহাও জানাইয়াছেন,—

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু-পরিপূরিত জীবিত শবকে "এই আমার কান্ত" ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে।

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্ত-হৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তানমুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভা ১১।১৭।৫৭-৫৮)

—হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা-বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে—এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্র-কন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পরে "অন্ধ" নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রী-সঙ্গজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ। উহাতে হস্তদ্বারা কণ্ডূয়নের ন্যায় দুঃখের পরে সুখই দৃষ্ট হয়। [illegible]ক্তি বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহ-সুখে পরিতৃপ্ত হয়েন না, ভগবৎ-কৃপা [illegible]ান ধীর ব্যক্তি কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায় ক্রমোত্তেজক ও পরিণামে যন্ত্রণাদায়ক কামকে ধারণ করিতে বা সহ্য করিতে সমর্থ হন। এইরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪২)

যদি কপটতারহিত হইয়া জীবগণ কায়মনোবাক্যে ভগবান্ অনন্তদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলেই ভগবান্ তাঁহাদিগকে কৃপা করেন এবং তাঁহারা অনায়াসে মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" অভিমান থাকে না। তখন সেই ভক্তের অবস্থা এইরূপ হয়,—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব-নব-রস-ধাম্ন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারং সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫।৩৯)

—যেদিন হইতে আমার মন নব-নব রসের আলয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে কদাপি নারী-সঙ্গম স্মরণ হইলেও আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং তৎপ্রতি নিষ্ঠীবন (থুৎকার) নিক্ষেপরূপ জুগুপ্সা-রতির উদয় হইয়াছে।

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ বেদদৃক্ শ্রীগুরুদেবই জীবের মাংস-দর্শন ধ্বংস করিয়া তাহাকে দিব্য-দর্শন প্রদান করেন। তিনি অজ্ঞানান্ধ জীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার চক্ষু উন্মীলিত করেন। মাংস-দর্শন বা ভোগ্য-দর্শনই অজ্ঞান-তিমির। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে সর্ব্বত্রই ভগবান্ আছেন, সবই কৃষ্ণের ভোগ্য—এই বুদ্ধির অভাব যেখানে সেখানেই মাংস-দর্শন বা ভোগ্য-দর্শন। যিনি দিব্যজ্ঞান দান করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আর যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে প্রণত হইয়া দিব্যজ্ঞান বা বেদচক্ষু লাভ করেন তিনিই প্রকৃত শিষ্য। সেখানে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হইবার অভিমানই প্রবল।

জড়-দর্শন বা মাংস-দর্শনই আমাদের গৃহান্ধকূপ। গৃহত্যাগ, ভার্য্যাত্যাগ, দেশ-সমাজ প্রভৃতি স্থূলতঃ ত্যাগই সংসার ত্যাগ নহে, জড়দর্শন-স্পৃহা-পরিত্যাগই সংসার হইতে প্রকৃত মু[illegible] মাংসদর্শন বা ভো[illegible]দর্শন যাঁহার নাই, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। মাংসদর্শন রা[illegible]গ্রসর হ[illegible]। এই মাংস-দর্শনের প্রতি—ভোগ-ত্যাগের প্রতি [illegible]কারিলে য[illegible]ন আরম্ভ হইবে।

যাঁহাতে সর্ব্ববস্তু অবস্থিত, সেই ভগবান্‌কে হৃদয়স্থিত [illegible]া অনুভব করিতে পারিলে কামরোগ ধ্বংস হয়। মাংসদর্শন বা ভোগ্যদর্শনই 'কাম', আর সর্ব্বত্র সেব্যদর্শনই—বেদদর্শন, বৈষ্ণব-দর্শন বা ভক্তি। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে প্রাকৃত কাম দূর হইয়া অপ্রাকৃত কাম হৃদয়ে স্থান পায়।

চর্ম্মচক্ষে বা মাংসচক্ষে দেখিতে গেলেই বিপদ্। সেইজন্য গুরুবর্গ কাণ দিয়া দেখিতে বলেন। শ্রবণের পথ বা শ্রৌতপথই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। ভোগোন্মুখ চক্ষু বা মাংসচক্ষু লইয়া গুরুকৃষ্ণকে দেখা যায় না। মাংসচক্ষুর দ্বারা সাধুদর্শন হইবে না। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধু-গুরুর বপুও বঙ্কিম অর্থাৎ তাহা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। অক্ষজ-দৃষ্টিতে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বাহ্য আকার বা বপুদর্শন করিতে গিয়াই জীব বঞ্চিত হয়। এই বিপদ্ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় শ্রৌতপথ অবলম্বন। শ্রবণ ছাড়িয়া অগ্রে রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোন কালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয় না, মায়া-দর্শনই হয়।

শব্দকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের আপাত বিপর্য্যয় বা বিরোধ প্রতীত হয়, সেখানে বাণীই অনুসরণীয়া। বাণীর শ্রবণ বা শব্দাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। বাণী শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ং বাণীই জীবের আবরণ ও প্রতিবন্ধকগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। মাংসচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, অপ্রাকৃত বপু কোনদিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। সেই চিন্ময় বপু যোগ্য-ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখান।

নিজে দেখিয়া বা মাপিয়া লইবার যে চেষ্টা, তাহা আরোহপথ। ভগবৎ-কৃপায় ভগবদ্দর্শনই অবরোহ-পথ। দৃশ্য জীবের দ্রষ্টা-অভিমান করিয়া যে দর্শনচেষ্টা, তাহা দর্শনের পরিবর্ত্তে দর্শন-বাধ, অন্ধকার বা মায়া-দর্শন। কৃষ্ণতত্ত্ব-বিদের নিকট শ্রবণের দ্বারাই এই কুদর্শন, মাংস-দর্শন, বা ভোগ্য-দর্শন নষ্ট হইয়া দিব্য দর্শন লাভ হয়। ব্রহ্মার ন্যায় উচ্চ দেবতা—যিনি আমাদের হইতে অনেক-গুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজজ্ঞানে ভগবান্‌কে মাপিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার চে া করিয়া তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন—

ং যথাভ।ব রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।
তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)

অর্থাৎ তুমি আমার স্বরূপের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। এস্থলে 'মদনুগ্রহাৎ' কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ। বেদ-দর্শন বা সুদর্শনই জীবকে সতত রক্ষা করে এবং কৃষ্ণসেবা-বিলাসে অধিকার দেয়।

—শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিবরণ

এবৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই ফাল্গুন হইতে ২১শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে

সহস্র সহস্র লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরমার্থ অর্জ্জনের বিশেষ অবকাশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এবার আমরা পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তদের অন্যান্য বৎসরের ন্যায় দর্শনলাভ করিতে পারি নাই—আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা জানাইতেছি। পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ অতীব সুখে, স্বচ্ছন্দে ও সুষ্ঠুভাবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া লাভবান্ হইয়াছেন। যদিও বর্ত্তমানে নবদ্বীপ-সহরে বিশেষ স্থানাভাব, তথাপি নিয়ামক-মহারাজের অসাধারণ পরিচালনাশক্তিহেতু যাত্রীদিগকে অবস্থানের জন্য কোনপ্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত তাঁবুগুলিতে অসংখ্য যাত্রী পরিক্রমাকালে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেন। ইহা ছাড়া নিকটস্থ পাকাবাড়ীতেও বহু যাত্রী স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির কলে সকল সময় জল না থাকায় যাত্রীদিগের অন্যান্য বৎসর বিশেষ জলকষ্ট বোধ করিতে হইত বলিয়া নিয়ামক-মহারাজ এবৎসর যাত্রী-শিবিরের নিকটেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিজস্ব ভূখণ্ডে, মোহাটীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বাড়ই মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে, একটী নলকূপ খনন করাইয়াছেন। ইহাতে যাত্রিগণ সকল [illegible] জন্য নির্দ্দোষ [illegible] সক্ষম হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের অন্যত্র সং[illegible] র প্র[illegible] দিলেও বলা বাহুল্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত পরিক্র[illegible] যোগদানকারী কাহাকেও কোনও প্রকার ব্যাধি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় [illegible]। এমন কি এবৎসর সামান্য উদরাময়েও কাহাকেও কষ্ট পাইতে দেখা যায় নাই। বাজারের তৈলাদি নানাপ্রকার ভেজাল সামগ্রী যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও মঠবাসিবৃন্দ পরিক্রমাকালে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে রত থাকেন। এই কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে অনুগমনকারী যাত্রিগণও মায়িক চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্বিষয়িনী চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগেই অন্যান্য যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নির্দ্দেশ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রথম দিবসই সেইজন্য কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির স্থান শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তথায় সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র ও শ্রীদেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি দর্শন করেন। প্রত্যেক স্থলেই শ্রীপরিক্রমার পরিচালক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সমবেত যাত্রিগণের নিকট বক্তৃতা এবং

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে তৎ তৎ লীলাস্থলীসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সুরভিকুঞ্জ ও স্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পায় যে—যিনি ভজনে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ; জাগতিক শিক্ষা, দীক্ষা, জাতি-জন্ম বা উচ্চ অবস্থিতিই শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক নহে। সুরভি গাভী হইলেও অর্থাৎ পশুজাতি হইলেও দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটও পূজ্য বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ-লীলার অভিনয় করিলেও ভজনহেতু পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছেন। নৃসিংহ-পল্লীতে যাত্রিগণ শ্রবণ করেন যে, নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এখানে বিশ্রাম লাভ করেন। কামনাশূন্য ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের প্রকৃত বিশ্রামস্থল। কর্ম্মি-জ্ঞানীর অবিশ্রান্ত কামনা পূরণ করিতে গিয়া ভগবানের বিশ্রামের আবশ্যক হইয়াছে। অফুরন্ত কামনাযুক্ত অভক্তের হৃদয় কখনও ভগবানের বিশ্রামস্থল নহে। 'বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম'। যাত্রিগণ অদ্য মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত হংসবাহন ক্ষেত্রও পরিক্রমা করেন।

১৬ ফাল্গুন তারিখে যাত্রিগণ পাদ্মসবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপ ও অর্চ্চনাখ্য শ্রীঋতু-দ্বীপের কিয়দংশ পরিক্রমা করেন। দিবস তাঁহারা কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্র, [illegible] শ্রীশ্রী [illegible]-মন্দির এবং রাতুপুর প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎ স্থান-[illegible] শ্রবণ করেন।

১৭ ফাল্গুন তুদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান ও বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যাখ্য শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে যথাক্রমে জহ্নুমুনির স্থান, ও মামগাছিতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্থান ও তৎপ্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির, অর্কটীলা ও মাতাপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) দর্শন করেন। বিদ্যানগরে নিয়ামক-মহারাজ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সকলে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, বিষ যেরূপ জারিত হইলে প্রাণনাশের পরিবর্ত্তে প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিকাদি যাবতীয় দর্শন, কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ ভক্তির আনুগত্য করিলে তদ্দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যানগরে যাবতীয় বিদ্যাই পরাবিদ্যা ভক্তির অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

১৮ই ফাল্গুন যাত্রিগণ কোলদ্বীপের অপর অংশ পোড়ামাতলা, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন করিয়া সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপের রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর ও গঙ্গেরডাঙ্গা প্রভৃতি দর্শন করেন। এইস্থানে গঙ্গাতটে একাদশীর

পারণ করিয়া যাত্রিগণ **পুলিন-ভোজনের** অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন।

১৯শে ফাল্গুন—শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপে সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর প্রভৃতি দূর হইতে দর্শন করিয়া আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা দর্শন করেন। তথায় অবস্থিত অভ্রভেদী শ্রীমন্দির ভক্তপ্রবর শ্রীভক্তিবিজয় প্রভুর গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। তৎপর শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য-মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং মুরারি-গুপ্তের পাট দর্শন করেন। যাত্রিগণ এবং এতদঞ্চলের ধামবাসী ভক্তবৃন্দ আহুত, অনাহুত ও বরাহুত সকলেই মধ্যাহ্নকালে স্থানীয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভূদেব ব্রহ্ম মহাশয়ের বাটীতে ও তৎসংলগ্ন স্থানে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নবদ্বীপ হইতে শ্রীমায়াপুরে পরিক্রমা করিতে আসিয়া এই ব্রহ্ম-মহাশয়দিগের গৃহে উৎসব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-মহাশয়গণ সমিতির এইরূপ সাহায্য করায় সমিতির নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যাত্রিগণ সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২০শে ফাল্গুন—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মো[illegible]ব। মঠবাসী [illegible]গণ ও [illegible]াণ সকলে অদ্য উপবাসী থাকিয়া সারাদিন [illegible]ন মগ্ন [illegible] তন্ত-ভাগবত পারায়ণমুখে সারাদিনই পাঠ [illegible]ন হইতে [illegible] সন্ধ্যার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিক[illegible]ভু যাত্রিগণ ও সমবেত ব্যক্তিদিগের নিকট ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করেন। তৎপর যাত্রিগণ অনুকল্প গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করেন।

২১শে ফাল্গুন—সাধারণ মহোৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরিত হইতে থাকেন। অগণিত লোক অদ্য প্রসাদ সেবা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন। সারাদিবস অবিশ্রান্তভাবে সমবেত সকলেই প্রসাদ সম্মান করেন। ক্রমে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পাঠকীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। এইরূপে এই বিরাট্ পারমার্থিক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইল। যাত্রিগণ অত্যন্ত আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তিতে অশ্রুভারাক্রান্ত-লোচনে, গদ্গদবচনে মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি ও সেবকগণের মধুর ব্যবহার, ভাগবতী-শিক্ষা, ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি তাঁহাদিগকে পুনরায় শ্রীভগবদ্ধামে আকর্ষণ করিবে।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, সুগায়ক শ্রীযুত মোহিনীমোহন রায় মহাশয়ের কীর্ত্তন,

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে।

—শ্রীরাধানাথ দাস অধিকারী
সহঃ সম্পাদক

গীতার বাণী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার মধ্যে যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকটীই তাঁহার সমর্থিত সাধন নহে ; কেবলমাত্র ভক্তিই গীতার উদ্দিষ্ট। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদির উল্লেখ—একটা তুলনামূলক বিচার প্রদর্শনার্থ, প্রত্যেকটী সাধনেরই মুখ্য তাৎপর্য্য ভক্তিতে পর্য্যবসিত। নিম্নে একটি ত[illegible] া প্রদত্ত হইল। তাহা নিরপেক্ষ-আলোচনা করিলেই তদ্বিষয়ে [illegible] নিশ্চয় [illegible] যাইতে পারিবে।

—

[illegible]ং কুরু [illegible]র জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
[illegible]যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৩।৮ ॥
[illegible]র্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৭-৪৮ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ২।৫০-৫১ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩।৭ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩।২৫ ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭ ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০ ॥
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪।১৯ ॥

(২) জ্ঞান ঃ—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি[illegible]ঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ২।
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২।৪০ ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৬-৫৭ ॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৬০-৬১ ॥
ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২।৬৭ ॥

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ২।৬৮-৬৯ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪।১৯ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৩-৩৪ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ৭।১৯
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য র এব চ।
ত্যজ্‌রা য়ানুদর্শনম্ ॥
রনভিষ্বঙ্গ ারগৃহাদিষু।
ঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩।৭-১১ ॥

(৩) যোগ :—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬।১ ॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৬।৩-৪ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬।৭-৮ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত [illegible]সীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র স [illegible] পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ [illegible] ত।
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৬। ৩১ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬।৪৬-৪৭ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪ ॥

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভগবৎ-কর্ম্ম করিবার কথাই কর্ম্মের মুখ্য উপদেশ, জ্ঞানবান্ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিলেই বাস্তবিক জ্ঞানী; আর যোগীসকলের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া ভগবদ্ভজন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। অতএব ঐ ত্রিবিধ সাধনাঙ্গও ভক্তিতেই পর্য্যবসিত। ভক্তি ব্যতীত তাহাদের ক্রিয়া নিষ্ফল।

এখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সংক্ষেপে গীতার চরম মীমাংসা জানাইতেছেন—

পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ-আজ্ঞা—বলবান্॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৯)

অর্থাৎ গীতার নানাস্থানে গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম, গুহ্যাদ্‌গুহ্যতর প্রভৃতি জ্ঞানের উপদেশ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের চরম উপদেশ—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৪-৬৬॥

এখ[illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বিভিন্ন দেবদেবীর সেবা প্রভৃতি সবই বাতিল হইয়া গিয়া[illegible]। কেবল ভক্তিই [illegible] অঙ্গ। ভক্তির আশ্রয় করিলে তাহার [illegible] ও "কৌন্তে[illegible]নীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি (৯।৩১) [illegible] আর [illegible]স্ত গীতাতে কাহার অধিকার, তদ্বিষয় বলিয়াছেন—

[illegible]দেস্তে নাতপস্কায় **নাভক্তায় কদাচন**।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ১৮।৬৭॥

অর্থাৎ **"অভক্তকে কখনও বলিবে না"** বলার কারণ ভক্ত ব্যতীত গীতাপাঠের অধিকারী কেহ নহে। অভক্ত ইহা পাঠ করিয়া বিভিন্ন ধারণার বশীভূত হইয়া গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অবস্থানকালে কোনও গীতাপাঠী বিপ্রকে গীতা অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে, শুন, মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি'॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে,—যেন শ্যামলসুন্দর॥

অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে,—গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।৯৭-১০২).

অতএব গীতা-পাঠ করিয়া ভক্তিপ্রভাবে ভগবদ্দর্শন হইলেই গীতা-পাঠের সার্থকতা সিদ্ধি হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রবণ

কোনও বস্তু বা বিষয়ের সম্যগর্থবোধক শব্দ, কর্ণরন্ধ্র-পথ । হৃদয়-মাঝে প্রবেশ করিলে তদ্বিষয়ের উপলব্ধি- সমর্থনকেই আম াধারণ 'শ্রবণ' আখ্যা দিয়া থাকি। গত্যর্থে 'শ্র' ন শ্রবণ শ —কর্ণ ও কর্ণরন্ধ্রে গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে 'শ্রব ত হ । ৩ পর-জগতের যাবতীয় বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি ল, প্রথমতঃ তাহা শ্রবণ-পথে গ্রহণ করিতে হয়।

ঐহিক যাবতীয় বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদাই শ্রবণের আবশ্যকতা থাকিলেও এই শ্রবণজ জ্ঞানদ্বারা জগজ্জীবগণের কখনও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট হইতে ছাত্রগণ ভূ, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন, একথা সত্য ; কিন্তু এই সমস্ত উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের শিক্ষাদ্বারা জগতের নিত্য মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কেবলমাত্র অমঙ্গলের অর্থাৎ ধ্বংসের পথই ক্রমশঃ পরিষ্কার ও প্রশস্ত হইয়া চলিয়াছে। কেবলই 'মানুষ-মারা কল' তৈয়ারীর জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত রহিয়াছেন। দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, এমন কি প্রত্যেক জাতিতে জাতিতে হিংসার বহ্নি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। একে কি প্রকারে অন্যকে বা অন্য দেশকে অথবা অন্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, সকলের চেয়ে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পাণ্ডিত্যে ও অর্থে শ্রেষ্ঠ হইবে—এইরূপ চিন্তাধারায় অভিভূত হইয়া

যাইতেছে। সুতরাং এতাদৃশ শ্রবণজ শিক্ষাদ্বারা মানব-জীবনে কখনই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কারণ বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপর, আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপকগণের শিক্ষাদ্বারা মনুষ্যগণ কেবলই তত্তদ্ভাবাপন্ন শ্রবণজ শিক্ষা লাভপূর্ব্বক মনুষ্যত্বের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন। গুরুপরম্পরানুযায়ী আচার্য্যবর্গের নিকট হইতে স্বয়ং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আত্মনিয়োগ করাই ছিল—ঋষিযুগের সমাজ-নীতি, সাংসারিক জীবন-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি। তাহাতেই তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জীবের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে জড়-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানবগণ নানারূপ উন্নত ধরণের যান্ত্রিক তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও, আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্টি-তত্ত্বের এবং ঋষিগণ-প্রণীত মন্ত্রপূত শব্দভেদী বাণ, জ্যোতিস্তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সীমা নির্দ্ধারণের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। তৎকালের নীতি ছিল,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' — পর-উপকার॥

তি হইতেছে জন্মের সার্থকতা হউক আর নাই হউক,

শে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ॥ (হিতোপদেশঃ)

পরকে উপদেশ দিবার সময়ে সকল লোকেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে, এবং তাহা করাও সহজ; কিন্তু নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠান কোন কোন মহাত্মারই দৃষ্ট হয়।

অতএব সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ জড় জগতের তথাকথিত অনিত্য মঙ্গল হইতে দূরে থাকিতে হইলে, নবধা ভক্তির অন্যতম ও আদি—শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণরূপ অঙ্গের সাধন করিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-কল্পে ষণ্ডামর্কের শিক্ষাকে অশিক্ষা বলিয়া উহা গ্রহণ করেন নাই, ও স্বীয় পিতা হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকৃত শ্রবণজ শিক্ষা কি, তাহা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্" —(হঃ ভঃ বিঃ ১।২।২৯)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবৎপ্রেম-লাভের উপায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ;—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ (ভাঃ ২।২।৩৬)

যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়, সেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভঙ্গ্যঙ্গসমূহ সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাই ব্রজ-ললনাগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়াছিলেন ;—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভা　　।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! সংসারে যাঁহারা ে　　াপক্লিষ্ট ব্যক্তি　　র　　।, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক　　ঙ্গল　　ধৃত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন অর্থাৎ　　ন করেন, তাঁ　　শ্রেষ্ঠ বদান্য।

"তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব,　　ি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধেচান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফূরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপ-গুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফূরণং সুষ্ঠু ভবতি। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং, জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬, ২৬০ সংখ্যা)

অর্থাৎ নামাদিশ্রবণরূপ ভক্তির অঙ্গসমূহের এইরূপ ক্রম, যথা—যদিও ক্রম-বিপর্য্যয়-সত্ত্বেও নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী হইতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ বিষয়ক কথা-শ্রবণদ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে, শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের

সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর—এই সমুদায়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কীর্ত্তন ও স্মরণ-বিষয়ে এইরূপ ক্রম জানিবে। এই নাম-শ্রবণ যদি মহতের (বৈষ্ণবের) শ্রীমুখ হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার মাহাত্ম্য জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখদায়ক হইয়া থাকে। সেই শ্রবণের মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (২।২।৩৭) বলিতেছেন,—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ শ্রীভগবান্ ও তদীয় গণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের পাদপদ্ম সমীপে গমন করেন।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

মঙ্গল কথা শ্র[illegible] নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকে[illegible] কা[illegible] ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আ[illegible] াবির্ভূত হন। অতএব প্রথমতঃ নবধা ভক্তির অন্তর্গত শ্রবণরূপা ভক্তি[illegible] জন না করিলে, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুষ্ঠুতা লাভ করিতে পারা যায় না।

—**কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী,** ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন

চুঁচুড়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক **মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকমল** প্রভু, স্থানীয় কামারপাড়াস্থ **'ত্রিতাপ-শান্তি-নিকেতন'**-হরিসভায় গত ২৪শে ফাল্গুন, বুধবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, শুক্রবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিতজীর সুসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।



পরলোকে শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীজী গত ২রা মার্চ্চ ১৯৫০, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৬, ফাল্গুনী ত্রয়োদশী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে বেলা ২-৩০ মিনিটে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

অন্তিমকালে তিনি মাদ্রাজের সপ্তক্রোশ দক্ষিণে 'টাম্বারম্' নামক একটী অতীব স্বাস্থ্যকর শৈল-পল্লীতে জীবনের শেষ ছয়মাস কাল অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল পূজনীয় ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী (শ্রীত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়) ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক বিহার প্রদেশান্তেবাসী শ্রীযুত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীপাদ অনঙ্গমোহনের শেষ সময়ের পরিচর্য্যা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ ও সুযোগ

লাভ করিয়া তথা হইতে পত্রদ্বারা যাহা জানাইয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে মুদ্রিত করিয়া এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলাবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টাম্বারম্

২।৩।৫০

[redacted]পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব! অভয় পাদপদ্মে সকাতর দণ্ডবৎ।

প্রভো, আপনি যে ধন রক্ষা করিতে দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া অদ্য হারাইলাম। অদ্য সকাল বেলা ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তার মধ্যে তিনি শুধু **"হা কৃষ্ণ, গৌরসুন্দর, বৃন্দাবনে আমাকে কৃষ্ণ ডাকিতেছে; কৃষ্ণ কোথায় সে আমার হৃদয়-মধ্যে আছে কি; গুরুদেব কোথায়; বাবা কোথায় (আপনাকে), আপনারা আমার অপরা[redacted]ব না; আমার উপর কৃপা করিবেন"**—ইত্যাদি বাক্য উ[redacted] বেলা ১০টা[redacted]র জ্ঞান হয়। বেলা ১টা হইতে তাঁহ[redacted]তে [redacted]বং পুনঃ উপরে লিখিত বাক্যগুলি উচ্চা[redacted]. করিতে বেলা ২-৩০এ গোলোক বৃন্দাবন-ধামে গমন করিয়াছেন। [redacted]. বেদনা, মুখ-বিকৃতি ইত্যাদি হয় নাই এবং খুবই ধীরভাবে শান্ত প্রশান্তভাবে প্রয়াণ করিয়াছেন। **তাঁহার ভগবৎ নাম উচ্চারণ, শান্ত প্রশান্ত ভাব ও আপনার প্রতি তাঁহার ভাব দেখিয়া সমস্ত হাঁসপাতালের লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনে তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।** আমরাও আপনার প্রদত্ত এই দুর্লভ সেবা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি। **এরকম ভাবে মৃত্যু জগতে দেখা যায় নাই।** আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষণার্থ তাঁহার প্রিয় স্বাস্থ্যকর স্থান সিধাবাড়ী গ্রামে অদ্য বরাবর রওনা হইব। আপনি কৃপা করিয়া জানাইবেন, আপনি সিধাবাড়ী কবে আসিয়া কৃপা করিতেছেন। মন অস্থির হইয়া গিয়াছে, ব্যগ্রভাবে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করিব। আপনার দর্শনে অশান্তি দূর করিয়া আপনার সেবায় পুনঃ আত্মনিয়োগ একান্তচিত্তে করিতে পারিব। শীঘ্রই আপনার কৃপাপত্র ও দর্শন পাব আশা করি। ইতি—

আপনার—**গৌরনারায়ণ।**

শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী একজন আদর্শ গুরুসেবক ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসঙ্গী ও দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট ছায়ার ন্যায় থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও নানাপ্রকার বিশ্রম্ভ সেবায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে ও নিষ্কপট সেবায় তিনি বৈষ্ণবগণের বিশেষ আদরের ও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে এবং অন্যান্য সময়ে সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখা যাইত। তাঁহার হাঁসিমাখা শ্রীমুখমণ্ডল সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। তাঁহার অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমাদের সকলেরই আদর্শ। অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার হাঁসিভরা শ্রীমুখের কখনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। তিনি বহুবিধ সেবাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য রন্ধনাদি কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। মৃদঙ্গ-বাদ্যের পটুতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন সকলেরই শ্রুতিকর্ণ-রসায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের অত্যন্ত স্নেহ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার ন্যায় আদর্শ গুরু-সেবকের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। তাঁহার বিয়ো শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকলে, বিশেষতঃ গুণমুগ্ধ নগণ্য তাগ ধ্য আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অ এব মাত্র একুশ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণের কথা ... করিয়া মুং ইয়া প... ছি। তাঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবার জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের ... দর্শক হউক ও আমাদিগকে সর্ব্বদা সেবায় অনুপ্রাণিত করুক্—ইহাই প্রার্থনা।

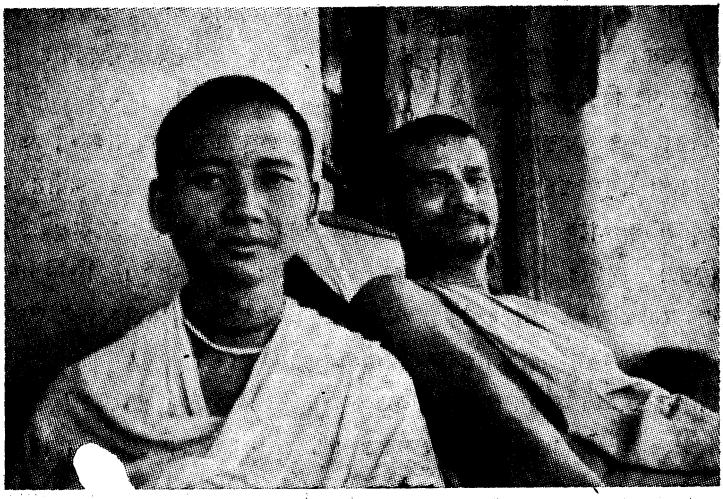
"কৃপা করি প্রভু মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

—জনৈক হতভাগা

চাঁপাহাটীতে পঞ্চমদোল

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর পঞ্চমদোলোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** গত ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ বুধবার, উক্ত দোলোৎসব দিবসে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী "যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।"—বাক্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করেন ও ইহাতে কাহারও কাহারও "আঁতে ঘা" লাগিলেও সমিতি তাহার নির্ভীক প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া জানান। উৎসব বেশ সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন প্রভু



গাহন ব্রহ্মচা[illegible] ভক্তিজ্যপাদ কেশব মহারাজ

"ভক্তি-সাধনাভিপ্রিকা"

নছিনু শাস্ত্রেতে এই মহাবাণী ।
দেখি নাই কভু তার নিত্য ছবিখানি ॥ ১ ॥
নয়ন ভরিয়া ভাই দেখিনু এ'বার ।
প্রভু-ভৃত্য দাস-দাস্য অদ্ভুত ব্যাপার ॥ ২ ॥
সেবকের সেব্য-সেবা নহে চমৎকার ।
অতীব মধুর আহা সেবক-সেবার ॥ ৩ ॥
বাহ্য চক্ষে মায়াময় কিন্তু মায়াপার ।
বিশুদ্ধ ভূমিকা-ভাতি বিশুদ্ধ বিস্তার ॥ ৪ ॥
হে প্রভো, **অনঙ্গমোহন**, সার্থক তব নাম ।
বজ্রাদপি-কঠোরজয়ী সার্থক তব কাম ॥ ৫ ॥
সুচন্দ্র-বদনে হাঁসি সেবার আনন্দে ভাসি'
হরণ করেছ সেব্য-মন ।

কীর্ত্তনে মধুর কণ্ঠ　　অবতারি' শ্রীবৈকুণ্ঠ
তুষিলেক হৃদয়ের ধন ॥ ৬ ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবা　　"অনঙ্গ" জানিয়া যেবা
নিত্যকাল করিলে সাধন।
আদর্শ হইয়া রবে　　আমা সবা হৃদি-মাঝে
শিখাইতে শ্রীগুরু-সেবন ॥ ৭ ॥
গুরুদেব-মনোভীষ্ট　　সাধিতে পরম-ইষ্ট
বরিলে বেয়াধি ভয়ঙ্কর।
শিখা'লে শরণাগতি　　ষড়ঙ্গ পরমা সতী
ভকতের নিত্য সহচর ॥ ৮ ॥
তোমার সদ্‌গুণ যত　　আমি বা বলিব কত
ইহা মাত্র করি নিবেদন—
যে-গুণে হইয়া বশ　　প্রভু গায় ভৃত্য-যশ
কণা তার করি আকিঞ্চন ॥ ৯ ॥

—শ্রীরাধান[illegible] দাস[illegible]

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তা[illegible]কা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

বৈশাখ—১৩৫৭

১২ মধুসূদন, ১ বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার—কৃষ্ণদ্বাদশী দি ৮।৩৭। দিবা ৮।৩৭ মধ্যে **একাদশীর পারণ**।

১৮ মধুসূদন, ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—গৌর-তৃতীয়া রা ৬।৪৯। **অক্ষয়তৃতীয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস।** শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের **চন্দনযাত্রা আরম্ভ**।

২২ মধুসূদন, ১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল, সোমবার—গৌর-সপ্তমী রা ১১।২। জহ্নু সপ্তমী।

২৪ মধুসূদন, ১৩ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল, বুধবার—গৌর-নবমী রা ১০।১২। শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর ও শ্রীরাম-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৬ মধুসূদন, ১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, শুক্রবার—গৌরৈকাদশী রা ৭।৩৪। মোহিনী **একাদশীর উপবাস**।

২৭ মধুসূদন, ১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৪৩। দি ৯।২৫ মধ্যে **একাদশীর পারণ**। শ্রীরুক্মিণী দ্বাদশী।

২৯ মধুসূদন, ১৮ বৈশাখ, ১ মে, সোমবার—গৌর-চতুর্দ্দশী দি ১।১৭। **শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর ব্রত ও উপবাস**।

৩০ মধুসূদন, ১৯ বৈশাখ, ২ মে, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা দি ১০।৫২। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৪ মধ্যে **শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর পারণ**। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও কাহারও মতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব।

৪ ত্রিবিক্রম, ২৩ বৈশাখ, ৬ মে, শনিবার—কৃষ্ণপঞ্চমী রা ১১।৫২। শ্রীল রামানন্দ রায়ের তিরোভাব।

১১ ত্রিবিক্রম, ৩০ বৈশাখ, ১৩ মে, শনিবার—কৃষ্ণদ্বাদশী রা ১১।৩৪। পক্ষবর্দ্ধিনী **দ্বাদশীর উপবাস**।

ত্রিবিক্রম ৩১ বৈশাখ, ১ রবিবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ১।১৮। পূর্ব্ব দ্বাদশী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

১৪ ত্রিবিক্রম, ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে, মঙ্গলবার—অমাবস্যা অহোরাত্র। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৬ মে, শুক্রবার—গৌর-নবমী দি ৭।৫৫। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব, মতান্তরে পরাহে।

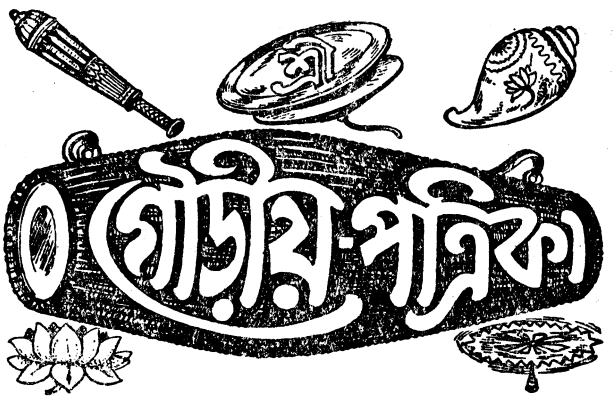
২৫ ত্রিবিক্রম, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে, শনিবার—গৌর-দশমী প্রাতঃ ৬।৩ পরে গৌরৈকাদশী রা ৩।৫৭। শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী, রা ১।৩৮। পাণ্ডবা নির্জ্জলা **একাদশীর উপবাস**। শ্রীমতী গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর তিরোভাব।

২৭ ত্রিবিক্রম, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে, সোমবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১১।১২। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২০ মধ্যে **একাদশীর পারণ**। শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | বাসুদেব, ১২ ত্রিবিক্রম, ৪৬৪ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৫৭ ; ইং ১৪।৫।৫০ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবস্য লীলা-সারঃ

১। অথাচার্য্য-সুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্ত-সংস্থিতাম্।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্‌যথা॥ ২॥

২। কোপাবেশ-চলদ্গাত্রঃ পুত্রং হন্তুং মনো দধে।
ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্॥ ৩॥

৩। ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিংবলোঽত্যগাঃ॥ ৬॥

৪। ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্, স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থির-জঙ্গমা যে, ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ॥ ৭॥

৫। যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে॥ ১২॥

৬। এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দ্দয়ন্ রুষা, সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ, স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা॥ ১৪॥

৭। স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্, স্তম্ভস্য মধ্যাদনুনির্জ্জিহানম্।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্রমহো কিমেতন্নৃ-মৃগেন্দ্র-রূপম্॥ ১৮॥

৮। প্রায়েণ মেঽয়ং হরিণোরুমায়িনা, বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্।
এবং ব্রুবংস্তভ্যপতদ্গদায়ুধো, নদন্নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ॥ ২৩॥

৯। বিষক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরির্ব্যালো যথাখুং কুলিশাক্ষত-ত্বচম্।
দ্বার্য্যুরুমাপত্য দদার লীলয়া, নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্॥ ২৯॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়

১০। এবং সুরাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ।
নোপৈতুমশকন্মন্যু-সংরম্ভং সুদুরাসদম্॥ ১॥

১১। সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা॥ ২॥

১২। প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে।
তাত প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্॥ ৩॥

১৩। তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভকঃ।
উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪॥

১৪। স্ব-পাদমূলে পতিতং তমর্ভকং, বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং, কালাহি-বিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্॥ ৫॥

১৫। স তৎ-করস্পর্শ-ধুতাখিলাশুভঃ, সপদ্যভিব্যক্ত-পরাত্মদর্শনঃ।
তৎ-পাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ, হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্ন-হৃদশ্রুলোচনম্॥ ৬॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়

ফল-শ্রুতিঃ

১। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং সৌরিবারেঽনিলর্ক্ষকে।
আত্মাবতারাঃ সিংহস্য প্রদোষ-সময়ে দ্বিজাঃ॥ ৬৩॥

২। তস্যাং সম্পূজ্য বিধিবৎ নরসিংহং সমাহিতঃ।
জন্ম-কোটি-সহস্রৈস্তু পাপরাশিঃ সুসঞ্চিতঃ ॥ ৬৪ ॥
৩। দহ্যতে তৎক্ষণাদেব তূলরাশিরিবাগ্নিনা।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥
স্তুত্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্নির্ম্মোকেণ ভুজঙ্গবৎ ॥ ৬৬ ॥

—স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডম্-১৬শ অধ্যায়

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের লীলাসারের বঙ্গানুবাদ

১। যখন ষণ্ডামর্ক দেখিলেন,—প্রহ্লাদের সঙ্গক্রমে সকল দৈত্যবালকের বুদ্ধিই বিষ্ণুতে অচলা হইয়াছে, তখন ভীত হইয়া শীঘ্র দৈত্যরাজের (হিরণ্য-কশিপুর) সমীপে যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥

২। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া দুঃসহ কোপে কম্পিতকলেবর হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে মনঃস্থির করিল। তিরস্কারের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও কঠোর বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিয়া প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

৩। হে মূঢ়! যে-আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালগণের সহিত ত্রিভুবন কম্পিত হয়, তুই কাহার বলে ভয়শূন্য হইয়া সেই আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্? ৬ ॥

৪। শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে রাজন্, আমি যে-বলে বলী, সে-বল কেবল আমার বল নহেন, সে-বল আপনার ও অন্যান্য সকল বলবান্‌দিগেরই একমাত্র বল। স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

৫। ওরে হতভাগ্য, তোমার কথিত আমি ভিন্নও অন্য একজন জগতের ঈশ্বর আছেন?—তাহা হইলে, তিনি কোথায় আছেন? যদি তিনি সর্ব্বত্র থাকেন, তবে এই স্তম্ভে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? ॥ ১২ ॥

৬। মহাবলবান্ হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশে দুর্ব্বাক্যদ্বারা মহাভাগবত প্রহ্লাদকে বারংবার তর্জ্জন করিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভের উপর মুষ্টি প্রহার করিল ॥ ১৪ ॥

৭। স্তম্ভ মধ্য হইতে বহির্গত সেই প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া বলিল,—এই প্রাণী মৃগও নহে, মনুষ্যও নহে। অহো, এই আশ্চর্য্য প্রাণী কি নৃসিংহ !১৮॥

৮। মহামায়াবী ভগবান্ হরি আমার যদি এই প্রকারেই মৃত্যুর নির্ব্বন্ধ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার এই চেষ্টায় কি হইতে পারে ? হিরণ্যকশিপু ইহা বলিয়া গদা ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

৯। যেরূপ সর্প-কর্ত্তৃক মূষিক ও গরুড়-কর্ত্তৃক বিষধর সর্প বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ নৃসিংহদেব ইন্দ্রযুদ্ধে অক্ষতগাত্র, সর্ব্বত্র অঙ্গসঞ্চালনে ব্যস্ত, আক্রমণে ক্লিষ্ট হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া দ্বারদেশে স্বীয় উরুর উপরে রাখিয়া অনায়াসে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥

১০। ব্রহ্ম-রুদ্রপ্রমুখ দেবাদি সকলে এইভাবে রোষাবিষ্ট সুদুর্গম তাঁহার সমীপে যাইতে অসমর্থ হইলেন ॥ ১ ॥

১১। লক্ষ্মী দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইলে ভগবানের এই অদৃষ্ট ও অশ্রুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত রূপ দর্শনপূর্ব্বক শঙ্কিতা হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না ॥ ২ ॥

১২। তদনন্তর ব্রহ্মা নিকটে অবস্থিত প্রহ্লাদকে প্রেরণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৎস, তুমি উঁহার নিকটে গিয়া তোমার পিতার প্রতি কুপিত প্রভুকে শান্ত কর ॥ ৩ ॥

১৩। হে রাজন্, মহাভাগবত বালক 'তাহাই হইবে'—এই বলিয়া ধীরে ধীরে ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দেহদ্বারা (সাষ্টাঙ্গে) ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪ ॥

১৪। প্রহ্লাদকে আপনার পাদমূলে পতিত দেখিয়া করুণার্দ্র ভগবান্ (নৃসিংহদেব) তাহাকে উত্তোলন করিয়া কালসর্প-ভীত জনগণের অভয়দাতৃ-করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে অর্পণ করিলেন ॥ ৫ ॥

১৫। তাঁহার কর-স্পর্শে সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমাত্ম-দর্শন প্রকাশিত হইলে রোমাঞ্চিতকায়, প্রেমার্দ্রহৃদয় ও সাশ্রুলোচন প্রহ্লাদ পরমানন্দে ভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥ ৬ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ—৮।৯ অধ্যায়

ফল-শ্রুতি

১। এই নরসিংহদেবের আত্মাবতার বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে

শনিবারে স্বাতি নক্ষত্রে প্রদোষ সময়ে হইয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

২। সেই দিবসে সমাহিত হইয়া যথাবিধানে নরসিংহকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সহস্রকোটী জন্মার্জ্জিত সুসঞ্চিত পাপরাশি অনলে তূলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হয় ॥ ৬৪ ॥

৩। নরসিংহের দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার, প্রণিপাত ও স্তোত্রপাঠ ভক্তি-সহকারে করিলে ভুজঙ্গ-নির্ম্মোকের ন্যায় পাপাবরণ মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৬৫ ॥

—স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড

বৈষ্ণব-বংশ

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব প্রাকৃত

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে হরিবিমুখ বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল-বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব-মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কনিষ্ঠাধিকারীর ক্রমোন্নতি

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমল-শ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন এবং এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার **বর্ণমদ**, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন।

বৈষ্ণবের মধ্যম অধিকার

পরিবর্ত্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ-ভাগবত-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত-দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকার-ভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠানসমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখ-জনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির (প্রচার) দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত-বস্তু-বিরোধিবর্গের সঙ্গ-ত্যাগরূপ অনুষ্ঠান-সমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক-কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খ-জন-কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদি-মত্ত যথেচ্চাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন।

মধ্যমাধিকারীর ক্রমোন্নতি

এই সকল উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমল-শ্রদ্ধের যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকে হরি-বিমুখ-জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্ত্যগুরু-রূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যমভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বলে।

বৈষ্ণবের উন্নত অধিকার

জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত-সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপ-সিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাহারা বিবাদ করেন, তাহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃদ্ভাণ্ড, অপক্ক বস্তুর গ্রহণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি হরিসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে, মূল-বস্তু ত্যাগ করিয়া খোশা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাহারা কোনদিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ

হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

বৈষ্ণবের বংশ ও তাহার বিপর্য্যয়

উপরিউক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায় এরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ-যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান তাহা বলা যায় না। পিতামাতা উভয় বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়; সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্রবংশে আরোপণ সূক্ষ্ম বিচার-পুষ্ট নহে।

শৌক্র-জন্ম ও পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য

পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃ-মাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতামাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতামাতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার (শৌক্র) বংশ—ইহাতে পিতৃ-মাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

সাবিত্র্য-জন্ম ও আচার্য্যের প্রতি কর্ত্তব্য

আমরা জানি যে, শৌক্র-জন্ম ব্যতীত আচার্য্য-কুলে **জীবের দ্বিতীয় জন্ম** হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব **"এক-জন্ম-অপবাদের"** হস্ত হইতে মুক্ত হন। 'আচার্য্য ও 'গায়ত্রী' তাহাকে **সাবিত্র্য-জন্ম** প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্য-কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বাস-কাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্য-কুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আচার্য্য-কুলে অবস্থান কালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্য-দাস দ্বিজ, আচার্য্যের গৃহকে নিজ গৃহ জানিতে পারেন এবং আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবা-ভার গ্রহণ করেন।

বেদের দুই প্রকার উপদেশ

দ্বিজ আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুইপ্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত-ধর্ম্মের সহিত অবস্থান **এক প্রকার** ফল। **অপর প্রকার** নিত্য পরমার্থ-বিদ্যায় অধিকার।

আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসিকে অনিত্য উপাসনা কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে, বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট —জড় ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার-ক্রমে গৃহব্রত ধর্ম্মই মানব-জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ক ফল ভাগবত সদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভের বা ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত-অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহৎ-ব্রত অথবা যতি-ধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন।

দৈক্ষ্য-জন্ম ও শ্রীগুরুর প্রতি কর্ত্তব্য

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা **জীবের তৃতীয় জন্ম** প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, **শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়।**

শৌক্র জন্মের সহিত সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের পার্থক্য

আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরু-গৃহে জন্ম, শৌক্র-জন্ম বিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্রজন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার

পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর (শৌক্র) পুত্রত্বই কেবল আচার্য্যত্ব বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্র-বংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্র বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফল মাত্র।

সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্য-পরম্পরায় আবদ্ধ। সৎসম্প্রদায়-জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে।

বঞ্চক সম্প্রদায়ের অপচেষ্টা

মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোকে প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে যাক্ কেবলমাত্র অনর্থ-জালে আবদ্ধ হয়। যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেন চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ-কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহার

বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি, আমাদের হরি সেবায় দৃঢ়-শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জ্জীব ভক্ত্যঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্ম-বঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। **অচ্যুত-গোত্র কখনই শৌক্র-গোত্র নহে**; সুতরাং বৈষ্ণব-বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্র-বংশ বুঝায় না। অচ্যুত-গোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব স্ব অধিকারসমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া **অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে না**; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার

তত্তৎবংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। **বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন**, কিন্তু বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণু-বংশে ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধুসঙ্গ

বিপদাক্রান্ত হইলে মোহাচ্ছন্ন জীব ভগবান্‌কে স্মরণ করে

জীব-হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন। তাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া অনিত্য জগতেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে। শ্রীভগবৎ-প্রেম যে কি অপূর্ব্ব, তাহার আস্বাদন যে কি অমৃতময়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহারা স্বতঃই শ্রীভগবানের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে চায়। জীবের ত এই অবস্থা, কিন্তু যখনই জীব কোনরূপ বিপদাক্রান্ত হয়, যখনই সংসারের কোনরূপ কঠোরাঘাতে তাহাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়ে, তখনই শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে।

সকাম সাধনার নিষ্কাম পরিণাম

সাধারণতঃ জীব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ-সাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু—

কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' **দাস** হইতে হয় অভিলাষে। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪১)

ধ্রুব সিংহাসনাভিলাষে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শেষে নিষ্কাম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সংসার-ক্লেশের উপলব্ধিই সাধুসঙ্গের কারণ

আর একটি কথা—জীব-হৃদয় সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে না শিখিলে অথবা কোনরূপ কঠোরাঘাতে ভগ্ন না হইলে তাহারা ভগবৎ-পথে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করে না। যখন সংসারে সুখাশা দূর হইয়া সমুদ্র-বক্ষে বায়ু-বিতাড়িত তৃণ-কণার ন্যায় জীব সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়, তখনই তাহারা ভক্তিরূপ ভেলা সাহায্যে জীবন-রক্ষার্থে উন্মুখ হয়। সেই অবস্থায় সাধুসঙ্গ বিশেষ মঙ্গলকর। স্পর্শমণির সংযোগে যেমন অপকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণে

পরিণত হয়, সাধুসঙ্গে জীবের মলিন চিত্ত সেইরূপ সমস্ত অপকৃষ্টতা দূর হইয়া 'সৎ'-নামের যোগ্য হয়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯)

ভক্তিই সুখলাভের উপায়

মানুষ স্বতঃই সুখের কাঙাল, কিন্তু জড় জগতের সেবা করিয়া সুখলাভেচ্ছা -মরুভূমে নীর অন্বেষণবৎ বিফলমাত্র। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে ভগবৎ-পথে প্রবিষ্ট হইবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (১৮।৬৬)

দয়াল গৌরাঙ্গও জীবকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণভক্তির জন্যই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের আর গতি কি?

সাধুসঙ্গই ভক্তি-লাভের উপায়

যে-ভক্তি জীবের একমাত্র সম্বল, এখন তাহা লাভ হয় কিরূপে?

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

সাধুসঙ্গই ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা মানবের পাপ-মলিন চিত্ত পরিষ্কৃত হইয়া ভগবৎ-প্রেম-লাভের যোগ্য হয়। "মহৎ-কৃপয়ৈব ভগবৎ-কৃপালেশাদ্বা।" অর্থাৎ মহৎ কৃপা অথবা ভগবানের কৃপা হইতেই ভক্তি লাভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন;—

মহৎ-কৃপা-বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)

সাধুসঙ্গে কিরূপ মধুর ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে, মহাত্মা নারদ নিজ জীবনী দ্বারা ব্যাসদেবকে বলিতেছেন (১।৫।২৮ ভাগবতে)

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্ব্বিঃশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্॥
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা॥

এইরূপ শরৎ ও প্রাবৃটকালে মহাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির অমল যশ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজস্তম-নাশিনী ভক্তির উদয় হইল।

সাধু নারদের কৃপায় ধ্রুবের ভগবৎ-প্রাপ্তি

বালক ধ্রুব সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যদিও নির্জ্জনে ভগবৎ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাচ সাধু-কৃপা অভাবে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, যে-মুহূর্ত্তে মহাত্মা নারদ আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ধ্রুব ভগবৎ-কৃপা-লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। অতএব সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের প্রধান উপায়।

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

সাধুসঙ্গে শান্তিলাভ ও সংসার ক্ষয়

সংসার-দগ্ধ মানব-মন একমাত্র সাধু সংসর্গেই শান্তির বিমল ছায়া লাভ করিতে সমর্থ হয়।

জীবের কর্ত্তব্য কি, জীবের উদ্দেশ্য কি, সাধুসঙ্গ হইতেই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৯)

ভগবৎ-লীলা ও তদ্‌ভক্তের নিকট তৎ-কীর্ত্তন-শ্রবণ—তাপ-দগ্ধ-হৃদয়ে যেরূপ শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ, সেরূপ আর কেহই পারে না। জড় জগতে বদ্ধজীব-মধ্যে কেহই প্রকৃত সুখী নহেন, সকলেই 'আমার আমার' করিয়া অস্থির। আর সেই আমিত্বই আমাদের যন্ত্রণার মূল হইয়া হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া থাকে। অতএব বদ্ধ জীবগণের বদ্ধ জীবের নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা না করিয়া, মহৎ-কৃপা-লাভ করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া ভগবৎ-পদে আত্ম-সমর্পণ করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সাধু চিনিবার লক্ষণ

কিন্তু সাধু কাঁহারা তাহা জানিব কিরূপে? তাঁহাদিগের লক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥

মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

আবার—যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

অতএব এইরূপ ভক্ত-সংসর্গ লাভ করিতে পারিলেই ভগবচ্চরণে রতি হইয়া জীবন ধন্য হয়।

সার্ব্বকালিক সাধুর অস্তিত্ব ও সাধুসঙ্গের নিত্য আবশ্যকতা

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি "এখন আর সাধু নাই"—এই কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা বলি যে, সাধু অনেক আছেন, তবে এখন আমাদের সাধু-সন্দর্শনের প্রবৃত্তি নাই—ইহাই পার্থক্য মাত্র। কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুল অন্তঃকরণে সাধু-সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিলেই ভগবান্ সে-বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ভক্তি-লতা একবার উদ্গত হইলে আর সাধুসঙ্গের আবশ্যক হয় না তাহা নহে,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

অতএব সাধুসঙ্গ জীবের আজীবন কালই প্রয়োজনীয় বস্তু।

অসৎ-সঙ্গ ভক্তির কণ্টক

অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

স্ত্রীলোকে আসক্ত ও কৃষ্ণের অভক্ত সহস্র-গুণ-সম্পন্ন হইলেও তাহাদিগকে অসাধু বুঝিয়া বৈষ্ণবগণ তাহাদিগের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ঐসকল সঙ্গ ভক্তিলাভের কণ্টক-স্বরূপ।

সাংসারিক অভাব-বোধ দূরীকরণের উপায়

সাংসারিক দুশ্চিন্তাও ভক্তিলাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। লোক-লজ্জা ও অভাববোধ দূরীকৃত হইলেই এই অন্তরায় দূরীকৃত হয়। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অতি অল্প অভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অবোধ মনুষ্য নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে জানে না। "অমুক জিনিষ না হইলে লোকে নিন্দা করিবে"—এই লোক নিন্দার আশঙ্কা হইতেই আমরা শত শত সৃষ্টি করিয়া সেই যন্ত্রণানলে হৃদয় ভস্মীভূত করিতে থাকি। লোকাপেক্ষা দূর করিয়া নিজ অবস্থার সহিত অন্য দীন-হীন ব্যক্তির অবস্থা মিলিত করিয়া দেখিলেই অভাব-জনিত অশান্তি দূর হইয়া নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টতা আসিয়া থাকে,—

"একদা ছিল না জুতো চরণ-যুগলে।
দহিল হৃদয়-বন সেই ক্ষোভানলে॥
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল-মনে।
গেলাম ভজনালয়ে ভজন-কারণে॥
দেখি তথা একজন পদ নাহি তার।
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার॥"

সত্যই অন্যের অভাবপ্রতি দৃষ্টি পড়িলেই নিজের অভাব দূর হয়।

ধর্ম্মবিরোধী পরশ্রীকাতর বদ্ধ-জীবের নিন্দা, লাঞ্ছনাদি উপেক্ষিত হইলেই ভগবৎ-প্রেম-লাভ

মানুষ যখন ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করে, তখন সাধারণতঃ বদ্ধ জীবগণ তাঁহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানারূপ উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন। সেই সময় জীবের নিতান্ত দৃঢ়তা আবশ্যক, কিন্তু অনেক দুর্ব্বল-চিত্তগণ সে-সময় প্রাণের দৃঢ়তা হারাইয়া লোক-নিন্দার আশঙ্কায় তাঁহাদের উত্তেজনায় স্বীয় গন্তব্য পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হয়েন। কি দুর্দ্দৈব! হরিদাস ঠাকুর হেন সাধুকেও বাইশ বাজারের দণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাই বলিয়া কি তিনি সত্য পথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন? দেখা যায়, প্রথমতঃ ভগবৎ উন্মুখ ব্যক্তিদিগকে সাধারণে বিস্তর লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন, পরিণামে সত্যেরই জয় হয়। একদিন যাঁহাকে লোকে নিন্দা করে, পরিশেষে সেই নিন্দুক ব্যক্তিও তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হয়। সামান্য লাঞ্ছনার ভয়ে কেহ কি সত্যের আদর করিবে না? ধর্ম্মের জন্য সংসারে কত মহাত্মা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহার তুলনায় 'লোক-লজ্জা-উপেক্ষা' অতি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নহে কি?

সংসারে এমন অনেক অজ্ঞ জীব আছেন, অন্যের মঙ্গল যাহাদিগের চক্ষুশূল। সেই সকল ঘৃণিত জীবের নিন্দার আশঙ্কায় যদি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইতে হয়, তবে তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে? ভগবৎ-সম্মিলন অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এ-হেন অমূল্য রত্নলাভের জন্য লোকে দু'চারিটী কথা বলিলেই বা ক্ষতি কি? ভগবৎ-প্রেম কি মুখের কথা? তাঁহার জন্য যদি দুইটা কথাই সহ্য করিতে পারিলাম না, তবে সে-অমূল্য প্রেমধন লাভ করিব কিরূপে?

"ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে।"

লোক-নিন্দার ভয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন ত্যাগ নিষিদ্ধ

লোক-নিন্দার ভয়ে যদি সাধুসঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হই—মহাপ্রভুর আদেশ-সকল পালন করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে আর ভগবৎ-সম্মিলন ঘটিবে কিরূপে ?

তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে দুই চারি কথা বলে, বলুক তাহাতে ক্ষতি কি ?

"তেরি মেরি দোস্তী লাগল্ লোক সব বদ্‌নামী কিয়া।
লোকসব্‌কো বক্‌নে দিজে তুম্‌নে হাম্‌নে কাম্‌কিয়া॥"

অর্থাৎ "তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হওয়ায় লোকে নিন্দা করিতেছে, তাহাদের যাহা ইচ্ছা হয় বলুক, আমাদের এরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে ভগবৎ-প্রেম-লাভাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

রাধিকার বিমল কৃষ্ণপ্রেম লইয়াও জটিলা উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া কি তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমার্পণে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন,—

"ননদিগো বল্‌গে যা তুই নগরে,—
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।"

এইরূপ তন্ময়-ভাব লইয়া ভগবৎ-পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। লোকে যাহা বলে বলুক, তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি ?

"লোকের কথায়, কিবা আসে যায়, পিবে সুখে প্রেম-মধু।"

সাধুসঙ্গেই সর্ব্বানর্থ নাশ

যিনি লোক-লজ্জার আশঙ্কায় সত্যপথে প্রবিষ্ট হইতে কাতর, তাঁহার জীবন কেবল জগতের ভারস্বরূপ। সে জীবনে কখনও ভগবৎ-সম্মীলন ঘটে না। তুমি রাজা, জমীদার, যাহাই কেন হওনা, তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রমাত্র। অতএব তৎসম্মিলনের জন্য তোমার বংশ-মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিবার নাই। তুমি কেবল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত লোকাপেক্ষা দূর করিয়া তাঁহার কৃপা-লাভের জন্য তৎপথানুগমন কর। ইহাই জীবের শ্রেয়। সাধুসঙ্গগুণেই লোকাপেক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বানর্থ দূর হইয়া জীব তাঁহার বিমল প্রেমাধিকারী হইতে পারে। অতএব ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী—৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ*

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে॥
তাঁহার জ্বলন্ত মূর্ত্তি জানিলাম আমি।
জয় ভকতি প্রজ্ঞান শ্রীকেশব স্বামী॥ ১॥

তোমার অনন্ত গুণ সদা জাগে মনে।
নাহি দেখি এত গুণ সর্ব্ব সাধারণে॥
সর্ব্ব মহাগুণ-খনি গুরু-দাসগণ
কিন্তু বিচারিলে ভাই আছে তর-তম॥ ২॥

বাল্যকাল হৈতে ধর্ম্মে ছিল তব প্রাণ।
দেখিয়াও বুঝি নাই পাপিষ্ঠ অজ্ঞান॥
পীড়িত-স্খলিত-বন্ধুহীন-জন-সেবা।
শিশুকালে করিয়াছ তুমি রাত্রি-দিবা॥

---

* পরমপূজনীয়া পরমা ভক্তিমতী লেখিকা শ্রীশ্রীসরোজবাসিনী দেবী, শ্রীল প্রভুপাদের মহিলা-শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ও সর্ব্বপ্রথমা। তিনি প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে কবিতা-ছন্দে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ পরম পূজ্যপাদ মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়া প্রকাশের জন্য আমার নিকট পাঠান। পূজ্যপাদ মহারাজ বিশেষ আপত্তি করায় উহা এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু পূজনীয় লেখিকা মহোদয়ার একান্ত আগ্রহে ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, আত্ম-প্রশংসা প্রকাশ করা মহারাজের ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধ হইলেও, ইহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ প্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির সকল আশ্রমের বৈষ্ণবগণেরই তিনি পূজনীয়া ও মাননীয়া। সুতরাং তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ ও অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করা একান্ত অসম্ভব। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'স্বলিখিত আত্ম-চরিত' প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণই বিধান করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মহিমা বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হয় নাই।

—প্রকাশক

'শ্রীধর্ম্মরক্ষিণী সভা' করিয়া প্রচার।
শিশুগণে জানাইলে ধর্ম্ম-মাত্র সার ॥ ৩ ॥

বিদ্যালয়ে গিয়া কত অন্ধাতুর জানে।
ওড়নী পরিয়া বস্ত্র করেছিলে দানে ॥
দুঃখী-দরিদ্রের প্রতি অপার করুণা।
দেখিয়াছে ভাগ্যহীনা এ' অধম জনা ॥ ৪ ॥

জন্মাবধি বৈরাগ্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ।
কোনকালে নাহি ছিল ভোজনে আগ্রহ ॥
পরের দুঃখেতে দুঃখী সেবামাত্র সার।
করিয়াছ একমনে না করি' আহার ॥ ৫ ॥

প্রশান্ত হৃদয় তব উদার চরিতে।
দেশ-দেশান্তরে গিয়া মঙ্গল সাধিতে ॥
অনাধের নাথ ছিলে বাল্য হ'তে তুমি ॥
সে-সব স্মরিয়া তোমা' সদা নমি আমি ॥
তোমার অসীম গুণ স্পর্শিবারে নারি।
পতিতা অধমা মুঞি মহা-দুরাচারী ॥ ৬ ॥

এজড় জগতে তব পিতৃস্বসা আমি।
অতি বাল্যে 'দিদি' ব'লে ডাকিয়াছ তুমি ॥
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ইহা (সতীর্থ) তোমা-আমা সনে।
জন্মিয়াই লভেছিলে সে-সম্বন্ধ-জ্ঞানে ॥ ৭ ॥

"তোমার জীবনে কভু নাহিক সংসার।
উদাস প্রকৃতি সদা মায়ামোহ-পার"—
বাল্যখেলা দেখি' ইহা বলেছে সবাই।
মোর মায়ামুগ্ধ মন কভু বুঝে নাই ॥
বালক-কাল হইতে তোমার বৈরাগ্য
দেখিয়াছে মন্দমতি হেন হতভাগ্য ॥ ৮ ॥

পরম বান্ধব মোর এজগতে তুমি।
দেখাইলে অধমাকে **গুরু গুণমণি** ॥
সেই গুরু অদ্বিতীয় মহা-মহাজন।
নিত্যানন্দ-হেন প্রভু পতিত-পাবন ॥
গৌর-বাণী-অবতার সুধীজন গায়।
হেন প্রভু মিলেছিল তোমার কৃপায় ॥
পতিতের বন্ধু প্রভু করুণা-সাগর।
তাঁহার দয়ার কণা বর্ণে শক্তি কা'র ॥ ৯ ॥

পতিতা অধমা মুঞি নর-কুলাঙ্গার।
পশুর অধম পশু হৈতে দুরাচার ॥
হেন পাপ নাই জন্মে না করেছি আমি।
সর্ব্ব অপরাধে দোষী দিবস-যামিনী ॥
এমন ঘৃণিত নাই এ'জগ-মাঝারে।
মহাপাপী দুরাচারী নাহিক সংসারে ॥
দেখিয়া জানিলা প্রভু দয়ার সুপাত্র।
অহৈতুকী দয়া প্রভু করিলেন মাত্র ॥ ১০ ॥

হেন গুরুকৃপা আমি তব কৃপা হ'তে।
লাভ করেছিনু আমি এ মোর নিশ্চিতে ॥
অতএব পুনঃ পুনঃ জুড়ি দুই হাত।
ওচরণে করি কোটী কোটী প্রণিপাত ॥ ১১ ॥

সরলের অত্যাদর্শ সুসরল তুমি।
কাপট্য না পেল স্থান তোমা' নমি নমি ॥
জন্মাবধি ছিলে তুমি **অর্থে অনাসক্ত।**
নাহিক আদর অর্থে **অতীব বিরক্ত** ॥
নিষ্কিঞ্চন নামের সে যোগ্য অধিকারী।
তোমার চরণ-পদ্ম যেন সদা স্মরি ॥ ১২ ॥

তরু-হেন **সহিষ্ণুতা** শুনেছিনু আমি।
গুরু-কৃপাবলে সত্য দেখিলাম আমি॥
এমন সহিষ্ণু আর এমত উদার।
ভাবিতে লাগয়ে চিত্তে মহা-চমৎকার॥ ১৩॥

কৃষ্ণেতে **অর্পিত-চিত্ত** মায়া-মোহ দূর।
সেবানন্দে মগ্ন সদা **বচন মধুর**॥
প্রসন্নাত্মা, সুপ্রসন্ন তোমার বদন।
অপ্রসন্ন তোমাকে না দেখি কোনক্ষণ॥
তোমাকে দর্শিলে চিত্তে আনন্দ উদয়।
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব কী জয় জয়॥ ১৪॥

অশেষ নিন্দায় বিন্দু রুষ্ট নহ তুমি।
লক্ষ্য করি' বহুদিন দেখিয়াছি আমি॥
কাহার উপর তুমি অপ্রসন্ন নও।
ক্রোধের উদ্রেক কভু খুঁজে নাহি পাও॥
ষড়্‌বেগ-জয়ী, ষড়্‌গুণ বিভূষণ।
ষড়্‌দোষ পরিহারী, পরম সজ্জন॥
নিন্দাদি-ঘৃণিত-কার্য্য কভু নাহি কর।
অহর্নিশ কৃষ্ণ-চিন্তা **মৌন-মূর্ত্তিধর**॥ ১৫॥

অতীব মহান্ তুমি অতি মহাজন।
অহর্নিশ সেবানন্দে আছ সুমগন॥
গুর্ব্বাদেশ একমাত্র শিরোদেশে ধরি'।
গুরু-বাণী প্রচারিছ সদা বিশ্ব ভরি'॥ ১৬॥

শ্রীঊর্জ্জা-পালনে ভক্তি লভে ঐকান্তিক।
চাতুর্ম্মাস্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস যে কার্ত্তিক॥
তাহাতে নিয়ম করি ব্রত আচরণ।
ভক্তগণ সঙ্গে সেবা-নিয়ম পালন॥ ১৭॥

শ্রীভগবৎ-ধাম বহু তীর্থ সুভ্রমণ।
পরিক্রমা করিতেছ নিয়া সাধুজন॥
মহা-মহাজন গুরুদাস অগণন।
মহাভাগবত সব পতিত-পাবন।
গুর্ব্বাদেশে **শ্রীচৈতন্য-বাণী পরচার**।
শ্রবণ করিলে জীব লভে পর-পার॥
শ্রীচৈতন্য-বাণী হয় অমৃতের ধ্বনি।
আসন্ন মরণের সে মৃত-সঞ্জীবনী॥ ১৮॥

শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আর গুরু-ভক্তগণ।
অবিরাম বন্দে যেন মোর তুষ্ট মন॥
পরোপকারক হয় গৌরভক্তগণ।
ঐকান্তিক পরহিত চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥ ১৯॥

'পর'-উপকার **'লঘু'**-উপকার নহে।
যার মর্ম্মে জীব গুরু-কৃষ্ণ-সেবা লভে॥
নিজগণ-প্রতি মহাপ্রভু দয়াময়।
অতি দয়া ক'রে বলেছিল অমায়ায়—
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর **'পর'** উপকার"—
সে বাণীর অত্যাদর্শ শ্রীকেশব স্বামী।
কায়-মনোবাক্যে তাঁর পদ বন্দি আমি॥ ২০॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং—বানারিপাড়া (বরিশাল)

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

যেমন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা করিয়া অর্চ্চনবিধি প্রবর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সকলকেই কর্ম্মযোগী হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকারেই প্রত্যেক বড় বড় কলকারখানা বা ব্যবসার প্রতিষ্টানগুলিতে বা বড় বড় হাঁসপাতাল ও পাথিব প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিষ্ণু-সেবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহা দ্বারা যথার্থ পারমার্থিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। নারায়ণকে দরিদ্র সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দরিদ্রগণকে কৃপা করাই শাস্ত্রবিধি। সেই নারায়ণই বিষ্ণুতত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব বহু প্রকারে প্রকাশ হইলেও মহাজনগণ, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীশ্রীসীতারাম এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগণের সেবা-পদ্ধতি প্রকট করিয়াছেন। এই তিন প্রকার বিষ্ণুতত্ত্বের বহুল সেবা-প্রচার ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে। সুতরাং যাঁহারা বড় বড় মিল বা কলকারখানার মালিক, তাঁহাদিগকে আমরা উক্ত তিন প্রকার বিষ্ণু-বিগ্রহগণের মধ্যে যে-কোন সশক্তি ভগবানের সেবা প্রকট করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে আর ধনিক-শ্রমিকের বিবাদ থাকিবে না। কারণ সেই প্রকার সেবার দ্বারা ধনিক ও শ্রমিক উভয়েই কর্ম্মযোগী হইয়া যাইবেন।

বড় বড় কলকারখানার শ্রমিকগণ প্রায়ই স্বভাবের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ সমাজের নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। সেইপ্রকার তমোগুণ-সম্পন্ন লোকের আধিক্য হইলে জগতের কোনই মঙ্গলের সম্ভাবনা হয় না। সুতরাং সেইসকল শ্রমিকগণকে তদীয় মালিকগণ যদি যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎ প্রসাদ দান করেন, তাহা হইলে সেই প্রকার প্রসাদদাতা ধনিক এবং সেই প্রকার প্রসাদসেবী শ্রমিক উভয়েরই ক্রমশঃ ভগবদ্ভাব উদিত হইয়া সকলেই সমাজের স্বজাতীয়-স্নিগ্ধাশয় হইয়া যায়। কিন্তু অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে স্বজাতীয়তার ভাব দেখা যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ও বিপজ্জনক। এইসকল স্বভাবভ্রষ্ট শ্রমিকগণকে যাহারা কেবল অপস্বার্থ-পরিপূরণের জন্য বৃথা উত্তেজিত করে, তাহারা নিজের বা ঐসকল শ্রমিকগণের কোনই উপকার করিতে পারে না। ধনিকগণের ত' স্বভাবতঃই শত্রু হইয়া যায়। তাহাদের ত' কোন কথাই নাই। এই প্রকার বিষ্ণু-বিদ্বেষী চেষ্টার ফলে শ্রমিকসঙ্ঘ ও

মালিকসঙ্ঘ উভয়েই কলিযুগোচিত বৃথা তর্কপরায়ণ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া জগতে বহু প্রকার জঞ্জালের সৃষ্টি করে। সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রিগণ যে সাম্যবাদ প্রচার করিবার জন্য জগতে বহু অর্থ, বুদ্ধি ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, বলসেভিক্‌গণ যে বৃহৎ গৃহস্থালীর সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ধনিকসম্প্রদায়ের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন, সেই সমস্ত জটিল সমস্যাগুলির একমাত্র সহজ সমাধান কর্ম্মযোগ বা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম।

মানব-সমাজের আত্মীয়তাবিকাশের সূচনা-স্বরূপ যে ইউনেস্কোর (Unesco) কল্পনা হইয়াছে, তাহার মূল-ভিত্তি গৃহস্থালী। গৃহস্থালী হইতে সমাজ, সমাজ হইতে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে দেশ, দেশ হইতে মহাদেশ, প্রভৃতি প্রসার লাভ করে। সেইপ্রকার প্রসারণ ক্রিয়ার দ্বারাই ইউনেস্কোর (Unesco) সূচনা হইয়াছে। কিন্তু এইপ্রকার প্রসারণ ক্রিয়ার মধ্যে যে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ আছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এই প্রসারণ-ক্রিয়াকে সঙ্কোচ করিয়া আনিলে আমরা নিজ শরীরের দিকে লক্ষ্য করি। শরীরের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিই প্রধান, ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা আমাদের মন প্রধান, মন হইতে বুদ্ধি প্রধান এবং বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রধান। সেই অহঙ্কার হইতেও যাহা প্রধান, তাহাই আমি স্বয়ং এবং আমার সেই শুদ্ধ চেতন স্বরূপই বিষ্ণুতত্ত্বের অংশ। অতএব সমস্ত জগতের যে মূল আকর্ষণ কেন্দ্রীয়তত্ত্ব, তাহাই বিষ্ণুতত্ত্ব। সেইজন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহির্ম্মথমানিনঃ" (ভাঃ ৭।৫।৩১) ইত্যাদি। যাহারা কেন্দ্রবিচ্যুত হইয়া বহির্জগতের প্রসার দর্শন করেন, তাহারা বহির্ম্মথমানী দুরাশয়বিশিষ্ট। সেইপ্রকার দুরাশয় ব্যক্তিগণ অন্ধ, সুতরাং তাহাদের দ্বারা জগতের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। সেই অন্ধগণ যতই অন্যান্য অন্ধগণের উপকারের ছলনা করুন্ না, কেন মূলতঃ তাহারা ভগবানের আইনদ্বারা (by the will of Providence) বিশেষভাবে বদ্ধ। সুতরাং আমাদের বুঝা দরকার যে, আমাদের দৃশ্য-জগতের মূলীভূত কেন্দ্র—বিষ্ণুতত্ত্ব। এবং সেই বিষ্ণুতত্ত্বের শেষ আলোক—"শ্রীকৃষ্ণ"।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গী ৭।৭); সুতরাং সেই অদ্বয়জ্ঞান মূল কেন্দ্রের নাম 'কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ তিনিই সমস্ত চরাচর বস্তুর মূল আকর্ষণ। এবিষয়ে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মনীষী ও পণ্ডিতগণ

বহু গবেষণা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বই স্বরূপতঃ এক হইলেও সিদ্ধান্তগত কেহ বা অংশ, কেহ বা অংশের অংশ, কলা ইত্যাদি। এইসকল বিষ্ণুতত্ত্বের আলোচনা আমরা পরে পৃথগ্‌ভাবে করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু উপস্থিত আমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রঃ সঃ ৫।১)

সুতরাং সেই আদি পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যদি আমরা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধিত হই, তাহা হইলেই আমরা মায়ার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার পরিচয় দিতে পারি। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধেই আমরা ইংরাজি ভাষায় কথিত, Fraternity, Equality প্রভৃতির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি।

ভগ্নীকে কেন্দ্র করিয়াই ভগ্নীর স্বামী, যাহার সহিত আমার পূর্ব্বে কোন সম্পর্ক ছিল না এমন ব্যক্তি ভগ্নীপতি নামে অভিহিত হয়; এবং তাহাদের পুত্রকন্যাও ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী ইত্যাকারে সম্পর্কিত হইয়া থাকে। সেইপ্রকার দেশকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি লোক বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ইত্যাকার জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেইপ্রকার খণ্ড পরিচয়ে যতই পরিচিত হই না কেন এবং সেইপ্রকারে নিজেকে আমরা যতই প্রসার করিতে চেষ্টা করিনা কেন, সে-সমস্ত চেষ্টা আমাদের ক্ষুদ্র এবং খণ্ডই থাকিয়া যাইবে। সেই বিরাট্ পুরুষের অংশরূপে আমাদের সেবাচেষ্টা না থাকিলে আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতিত হই; যেমন আমাদের শরীরের কোন অংশ যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই অংশের আর কোন মূল্য থাকে না। অতএব আমাদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে সেই মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রীভূত না থাকিলে সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া যায়। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সকলেই স্বভাবতঃ নিত্যকালই কাষ্ণ বা কৃষ্ণদাস আছি। কিন্তু সেইপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের অভাবেই আমাদের বহু প্রকার ক্লেশ এবং অধঃপতন। সুতরাং সেই কেন্দ্রীভূত স্ব-স্বভাবকে পুনরায় উন্মোচন করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-কর্ম্মে আগুয়ান হইতে হইলে কর্ম্মযোগই প্রথম সোপান।

কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ—এই নিত্য সত্য বিষয়টি প্রকাশ করিতে হইলে কর্ম্মযোগী কৌশলে মূর্খ কর্ম্ম-সঙ্গীদের বুদ্ধিভেদ না করিয়াও তাহাদের পরম উপকার করিতে পারেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (গী ৩।২৬)

যাহারা কর্ম্মসঙ্গী তাহাদিগকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মূঢ়, অধম ও দুষ্কৃতিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের অসংযত স্বেচ্ছাচার-প্রভাবিত আসুরিক কার্য্যগুলির দ্বারা তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই ভগবদ্বিদ্বেষ কার্য্যেই নিযুক্ত হয়। তাহারা নিজেই মায়া-কবলিত হইয়া এক একজন স্বকপোল-কল্পিত কৃষ্ণ বা শিশুপালের আনুগত্যে কৃষ্ণের প্রতিযোগী হইয়া জগৎকে ভোগ করিবার বহু প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ঐ মিথ্যা ভোগাশা মায়া-কল্পিত; ঐসকল ভোগ-কল্পনা তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রতারণা করে। কিন্তু তত্রাচ সেই অপহৃতজ্ঞান মূঢ় কর্ম্মিগণ ভোগের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের নিজ কর্ম্মের ব্যর্থতায় যে ত্যাগের ছলনা, তাহাও এক মায়া-কল্পিত বৃহৎ ভোগের পরিকল্পনা মাত্র।

ফলভোগাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বহু কষ্টসাধ্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানকালে, মায়াকল্পিত বলীবর্দ্দের ন্যায় ভ্রমণ করে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে যে, সেই ভোক্তা। এই প্রকার বিকারগ্রস্ত মতিভ্রান্ত কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া তাহারা যে যে কর্ম্মে অত্যন্ত প্রবীণ, তাহাদিগকে সেই সেই কর্ম্মে কেন্দ্রীভূত কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সেইপ্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহাদের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ক্রমবিকাশ লাভ করিবে। তাহাই বিদ্বান্‌গণের কর্ম্ম-কৌশল। সেইজন্য কর্ম্মবন্ধনমুক্ত কৃষ্ণদাসগণ লোক-শিক্ষার জন্য, লোকের পরম মঙ্গল বিধানার্থ নিজেই সাধারণ আসক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীর ন্যায় অবস্থান করিয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভয়চরণ দে
এডিটর, ব্যাক-টু-গড্‌হেড

গীতার বাণী

এই বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যায় গীতার ভূমিকা সংক্ষেপে কিঞ্চিমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সে-সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া মূল অবলম্বন করত প্রকৃত **গীতার বাণী** প্রকাশের বাসনা আছে।

শ্রীভগবদ্-বিভিন্নাংশ-স্বরূপ জীবেরও ভগবানের ন্যায় স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ও সদ্ব্যবহার করিবার স্বাধীনতাও জীবে বর্ত্তমান। নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অক্ষজ জ্ঞানাবলম্বনে যে-সব বিচার প্রদর্শনের প্রয়াস, তাহাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। আর ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ সাধুর আনুগত্যে বস্তু-বিচারের ও তাহা জ্ঞাত হইবার চেষ্টাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। উপনিষদ্ বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ (কঠ ১।২।৫)

মায়ার অপর নাম অবিদ্যা। সেই মায়ার অধীনে—মায়াবদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানে পড়িয়া জ্ঞানী-অভিমানে—পণ্ডিত-অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজে নিজে বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়া জীব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ অন্য অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে গেলে বিপদ্‌কে বরণ করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত, সে অপর অজ্ঞান ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া জ্ঞান প্রদানের প্রয়াস প্রদর্শন করিতে গেলে উভয়েরই অজ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জন—সহজ ও স্বাভাবিক; একথা বালকেও সহজে বুঝিতে পারে, কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নিজ অজ্ঞতা স্বীকারে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ ভগবন্মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি যে, আমরা আপনাপন বুদ্ধিহীনতা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিমত্তার বড়াই করিতে ব্যস্ত বেশী। আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছি, এই বুদ্ধিহীনতাই মায়ার বিড়ম্বনা। যদি আমাপেক্ষা অধিক বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তি-বিচারে আমার মতবাদ নিরাশ করিয়া দেয়, তখন আমরা আপাততঃ নিজ ত্রুটী স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আন্তরিকতার সহিত তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। অক্ষজ-জ্ঞান সম্বল করিয়া অধোক্ষজ বস্তু বুঝা অত্যন্ত কঠিন। কারণ যে বস্তুকে চক্ষে দেখি না, কাণে যাঁহার বাণী প্রবেশ করে না, অনুমানমাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিচার কিরূপে সম্ভব? এজন্য শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐসকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবার উপদেশই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

অধিকাংশ ব্যক্তিই গীতার প্রথমাংশ অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মযোগকেই চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক চিহ্ন। ঐ শ্লোকের মধ্বভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"উপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপত্বং, অভ্যাসঃ=পৌনঃ পুন্যং, অপূর্ব্বতাফলম্=অনধিগমত্বং ফলং, অর্থবাদঃ=প্রশংসা, উপপত্তিঃ—যুক্তিমত্ত্বঞ্চ ইতি—ষড়্বিধানি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি।"

শাস্ত্রকার যে বিষয় বর্ণনে ইচ্ছুক, তদ্বিষয়ে প্রারম্ভে ও শেষে, একই বিচার, তাহার পুনঃ পুনঃ বিচার, সেই বিষয়ের ফল কি, তাহারই পুনঃ পুনঃ প্রশংসা এবং তৎপ্রতিপাদনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই ধারা অবলম্বনে বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবৎপ্রিয় অর্জ্জুন "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া শ্রীভগবানে শরণাগত হইলে কৃপালু ভগবান্ গীতার উপদেশ আরম্ভ করিতেছেন, আবার উপসংহারে—সর্ব্বশেষ শ্লোকে "মামেকং শরণং ব্রজ" এই কথা দ্বারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতেই উপদেশ করিতেছেন। আশ্রয় না লইলে সেবা করার সুযোগ হয় না, দূরে দূরে থাকিয়া কখনও সেবা সম্ভব হয় না, সেব্য বস্তু আকাশে, আর সেবক নীচে মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়া সেবা করিতে পারে না; সুতরাং শরণাগত জীবই সেবাকার্য্য ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন; সেই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ৭ম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে ভক্তির কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে তাহারই পুনরুল্লেখ—তাহাই অনুষ্ঠানের আদেশ এবং সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছেন। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন দ্বারা উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" শ্লোকে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং তৎসঙ্গে অন্য সাধনসকলের অবরতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকের ন্যায় গীতাতেও চতুঃশ্লোকী আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীঃ ১০।৮-১১)

উপরিউক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ শ্লোকাবলীর যে "রসিকরঞ্জন ভাষাভাষ্য" করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও। যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই অপণ্ডিত (৮)। এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন (৯)। নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমে যোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন (১০)। এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতৃদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না; অনেকের মনে এরূপ উদয় হয় যে—"যাঁহারা 'অতৎ'-নিরসনক্রমে 'তৎ'-বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানলাভ করেন; কেবল ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্লভ জ্ঞান পাওয়া যাইবে না!" হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই যে, নিজ-বুদ্ধির অনুশীলনক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ক্ষুদ্র জীবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপদ্বারা আলোকিত হন। আমি অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ তাঁহাদের জড়-সঙ্গবশতঃ যে অজ্ঞান-জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ

করি। যে শুদ্ধজ্ঞানে জীবের অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলনক্রমেই উদিত হয়; তর্কদ্বারা তাহা লব্ধ হয় না (১১)।

পূর্ব্বোক্ত উপক্রম-উপসংহারাদিযুক্ত ব্যতীত একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—কোন ব্যক্তি বলিতেছেন যে, রাম চোর নহেন। কিন্তু ক্ষিপ্রগমনকারী কোন ব্যক্তি 'রাম' এই শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেলেন, অন্য এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অনুগমন করিলেও দুইটী শব্দ অর্থাৎ "রাম চোর" শুনিয়া বিরুদ্ধভাব পোষণ করত গমন করেন, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি সমস্ত শব্দগুলি শুনিয়া বক্তার উদ্দিষ্ট বিষয় অবগত হন। এইরূপ যিনি গীতার সমস্ত অধ্যায়গুলি পাঠ করিবেন ও তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট তাহা অবগত হইতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইবেন, অন্যথা ভ্রম ধারণার বশে নানাপ্রকার মীমাংসায় মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিবেন।

নিম্নে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়-কৃত অবতরণিকার আংশিক উদ্ধারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে—এক ভাগের নাম—**'স্থূলদর্শী'** এবং অপর ভাগের নাম—**'সূক্ষ্মদর্শী'**।

স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল ব্যাকার্থ লইয়াই সিদ্ধান্ত করে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম—নিত্য; অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না; তাঁহারা হয় ব্রহ্মজ্ঞান, নতুবা 'পরাভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার কেবল অধিকার-নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র; গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়। মানবগণ স্বভাবানুসারে কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না। জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ-ধর্ম্মের একটী **সুদূরবর্ত্তী সম্বন্ধ** আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধন-মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে

স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণপূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাবসম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবন-যাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে—"পরম বৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন ন'ন?" ইহার উত্তর এই যে,—অর্জ্জুন যুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণ-কালে তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি। সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,"—এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল-বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি। তদ্দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ যজ্ঞকে, কেহ যোগকে, কেহ পুণ্যকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ তপস্যাকে, কেহ ধর্ম্ম-যুদ্ধকে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ ধর্ম্মকে, কেহ স্বরূপসত্তিকে, কেহ প্রায়শ্চিত্তকে ও কেহ দানকে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কাযে-কাযেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐসকল উপায়—ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন। ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি, কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়বদ্ধ-দশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা ভেদে, জীব দুইপ্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব—দুইপ্রকার অর্থাৎ

কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই অর্থাৎ নিত্যমুক্ত এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান—প্রেম-ভক্তির উপাধি-বিশেষ, সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই-বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা-রূপ উপাধি-সহকারে প্রেম-বৃত্তি বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম (কর্ম্ম)রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে জ্ঞানরূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে। সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে সাধন-ভক্তি-রূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার—জড়সম্বন্ধ-রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম জগতের অমঙ্গলজনক, সে-সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে; মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম'; যে-সকল কর্ম্ম জগন্মঙ্গল-জনক, সেই সকলকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারিপ্রকার অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে। যথা, আহারের ফল—শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করিলে 'শান্তিই' ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম-শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা,—ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। * * * অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কেবল্যপাদে কেবল 'শান্তিকেই' 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখ-ভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি-সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য-বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি—ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং সুখবিশেষ

নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎস্থলের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবাসুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই কর্ম্ম 'ভক্তি'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। * * *

জড়যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানব কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করে না। আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটী কর্ম্মবিশেষ। এজন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্মের স্বরূপ ও জ্ঞানের স্বরূপ পৃথক্। তদ্রূপ, কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়। নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির নিত্য স্বরূপ। * * *

ভক্তি দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলা-ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কর্ম্মজ্ঞানগন্ধ-শূন্যা; তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক সেবা, অনন্যা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম্ম বা জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্মজ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তাহাকেই প্রধানীভূতা ভক্তি বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই কর্ম্ম ও সেই জ্ঞানের নামই জ্ঞান। ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে ভক্তি-নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচার-দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি-বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ 'বিশুদ্ধভক্তি'ই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ-শরণাপত্তি'ই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।

(গীতার রসিকরঞ্জন-ভাষাভাষ্যের অবতরণিকা—পৃষ্ঠা—৷৵০-১৲)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌরাঙ্গ—ঈশ্বর

"নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-তৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥"

একসময়ে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ-মকারে মানবগণ মত্ত হইয়া বঙ্গদেশকে রসাতলে নিমগ্নকরিতে বসিয়াছিল। কেহ ভুলিয়াও শ্রীভগবানের নাম-স্মরণ অথবা কীর্ত্তন করিত না। বঙ্গের, বিশেষতঃ হিন্দুর সেই চরম অধোগতির সময় প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য পাপী-তাপী, কলুষকলঙ্কিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। তাঁহারই একনিষ্ঠ আরাধনার ফলে ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীমায়াপুরধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে এই বিষয় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীঃ ৪।৭-৮)

মোগল-শাসনের প্রাক্কালে বঙ্গদেশে লোকের ধর্ম্মভাব কিরূপ বিকৃত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এইরূপ অযোগ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। সে-সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব হওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছিল। সেইজন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু দ্বারে-দ্বারে ঘরে-ঘরে গিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলাসহায়ক অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মার খাইয়া রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়াও নাম-সুধা বিতরণ করিতে বিরত হন নাই। এইরূপে আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ না করিলে সেই বিপ্লবের দিনে ধর্ম্ম-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল না।

হিরণ্যকশিপু অথবা রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দৈত্য বা অসুর বধ না করিলেই যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইত না, এমন নহে। শ্রীমহাপ্রভুর অবতার-সময়ে সেরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের আবশ্যক হয় নাই। সে-সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচারী, ঈশ্বরে রতিমতিহীন হইয়াছিল। সুতরাং সেই সকলকে বধ করিয়া

ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইলে সৃষ্টি প্রায় লোপ পাইত, তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই।

পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র আবশ্যকবোধে ধরণীকে শোণিত-রঞ্জিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাহা না করিয়া প্রেমের দ্বারা, নামসুধা বিতরণ করিয়া বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সৎপথে—ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। জগাই ও মাধাই উদ্ধার—ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুক্তকুল-শিরোমণি ত্রিকালজ্ঞ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ অবতারী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোকে তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ (বিদগ্ধমাধব ১।২)

এই সশ্রদ্ধ নিবেদনে রূপ গোস্বামী শ্রোতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের মধ্যে এই শ্লোকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যিনি ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য করুণা করিয়া কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব তোমাদের হৃদয়ে উদিত হউন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-ধৃত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত নিম্নলিখিত শ্লোকেও মহাপ্রভু শ্রীচৈন্যদেবকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলা হইয়াছে।—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাগণ চৈতন্যদেবকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া সকলকে জানাইয়াছেন। মুরারী গুপ্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ছিলেন। মুরারী গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যভাগবত,' শ্রীলোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল,' শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত,' শ্রীনরহরি

দাসের 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ অবতারী, পুরুষ ও সাক্ষাৎ ঈশ্বর কিনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ (৩।১২) ও মুণ্ডক উপনিষদে—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' (৩।৩) প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রসমূহও তারস্বরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল বেদব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ আলোচনা করিলেও ইহার দৃঢ়তা সম্পন্ন হয়। যথা—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (৫।৩২)

এইসকল শাস্ত্র-গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত করি, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আর্য্য-ধর্ম্মগ্রন্থরাজি পাঠ করতঃ তাহার সারোদ্ধার করা সকলের সাধ্যায়ত্ব নহে, তজ্জন্য সাধুগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাই বিজ্ঞের কার্য্য। মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। সংসারে সকলে যে একমতাবলম্বী হইবে, তাহা আশা করা যায় না। ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল বিচিত্র। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন লোক সংসারে থাকা অবশ্যম্ভাবী। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান লোকেরও হয়ত অভাব নাই। কেবল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই বা কেন, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধেও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর অভাব নাই। কৃষ্ণাবতার-সময়ে কংশ, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি কৃষ্ণদ্বেষী যথেষ্ট ছিল। এখনও যে কৃষ্ণ-দ্বেষী লোকের অভাব হইয়াছে তাহাও নহে। আবার কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। ফলতঃ প্রথম বয়সে যাঁহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে আস্থা থাকে না, পরিণত বয়সে বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে তাঁহাদেরও চিত্তশুদ্ধি জন্মে।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছিলেন। শেষবার শ্রীকৃষ্ণচরিত লিখিবার সময় তিনি বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যে মত ছিল, তাহা এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফলে মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।"

অবশেষে বঙ্কিমবাবু নিজমুখে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন।

মানবগণ প্রথমেই বিজ্ঞ হয় না। দেখিয়া, শুনিয়া, শিখিয়া ক্রমে ক্রমে

মানবদিগের বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়া থাকে। সেই জন্যই বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, আজ যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, কালে তাঁহারাই অবনত-মস্তকে বলিবেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।"

গৌরনিজজনপদ-সেবাভিলাষী বিদ্যার্থী—

শ্রীহরিদাস রায়

গ্রাঃ—নারমা (মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলায় প্রচার

১। **নরঘাট**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচল গমন কালে ভগবান্ শ্রীগৌরহরি তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইয়া এই নরঘাট প্রদেশ অতিক্রম করেন। এতৎপ্রদেশে তাঁহার আগমনের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে ভক্তপ্রবর শ্রীল গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে এই স্থানে ১৩ই চৈত্র হইতে সপ্তাহব্যাপী একটী মেলার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার ও শ্রীযুত ফকির চন্দ্র মাইতি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ গত ১৯শে চৈত্র তারিখে এই স্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মণ্ডপে অগণিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামিজী তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা ও আচরণ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করেন।

২। **শীতলপুর**—স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া এই গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত বিপিনবিহারী মণ্ডল মহাশয় স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। তথায় ২০শে চৈত্র তারিখে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই একমাত্র পবিত্রতা লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এমন কি দেববিদ্বেষীও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ দ্বারা পরম পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়—স্বামিজীর ব্যাখ্যা হইতে শ্রোতৃমণ্ডলী ইহা বিশেষরূপে অনুভব করেন।

৩। **হাদিয়া**—হাদিয়া শ্রীবাস-আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথ নাথ দাস মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ২১শে হইতে ২৩শে চৈত্র দিবসত্রয় স্বামিজী মহারাজ

এতৎপ্রদেশে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রদেশে সভাপতি মহারাজের শুভাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সভাপতি মহারাজের ইচ্ছানুসারে প্রথম দিবস ২১শে চৈত্র তিনি ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। ২২শে চৈত্র তারিখে সভাপতি মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনমুখে 'দীক্ষায় উপনয়নের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সভা হইতে পরিপ্রশ্ন উত্থিত হয়। সভাপতি মহারাজ সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন দ্বারা তাহার সদুত্তর প্রদান করেন, এবং পরদিবস ২৩শে চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৭) হইতে "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাম্" ইত্যাদি শ্লোক পাঠমুখে—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ—১ম বিঃ-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

শ্লোকটীর ব্যাখ্যা দ্বারা জানান যে, কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে দীক্ষাগ্রহণান্তর বিষ্ণুপূজার আবশ্যকতা বর্ত্তমান। উপনয়ন-সংস্কার লাভ না করিয়া এই বিষ্ণু-পূজা—কনিষ্ঠাধিকারীর অনধিকার চর্চ্চা ও অশাস্ত্রীয় আচরণ। অনুপনীত ব্যক্তি প্রণব উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদনের ব্যবস্থাই শাস্ত্রের বিধান। সুতরাং বিষ্ণুপূজাপর বৈষ্ণবের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কার সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য। এবিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত বিচার ক্রমশঃ তিনি অধিকতরভাবে প্রকাশ করিবেন।

৪। **তমলুক**—গত ২৩শে ও ২৪শে চৈত্র স্থানীয় হরিসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-প্রসঙ্গে তথাকার প্রসিদ্ধ ভগবত-পাঠক শ্রীবিষ্ণুপদ মিশ্র মহাশয়ের প্রশ্নানুযায়ী **"শাক্ত ও বৈষ্ণবের মতভেদ"** সম্বন্ধে তিনি যে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন পরে তাহা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল, সেক্রেটারী হরিনাম-প্রচারিণী-সভা, তমলুক; শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র নায়েক, উকিল (শ্রীপত্রিকার গ্রাহক); শ্রীযুত আতঙ্কভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক জি, টি, স্কুল প্রভৃতি বিশেষ গণ্যমান্য মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
সহঃ সম্পাদক

বাবা অনঙ্গমোহনের বিরহ-মহোৎসব



শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ও শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী

বাবা অনঙ্গমোহন বিগত ফাল্গুনী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিকে অবলম্বন করিয়া মাধ্যাহ্নিকী নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার পুণ্য-বিরহ-তিথিকে স্মরণ করিয়া বিগত ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সিধাবাড়ী গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ এবং অনাহূত, রবাহূত সকলেই ভগবৎ-প্রসাদ তথা ভক্তপ্রসাদ লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। প্রায় অর্দ্ধ সহস্র গ্রামবাসী **বাবা অনঙ্গমোহনের** গুরুসেবনৈক-নিষ্ঠা, বহুবিধ ভজনানুকূল গুণাবলী ও সরল, অমায়িক ব্যবহারের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার পবিত্র নামের জয়ধ্বনি করিয়া সকলে প্রার্থনা করেন যে, তিনি অলক্ষ্যে থাকিলেও যেন তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ নিয়ত বর্ষিত হইতে থাকে।

—জনৈক দীন গুরুদাস

শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ও শ্রেষ্ঠার্য্য

উপরিউক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপে দুইজন বিশিষ্ট ভক্তকে **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য**—এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ—শ্রেষ্ঠীগণের মধ্যে আর্য্য অর্থাৎ পূজ্য বা মাননীয়। একটীমাত্র **'য'**-ফলা লোপ করিয়া দিলে অর্থাৎ **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য**-স্থলে **শ্রেষ্ঠার্য্য** হইলে শব্দের যে কতদূর বিপরীত অর্থ হইতে পারে, তাহা অনেক লেখকই বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা ব্যবসায় ধন উপার্জ্জন করিয়া ভগবৎ-সেবার্থ তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, "কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য**। শ্রীশ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রী'চৈতন্যের আর্য্য' (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৭), শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় জগদ্বরেণ্য, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু পিতার অর্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করিয়া অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দুইজন ভক্ত—শ্রীপাদ সখিচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় ও পরলোকগত শ্রীজগবন্ধু দত্ত মহাশয় ভগবৎ-সেবায় অর্থ-ব্যয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া "**শ্রেষ্ঠ্যার্য্য**" আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

—শ্রীবেদান্ত-ভূদেব

ধ্রুবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, মাননীয় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অর্থাৎ বর্ত্তমান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধ্রুবানন্দ গত ১২ই ফাল্গুন ১৩৫৬, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, শুক্রবার বেলগাছিয়া আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে রাত্র ১১-৫ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করে।

শ্রীমান্ বি, এস, সি পাশ করিয়া ছয় বৎসর এম, বি পড়ে। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব-দিবসেই সে এম, বি ডাক্তারী পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ পায়। আমরা তাহার পিতামাতা আত্মীয়বর্গের এই নিদারুণ

শোকে সমবেদনা জানাইতেছি। তাহার মধুর, স্নিগ্ধ ও সরল ব্যবহার সকল যুবকেরই আদর্শস্থানীয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ অতি বিরল। বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করায় বাল্যকাল হইতেই তাহার যেরূপ সৎসঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, সেরূপ সৌভাগ্য কোটী কোটী লোকের মধ্যে এক জনেরও হয় কিনা সন্দেহ। এরূপ সৎসঙ্গ পাইয়া ও শ্রীমান্ ধ্রুবানন্দের গোলোক-বৈকুণ্ঠ-প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ভাগবতী ও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালাভের কোনও সুযোগ ঘটে নাই। নিষ্ঠুর কর্ম্মফল ইহার পূর্ব্বেই তাহাকে অকালে লোক-লোচনের অন্তরালে লইয়া গেল। আমরা তাহার এই নিদারুণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ ধ্রুবের কথা স্মরণ হইলে অতীত যুগের "**ধ্রুব-চরিতের**" কথা আমাদের আলোচনীয় হইয়া পড়ে।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

২৯ ত্রিবিক্রম, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে, বুধবার—পূর্ণিমা রা ৬।১৭। **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা**। শ্রীল মুকুন্দ ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১ বামন, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ দিবা ৩।৫৯। শ্রীল শ্যামদাস আচার্য্যের ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, গোপীবল্লভপুরে উৎসব।

৫ বামন, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৯।৩১। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

১০ বামন, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন, শনিবার—কৃষ্ণ-দশমী দি ১১।২৭। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১১ বামন, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১।৯। **যোগিনী একাদশীর উপবাস।**

১২ বামন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৩।৫। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২২ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৫ বামন, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, বৃহস্পতিবার—অমাবস্যা রা ৮।৪৩। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব।** নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও **চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব।**

পুরুষোত্তম ৩০ দিন ; আষাঢ় ১৩৫৭

১ পুরুষোত্তম, ১ আষাঢ়, ১৬ জুন, শুক্রবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ১০।১। **শ্রীপুরুষোত্তমব্রত আরম্ভ।**

১১ পুরুষোত্তম, ১১ আষাঢ় ২৬ জুন, সোমবার—গৌরৈকাদশী দি ১১।৬। **কামদা একাদশীর উপবাস।**

১২ পুরুষোত্তম, ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৩৭। **দি ৮।৩৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২৬ পুরুষোত্তম, ২৬ আষাঢ় ১১ জুলাই, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী অহোরাত্র। **বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।**

২৭ পুরুষোত্তম, ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দিবা ৬।৩১। **দি ৬।৩০ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।**

৩০ পুরুষোত্তম, ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই, শনিবার—অমাবস্যা দি ১০।২৭। **শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতের সমাপ্তি।**

১৬ বামন, ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, রবিবার—গৌর-প্রতিপৎ দি ১০।৫১। **শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে দশ দিবসব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ।** কর্কট সংক্রমণারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।

শ্রাবণ, ১৩৫৭

১৭ বামন, ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই, সোমবার—গৌর-দ্বিতীয়া দি ১০।৪৪। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর তিরোভাব।

২১ বামন, ৫ শ্রাবণ, ২১ জুলাই, শুক্রবার—গৌর-ষষ্ঠী প্রাতঃ ৫।৪২, পরে গৌর-সপ্তমী রা ৩।৩৬। **হেরাপঞ্চমী,** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়।

২৫ বামন, ৯ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই, মঙ্গলবার—গৌরৈকাদশী সন্ধ্যা ৫।৫৬। **শয়নৈকাদশীর উপবাস।** সন্ধ্যা ৫।৫৬ গতে শ্রীহরির শয়ন। **শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা।** শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহামহোৎসবের সমাপ্তি।

২৬ বামন, ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, বুধবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৩।৩৭। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২য় বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৫ বামন, ৪৬৪ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ ; ইং ১৫।৬।৫০ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

অমন্দকারুণ্যগুণাকরশ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য
একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং
নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈ-
রাদর্শমাচারবিধৌ দধৌ যঃ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং
নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৩ ॥

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো
মাহাত্ম্যজ্ঞাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং
কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৪ ॥

গৌরস্য গূঢ়প্রকটালয়স্য
সতোঽসতো হর্ষকুনাট্যয়োশ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং
স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৫ ॥

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-
প্রবাহনেনোদ্ধৃতসর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং
ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং
চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৭ ॥

প্রয়োজনং সম্বভিধেয়ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোরসম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৮ ॥

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণঞ্চ
চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং
চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৯ ॥

আষাঢ়দর্শেঽহনি গৌরশক্তি-
গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং
দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকের বঙ্গানুবাদ

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতার-স্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি ? ১ ॥

যিনি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্গৌরকিশোরদেবের অভিন্নাত্মস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকারুণ্যশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিগোচর হইবেন কি ? ২ ॥

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার-বিধির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক থাকিবেন কি ? ৩ ॥

যিনি নামাপরাধরহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্য-সমূহ প্রকাশ-পূর্ব্বক পরম জীব-দয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবেন কি ? ৪ ॥

যিনি গৌরাঙ্গদেবের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের হর্ষ এবং দুর্জ্জনগণের কুনাট্যভাব যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতি-বিষয়ীভূত হইবেন কি ? ৫ ॥

যিনি ভক্তিপথের কণ্টক-সমূহের নিরাসপূর্ব্বক ভক্তি-গঙ্গাপ্রবাহদ্বারা নিখিল

লোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদদেব আমাদের নিত্যধারণার বিষয় হইবেন কি ? ৬ ॥

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হইবেন কি ? ৭ ॥

যিনি স্বয়ং প্রয়োজন-তত্ত্ব-স্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোররূপ সম্বন্ধ-তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অভিধেয়-তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সহিত আমাদের চিত্তে উদিত হইবেন কি ? ৮ ॥

যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, চিন্তামণি ও জৈব-ধর্ম্মের প্রকাশ দ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে ধৃত হইবেন কি ? ৯ ॥

যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যাতিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চ-লীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ১০ ॥

আচার্য্য-সন্তান

আচার্য্য ও আচার্য্য-সন্তানের প্রতি সম্মান

যাঁহারা অলৌকিক ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ করেন, তাঁহারা **আচার্য্য** আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহারা আচার্য্য-পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন প্রকারে আচার্য্যের অবমাননা করিবে না।" আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথানুরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যতনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

আচার্য্যের পরিবার ও সন্তানে পার্থক্য

শ্রীমহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ আচার্য্যসন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক-পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক-পরম্পরা **পরিবার** নামে বিদিত এবং শৌক্র অধস্তনগণই **সন্তান** নামে পরিচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বলিতে গেলে শৌক্র সন্তান ও শিষ্যবর্গকে বুঝাইত।

উদাসীন বিরক্ত শিষ্যের অভাবহেতু শৌক্র-সন্তানগণ অযথা সম্মানিত

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তের অনুগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্য-ধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্য শৌক্র অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব-স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সত্য-ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকেই হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরি-বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য-শৌক্রসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগ্য ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তি-বিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য-সন্তানগণের ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়াসমূহ ও ষড়্‌রিপুর দাসত্ব

আচার্য্য-শৌক্রসন্তানগণ কোথাও বা মূর্খতা, হরিবিমুখতা, কনক-কামিনী সংগ্রহাতিশয্য অর্থ-লোভে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট প্রহরীতে নর্ত্তনভোজনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মন্ত্রদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তি-বিরোধিনী ক্রিয়াসমূহের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল দুর্দ্দৈব আসিয়া জীবজগতে বৈষ্ণব-সংসার উৎসাদিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ, প্রমুখ আচার্য্যগণ, ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন।

কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনগণের সময়ে—শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে হরি-বৈমুখ্য আসিয়া সত্য-ধর্ম্ম আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্য-সন্তানদিগকে তাহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা

প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্য-সন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানে রিপুষট্‌ক আসিয়া কি বিষম উৎপাত উপস্থিত করে, তাহা শুদ্ধ ভক্তের অবিদিত নহে।

ব্রহ্মার সন্তানহেতু প্রাণীমাত্রই আচার্য্যসন্তান

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ ও অন্যান্য সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে **বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে।** প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রই আদি-আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণ অশেষ বিশেষে চেষ্টা করিয়াছেন।

কর্ম্মফলে আচার্য্য-সন্তানগণের দুর্গতি

প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাই। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাবসমূহ আসিয়া আচার্য্য-সন্তানকে ও সন্তানাশ্রিত জনকে হরিবিমুখ করিয়াছে। আবার কোথাও বা আচার্য্যসন্তানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার **বিশৃঙ্খলতা** ও ও তদাশ্রিতজনে **উচ্ছৃঙ্খলতা** সাধন করিয়াছে। **কৃত্রিমতা ও কপটতার** ফলে কোন কোন আচার্য্য-সন্তান প্রাকৃত বিষয়-সমূহে মুগ্ধ হইয়া **অর্থাদি সংগ্রহপূর্ব্বক** বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা **মূর্খতা** ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, অভক্তগণ অনেকে হরিভজনকে ভণ্ডতার অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বদ্ধ আছে।

আচার্য্য-সন্তানগণের প্রতি নির্দ্দেশ

ভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহ সকলেই আচার্য্য-সন্তান। তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষা—"তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কপট ভাবসম্পন্ন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সকলকে সম্মান দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করুন।" তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় মূঢ় আশ্রিতজন জীব-রূপ আচার্য্য-সন্তানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সুদুস্তর সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ-নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে'-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইঁহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন **'অধিমাস'** কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। **অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই।** চান্দ্র মাস ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া

মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে **মলমাস** বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। **মলিম্লুচ** (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া, অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। **এমত কি কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।** এই মাসে বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য, এবং ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ**॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো ভবেৎ**॥

---

* শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ॥ অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবি মাস ৫১৮৪০০০০। **অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।**

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥
য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে॥
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্॥

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে **পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে।** আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই **অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি** হইল। এই মাস জগৎ পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। **এই মাসটী নিষ্কাম।** যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই **পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না।** যে-সকল মহা মূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পর-ভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছু-মাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ

দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা :—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাদ্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে॥

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তমমাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েত্তত্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

বাল্মীকি কহিলেন—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে

ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তম্।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥

পুরুষোত্তমমাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন—

ভারতে জন্মুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমং।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥

ভারতে জন্ম-লাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তমমাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমং।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিনং।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ং॥ —
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরং।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমং॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমং।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধনধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিণ্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থির কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল **স্বনিষ্ঠ পরমার্থির** পক্ষে বিধেয়। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী** স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন' করিতে অধিকারী। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ** ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন'-নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা। সর্ব্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম-প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছ্যেষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাত্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন-করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্যকৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রি-সেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্ত-মাত্রেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না। **(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা)**

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর)

বৎসরেতে তিনবার ভক্তসঙ্গ-দান।
দয়া করি' এ-সুযোগ করেছ বিধান॥
কার্ত্তিকাদি ব্রত-কালে যে কৈলা বিধান।
স্মরণ করিয়া গৃহে না রহে পরাণ॥২১॥

শ্রীবিগ্রহ-রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।
সঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভু॥
প্রভুযুগ সুশোভিত কিবা শিবিকায়।
দরশনে ত্রিতাপাদি দূরীভূত হয়॥
অগ্রণী করিয়া প্রভু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ।
পাদপদ্ম-মকরন্দ লভে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্ব-মুখে সদা 'গুরু-গৌরাঙ্গে'র জয়।
শ্রবণে পাষণ্ডী-জন ভকতি লভয়॥২২॥

কি মধুর শ্রীমূরতি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ।
বিরাজয় শ্রীকেশব নারসিংহ দ্বন্দ্ব॥
কি আশ্চর্য্য মনোহর দৃশ্য সে সময়।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধা-মাধব জয় জয়॥২৩॥

এ'রূপে প্রথম বর্ষে—শ্রীব্রজ-ধাম।
ভাগবতগণ-সহ কৈলে পরিক্রম॥
মথুরা, বৃন্দাবন, যত বন-উপবন।
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন॥
যাবট, বর্ষাণ, সঙ্কেত, শ্রীনন্দগ্রাম।
শ্রীগোকুল মহাবন যত ব্রজধাম॥

গুরু-আনুগত্যে কৈলে সব পরিক্রমা।
এ' অধমে সঙ্গে কৈলা অপার মহিমা ॥২৪॥

দ্বিতীয় বর্ষেতে—ক্ষেত্র-মণ্ডল যে-ভূমি।
ভক্তগণ ল'য়ে পরিক্রমা কৈলে তুমি ॥
কে জানিত চৌরাশী-ক্রোশ ক্ষেত্রমণ্ডল হয়।
শাস্ত্রযুক্ত্যে জানাইলে তুমি মহাশয় ॥
শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দির হ'তে পরিক্রমা।
আরম্ভিয়া দেখাইলে ক্ষেত্রমণ্ডল-সীমা ॥২৫॥

অনতিদূরেতে **প্রভুপাদ-জন্মস্থান**।
প্রথমেই ভক্তসহ করিলে প্রয়াণ ॥
দর্শন-স্পর্শন আর দণ্ডবৎ নতি।
জয় প্রভু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ॥
আবির্ভাব-স্থানে করি' বহু সুকীর্ত্তন।
পূজন, বন্দন আর আত্মনিবেদন ॥২৬॥

তথা হ'তে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ।
ক্ষেত্রের মঠ-মন্দির করিল দর্শন ॥
সব পরিক্রমা করি' শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে।
বিজয় করিল মহামহিম-সকলে ॥
স্থানে স্থানে বহু শ্রীবিগ্রহ দরশন।
বর্ণিবার শক্তি কভু না ধরে দুর্জ্জন ॥
জয় জয় শ্রীভকতিপ্রজ্ঞান কেশব।
দূরীভূত কর মোর অপরাধ সব ॥২৭॥

তৃতীয়ে—বৈষ্ণবধাম তীর্থ **শ্রীকাশীতে**।
ব্রত-উদ্‌যাপন কৈলে শুদ্ধভক্তিমতে ॥

বিশ্বনাথ বিষ্ণুভক্ত-অগ্রগণ্য হয়।
ভক্ত-ভগবান্ শম্ভু সর্ব্বোত্তম কয়॥
ইত্যাদিক বহু তত্ত্ব-কথা প্রচারিলে।
শুদ্ধভক্তি-ধারা তথা অনেক বর্ষিলে॥
আর যত প্রভুপাদের ভক্তোত্তমগণ।
একাধারে ভাগবত করিত বর্ণন॥
কিবা সুমধুর কণ্ঠে শ্রীহরিকীর্ত্তন।
বারাণসী হ'ল যেন গোলোক-ভবন॥
জয় জয় কাশীধাম, **জয় বিশ্বনাথ**।
তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত॥২৮॥

চতুর্থেতে—দেওঘর শ্রীবৈদ্যনাথেতে।
ঊর্জ্জব্রত সাধিলেন বহু ভক্তসাথে॥
বহু দর্শনের স্থানে সুকীর্ত্তন করি'।
রাবণেশ্বর-মহিমা কহিলে বিস্তারি॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয় সব ভক্ত গায়।
ভক্তসহ পরিক্রমা করিলে মহোদয়॥
প্রার্থনা আমার বৈদ্যনাথ-শিব-পায়।
বৈষ্ণবদাসের দাস করহ আমায়॥২৯॥

পঞ্চমের—কার্ত্তিকেতে **দ্বারকা**-মুখেতে।
শুভযাত্রা করিলেন ভক্তগণ-সাথে॥
বিরাট্ ব্যাপার সেই বিরাট্ সম্ভার।
যে দেখেছে সে বুঝেছে মহাচমৎকার॥
দ্বারকা গমন-পথে বহু দরশন।
বহু বহু তীর্থ তার না যায় কথন॥
প্রথমে বিজয় কৈলে **শ্রীবৃন্দাবন**।
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন॥

বহু বহু শ্রীবিগ্রহ অপূর্ব্ব দর্শন।
শ্রীগোকুলানন্দ আদি শ্রীরাধারমণ॥
গৌড়ীয়া-ঠাকুরগণ-চরণারবিন্দে।
দরশন করাইলে সর্ব্বভক্তবৃন্দে॥৩০॥

রূপ-সনাতন-পদে দণ্ডবৎ করি'।
যাত্রা করেছিলে **মথুরা নগরী**॥
মহা যোগপীঠ **আদি কেশবের** স্থান।
আত্ম-নিবেদিয়া তথা করিলা প্রয়াণ॥
মথুরার স্বামীত্রয়-চরণ দর্শন।
মথুরেশ, দ্বারকেশ, কুব্জেশ-বন্দন॥
যমুনার চতুর্ব্বিংশ ঘাটের স্পর্শন।
বিশ্রামাদি ঘাট-শোভা না যায় বর্ণন॥৩১॥

তাঁ সবার পাদপদ্ম বহু নমস্করি।
পরিক্রমা চলিল **শ্রীজয়পুর** নগরী॥
মহামহোত্তম সব ভাগবতগণ।
কি অপূর্ব্ব শোভা জয়পুরেতে গমন॥
কি সুন্দর মনোরম নগরী-গঠন।
রাজপথ প্রাসাদাদি অতি সুশোভন॥
সিংহনাদে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়।
প্রতিধ্বনি করে সবে পাষাণ কাপয়॥
গুরু-গৌরাঙ্গের কিবা কমনীয় বেশ।
দর্শন করিয়া ধন্য জয়পুর দেশ॥
হেন জয়পুর-পদে বহু নমস্কার।
ঘটিবে কি দরশন কোনকালে আর? ৩২॥

কিবা সে অপূর্ব্ব তথা **শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি**।
যাঁহার দরশে জীব লভে শুদ্ধভক্তি॥

অনাদির আদি সেই গোবিন্দ চরণ।
আহা শ্রীমন্দির কিবা অতুল শোভন ॥
কীর্ত্তনমুখেতে ভক্তগণ-পরিক্রমা।
সে শোভার এজগতে না আছে উপমা ॥
প্রভু **গোপীনাথ** আর **গোপাল** আলয়।
কি নৃত্য-কীর্ত্তন কৈলে সব মহোদয় ॥
সেই অপরূপ শোভা আর কি জীবনে।
কখন দর্শন হ'বে নাহি আশা মনে ॥
জয় জয় **'জয়পুর'** কি অপূর্ব্ব ধাম।
স্মরণ মানসে মম হউ অবিরাম ॥
এসব সম্পদ্ লাভ শ্রীকেশব হ'তে।
বিচারিতে যোগ্যা আমি নাহি কোনমতে ॥
গৌরভক্ত-দয়া দীনে শুনেছিনু আমি।
মো-অধমে কৃপা করে, তার সাক্ষী তুমি ॥৩৩॥

(ক্রমশঃ)

—**শ্রীসরোজবাসিনী দেবী**
সাং বনারিপাড়া (বরিশাল)

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় ভক্ত অর্জ্জুন যদি কৃপা করিয়া এই প্রকার **কর্ম্মযোগ** শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে বিভ্রান্ত জীবসমুচ্চয় অনন্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মচক্রে পতিত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিত। মায়ার দ্বারা গলায় বাঁধা দীন কর্ম্ম-সঙ্গিগণ যে-পরিমাণে অনন্ত প্রকার ক্লেশ পায়, তাহা তাহারা মায়া-প্রভাবে হৃতজ্ঞান হইয়া বুঝিতে পারে না। তাহারা যতই কর্ত্তৃত্বের অভিনয় করুক না

কেন, সর্ব্ব সময়েই তাহারা যে মায়ার দ্বারা বিতাড়িত, এ-বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীঃ ৩।২৭)

অবিদ্বান্ কর্ম্মসঙ্গী বুঝিতে পারে না যে, যেহেতু সে কৃষ্ণকে ভুলিয়া নিজেই মায়াকল্পিত কৃষ্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেইহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই গুণময়ী মহামায়া (দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া) তাহাকে (কর্ম্মীকে) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণরূপ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বহুপ্রকার কর্ম্মের ফাঁদ পাতিয়া, তাহাকে হাবুডুবু খাওয়াইতেছেন। সমস্ত কর্ম্মই কর্ম্মীর গুণগত ভোগাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মায়া-প্রকটিত হইলেও, মূঢ় কর্ম্মসঙ্গিগণ নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ-দুঃখ-ভোগাগার গুছাইয়া বসে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানাইয়াছেন যে, জীবমাত্রই তাঁহার বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ। অংশের কাজ পূর্ণের সেবা। পূর্ণ-শরীরের অংশ—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি। হস্ত-পদ পরিশ্রম করিয়া উদরে খাদ্য-দ্রব্যাদি না দিয়া নিজেই কখনও ভোগ করিতে চাহে না, বা তাহা কোনদিনই সম্ভব হয় না। বরং হস্ত-পদাদি যদি সেই প্রকার অপচেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই কার্য্যের পরিণাম বিকৃত-অবস্থায় পরিণত হয়। ফলে হস্তপদাদির ত' কোন প্রকার ভোগের সুবিধাই হয় না, বরং উদর-পুত্তির অভাবে হস্তপদাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। হিতোপদেশে 'উদরেন্দ্রিয়াণাম্'-গল্পে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগৎ-রূপ বিরাট্ শরীরের প্রাণ-স্বরূপ। 'তিনি জগৎ-বৃক্ষের মূলস্বরূপ'—একথা গীতায় বিভিন্ন প্রকারে বার বার বলা হইয়াছে। বিশেষ-ভাবে বলা আছে যে—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়' (৭।৭), "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" (৯।২৪), "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" (৭।১৫) ইত্যাদি। সুতরাং 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমেশ্বর' এবং 'জীবমাত্রই তাঁহার নিত্য সেবক'—এ-বিষয়ে আর তর্ক করিবার কি থাকিতে পারে? আমরা এই সাধারণ কথাটি ভুলিয়া গিয়া আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নিজে-নিজেই ছোট-খাট জগন্নাথ সাজিয়া জগৎকে ভোগ করিবার আশায় মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাই মায়া বা ভ্রম। জগন্নাথকে বাদ দিয়া জগতের যে সেবা, তাহা বাতুলতা মাত্র।

আজকাল রামরাজ্য-পরিষদের কিছু কিছু কার্য্যকলাপ দেখা যায়। কিন্তু রামরাজ্যে রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রাবণের গোষ্ঠী রামকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। সেই প্রকার অপচেষ্টার মধ্যে রামরাজ্য কি-ভাবে স্থাপিত হইবে, তাহা আমরা বুঝি না।

রামরাজ্য স্থাপিত করিতে হইলে জগতের সমস্ত বস্তু শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় লাগাইতে হইবে। রামকে বা রামের বিলাসকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা—রাবণের রাজ্যের কথা। সেই প্রকার ভুল হইলে রাবণ-গোষ্ঠী, রাম-সেবক বজ্রাঙ্গজীর দ্বারা বিপর্য্যস্ত হয়। সেই প্রকার ভুল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণীয়।

মূঢ় কর্ম্মসঙ্গিগণ যেমন অবিদ্বান্, তত্ত্ববিদ্‌গণ ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ তাঁহারা বিদ্বান্ সম্প্রদায়। সেই তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, প্রকৃতিগত গুণ-কর্ম্ম আত্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই জন্য তাঁহারা অবিদ্বান্‌গণের মত গুণকর্ম্মের সঙ্গ না করিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই দেহাভিনিবেশ হইতে পৃথক্ থাকিয়া আত্মধর্ম্ম উন্মিষিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বুঝেন যে, ঘটনাবশতঃ জীবের জড়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি জড়েন্দ্রিয়গুলি জড় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তত্ত্ববিদ্‌গণ সর্ব্বদাই সেই সকল কার্য্য হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণ-কর্ম্ম-বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ (গীঃ ৩।২৮)

এই প্রকার মুক্ত অবস্থা লাভ করিবার যে উপায়, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই-ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মনবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ (গীঃ ৩।৩০-৩১)

+ গোবর্ধন দাস
শ্রী

'আমি শরীর বা মন', বা 'আমি প্রাকৃত বস্তু', এবং 'আমার শরীর-সম্পর্কিত সমস্ত জিনিসই আমার',—এইপ্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানহীন বিচারই আমাদের বিদ্বান্ হইতে দেয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য আমাদের অধ্যাত্ম-চেতা আত্মস্থ হইতে পরামর্শ দিলেন। অধ্যাত্ম-চেতা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমি প্রাকৃত শরীর বা মন নহি; পরন্তু আমি—পরা প্রকৃতি-সম্ভূত চিদ্‌বস্তু।

চিত্তত্ত্বের উপলব্ধিতেই জড়তত্ত্বে সহজেই নির্ম্মমতা উপস্থিত হয়। এবং ক্রমশঃ চিত্তত্ত্বের নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে আমরা প্রাকৃত মাত্রাস্পর্শ-সংঘটিত সুখ-দুঃখ হইতে বিগতজ্বর হইতে পারি। প্রাকৃত অহঙ্কার তখন সহজেই প্রশমিত হয় এবং সেই অহঙ্কারাবসানেই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমরা তৎপর অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব বস্তুর সম্বন্ধে জড়মুক্ত হইয়া এবং সচ্ছ—নির্ম্মল হইয়া ভবমহা-দাবাগ্নির জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে সেই পরতত্ত্ব, এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে। এমন কি, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে যে বাইবেল-কোরাণাদি শাস্ত্র আছে, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব বলিয়া ঘোষিত আছেন। ভগবদ্গীতার ত' কথাই নাই, কারণ সেখানে পরতত্ত্বের নিজের উক্তিই আছে—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় (৭।৭) ইত্যাদি। অতএব তাঁহার সহিত সম্পর্কিত হইতে পারিলেই আমাদের চিৎসূর্য্যের দর্শন-লাভ ঘটে। সূর্য্য উদিত হইলে সূর্য্যের কিরণেই সমস্ত জিনিস সঠিক প্রকাশিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব আকাশে কৃষ্ণ-সূর্য্য উদিত হইলেই মায়ান্ধকার সতঃই দূরীভূত হইয়া যায় এবং মায়ান্ধকার অপসরণেই তৎপরত্বে নির্ম্মল হওয়া যায়। এই সমস্ত কথা দুষ্কৃতী মূঢ়গণের নিকট 'অর্থবাদে' পরিণত হইলেও ইহা কোন আজগুবী ছেলেখেলার কথা নহে, পরন্তু বাস্তব সত্য। যাঁহারা কৃষ্ণের বা কৃষ্ণদাসের আনুগত্য করিয়াছেন, তাঁহারাই এইসকল বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করিয়া নিজেই কৃষ্ণ হইবার ছলনা করেন, সেইপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ এই মতে মত দেন না। সেইসকল অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মূঢ়—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" (গীঃ ৯।১১)। ইহারাই কৃষ্ণকে হিংসা করেন। ইহাদের মায়াবাদ-বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে কৃষ্ণতত্ত্ব সহজে প্রবেশ করিতে চাহে না।

শ্রদ্ধাবান্ সুকৃতিসম্পন্ন সরল বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যাহা লেখা আছে তাহাই বুঝেন। সেই সকল সরল কথাগুলি সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশিত। তাহা মায়াবাদ-অন্ধকারে লুক্কায়িত হয় না। সেইসকল কথার গৌণ অর্থ করিয়া তথাকথিত 'আধ্যাত্মিক'-অর্থ টানিয়া আনিবার অপচেষ্টা হয় না। কৃষ্ণদাসগণই এইপ্রকার মত বা কর্ম্মযোগ "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য" (গীঃ ৩।৩৯) ইত্যাদি বিচার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া এবং আচরণ করিয়া কর্ম্মবন্ধন-রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

সেইপ্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ কোন দেশ-বিশেষে, জাতিবিশেষে বা সমাজ-

বিশেষে আবদ্ধ নহেন। ভগবদ্ভক্ত কাঙ্ক্ষগণ জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ বা দেশ-নির্ব্বিশেষেই সম্ভাবিত হন। ভগবান্ কোনও মনুষ্য-নির্ম্মিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। অতএব গীতার কথা জগতে সকলপ্রকার মনুষ্য-জাতিই গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা-শাস্ত্রেই নির্ব্বিকল্পে বলিয়াছেন—"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" (গীঃ ৯।৩২)। অর্থাৎ "হে পার্থ! অন্তজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" কৃষ্ণ-সম্বন্ধে, অপস্বার্থ-পরায়ণ আসুরিক-মতে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধে যে ব্যভিচার চলিতেছে, তাহা কখনই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

শাস্ত্রসম্মত জাতিবর্ণ সম্বন্ধেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৪।১৩)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি চারি বর্ণ কোন জন্মগত ব্যাপার নহে। পরন্তু গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বিভক্ত। যেমন কোন 'ডাক্তার' বা চিকিৎসক হওয়া কোন জন্মগত ব্যাপার নহে, পরন্তু গুণ এবং কর্ম্মগত ব্যাপার। ত্রিগুণময়ী জগতে গুণগত, কর্ম্মগত জাতিভেদ সর্ব্বত্রই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া কোন দিনই জন্মগত ব্যাপার ছিল না। গুণ ও কর্ম্ম বিভাগেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি।

চিকিৎসক যেমন সকল দেশে সকল সময়েই বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণ সকল দেশে এবং সকল সময়েই বর্ত্তমান। চিকিৎসকের পুত্র হওয়াই যেমন চিকিৎসকের কারণ নহে, সেইপ্রকার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পুত্র হওয়া তত্তৎ বর্ণের অভিব্যঞ্জক নহে। বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ সমস্ত শাস্ত্রেই কথিত আছে। অতএব আমরা যে চক্ষে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে কোন দেশ বা জাতি-হিসাবে দর্শন করি, তাহা যে ভুল দর্শন, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শৌক্রগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতের সভ্যতা কূপমণ্ডূকের ন্যায় না রাখিয়া যদি ব্রাহ্মণ্যের উদারতায় ভারতের ঋষিগণের বাণী সমস্ত জগতে প্রচার করা হইত, তাহা হইলে জগতে আজ সুখ-শান্তির অভাব থাকিত না। ব্রাহ্মণ্য, ধর্ম্মের বিস্তারেই জগতে সুখ ও শান্তিলাভ ঘটে। কিন্তু তাহা না করিয়া চিকিৎসকের পুত্রই চিকিৎসক হইবে (গুণ ও কর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়াও)—এইপ্রকার

ভুল, শৌক্র-বিচারের অধীন করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে ভারতে খর্ব্ব করিয়া জগতের বহু অমঙ্গল করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে জৈবধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের প্রচুর সুখ-শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই দৈব-বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবেন।

আসুরিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, আর ভগবৎ-প্রণীত দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণবিভাগ সকল দেশে এবং সকল সময়েই এক। শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে জগতের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণ দৃষ্ট হইবে। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত মনুষ্য অল্পবিস্তর সকল দেশেই দৃষ্ট হইবে। সকল দেশেই সেইপ্রকার গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণও দৃষ্ট হইবে। সুতরাং সকল দেশে সকল সময়েই এইভাবে গুণ-কর্ম্ম বিভাগীয় চতুর্বর্ণ চিরদিনই আছে, পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও থাকিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভয় চরণ দে,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড।

গীতার বাণী

(৪)

গীতা-শব্দের তাৎপর্য্য—'গৈ'-ধাতুর উত্তর 'ক্ত'-প্রত্যয়-যোগে (স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) গীতা-শব্দ নিষ্পন্ন। গীতা অর্থে গান, কীর্ত্তন। জপ-ধ্যান হইতে গীত বা কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু লোকের তাহা শুনিবার সুযোগ হয়; তদ্দ্বারা বহুলোকের উপকার হয়; কিন্তু জপ-ধ্যানের দ্বারা কেবল নিজের উপকার হয় মাত্র, যদি ধ্যাতা ভাবের ঘরে চুরি না করেন অর্থাৎ 'বকোধার্ম্মিক' না হন। ধ্যানে কেবল স্বার্থপরতা বিদ্যমান, কিন্তু কীর্ত্তনে স্বার্থপরতার সহিত পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মেলন রহিয়াছে। বক্তা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—গুরু বা আচার্য্য গান করেন, আর শ্রদ্ধালু শুশ্রূষু বিনীত শ্রোতা—শিষ্যবৃন্দ তাহা শ্রবণ করেন। এই গানের নামই শ্রুতি, অর্থাৎ গুরুবাক্য কীর্ত্তিত হইয়া শিষ্য-কর্ত্তৃক শ্রুত হয়। এজন্যই **গীতাকে উপনিষৎ বলে**। গুরুমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শিষ্য তদ্‌বিষয়ে মনোযোগী হইলেই সেই শ্রবণ-প্রভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে যুক্ত হয়।

কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায়ে কৃষ্ণের সহিত জীবের যোগের উপায় নাই। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

—শ্লোকের অবতারণা। ভগবান্ কপিলদেব বলিতেছেন যে, সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৈতব—আত্মবঞ্চনার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের বীর্য্য-বিষয়িনী কথা শ্রুত হইলে হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন হয় অর্থাৎ অন্য বিষয় স্তব্ধ করিয়া দিয়া ভগবৎ কথাই শুশ্রূষু জীবের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। তাহা ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় করে।

গীতার মাহাত্ম্যটী যদিও শ্রীভগবানের নিজ শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী নহে, তথাপি আমরা কোন কার্য্য করিতে গেলে তাহাতে কি-ফল লাভ হইবে, তাহার খতিয়ান প্রথমেই করিয়া লই অর্থাৎ সে-কার্য্যে সময় বৃথা না যায়। তজ্জন্য গীতার সহিত তন্ত্রোক্ত মাহাত্ম্যটী সংযুক্ত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, এমন কি এক-আধটী শ্লোক পড়িলেও কিছু না কিছু ফল পাইবেই। অন্ততঃ ফলাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া গীতাপাঠ করিতে করিতে ভাগ্যবানের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গীতা পাঠ করিলে সময় বৃথা নষ্ট হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥ (ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের (হরিকথাহীন বৃথা) আয়ুঃ হরণ করেন; কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যে কাল ব্যয়িত হয়, তাহা সূর্য্যদেব হরণ করেন না।

গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, এবং ঐ পর্ব্বের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার **নীলকণ্ঠ** বলেন—

ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ২৫ অঃ ১ম শ্লোক-টীকা)

মহাভারতে সর্ব্ববেদার্থ এবং গীতায় মহাভারতের তাৎপর্য্য বিদ্যমান। এজন্যই গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও গীতাভাষ্যের প্রথম

অধ্যায়ের শেষভাগে বলিয়াছেন—'সর্ব্বভারতার্থ-সংগ্রহাং বাসুদেবার্জ্জুন-সংবাদ-রূপাং ভারত-পারিজাত-মধুভূতাং গীতামুপনিবন্ধ,' অর্থাৎ গীতা সমগ্র মহাভারতের অর্থ-সংগ্রহ ও মহাভারত-পারিজাতের মধুস্বরূপ।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জন্যই গীতা উপদেশ করিয়াছেন; অতএব গীতার উদ্দেশ্য—যুদ্ধে প্রেরণা দান। এইরূপ স্থূল ধারণায় গীতাকে রাজনৈতিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" কেন? যদি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ত' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াই দিতেছেন—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ (গীঃ ১৮।৬০)

"হে কৌন্তেয়! তুমি মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া অবশভাবেও তাহা করিবেই।" এজন্য রাশি রাশি পারমার্থিক চর্চ্চার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ হৃষীকেশ ইচ্ছা করিলেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়া যুদ্ধ করাইতে সমর্থ। তবে অর্জ্জুনের প্রতি গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন কেন? সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়-বর্ণনে লিখিয়াছেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্ (গীঃ ২।১১) ইত্যাদি গ্রন্থো ন যুদ্ধাভিধায়ক। যতঃ কর্ত্তুমিত্যাদি। ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ং তত্রাপি গুহ্যতরং সর্ব্ব-গুহ্যতমং চ শৃণু ইত্যাহ। ঈশ্বর ইত্যাদি। য একঃ সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরঃ স এব সর্ব্বাণি সংসার-যন্ত্রারূঢ়াণি ভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ তেষামেব হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি সর্ব্ব-ভাবেন পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ ইতি ভাবনায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবণতয়া বা পরাং শান্তিং তদীয়াং পরমাং ভক্তিং শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেরিত্যুক্তেঃ। স্থানং তদীয়ং ধাম, গুহ্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং, দ্বয়োঃ প্রকর্ষে তরপ্। অথেদমপি নিজৈকান্ত-ভক্তবরায় তস্মৈ ন পর্য্যাপ্তমিতি অবধ্যায় স্বয়মেব মহাকৃপাভরেণোদ্ঘাটিত-পরমরহস্যঃ শ্রীভগবানস্যামপি প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-পরব্যোমাধিপ-লক্ষণ-ভজনীয়-তারতম্যগম্যাং ভজনক্রম-ভূমিকামতিক্রম্যৈব সর্ব্বতোঽপ্যুপাদেয়মেব সহসোপদিশতি—'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়' ইতি। যদ্যপি গুহ্যতমত্বোক্তেরেব গুহ্য-গুহ্যতরাভ্যামপি প্রকৃষ্টমিদমিত্যায়াতি, তথাপি 'সর্ব্ব'-শব্দ-প্রয়োগো গুহ্যতমমপি পরব্যোমাধিপাদি-ভজনার্থ-শাস্ত্রান্তর-বাক্যমত্যেতি। তস্য যাবদর্থবৃত্তিকত্বাৎ। বহূনাং

প্রকর্ষে তমপ্—অতএব পরমম্। স্বকৃত-তাদৃশ-হিতোপদেশ-শ্রবণে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি। পরমাপ্তস্য মমৈতাদৃশং বাক্যং ত্বয়াবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাব ইত্যর্থঃ। স্বস্য চ তাদৃশ-রহস্য-প্রকাশনে হেতুমাহ—তত ইতি। ততস্তাদৃশেষ্টত্বাদেব হেতোঃ। তদেবমৌৎসুক্যমুচ্ছলয্য কিং তদিত্যপেক্ষায়াং সপ্রণয়াশ্রু-কৃতাঞ্জলিমেতৎ প্রত্যাহ—মন্মনা ইতি। ময়ি তন্মিত্রতয়া সাক্ষাদস্মিন্ স্থিতে শ্রীকৃষ্ণে মনো যস্য তথাবিধো ভব। এবং মদ্ভক্তো মদেক-তাৎপর্য্যকো ভবেত্যাদি। সর্ব্বত্র মচ্ছব্দাবৃত্ত্যা মদ্ভজনস্যৈব নানাপ্রকারতয়া আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা ন ত্বীশ্বর-তত্ত্বমাত্র-ভজনস্যেতি বোধ্যতে। সাধনানুরূপমেব ফলমাহ—মামেবৈষ্যসীতি। অনেনৈবকারেণাপ্যাত্মনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্। সত্যং ত ইত্যনেনাত্রার্থে তুভ্যমেব শপেঽহমিতি প্রণয়বিশেষো দর্শিতঃ। পুনরপি অতিকৃপয়া সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যাদি-বাক্যার্থানাং পুষ্ট্যর্থমাহ—প্রতিজানে ইতি।

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ—৮২ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ "যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ"—ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরব্ধ শ্রীগীতাগ্রন্থ, শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই। কারণ "মোহবশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছা কর, অবশ হইয়া তাহাই অবশ্য করিবে।" (১৮।৬০)—এই গীতা-বাক্য দ্বারা দেখান হইল যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্যামী-পুরুষপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য। **সুতরাং এই গীতা যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে, পরমার্থাভিধায়ক।** তাহাতেও আবার 'গুহ্যতর এবং সর্ব্বগুহ্যতম শ্রবণ কর'—বলায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক ঐসকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্ত শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি এক, অথচ সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসার-যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইবার জন্য তাহাদের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। 'সর্ব্বভাবে এই পুরুষই সকল রূপে বিহার করিতেছেন'—এই ভাবনা কিম্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য-মণ্ডিত অনুশীলন করিয়া তদীয় শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে পরমাশান্তি—পরমা ভক্তি (সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে) লাভ করিবে। শান্তি-শব্দের ভক্তি অর্থ একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—'আমাতে যে বুদ্ধির নিশ্চলতা, তাহাই শম'। তাহাই ভক্তির স্বরূপ। স্থান—ঈশ্বরের ধাম। ব্রহ্মজ্ঞান—গুহ্য, ঈশ্বরজ্ঞান—

তাহা হইতে গুহ্যতর। অনন্তর ঈশ্বরোপাসনাও নিজ একান্ত ভক্ত অর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া, স্বয়ং ভগবান্ কৃপাভরে পরম রহস্য উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের ভজনোপদেশ অতঃপর প্রদান করা সমীচীন হইলেও, সেই ক্রম অতিক্রম করিয়া উপদেশ করিলেন—'সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর' ইত্যাদি। যদিও 'গুহ্যতম' শব্দ প্রয়োগ করিলে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় বাক্য বুঝায়। **তথাপি 'সর্ব্ব'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন-প্রতিপাদক বাক্য হইতেও নিজ (শ্রীকৃষ্ণ)-ভজন-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন।** শব্দের বৃত্তি যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করা কর্ত্তব্য—এইহেতু সর্ব্বশব্দ প্রয়োগে নিজভজনকে যাবতীয় গুহ্য-ভজন হইতেও নিগূঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সর্ব্বোৎকর্ষহেতু সর্ব্বগুহ্য-শব্দের উত্তর তম-প্রত্যয় করিয়া প্রকাশ করিলেন। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার হেতু বলিতেছেন—"দৃঢ়তা-সহকারে বলিতেছি। তুমি আমার প্রিয়, পরম বিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য"। নিজে কেন তাদৃশ রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিলেন—ততঃ ইতি। তুমি আমার এমনই প্রিয় যে, তোমার নিকট কিছু গোপন করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। সেই গুহ্যতম বাক্য জানিবার জন্য প্রেমাশ্রুপ্লাবিত নয়নে করযোড়ে অবস্থিত অর্জ্জুনকে বলিলেন—'মন্মনা ভব' ইত্যাদি। তোমার মিত্ররূপে তোমার সম্মুখে বিরাজমান যে আমি সেই শ্রীকৃষ্ণে মন যাহার, তথাবিধ হয়। মদ্ভক্ত—মদেকতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হও অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থে ভজন কর, নিজ সুখ-লাভের জন্য নহে। 'মন্মনা,' 'মদ্ভক্ত,' 'মদ্‌যাজী' ও 'মাং নমস্কুরু'—সর্ব্বত্র মৎ-শব্দের আবৃত্তি দ্বারা নানাভাবে আমারই ভজন বারংবার অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। **ঈশ্বর-তত্ত্ব**-ভজন অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও, আমার সখা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সাধনানুরূপ ফল বলিলেন—আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। **'মামেব'—এস্থলে 'এব'-কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল।** অর্থাৎ অন্যের কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

'সত্যং তে'—এই উক্তিদ্বারা উক্ত সাধনারূপ ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে শপথ সূচিত হইল অর্থাৎ আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি। 'মন্মনা' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত সাধন দ্বারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে অর্জ্জুনের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিশেষ প্রশিত হইয়াছে। সচরাচর দেখা যায়, শপথের দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য নিতান্ত প্রিয়-জনের শপথ করা হয়। পুনর্ব্বার অতি কৃপাভরে 'সর্ব্বগুহ্যতম' ইত্যাদি বাক্যসকলের পুষ্টির জন্য বলিলেন—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

আবার এক সম্প্রদায় বলেন যে, গীতাতে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন বা যুদ্ধ প্রভৃতি মিথ্যা বাক্য। অন্ধ-মন—ধৃতরাষ্ট্র, আর সঞ্জয়—বিবেক-বুদ্ধি। বুদ্ধি মনকে উপদেশ করিতেছে। এস্থলে গীতার বক্তা বা নায়কগণকে মিথ্যা বলিলে গীতার বাক্য-সকলকেই যে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে, তাহার সদ্‌যুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যাঁহারা কুরুক্ষেত্রের মাঠ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, অদ্যাপি সেই বিস্তৃত ভূমি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান জন্য গৃহশূন্য ও জনশূন্যরূপে বর্ত্তমান। গীতার ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিলে ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক ধারণা দূর হইয়া যায়।

অনেকে গীতা ও চণ্ডীকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। কারণ দুইটীতে ৭০০ শ্লোক আছে এবং দুইটীই ভগবান্ ব্যাসদেবের রচিত। কিন্তু গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যেরূপ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" কথাগুলির উল্লেখ আছে, চণ্ডীতে সেরূপ নাই। অর্থাৎ গীতাকে উপনিষৎ বলিয়া উক্তি করিতেছেন; তাহা ব্রহ্মবিদ্যা। চণ্ডী কিন্তু তদ্বিপরীত ভোগপর গ্রন্থ। সুরথ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মেধস মুনির উপদেশে রাজ্য-প্রাপ্তির উপায় অবগত হন। আর সমাধি নামক জনৈক বৈশ্য স্ত্রী-পুত্রাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াও তাহাদের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মেধস মুনির উপদেশে মহামায়ার স্বরূপ অবগত হন। **চণ্ডীতে মহামায়ার বিক্রমই প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত। তাহার মূলমন্ত্র—কামনা-পূর্ত্তি।** রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি প্রভৃতি মহামায়ার নিকট প্রার্থনার কথাই অধিক। মহামায়া ভগবৎশক্তি। তিনি ভগবদিচ্ছাক্রমে অসুরসকলের বিনাশ করিয়া দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীর নিজ শ্রীমুখ-কথা—

সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (চণ্ডী—১২।১২)

অর্থাৎ আমার অনুগ্রহে মনুষ্যগণ সর্ব্ববাধা হইতে মুক্ত হইয়া ধন-ধান্য-পুত্রযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

গীতাতে বিষয়-কামনাকে অল্প-বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামায়া অথবা তদধীন দেবগণের নিকট হইতে ফলকামনার স্বরূপ গীতাতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ (গীঃ ৭।২০)
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। (গীঃ ৭।২৩)

গীতা ও চণ্ডীতে প্রভেদ এই যে—চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত। সুতরাং উহা রাজস পুরাণ। আর গীতা—উপনিষৎ—ব্রহ্মবিদ্যা। রাজস-তামস পুরাণগুলি ভগবান্ ব্যাসদেবের বিরচিত হইলেও উহা ভক্তি-বিমুখের বঞ্চনা মাত্র।

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং ত্রিষু তিষ্ঠতাম্।
ইদং সামাসিকং জ্ঞেয়ং ক্রমশো গুণলক্ষণম্॥
(মনুসংহিতা—১২।৩৪)

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—তিনকালে বিদ্যমান সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য সংক্ষেপে ইহাই জানিতে হইবে। যথা—

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্তর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥ (মনুসং—১২।৩৮)
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥ (মনুসং-১২।৪০)

তমোগুণের লক্ষণ—'কামসেবা', রজোগুণের—'অর্থসেবা' এবং সত্ত্বগুণের—'ধর্ম্মসেবা'। সত্ত্ব প্রকৃতির লোক দেবত্ব প্রাপ্ত হন, রজোগুণের প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করেন, আর তমঃ প্রকৃতির ব্যক্তি তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও গুণ-সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি আছে—

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ (গীঃ ১৪।১৫-১৭)

রজোগুণ প্রকৃতির ব্যক্তি মৃত্যুর পরে কর্ম্মসঙ্গী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যু-অন্তে মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনি প্রাপ্ত হয়।

-সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে "নির্ম্মল," রাজস কর্ম্মের ফলকে "দুঃখ" এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে "অজ্ঞান" বা অচেতন বলা হইয়াছে।

সত্ত্বগুণ হইতে **জ্ঞান**, রজোগুণ হইতে **লোভ** এবং তমোগুণ হইতে **অজ্ঞান**, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

অতএব গুণবিচারে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় রাজস পুরাণ-সেবা না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে শ্রদ্ধালু না হইয়া সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব গীতা ও চণ্ডীতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক ভেদ বর্ত্তমান। চণ্ডী—প্রবৃত্তিমূলা, আর গীতা—নিবৃত্তিমূলা।

গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একটী যোগ। সমগ্র গীতা একটী অখণ্ড যোগশাস্ত্র। এসম্বন্ধে মহাজনোক্তি—"যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের **প্রথম ক্রম**। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া **দ্বিতীয় ক্রম**রূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ **তৃতীয় ক্রম** হয়। তাহাতে ভগবৎ-প্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ **চতুর্থ ক্রম** হয়। এইসমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ড যোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতিক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্ব-ক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন 'ক্রমে' আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত গীতার বলদেবভাষ্যের বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্যানুবাদ—৬।৪৭)

আগামী সংখ্যা হইতে **প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিচার** প্রকাশিত হইবে। ভূমিকার উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গীতার প্রথম কয়েক অধ্যায় পাঠ করিয়া বন্ধ রাখিলে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য বোধ হইবে না। এইজন্য আচার্যের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সুষ্ঠুভাবে সহিষ্ণুতার সহিত গীতোপদেশ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ অসহিষ্ণু শ্রোতা বিরোচনের দশা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচন, উভয়ে ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ লাভার্থ অভিগমন করিয়া ব্রহ্মার প্রথম বাক্য শ্রবণেই অসহিষ্ণু হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট

শ্রুতির বিরুদ্ধ অর্থ অসুর-সমাজে প্রচার করেন অর্থাৎ দেহাত্মবাদের প্রচারক হইয়া যান। গীতা পারমার্থিক শিশুপাঠ্য। সুতরাং ধীরতা ও মনোযোগপূর্ব্বক ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণে—

"প্রার্থনা"

(১)

একি নিদারুণ বার্ত্তা শুনি অকস্মাৎ,
ডুবে গেছে অস্তাচলে মধ্যাহ্নে মিহির!
বুকে যেন হ'ল হায়, অশনি-সম্পাত!
ঝর-ঝর ঝরে অশ্রু হৃদয় অস্থির॥

(২)

ধরার নহগো তুমি, ধ্রুব এ-ধারণা;
নারিল ধরিতে ধরা, গিয়াছ গোলোকে।
হে ধীমান্, সাঙ্গ করি' ধরার সাধনা,
ধেয়-ধনে ধরিবারে সে-লোকে পুলকে॥

(৩)

সেদিনের সৌভাগ্য যে না যায় বর্ণনে,
একদিন প্রভুপাদ মহারাজ-সহ
এসেছিলে আমাদের এ-পল্লী-ভবনে;
সেকথা স্মৃতিতে আহা জাগে অহরহঃ॥

(৪)

কি সুঠাম মূর্ত্তিখানি লাবণ্য-মণ্ডিত,
সারল্যের ঢল ঢল মোহন-মাধুরী!
সুকণ্ঠ-গায়ক ছিলে চিত্ত বিমোহিত,
এখনো শ্রবণে জাগে সে স্বর-লহরী॥

(৫)

নিদারুণ ব্যাধি শুধু দহিয়াছে দেহ,
　　মনের নিকট তুষ্ট পায় পরাজয়।
কাতরতা কোনদিন না দেখেছে কেহ,
　　সদা নাম-গুণগানে আছিলে তন্ময়॥

(৬)

ধন্য গুরু পেয়েছিলে, পদাশ্রয়ে যাঁ'র
　　আশ্রয় লভিয়া শিক্ষা দিলে জনগণে।
কিন্তু আশা না মিটিল শুধু হাহাকার,
　　চলিলে অকালে হায় অকাল-আহ্বানে॥

(৭)

গোবিন্দ-পদারবিন্দে মকরন্দ পান
　　করহে আনন্দ, বসি' ও আনন্দপুরে।
আমাদের আশীর্ব্বাদ কর মতিমান্!
　　এ সংসার-মায়া-মোহে হায় মরি ঘুরে॥

প্রণত—**শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র জানা**
ঝিনুকখালি (মেদিনীপুর) বাং ১৪।১।৫৭

প্রচার প্রসঙ্গ

(১) হুগলী চুঁচুড়ায়—গত ১২ মে, ২৯ বৈশাখ ক্রুকেড্ লেনস্থ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার দার্শনিক বিচার ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সাধারণের বিশেষ বোধগম্য না হইলেও সমাগত উচ্চশিক্ষিত মহোদয়গণ ইহাতে অতীব আকৃষ্ট হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পুত্র সিটি কলেজের বিজ্ঞানের

অধ্যাপক শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র চৌধুরী এম, এস, সি, মহোদয় স্বামিজীর বিচার এবং যুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামিজী মহারাজ অধ্যাপক মহাশয়ের বিনয়-নম্র ব্যবহারে বিশেষ আপ্যায়িত ও প্রীত হইয়াছেন।

(২) ২৪ পরগণা জিলায় বসিরহাট অঞ্চলে ঃ—

(ক) **বাজিতপুর**—গ্রামনিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে **সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহারাজ,** প্রচার-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও অন্যান্য দশমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী ও মঠবাসী সমভিব্যাহারে গত ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে দিবসে উক্তগ্রামে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গাইন মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা হাজারী বাবুর ভবনে উপস্থিত হন। তথায় নিম্নলিখিত স্থানে আদি-অন্তে কীর্ত্তনসহ বক্তৃতাদি প্রচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ মে, ১ জ্যৈষ্ঠ—গ্রামস্থ উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে—সভাপতি-মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ দাসাধিকারী প্রভু সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তৃতা প্রদান করেন। **সভাপতি-মহারাজ এতদ্দেশে যে-যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা "সভাপতি মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধে পৃথক্ প্রকাশিত হইল।** শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ প্রভু অদ্য বক্তৃতামুখে জানান যে, ধর্ম্মের পথ—এক, বিভিন্ন নহে এবং তাহা "মহাজনো যেন গতঃ" প্রমাণানুসারে মহাজন-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত। বদ্ধজীবের খুসীমত "ঢেঁকী ভজন' কিছু ভগবদ্ভজন নহে। এ-বিষয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র-প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন এবং মহাজন-অনুমোদিত মত-বিষয়ে অবহিত করেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারিজী বহুবিধ শিক্ষা-মূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করেন।

১৬ মে, ২ জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে গ্রামের সর্ব্বত্র তারকব্রহ্ম হরিনাম-মহামন্ত্র খোল-করতালে কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যার পর পুনঃ উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে আদ্যন্তে কীর্ত্তন-সহ শ্রীগৌরাঙ্গপদ প্রভুজী ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৭ মে, ৩ জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের আদিগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারিজী-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যাত হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুত প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গনে **সভাপতি-মহারাজ ও তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ সজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী**

প্রভু বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারিজীর বক্তৃতায় বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচিত হয়। তারপর মৎকৃত বক্তৃতান্তে পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারিজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ মে, ৪ জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে শ্রীযুত বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে গৌরাঙ্গপদ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

১৯ মে, ৫ জ্যৈষ্ঠ—সন্ধ্যার পর শ্রীযুত বলহরি মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে গৌরাঙ্গপদ প্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২০ মে, ৬ জ্যৈষ্ঠ— সন্ধ্যার পর শ্রীযুত অবিনাশ বাবুর জামাতা মহাশয়ের বাড়ীতে সভাপতি-মহারাজ প্রথমে বক্তৃতা দেন, তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গপদ প্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন করেন।

২১ মে, ৭ জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে শ্রীশিবনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত ও কীর্ত্তিত হয়।

আচার-নিষ্ঠার আদর্শ

সমিতির প্রচারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ বিশেষ আকৃষ্ট হন। রাত্রে বৈষ্ণবসেবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদের আয়োজন করা হয়। কিন্তু ইঁহারা মৎস্য-মাংসাশী ব্রাহ্মণ বলিয়া সভাপতি ও নিয়ামক-মহারাজ তাঁহাদের আমিষ-সংস্পৃষ্ট বাসনপত্র ও পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মচারিগণ স্বহস্তে নিজ বাসনপত্রাদিতে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুর ভোগ প্রস্তুত করেন। "নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে"—এই বাক্যের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি "দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"—শ্লোকটীর শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে গিয়া কোন প্রকার লৌকিকতা, চক্ষুলজ্জা বা গোঁজামিলের প্রশ্রয় দেন নাই। সমিতির এইপ্রকার নিষ্ঠা দর্শনে গৃহস্বামী ও গ্রামস্থ অধিবাসিগণ বিশেষ আনন্দিত হন।

২২ মে, ৮ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য সন্ধ্যার পর শ্রীযুত শিবনাথ গাইন মহাশয়ের বাড়ীতে সভাপতি-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার মঙ্গলজনক উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ অতীব সন্তোষলাভ ও আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন।

(খ) বসিরহাটে :—

২৩ মে, ৯ জ্যৈষ্ঠ—বাজিতপুর হইতে প্রচারকগণ নিকটস্থ বসিরহাট সহরে

উপস্থিত হন। মাননীয় কবি **শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**, সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ ও **শ্রীযুত চারুচন্দ্র দানাল** মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহে প্রচারকগণ এতদ্দেশে ৩ দিবস ঈশান বোর্ডিংএ অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অদ্য ও পরদিন ১০ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় সভাপতি-মহারাজ যথাক্রমে ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতাদির সারমর্ম্ম "সভাপতি মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম"-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল। বক্তৃতাকাল ব্যতীত অন্য সময়েও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভাপতি-মহারাজের নিকট আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

২৫ মে, ১০ জ্যৈষ্ঠ—নিয়ামক মহারাজ একটু অসুস্থ বোধ করেন। পূর্ব্বোক্ত ঈশান বোর্ডিং হলঘরে শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। দিবাভাগে অপরাহ্ণকালে স্থানীয় তৃতীয় মুন্সেফ মহোদয় তাঁহার সেরেস্তাদার প্রভৃতি ও কয়েকজন বিশিষ্ট উকিল-সহ সভাপতি-মহারাজের নিকট প্রায় ৩৷৷০ ঘণ্টা কাল শাঙ্কর-বেদান্তের অসারতা সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পৃথক্ প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করিব।

(৩) ধরমপুর পল্লীতে—ইহা চুঁচুড়া-সহরের সংলগ্ন একটী পল্লী। চুঁচুড়াবাসী **শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন** ও **শ্রীযুত কৃষ্ণলাল সাহা** মহোদয়দ্বয় এবং কালীমাতাঠাকুরাণীর সেবাইত শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবীর আগ্রহে ও যত্নে ধরমপুর পল্লীতে শ্রীকালীমাতাঠাকুরাণীর প্রাঙ্গনে তিনদিন—১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সমিতি-কর্ত্তৃক পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়। সভায় প্রত্যহ বহুসংখ্যক শ্রোতা ও দর্শকের সমাবেশ হইত। প্রথম দিবস সভাপতি-মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গভীর গবেষণামূলক একটী দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার মর্ম্ম পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতায় আকৃষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি-মহারাজকে এবং এই সমিতিকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদানমুখে প্রার্থনা করেন যে, সমিতির এই প্রচার চেষ্টা সর্ব্বত্র সাফল্যমণ্ডিত হউক; বর্ত্তমানে ইহার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা আছে। প্রথম দিবস ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণলীলা, দ্বিতীয় দিবস ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শ্রীগৌরলীলা এবং তৃতীয় দিবস ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শ্রীরামলীলা ছায়াচিত্রযোগে কীর্ত্তিত হয় এবং শেষ দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের অর্চ্চন ও আরতি এবং শ্রীতুলসী পরিক্রমা করা হয়। ব্রহ্মচারিজী ছায়াচিত্রযোগে রামলীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান

করেন। তাঁহার সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি সাধারণ শ্রোতা ও দর্শকগণের বিশেষ বোধগম্য হওয়ায় সকলেই সাতিশয় আনন্দলাভ করেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী, সহঃ সম্পাদক

সভাপতি-মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম

বাজিতপুরে বক্তৃতার সার অংশ

(১) জীবের পারমার্থিক পরিচয় জাগতিক পরিচয় অপেক্ষা উন্নত। প্রকৃত পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিলে তাহার পিতা, মাতা, গোত্র, গ্রাম, সমাজ, জাতি, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এবং তাহার স্বরূপের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের সেবাধিকার লাভ করে।

(২) 'কর্ম্মাণি আরভমাণানাং'-শ্লোকের মূল তাৎপর্য্য এই যে, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অভাব ; মায়ার রাজ্য—অভাব দিয়াই প্রস্তুত, অভাবই মায়া ; সাধুগুরু-পদাশ্রয়ই এই অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

(৩) সমাজের মূল উদ্দেশ্য—হরিভজন। যে-সমাজের পরিণতি নাস্তিকতা, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। হরিভজন-পিপাসুকে সমাজের সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ ব্যক্তি সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিবেন—কামিনী গ্রহণ করা বিধি নহে। পরন্তু কামিনী হরিভজনের বাধা সৃষ্টিকারিণী। যে পুত্র ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নহে, সে পুত্রকেই ত্যাজ্যপুত্র করা আবশ্যক। নাস্তিককে উপেক্ষা ও সমাজচ্যুত করা সমাজের কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে হরিসভা, ধর্ম্মরক্ষিণী-সভা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য—ছাত্রদের পারমার্থিক জীবন গঠন ; পরন্তু তাহার ধ্বংস-সাধন নহে।

(৪) পরমার্থ জগতের প্রধান সম্বল কর্ণ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা কর্ণকেই শাস্ত্রকারগণ প্রাধান্য দিয়াছেন। পরমার্থ-বিষয়ে কর্ণের দ্বারাই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। যথা—চক্ষুদ্বারা দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা দর্শন আবশ্যক। এইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ত্যাগ করিয়া কর্ণকেই গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই শব্দ-ব্রহ্ম প্রবিষ্ট করাইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গুলির শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করান্।

(৫) ছায়াচিত্রযোগে ভগবল্লীলাদি দর্শনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, পরন্তু তৎসাহায্যে তত্ত্ববিষয়গুলি শ্রবণমুখে শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিচার করা। অদ্য

গৌরাঙ্গ-লীলার পুনরাবৃত্তি হইতেছে দেখিয়া পুরাতন কথা মনে করিবেন না। ইহা নিত্য নবায়মান। তাহা ছাড়া বেদান্ত দর্শন বলেন—'আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ'। ইহাই বেদের উপদেশ।

বসিরহাটে বক্তৃতার সারাংশ

(১) একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে তিনি জানান যে, শাঙ্কর-একদণ্ড-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য—জীবকে ব্রহ্মের সহিত অযথা অভেদ জ্ঞান করা; কিন্তু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের উদ্দেশ্য—'কায়, মন ও বাক্য'—এই তিনটীতে দণ্ডিত করিয়া হৃষীকেশের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করা। জীব ও ব্রহ্মে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমানহেতু একদণ্ড সন্ন্যাস অযৌক্তিক ও অসম্ভব। বিশেষতঃ এইরূপ একদণ্ড সন্ন্যাস কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

অশ্বমেধং গবালম্ভং **সন্ন্যাসং** পলপৈত্রিকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
(মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক)

পরন্তু——ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—১।২।৮৩ সংখ্যা-ধৃত নারদীয় পুরাণ-বচন)

—এই বাক্যানুসারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র সমাদৃত।

(২) "হিন্দুশাস্ত্রে **ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র** জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই প্রসঙ্গ, ঈশ্বরের নামরূপ মহামন্ত্রের উচ্চ-কীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ডি-হিন্দুর বিচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। বর্ত্তমানেও এইরূপ পাষণ্ডীর অভাব নাই, পরন্তু গুর্ব্বাজ্ঞাকারী বৈষ্ণবাপরাধী বহু গৌড়ীয় নামধারীকে জগতে এইরূপ পাষণ্ডী হিন্দুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে দেখা যাইতেছে। ঈশ্বরের সমস্ত নামকেই মহামন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি দেখা যায় না, পরন্তু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকেই মহামন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। **স্বাহা**, প্রণব ও চতুর্থী বিভক্তি সংযুক্ত হইয়া ভগবানের কোন কোন নাম **মন্ত্র** বলিয়া অভিহিত হন; কিন্তু তাহাকে **মহামন্ত্র** বলা হয় না। মহামন্ত্র বলিতে 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকেই' বুঝায়। সুতরাং স্বয়ং মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ এই মহামন্ত্রই যে অসংখ্যাতভাবে উচ্চ-কীর্ত্তন করিতেন, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু অপরাধ-মলিন নাম-বিরোধী পাষণ্ডিগণ ইহা দর্শন করিতে কখনও সক্ষম হইবে না।

(৩) "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥" (চৈঃ চঃ—অঃ ৫।১৩১)

ভাগবতপাঠকের অধিকার নির্ণয় করিতে গিয়া সভাপতি-মহারাজ উল্লিখিত বাক্যটী উদ্ধার করেন। সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যিনি গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র কীর্ত্তনের অধিকারী। সংস্কৃত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা উহা গ্রাহ্য নহে। পরন্তু নিরক্ষর ব্যক্তি শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য কীর্ত্তনে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। ইহার পরিচয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু পরমমুক্ত পুরুষের চরিত্রে প্রতিভাত দেখা যায়।

(৪) **তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত জগদীন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল্ মহোদয়ের** সহিত আলোচনা কালে সভাপতি-মহারাজ বলেন যে—শঙ্করের মত ধর্ম্মজগতের শিশুপাঠ্য-স্বরূপ। যাঁহারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট আলোচনার সুযোগ পান নাই, তাঁহারাই শঙ্করের মত ও বিচারের বহুমানন করেন। বস্তুতঃ গৌড়ীয়-বেদান্ত অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সুমেধা ব্যক্তিরই আলোচ্য। এরূপ উন্নত অধিকারীর সংখ্যা জগতে স্বল্প হওয়াই স্বাভাবিক; পরন্তু নিম্ন অধিকারীর সংখ্যাধিক্য-হেতু শঙ্করের অদ্বৈতবাদের আদর অধিক হইয়াছে। শঙ্করের বিচার অত্যন্ত মোটা বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই আদরণীয়, যেহেতু তাহাতে কোন সূক্ষ্ম বিচার লক্ষিত হয় না। সূক্ষ্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃই তাহার সংখ্যা অল্প। শঙ্কর-দর্শন যে অসার ও অযৌক্তিক, তাহা শিক্ষাদিতে আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি। ভগবজ্‌জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের বিচার-যুক্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার জ্ঞানবাদ লজ্জায় মস্তক উন্নত করিতে পারে না। গৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি সমগ্র বিশ্বকে এই সংবাদ জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরা সমগ্র বিশ্ববাসীর সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

ধরমপুরে বক্তৃতার সারাংশ

(১) শ্রীকৃষ্ণপূজাই নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত চেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু যতদিন জীবগণ গুণাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, ততদিন তাহাদের কৃষ্ণসেবায় সহজে রুচি হয় না। তাহারা ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ আধিকারিক দেব দেবীর পূজায় আকৃষ্ট হইয়া নশ্বর ফললাভে মুগ্ধ থাকে। আধিকারিক দেবতাগণ কৃষ্ণেরই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ফলকামী জীবগণের কামনা পূরণ করেন।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" (ভাঃ ২।৩।১০)

এই শ্লোকটীর বিচার গ্রহণ করিয়া জীবের সর্ব্বকালই সর্ব্বকামপ্রদ কৃষ্ণসেবা মঙ্গলজনক। "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে" অর্থাৎ যেমন একটী বৃহৎ জলাশয়দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জলাশয়ের সমস্ত প্রয়োজনই নিষ্পন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র কৃষ্ণের উপাসনায় জীব সর্ব্ববিধ অনিত্য ও নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥" (গীঃ ৭।২০)—সুকৃতিহীন কামিগণ অন্য দেবতার শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইতে বঞ্চিত হন। যাহা হউক, স্বীয় অধিকারে থাকিয়া তত্তদধিকারী দেবতার বিধিপূর্ব্বক উপাসনা অর্থাৎ অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তত্তদ্দেবতাকে শ্রীভগবানের বিভূতি জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে ভগবানের দাস-দাসী জানিয়া কৃষ্ণকেই সমস্ত চেতন ও অচেতনের মালিক জ্ঞান করিবেন এবং তত্তদ্দেবতার উপাসনা করিতে করিতে তত্তদ্দেবতার অনুগ্রহে তাঁহাদের মূলপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করুন্।

(২) শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও তাঁহার শক্তি নিত্যা। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহার লীলার অবসান হইয়াছে এরূপ নহে। কৃষ্ণলীলা নিত্যা এবং তাঁহার প্রত্যেকটী লীলার অনুষ্ঠান অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ স্বামিজী বলেন যে—জানালার ভিতর দিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধকারী কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ধাবমান কোন অশ্বকে কেবলমাত্র গবাক্ষ-পথে অতিক্রম করা কালটুকুই যেমন দর্শন করেন, গবাক্ষ-পথদৃষ্ট অংশটুকুতে আগমন করার পূর্ব্বে ও পরে অশ্বটিকে দর্শন করিতে না পারিলেও অশ্বটী যেমন বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণলীলাও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য প্রকটিত আছেন। কেবলমাত্র দ্বাপর যুগের অন্তেই প্রকাশিত হইয়াছিল—সত্য, ত্রেতা বা কলিতে সে-লীলা নাই—এরূপ নহে। সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা ও উপদেশগুলি সমাগত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করায় স্বামিজীকে পুনরায় তাঁহাদিগের দেশে পদার্পণের জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, ইং ১৩।৬।৫০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী **৩১শে আষাঢ়** ১৩৫৭, ইং ১৬ই জুলাই ১৯৫০, রবিবার হইতে **৯ই শ্রাবণ** ১৩৫৭, ইং ২৫শে জুলাই ১৯৫০, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, রবিবার—**নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন ও স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা।

১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, সোমবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ী শ্রীশ্যাম-সুন্দর মন্দিরে গমন—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই, শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই, শনিবার হইতে ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা**—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। পরে আরাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২য় বর্ষ | বাসুদেব, ১৬ বামন, ৪৬৪ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৫৭ ; ইং ১৬।৭।৫০ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

(শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্)

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥১॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেন বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ-সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৩॥

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৫॥

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দা রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৭॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৮॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৯॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকের অনুবাদ

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বন-মধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের ন্যায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁহার চরণযুগল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥১॥

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥২॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করতঃ, সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৩॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৪॥

রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া

তদুপকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৫॥

যিনি পরমার্চ্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমল-দলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গন-সুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৬॥

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্ব্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাহি না, কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্ব্বক্ষণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৭॥

হে সুরপতে! শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৮॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৯॥

ইতি শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

চাতুর্ম্মাস্য

সর্ব্ব-শাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি **শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্য-তত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী—একদণ্ডী ও ভক্ত—ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে—

"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ ॥"

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ,—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা

আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ উর্জ্জা-বিধি পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। **ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-বত্র গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই।** উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর শ্রাবণ হইতে সৌর কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে **চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ,** তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। **উর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম** বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-

প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ—ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের **গ্রহণীয়** বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের **বর্জ্জনীয়**-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে-ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমাস কাল ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, **তীর্থস্নান**, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, **অতৈলস্নান** প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্‌পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কাষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। **নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।**

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি-ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য*

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

---

* আমরা গত ৪র্থ সংখ্যার ১২৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কেহ কেহ ইহার বিস্তারিত অন্যান্য কৃত্য-সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত উক্ত প্রবন্ধের "শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য"-সম্বলিত অংশ এই সংখ্যায় ব্রত পালনকারী-গণের সুবিধার জন্য নূতনভাবে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা হইল।

হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে

"হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ ॥
কলায়-কঙ্গুনী-বারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কর্কটীম্ ॥
রম্ভা সৈন্ধব-সামুদ্রে লবণে দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী ॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্ ॥
অতৈল-পক্কং মুনয়ো **হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।**
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদু।"

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত-দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—**এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল।**

পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ

"সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা ॥
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্য-দূষিতম্।
ভাব-দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে ॥"

সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাব-দুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে।

পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা **পরিত্যাগ করিবে**।

আমিষ কাহাকে বলে

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্‌বুধৈঃ স্মৃতম্॥"

জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—**আমিষ-মধ্যে গণিত**।

বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি

"রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বেদ-বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে॥
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যদ্ভবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাৎ পুরুষোত্তমে॥
পলাণ্ডুং লশূনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
যদ্-যদ্ যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি॥"

রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লশুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—**এইসমস্ত বর্জ্জন করিবে**। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের একই কৃত্য ও ত্রিবিধ ব্রত

"ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ **পুরুষোত্তমে** ॥
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী "কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ"।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥
গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে ॥
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন **পুরুষোত্তম-মাসে** প্রশস্ত। **কার্ত্তিক** এবং **মাঘেও** এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ **উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন**—ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রত-পালনের ফল

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে ॥
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ।
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি।
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥"

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত, শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন।

দীপ-দান ও তাহার ফল

"কর্ত্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি ॥

তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইঙ্গুদীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানঘ ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥"

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্যাপন-ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র-বেষ্টিত পান-দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। **শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে।** চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য মন্ত্র,—**

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে ॥"

এই মন্ত্র বলিয়া **নমস্কার** করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥"

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। **নীরাজন-মন্ত্র** এই,—

"নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকা-রমণং প্রেম্ণা কোটি-কন্দর্প-সুন্দরম্ ॥"

অথ **ধ্যান-মন্ত্র,—**

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
বাজদ্‌রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্॥"

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্‌যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

জয়পুর, আজমীর, **মেশানা, পুষ্কর।**
ইত্যাদিক বহুতীর্থ সাবিত্রী-পাহাড়॥
কত যে দেখিনু আমি **কেশব**-কৃপাতে।
তুলনায় বিন্দুমাত্র নাহি স্মরণেতে॥ ৩৪॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি শিবিকা-উপরি।
যবে প্রবেশিল সবে **শ্রীসুদামাপুরী**॥
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য রম্য সুদামা-মন্দির।
ভকত-চরণ যেথা সেবে রঘু-বীর॥

সুদামা-প্রাসাদ নিজ-বাস হ'তে বড়।
বিচিত্র সেবার তাহে বিবিধ সম্ভার॥
ভক্ত-সেবা দেখা'লেন কৃষ্ণ দয়াময়।
কর-পদ্মে সুদামার পাদ প্রক্ষালয়॥
চামর ব্যজন করে রুক্মিণী আপনি।
মূর্ত্তি-ভেদ রমা যিনি শ্রীকৃষ্ণ-গৃহিণী॥ ৩৫॥

মম পূজা হ'তে মম ভক্ত-পূজা বড়।
এ-বাক্যের সপ্রমাণ দেখা'লেন দঢ়॥
কৃষ্ণ সেবিছেন কার্ষ্ণ জীব-শিক্ষা তরে।
বিষয় হইয়া আশ্রয়ের সেবা করে॥
নমি সে সুদামা-পতি, আর সুদামারে।
সর্ব্বাধমা জে'নে কৃপা করহ আমারে॥
এ-বৈভব দেখাইলে **শ্রীকেশব স্বামী।**
কৃপা-ঋণে চির-বদ্ধ থাকি যেন আমি॥ ৩৬॥

'পোরবন্দর' হইতে বাষ্প-যানে চড়ি'।
গোধূলি-লগনে যাই **মূল-দ্বারকা-পুরী॥**
ভক্তসঙ্গে শ্রীদ্বারকা-নাথের শ্রীচরণ।
আর কত দেবী-দেবা অগণিত জন॥
নিশারম্ভ-হেতু হৈল অস্পষ্ট দর্শন।
ভক্তগোষ্ঠী-সহ পুনঃ সুদামা-গমন॥ ৩৭॥

সুদামা হইতে যাত্রা বেট-দ্বারকাতে।
যে আনন্দের কণ কভু না পারি বর্ণিতে॥
আরব সাগরোপরি 'জল-মহাযানে'।
গুরু-গৌরহরি আর ভাগবতগণে॥
কি অপূর্ব্ব শোভা ধরে কিবা মনোহর।
সায়াহ্নেতে অস্তাচলে যবে দিবাকর॥

মহানীল-সিন্ধু-মাঝে সে 'জাহাজ'-খানি।
মুখরিত সদা গুরু-গৌর-জয়ধ্বনি॥
সিন্ধু তার অবিরত দেয় প্রতিধ্বনি।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয় গাহিছে আপনি॥
ভাগবত-জনগণ ভক্তি-রসভরে।
প্রার্থনা করিছে সবে গুরু-গৌরাঙ্গেরে॥
কেহ কেহ মহাজন পদাবলী গায়—
'দয়ার সাগর গৌর-নিত্যানন্দ রায়'॥
রাধা-মাধবের ব্রজ-বিলাস-বর্ণন।
ভক্তিরসে কীর্ত্তন করিছে ভক্তগণ॥
সমুদ্রের সে-দিন কি মহাভাগ্য হ'ল।
গৌর-গোষ্ঠীসহ গৌর বক্ষে বিরাজিল॥ ৩৮॥

পরদিনে দ্বিপ্রহর অস্তমিত প্রায়।
পরিক্রমা পৌঁছিলেন **বেট-দ্বারকায়**॥
দ্বারকার ঘাট-শোভা অতি মনোহর।
মুদ্রা-ছাপ দিল তথা সর্ব্ব-হস্ত-'পর॥
শিবিকাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিবা সুশোভন।
ভক্তগণ আরম্ভিল মহা-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবিরাম 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ।'
সিংহ-নাদে উচ্চারিছে গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
কি অপূর্ব্ব পরিক্রমা কে দেখেছে আর।
বেট-দ্বারকাবাসী দেখে' মহা-চমৎকার॥ ৩৯॥

সঙ্কীর্ত্তনে **শ্রীমন্দির** পরিক্রমা করি'।
তবে ত দর্শন কৈলা **দ্বারকা-বিহারী**॥
ভক্তিভরে শ্রীদ্বারকা-নাথের স্তবন।
বন্দনা করিল সব ভক্ত-মহাজন॥

বৈকুণ্ঠ হইতে বরা শ্রীদ্বারকা-পুরী।
রাজরাজেশ্বর তথা আপনি কংশারি॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য মুনি-মনোহর।
শরতের শশী তথা অকিঞ্চিৎকর॥
দ্বারকা-নাথ কৃষ্ণের পাদ-পদ্মদ্বয়।
প্রস্ফুটিত স্বর্ণ-শতদল তুচ্ছ হয়॥
পাদ-সরোজে নূপুর বাজে কিন্‌-কিনী।
দর্শনে জুড়ায় হেন তাপিত-পরাণী।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
কিবা অপরূপ সাজ দ্বারকা-শ্রীহরি॥ ৪০॥

অপর কক্ষেতে প্রভু **বলরাম** মূর্ত্তি।
যাঁহার কৃপায় জীব লভে কৃষ্ণভক্তি॥
অন্য কক্ষে বিরাজয় **প্রদ্যুম্ন** মহাশয়।
দ্বারকেশাত্মজ প্রভু জয় জয় জয়॥ ৪১॥

অদূরেতে আছে **সব মহিষীর গণ**।
রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী হন॥
মহালক্ষ্মীগণ সব মহিষীর বেশে।
দ্বারকা আসিয়া সেবা কৈল শ্রীনিবাসে॥
আর কত দেব-দেবী শোভে গৃহে-গৃহে।
স্বর্ণ-দ্বারকা দেখিলে মুনি-ঋষি মোহে॥
দ্বারকানাথের পদে এ-মিনতি করি।
তাঁহার কৈশোর মূর্ত্তি সদা যেন স্মরি॥ ৪২॥

(ক্রমশঃ)

—**শ্রীসরোজবাসিনী দেবী**
সাং বানারিপাড়া (বরিশাল)

গীতার বাণী

(৫)

প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পার্ষদ-ভক্ত অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অথ সুখচিদ্ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত-বিচিত্র-জগদুদয়াদিবিরিঞ্চ্যাদি-সংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদি-লীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তৈরেব জীবান্ বহূনবিদ্যাশার্দ্দূলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্দ্ধানোত্তর-ভাবিনোঽন্যানুদ্দিধীর্ষুরাহবমূর্দ্ধ্নি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুনমবিতর্ক্য-সশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহবিমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকর-স্বাত্মযাথাত্ম্যৈক-নিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশৎ।" অর্থাৎ—অচিন্ত্যশক্তি, বিরিঞ্চি প্রভৃতির ধ্যেয় চরণ, সুখ ও জ্ঞানময় পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় সঙ্কল্পদ্বারা এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। তিনি নিজ জন্মাদি লীলাদ্বারা স্বতুল্য ও সহজাত পার্ষদগণের হর্ষবিধান এবং অসংখ্য প্রাণীকে অবিদ্যা-শার্দ্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু নিজ অন্তর্দ্ধানের পর জায়মান অন্য জীবগণের পরিত্রাণেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মতুল্য অর্জ্জুনকে স্বীয় অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা **সম্মোহিতের ন্যায় করিয়া** পুনরায় তাঁহারই মোহ দূর করিবার ছলে ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণকারী গীতোপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছেন।

গীতার প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য প্রস্তাব-সঙ্গতির নিমিত্ত দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। যথা—সংগ্রাম-স্থলে গোবিন্দ ও অর্জ্জুনের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তৎসঙ্গতির জন্য মহামুনি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে রাষ্ট্রকে ধরিয়া আছে, সেই ধৃতরাষ্ট্র; অর্থাৎ অত্যন্ত মায়াবদ্ধ জীব দেহ ও গৃহে রাজা হইলে, নিজ রাজ্যে অত্যন্ত আসক্তি করিয়া থাকে। পাছে অপরে উহার ক্ষতি করে, তজ্জন্য সর্ব্বদা ভয় ও উদ্বেগে কাল-যাপন করে। জন্মান্ধ ও জ্ঞানান্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজ দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ কর্ত্তৃক অন্যায়-ভাবে গৃহীত রাজ্যের প্রতি অত্যাসক্তিহেতু পাছে উহা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গৃহীত হয়—এই আশঙ্কা ও উদ্বেগে নিজ সারথী ও মন্ত্রী গবল্গণপুত্র মহামতি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মবুদ্ধির বৃদ্ধিকারী কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ধৃতরাষ্ট্রের ইহা ধারণা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যখন উভয় পক্ষের

যোদ্ধা সমর-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন এবং রণবাদ্য বাজিতেছে, তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কিছুই দেখিতে না পাইয়া সঞ্জয়কে কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে জিজ্ঞাসা না করিয়া "কি করিয়াছিল" জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত অসঙ্গত ও হাস্যজনক মনে হয়। কিন্তু গম্ভীরান্তঃকরণ ধৃতরাষ্ট্রের তাদৃশ ভাবের হেতু—ধন-গর্ব্বিত অপরিণামদর্শী আমার পুত্রগণ অহঙ্কারমত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল অথবা জগদ্-বিজয়ী ভীম-অর্জ্জুনাদির ভয়ে ভীত হইয়া সমরে বিরত হইল—ইহা একপ্রকার প্রশ্নের তাৎপর্য্য। আবার আমার পুত্রগণ-কৃত সমরায়োজন ও ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ অদ্বিতীয় বীরগণকে বিপক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধর্ম্ম-ভয়ে ও প্রাণভয়ে ভীত পাণ্ডবগণ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিতেও পারেন। অথবা 'ধর্ম্মক্ষেত্র' এই বিশেষণ থাকায় তৎপ্রভাবে দুর্য্যোধনাদির মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাবও সম্ভব, কিংবা সদা ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় অধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্তি না হইয়া বন-গমন-বিচার হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল কিনা—ইত্যাকার প্রশ্ন পুত্রস্নেহগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে উদিত হইবার জন্যই এতাদৃশ প্রশ্ন। এখানে "ধর্ম্মক্ষেত্র" এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা এই গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে যে, ধর্ম্মোৎপত্তির নিকেতন-স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে সমরাভিলাষে সমাগত হইলেও স্থান-প্রভাবে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সুতরাং স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক পাণ্ডব-গণের হৃদয় হিংসারূপ অধর্ম্ম হইতে বিরত হইলে আমার পুত্রগণ অনায়াসে চিরকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে—এই আন্তরিক অভিলাষ। যিনি রাগদ্বেষাদি সম্যক্ প্রকারে জয় করিয়াছেন, সেই সমদর্শী সঞ্জয় রাজাকে বৃথা স্তোভবাক্যে হর্ষান্বিত না করিয়া পক্ষপাতশূন্য কথাই বলিয়াছিলেন।

এখানে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ও 'কুরুক্ষেত্র' উভয় পদেই 'ক্ষেত্র'-শব্দের উল্লেখ থাকায় কোন কোন মহাত্মা এইরূপ অর্থ করেন—'ক্ষেত্র'-পদে 'ভূমি' অর্থ গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির এই ক্ষেত্রের 'ধান্য'-স্থানীয় অর্থাৎ ক্ষেত্রে ধান্য থাকে, অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজই থাকিবেন, অধার্ম্মিকের স্থান অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্য—জল-সেচন ও সেতু-বন্ধনাদি 'কৃষিবল'-স্থানীয় এবং ক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটনের ন্যায় ধর্ম্মপালক ও অধার্ম্মিক নাশকারী কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক 'দুর্য্যোধনাদি অধার্ম্মিক—আগাছা'-গণের ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে উৎপাটন অর্থাৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তৎপরে সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট গিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি আচার্য্যের স্বাভাবিকী প্রীতি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন যে,

পাণ্ডবগণের ব্যূহ আচার্য্য-শত্রু ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রচিত। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনাশ করিবার জন্য যজ্ঞাগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল*। আচার্য্য আবার সেই শত্রুকেই শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিনী সেনা এবং কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগৃহীত হওয়ায় পাণ্ডবদের সৈন্য **পর্য্যাপ্ত** এবং কৌরব-সৈন্য **অপর্য্যাপ্ত**। এই পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত-শব্দে দুই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। পর্য্যাপ্ত = যথেষ্ট, অপর্য্যাপ্ত = যাহা যথেষ্ট নহে। আবার অপর্য্যাপ্ত = অপরিমিত, আর পর্য্যাপ্ত = পরিমিত অর্থাৎ অল্প। দুর্য্যোধনের ধারণায় তাহার সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীণ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম-কর্ত্তৃক রক্ষিত থাকায় ভয়ের কারণ নাই, আর পাণ্ডব-সৈন্য চপল-চিত্ত, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী এবং কেবল গদাযুদ্ধে নিপুণ ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত অতএব দুর্ব্বল। কিন্তু পক্ষান্তরে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি-পদে বৃত হইলেও তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব ছিল বলিয়া তাঁহার সৈন্য পাণ্ডব-সৈন্যসহ যুদ্ধে অসমর্থ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ভীমের অধ্যবসায় পাষাণরেখাবৎ। এইভাবে দুর্য্যোধন আচার্য্যের হৃদয় উত্তেজনাপূর্ণ ও উৎসাহশীল করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে সূক্ষ্মদর্শী ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খ-ধ্বনি করেন। তৎপরে পার্থসারথী ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা কৌরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভয়ের সঞ্চার করিলেন। এইরূপে সকলকেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অর্জ্জুন হৃষীকেশকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রাখিতে বলিলেন।

এখানে 'হৃষীকেশ' অর্থে 'ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক' অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপ প্রেরণা দিলেন যে তিনি যে-সকল বহুমূল্য হিতবাণী উপদেশ

*দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদ বাল্যবন্ধু ছিলেন। দ্রুপদ রাজা হইলে বাল্যসখাকে নিজ রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু যথাকালে দ্রোণ অর্থাভাবে সখা দ্রুপদের নিকট যাচক-বেষে উপস্থিত হইলে তিনি আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পরে আচার্য্য কুরু-পাণ্ডবগণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দ্রুপদকে পরাজয় ও বন্ধনপূর্ব্বক নিজ-সমীপে আনিবার জন্য শিষ্যগণকে আজ্ঞা করেন। একক অর্জ্জুন তদাজ্ঞা পালন করেন। দ্রুপদকে সম্মুখে পাইয়া দ্রোণাচার্য্য তাহার বন্ধন খুলিয়া বাল্য-সখ্যত্ব স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু রাজা ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের বিনাশার্থ যজ্ঞ করেন। তাহাতে যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী) ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়।

করিবেন, তাহা উভয় পক্ষেরই শ্রবণ-গোচর হইবে। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে রথ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ গীতার সাক্ষিত্বে উভয় পক্ষই বর্ত্তমান। সুতরাং উহা সত্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যথাস্থানে রথ স্থাপন করিলে অর্জ্জুন যে-লীলার অভিনয় করেন, তাহা অতীব বিচিত্র। তাহা না করিলে ভগবানের লীলা-পুষ্টি হয় না। এজন্য অর্জ্জুন তথায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইলেন। বৈষ্ণব সাধারণতঃ জীব-হিংসায় কাতর। হিংসা তমোগুণের কার্য্য। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই তাহাতে সম্মত হন না। অর্জ্জুনের তাদৃশ মনোভাব আবার কুল-ধর্ম্মের নাশাশঙ্কাযুক্ত, অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ করিলে কুলক্ষয় হইবে। তাহা হইলে সনাতন কুল-ধর্ম্মের নাশ-হেতু স্ত্রীসকল দুষ্টা হইয়া বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি করিবে। তাহা হইলে কুলোচিত পঞ্চ-যজ্ঞাদি কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। করুণাপারাবার কৃষ্ণচন্দ্র সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করিবার জন্য যে-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উপলক্ষ না হইলে তত্ত্বকথা উপদেশ হইবে না। অতএব তদ্‌বিষয়ে যোগ্য সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্য প্রয়োজন। সেইজন্যই ভগবৎকৃত কৌশলে অর্জ্জুনের এই সম্মোহ।

এস্থলে ইহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আপন' বুদ্ধি করে। দেহের ভোগের যোগানদার যে হইবে সেই আত্মীয়, অন্য সব 'পর'। সেই দেহ-সর্ব্বস্ব জীব দেহের ভোগ-সুখার্থ যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় কর্ম্ম-সাধনে কুণ্ঠিত হয় না। অপরের প্রাণ নাশ করিয়াও নিজ তুচ্ছ জাগতিক ভোগসুখ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। তখন হৃদয় হইতে অহিংস-ভাব দূর হইয়া যায়। কিন্তু উদার-চরিত্র ব্যক্তির স্বভাব অন্য প্রকার। তাঁহাদের চিত্ত বিশ্বের দুঃখে আর্দ্র হইয়া থাকে। নিজ ঐহিক-পারত্রিক সুখ তুচ্ছ করিয়াও পর-দুঃখ-মোচনে ব্যস্ত হন; তাহা নিজ দেহ, নিজ আত্মীয়, নিজ দেশ বা জাতিতে মাত্র আবদ্ধ থাকে না—তখন সমগ্র বিশ্বের দুঃখ দূর করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহারই নাম **দয়া**।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা **দয়া** স্মৃতা॥" (মাৎস্যে)
পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি **দয়ৈষা** পরিকীর্ত্তিতা॥ (একাদশী-তত্ত্ব)

অতএব করুণাসাগর কৃষ্ণচন্দ্রের জীব-দয়ার উপযুক্ত শিষ্য অর্জ্জুন ব্যতীত এক্ষেত্রে তাঁহার লীলার সাহচর্য্য করার দ্বিতীয় কেহ ছিল না বলিয়া অর্জ্জুনের এই অভিনয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়

"কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥" (ভাঃ ১১।৩।১৮)

উক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রীপ্রবুদ্ধ ঋষি আমাদিগকে জানাইতেছেন—মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দুঃখ নাশ করতঃ সুখলাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু ফলকালে বিপরীত ফলোদয় ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখলাভ না হইয়া অধিকতর দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। ইহা যে অতীব সত্যকথা তাহা দু'-একটী দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয়। যথা—অবিবাহিত যুবক বিবাহরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে সুখলাভই উদ্দেশ্য করেন। এই কর্ম্মদ্বারা দুঃখলাভ হউক—এরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু হায়! কর্ম্ম স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না। স্বাস্থ্যবতী ও রূপবতী ভার্য্যা বিবাহের অনতিকাল পরেই কোন ব্যাধি-কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া শীর্ণকায়া চিররুগ্না-রূপে পরিণতা হইলেন, অথবা অল্পকাল মধ্যে সংসার পুত্র-কন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাভাব ও কন্যা-দায় প্রভৃতি নানাবিধ অভাব ও দুঃখের সৃষ্টি করিল, অথবা নয়নমণি-স্বরূপিণী গৃহিণী আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ একটী না একটী বাধা আসিয়া কর্ম্মী-ব্যক্তিকে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি' কাষ্ঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ॥

'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর-সাপ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা॥ (মনঃশিক্ষা)

কর্ম্মলভ্য সমুদয় বস্তু মায়িক, তজ্জন্য পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে আসক্তি ও অনুরাগ স্থাপন—দুঃখ-লাভের হেতু। কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন—

"নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্ম-মৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।১৯)

(অর্থাৎ—নিত্যকাল দুঃখপ্রদ, অত্যায়াসলভ্য, আত্মমৃত্যুজনক এই বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে-সকল অনিত্যবস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের দ্বারা মানবের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখলাভ হয় না)—শ্লোকটী বুঝিতে পারে, তখনই তাহার প্রকৃত সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের যোগ্যতা লাভ হয়। তখনই সে "এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্" বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত **জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্**।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)

—এই ভাগবতীয় নির্দ্দেশ পালন করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্মে নিষ্ণাত রাগাদিশূন্য গুরুপাদপদ্মে শাশ্বত কল্যাণ জানিবার উদ্দেশ্যে শরণ গ্রহণ করে। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত-দর্শনেও চরম কল্যাণের জিজ্ঞাসু ও অধিকারী নির্ণয় করিতে গিয়া এই বিচারই সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। 'অথ'-শব্দের অর্থ 'অনন্তর' অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল বা শান্তি লাভ করা সম্ভব নহে—এইরূপ অভিজ্ঞান হইলে পর জীব ব্রহ্ম-বস্তুর বা নিত্য-বস্তুর অনুশীলনে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

যতদিন না জীবের এরূপ অধিকার লাভ হয়, ততদিন তাহার প্রকৃত গুরু-

পদাশ্রয় অসম্ভব। গুরুদেবের কৃপায় আমি কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব, আমি রোগমুক্ত হইব, আমার মামলায় জয়লাভ হইবে, আমার অর্থাভাব দূরীভূত হইবে, আমার সংসারে সুখ বিরাজ করিবে—ইত্যাকার চিন্তাস্রোত-বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুপদাশ্রয়ের প্রকৃত ফল-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেব যদিও এইসমস্ত অভীষ্ট বস্তু প্রদানে সক্ষম, তথাপি শিষ্যের কল্যাণের জন্য তিনি শিষ্যকে এবিষয়ে প্রশ্রয় না দিয়া "সন্ত এবাস্য **ছিন্দন্তি** মনোব্যাসঙ্গম্ **উক্তিভিঃ**"—বাক্যের আচরণ-কর্ত্তা-স্বরূপে তাহার বিষয়-বাসনারূপ আসক্তি-গ্রন্থিগুলি শাস্ত্রবাক্যের কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করতঃ নিজ শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন। কোন কোন প্রচুর সুকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ চিত্তবৃত্তিযুক্ত হইয়াও সদ্‌গুরুর কৃপা পাইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ সুকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি বিরল। সাধারণতঃ তাহারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে কামনা পূরণকারী কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী প্রভৃতি ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিয়া প্রকৃত গুরুপদাশ্রয়ে বঞ্চিত হন।

অসদ্বস্তুতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, জগতে কি আর সদ্‌গুরু আছেন! সদ্‌গুরু এখন আর মিলে না। তাহাদের এ'কথা কোনও প্রকারে সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ এই দুঃখময় সংসারে জীবগণকে চিরদিনের জন্য মায়া কর্ত্তৃক ত্রিতাপ ভোগ করানই ভগবানের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু স্নেহবশে শাসন করতঃ তাহাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বকালই তাঁহার নিজজনগণকে এ-জগতে বর্ত্তমান রাখেন। তাহা না হইলে জীবের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় হয়। পরন্তু আমরা অসৎগ্রাহী বলিয়া সৎ বস্তুর প্রতি বিরুদ্ধ স্বভাব-বিশিষ্ট; সুতরাং সদাশ্রয় না করিয়া অসদাশ্রয়ে রুচিবিশিষ্ট হই। কিন্তু সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত নিত্যা পরা শান্তি লাভ করার আর অন্য উপায় নাই—ইহাই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণাদির সর্ব্বতোমুখী অভিমত।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
সহঃ সম্পাদক

স্বধামগত শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণে
দীনের শোকাশ্রু

প্রভাতে হেরিনু প্রাচী-দিক্-মূলে
শোভে না কনক-বরণ-রবি।
নীলিমার তলে প্রকৃতির দেহে
ফুটিয়া উঠেছে **বিরহের ছবি** ॥১॥

নীরবে বিটপী কাঁদে নতশিরে তৃণদল।
কাঁদে নদী কুলু-নাদে স্তব্ধ বায়ু চলাচল॥
ব্যথায় নীরবে রয় নীলাকাশে পাখীকুল।
বাগানে পাদপ-লতা মলিন যতেক ফুল ॥২॥

শোকের আবেগে বিষাদে মগনা,
কুসুম-কুন্তলা ধরণী দেবী।
গাহে শোক-গাথা নীরব ভাষায়,
ভাসি' আঁখি-নীরে পুলিনে কবি ॥৩॥

সুনীল-সরসী-হৃদয়ে ঊর্ম্মি
নাচে না রঙ্গে পুলকভরে।
কমলে মধুপ গাহে নাকো গান,
কেনগো এরূপ কিসের তরে ॥৪॥

যা'র মুখপানে চাহি'
সুধাই কিসের ব্যথা।
ঝরে অশ্রু আঁখি হ'তে
ফুটে না বদনে কথা ॥৫॥

শুধু করে হায়! হায়!!
আন-কথা নাহি কয়।
মরুর মারুত-প্রায়
তপ্ত শ্বাস বাহিরায় ॥৬॥

প্রকৃতির হেন কঠিন সময়ে
শ্রীগৌড়ীয়-সহায়ে বার্ত্তা আসিল।
অকপট-চিতে শ্রীগুরু-সেবক
অনঙ্গমোহন স্বধামে চলিল ॥৭॥

শুনিয়া সে কথা আকুল পরাণে
কতই কাঁদিনু দিবস-যামিনী।
ঝরিল অশ্রু বারি-ধারা-প্রায়
শুনিয়া **অনঙ্গ-অপ্রকট-বাণী** ॥৮॥

হে ব্রহ্মচারিবর!
হ'য়েছিল মোর সৌভাগ্য যেদিন,
হেরিবারে তোমার ঐ নির্ম্মল বদন।
আমারি এ-পর্ণ কুটীর-মাঝারে,
সেদিনের কথা মনে পড়িল এখন ॥৯॥

জানিতাম যদি তুমি এত শীঘ্র,
ত্যজিয়া মরত-ধরা যাইবে চলিয়া।
তা'হলে কি আমি, ওহে ব্রহ্মচারি!
দুর্লভ তোমার সঙ্গ দিতাম ছাড়িয়া ?১০॥

শুনিতাম সুধা-মাখা হরিনাম,
সুদীর্ঘ রজনী-দিবা নিকটে বসিয়া।
জুড়ায়িতাম এ'ভব-দাবানলে দগ্ধ
হিয়া মোর তব নামামৃত দিয়া ॥১১॥

মানবের হিত-তরে গৌর-ধর্ম্ম আচরিয়া।
প্রতি জীব-ঘরে-ঘরে হরিনাম বিতরিয়া ॥
অগাধ শোকের জলে চিরতরে নিজ-জনে।
ভাসাইয়া গেলে চলি' নিত্যধাম ব্রজবনে ॥১২॥



যাও **অনঙ্গমোহন** শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে।
অনন্ত অখণ্ড কাল বসি' যুথে নিরঞ্জনে,—
সেবহ শ্রীরাধাশ্যাম **সজল-তুলসী-মনে,**
যাহা সদা ভেবেছিলে তব সাধন-জীবনে ॥১৩॥

ওখানে বসিয়া করগো আশীস্,
　　তোমার আশীসে যেন নিশিদিন।
মায়ার বাঁধন করিয়া ছিন্ন,
　　হ'তে পারি যেন সেবক দীন ॥১৪॥

কৃপাপ্রার্থী—
দীন শ্রীহরিদাস রায়। নারমা, মেদিনীপুর।

শ্রদ্ধা

'শ্রৎ'-'ধা'-ভাবে 'ঙ' স্ত্রিয়াম্ 'আপ' প্রত্যয় করিয়া 'শ্রদ্ধা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ বিশ্বাস, আদর, স্পৃহা ও ভক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রদ্ধা শব্দের পর্য্যায়-বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'শ্রৎ'-শব্দের অর্থ ভক্তি, 'ডুধাঙ্' ধাতুর অর্থ ধারণ। ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ, ধ্যান ও চিন্তনের স্পৃহাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চারিতামৃতের ভাষায় জানিতে পাই যে—

'**শ্রদ্ধা**'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

প্রকৃত বস্তুতে প্রকৃত বস্তুর জ্ঞানকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বলে। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হইলে ইহাকে বিশ্বাস বলা হয় না—ইহাকে ভ্রম বা অন্ধ-বিশ্বাস বলা হয়; কারণ অন্ধকারে ঈষদ্দর্শনাভাস-প্রযুক্ত মনুষ্য রজ্জুতে সর্প বিশ্বাসে ভয় প্রাপ্ত হইলেও যেমন সেই রজ্জুই প্রকৃত সর্প নহে, তদ্রূপ অসম্যক্ জ্ঞানাভাসপ্রভাবে কেহ যদি অপ্রকৃত বস্তুতে ভ্রমবশতঃ প্রকৃত-বুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকে, তাহাও 'বিশ্বাসে' পর্য্যবসিত হইতে পারে না।

কোনও উচ্চ প্রদেশের শিখরে আরোহণ করিতে হইলে, প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে আরোহণ করিতে করিতে যেমন তাহার শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়, পরন্তু লাফাইয়া বা ডিঙ্গাইয়া আরোহণ করা যায় না, অথবা জোরপূর্ব্বক ডিঙ্গাইয়া অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে আরোহণের পরিবর্ত্তে যেমন হাত-পা ভাঙ্গিয়া চিরতরে বিকল-মনোরথ হইতে হয়, তদ্রূপ অতি উন্নত উজ্জ্বল রসের একমাত্র আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ জীব-হৃদয়ে শ্রদ্ধোদয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে; এই সম্পর্কে শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা—

আদৌ **শ্রদ্ধা** ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

উপরি উক্ত ক্রম-পথানুযায়ী ভজন-বলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করা সম্ভব হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু জগজ্জীবগণের মঙ্গল বিধানার্থ উক্ত শ্লোক অবলম্বনে ভজনের ক্রমসমূহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের **'শ্রদ্ধা'** যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-১৩)

শ্রদ্ধা জীবের সৌভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হয়। চরিতামৃতোক্ত পয়ারে জানা যায় যে, "কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়"—অর্থাৎ কোনও সুকৃতি-বলে যদি শ্রদ্ধা জন্মে, তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। 'ভাগ্য'-শব্দে এখানে সুকৃতিকে উদ্দেশ করিতেছে। ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ **জাত-শ্রদ্ধস্তু** যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ (ভাঃ ১১।২০।৮)

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুকৃতি-বলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের স্বেচ্ছায় ভগবানের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না জন্মায় অথবা শুষ্ক বৈরাগ্য ও কর্ম্মমার্গে অনাসক্ত ভাব না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তিযোগ তাহার পক্ষে সিদ্ধি-দায়ক হয় না।

এখানে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয় যে, সুকৃতিই বা মানবের কি প্রকারে আসিতে পারে?—

তদ্বিষয়ে বলা যায় যে, 'কৃতি'-শব্দে 'কর্ম্ম' বা 'ক্রিয়া' ও 'সু'-শব্দে 'উত্তম' বুঝায়। উত্তম ক্রিয়া বা কর্ম্মদ্বারা মানবের সুকৃতি অর্জ্জন সম্ভব হইয়া থাকে। যে-সকল কর্ম্মদ্বারা মানবের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতমঃ দূর হইয়া জ্ঞানালোক-প্রকাশ-পথের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তাহাকেই উত্তম কর্ম্ম বলা হয়। হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মই উত্তম কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত জগতে অন্য যত কর্ম্ম

আছে, সবই 'কর্ম্ম-বন্ধন' বলিয়া কথিত হয়। অতএব যে-সকল জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে অসৎ-কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা অর্থাৎ—দেব, দ্বিজ, গো, অতিথি-সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা কিঞ্চিৎ পুণ্য অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাদেরই সুকৃতি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ সৎকর্ম্ম-প্রভাবে কোন কোন জীব নির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সেবা ও উচ্ছিষ্টাদি লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সুকৃতিবান্ হইয়া থাকে। ইহা যে-কোনও জন্মে সম্ভব।

অজ্ঞান-কৃত সুকৃতির উদাহরণ-স্বরূপ একটী পৌরাণিক প্রসঙ্গ বলা যায়—কোনও দেব-মন্দিরে একটী ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছিল। উহা ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইতে চলিলে একটী মূষিক সেই প্রদীপের ঘৃতলোভে তাহা হইতে ঘৃত ভক্ষণ করিতে গিয়া প্রদীপের পলিতা ধরিয়া টান্ দেয়। তাহাতে নির্ব্বাপিত-প্রায় প্রদীপটী বেশ জ্বলিয়া উঠায় দেব-মন্দির সুন্দর আলোকিত হয়। ইহাতে উক্ত মূষিকের দেবালয়ে আলোক প্রদান-হেতু সুকৃতি হইয়াছিল।

ভগবদ্ভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমস্তই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কাজেই এতাদৃশ ভক্তের সংসারস্থিত চাকর-কর্ম্মচারী, গরু-মহিষ, কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি প্রাণিগণও কৃষ্ণ-সেবার সহায়করূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহারাও ভক্তগৃহে থাকা-হেতু কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। এবম্প্রকারেও জীব-সমূহের অজ্ঞাতভাবে ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কৃপা-বলে সংসারী বদ্ধজীবগণেরও সুকৃতি হইয়া থাকে।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

সাধুগণ নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কোনও দিন ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়ে জগজ্জীবগণের দ্বারে প্রার্থী হইয়া গমন করেন না। পরন্তু মায়াবদ্ধ নিতান্ত সংসারাসক্ত জীবগণের কল্যাণ-সাধনার্থ, তাহাদের অর্জ্জিত বিত্তসমূহের কণামাত্র ছলে-বলে, কলে-কৌশলে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করিবার নিমিত্তই জীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া থাকেন। জীবগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের অর্জ্জিত বিত্তের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় লাগাইয়া দেন—ইহাতেও অজ্ঞাত-

সুকৃতি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। এইরূপ বহুজন্মের সঞ্চিত সুকৃতিবলে জীবহৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

এই শ্রদ্ধাকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম,' 'মধ্যম,' 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—**'কনিষ্ঠ' জন।**
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪-৬৭)

অতএব শাস্ত্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন শ্রদ্ধা, শাস্ত্রযুক্তি-অপেক্ষা-হীন শ্রদ্ধা ও কোমল-শ্রদ্ধা—এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরু-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রপ্রভাবে কেবলমাত্র—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

অর্থাৎ যে ভক্ত শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহে সাক্ষাৎ ভগবৎবুদ্ধি আরোপ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ভক্তের পূজা করে না, সেই **কনিষ্ঠ ভক্ত**।

শাস্ত্রযুক্তি-অপেক্ষা-হীন দৃঢ়শ্রদ্ধব্যক্তি—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)

যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, তদীয়ে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, ভগবান্ ও ভক্ত-দ্বেষিজনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি **মধ্যম ভক্ত**।

শাস্ত্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন দৃঢ়শ্রদ্ধব্যক্তি—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তুতে ভগবানের সত্তা অনুভব ও দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই **উত্তম ভক্ত**।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যাঁহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে এবং সেই সকল কর্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে, যিনি কামভোগ-সকলকে দুঃখের পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন কিন্তু পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, সেই শ্রদ্ধালুভক্ত 'ভক্তিদ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে' বলিয়া দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া শ্রীভগবানের ভজন করিতে থাকেন।

অতএব শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে উহা বহুপ্রকার হইলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে তাহার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সেবা লাভ করা যাইতে পারা যায় না—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভিষগ্‌রত্ন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সুচারুরূপে ও বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভক্তগণ ও মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনসকল এই উৎসবে যোগদান করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "যজ্ঞেশ-মখা-মহোৎসবাঃ" ও "তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্" প্রভৃতি প্রচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া কামিনীমজা, গুরুত্যজা, কিশোরীভজা, কর্ত্তাভজা, ভজনখাজা, কনকমজা প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি তদনুকরণে তত্তৎকালে নানারূপ চিঠিপত্র বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা উৎসবাদি পালনের ভাণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে পরশ্রী-কাতর

না হইয়া ঈর্ষা-হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমিতির প্রকৃত অনুসরণ ও আনুগত্যের জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বিগত ৩২শে আষাঢ় শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর "কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ"—গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "উদিল অরুণ পূরবভাগে", "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি," "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার" প্রভৃতি উষঃ-কীর্ত্তন হয়। পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল ঠাকুরের জীবনী ও তাঁহার স্বলিখিত প্রবন্ধ ও উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে সমাগত ভক্তমণ্ডলী প্রসাদ পাইবার পর প্রত্যেকেই স্ব স্ব সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। কেহ কেহ শ্রীল ঠাকুরের লিখিত প্রবন্ধাবলী, উপদেশাবলী ও তাঁহার রচিত সংস্কৃত অষ্টকাদি আবৃত্তি ও আলোচনা করিতে থাকেন, কেহ কেহ রাত্রে মহোৎসবের বিবিধ আয়োজনে ব্যস্ত হন, আবার কেহ কেহ অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত অধিবেশন-সভার সভামণ্ডপে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য-মূর্ত্তির সিংহাসন সজ্জিতকরণে তৎপর হন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সভার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ও মাল্যচন্দন-ভূষিত শ্রীল ঠাকুরের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তি সুশোভিত সুউচ্চ মণ্ডপোপরি বিরাজিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে মঙ্গলাচরণ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে "শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্," "শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ," পঞ্চতত্ত্ব, "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর," "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর," "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি অষ্টক ও বিরহ-সূচক গীতি কীর্ত্তিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মূলগায়কত্ব করেন। অতঃপর সভাপতি-মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসীজী শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনা করেন। সভাপতি-মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এই বিরহ-তিথিতে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মূল্যবান্ সারগর্ভ উপদেশ দান করেন, তাহা যথাসম্ভব প্রবন্ধাকারে **"সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা"**-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে শ্রীপত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সভান্তে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যা-আরাত্রিক সম্পন্ন হয়, পরে সমাগত আহূত-অনাহূত সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণকে ও জনসাধারণকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় চুঁচুড়া-সহরস্থিত নিম্নলিখিত কতিপয় উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত থাকিয়া

সমিতির সদস্যগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীযুত কালীপদ দাস, পুলিশ-ইন্সপেক্টর; শ্রীযুত আশুতোষ রায়, ভেটারীনারী ইন্সপেক্টর—হুগলী-হাওড়া; শ্রীযুত ননীগোপাল বসু, রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার; শ্রীযুত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বি-এল উকিল; শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র গাঙ্গুলী, ক্লার্ক, ই, আই, রেলওয়ে; শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন; শ্রীযুত মাখনলাল বসু, মোক্তার; শ্রীযুত পবিত্রচরণ দত্ত; ডাঃ শ্রীযুত পুলিনবিহারী গুহঠাকুরতা; শ্রীযুত সুবলচন্দ্র নন্দী, মার্চ্চেণ্ট, শেওড়াফুলী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—প্রকাশক

পরলোকে শ্রীহরিসাধন ব্রজবাসী



দেহত্যাগের স্থান ও কাল

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, বিগত **৭ই আষাঢ় ১৩৫৭**, ইং ২২শে জুন ১৯৫০, **বৃহস্পতিবার, নিশান্তে তিন (৩) ঘটিকার সময়** শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিম উপকূলে ষোল-ক্রোশ নবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত **শ্রীকোলদ্বীপ-ধামে** (বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে) সর্ব্বসজ্জন-পরিচিত, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ, পরমভাগবত **শ্রীশ্রীমদ্ হরিসাধন দাস ব্রজবাসী** মহোদয় ঐহিক লীলাসমূহ চির-তরে সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে অকূল বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়া-কলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উজ্জ্বল নক্ষত্র-পঞ্চক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবাময় আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ক্রমে-ক্রমে একটী একটী করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ—শ্রীনামভজনানন্দী পরম-ভাগবত **শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস ব্রহ্মচারী**, দ্বিতীয়তঃ—সেবাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমী বৃদ্ধ **শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী** (নিতাই ঠাকুর), তৃতীয়তঃ—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠসেবক ও নিজজন, অজাতশত্রু **শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরহরি**, চতুর্থতঃ—আর্ত্ত, শরণাগত, গুরুসেবৈকনিষ্ঠ, পরমবিশ্রম্ভ সেবক **শ্রীশ্রীমদ্ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী বাবাজীবন**, পঞ্চমতঃ—আমাদের চির আদরের এই **"সাধন প্রভু।"**

বৈষ্ণবের বিচ্ছেদই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিন। একে-একে উক্ত মহাজন-পঞ্চকের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় এত ব্যথিত হয় যে, শীঘ্রই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা আমার ন্যায় ঘৃণিত ও অযোগ্য ব্যক্তিকে সাদর আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিত্যসেবায় নিযুক্ত করুন্—ইহাই তাঁহাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

সাধন প্রভুর নিরপেক্ষতা

হরিসাধন ব্রজবাসী শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত, আশ্রিত ও স্নিগ্ধ সেবকগণের অন্যতম। তিনি পঁচিশ (২৫) বৎসরের অধিককাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবাকল্পে সংসারের যাবতীয় মায়া-মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মঠবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা-সম্বরণের কিছুকাল পর শৃগাল-বাসুদেব, নৈশাসুর, অঘাসুর, রজকাসুর, রৈবতাসুর, কালনাগ, ত্রিদণ্ডগ্রাহী রাবণানুচর তাড়কা-পতি সুন্দর প্রতাপে আত্মবিনাশ না করিয়া তিনি 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই একনিষ্ঠ গুরুসেবকগণের ভজনানুকূল স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ প্রতিষ্ঠান' জ্ঞান করিয়া তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করেন।

সেবার নৈরন্তর্য্য

তাঁহার দৈনন্দিন সেবার তালিকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি সেবায় কিরূপ 'নৈরন্তর্য্য' লাভ করিয়াছিলেন। নিশান্তে রাত্র ৪ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া সমিতির প্রাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের জাগরণ করাইতেন। তৎপর মঙ্গলারাত্রিক শেষ করিয়া ঠাকুরের অর্চ্চন-পূজাদির বৈধ সেবাকর্ম্ম সমস্তই নিজ-হস্তে করিতেন। ভোরে উষঃ-কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও মঠবাসী সেবকগণের নিকট

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন। তৎপর পূজার্চ্চন সমাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহের ও মঠবাসী সেবকগণের স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগ দিয়া আরতি করিতেন। পরে সকলের প্রসাদ-সেবা হইলে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন দিয়া উচ্চস্বরে একলক্ষ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেন। অপরাহ্ণ-বেলায় অর্চ্চনের রীতি-অনুসারে পুনরায় ঠাকুর জাগাইয়া বৈকালি-ভোগ দেওয়ার পর পুনরায় ঠাকুর ও তাঁহার সেবকগণের নৈশ ভোগের আয়োজন ও তাহার রন্ধন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমি শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে রান্না করিয়া থাকি ; সুতরাং রান্না খারাপ হইবে কেন? যাহারা নিজেদের কৃতিত্বে রান্না করে, তাহাদের উহা ভোগে লাগে না ও তাহা ভাল হয় না।" রন্ধন-কার্য্য সমাপন করিয়াই সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের নিয়মানুসারে তিনি প্রত্যহই কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। তাঁহার সুমধুর সুললিত ভাটিয়াল সুরের পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। পাঠ সমাপন করিয়া সন্ধ্যা-আরতি করিতেন। পরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর নৈশ-ভোগ দিবার পর শয়ন দিয়া সকলের প্রসাদ পাইবার পর নিজে প্রসাদ সেবা করিতেন। ইহাতে রাত্র কোনও দিন ৯টা, কোনও দিন ১০টা বাজিয়া যাইত। তৎপর কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া নিজ ভজনানুকূল লীলা-স্মরণাদিতে মগ্ন থাকিতেন।

বার্দ্ধক্যেও সেবোৎসাহ

সাধন প্রভুর ন্যায় ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে অক্লান্তভাবে দিবারাত্র এরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে পরম উৎসাহের সহিত সেবার এইপ্রকার আদর্শ অতীব বিরল। প্রতিপদে প্রতিক্ষণে প্রতি সেবোপকরণেই আমরা তাঁহার অভাব অনুভব করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। ভগবান্ কি এরূপ সেবকের সঙ্গ আর মিলাইবেন !!!

নিরভিমান ও বৈরাগ্য

ব্রজবাসী প্রভুর দৈন্য ও বৈরাগ্যময় জীবনের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তাঁহার জীবনে কোনও দিনই ভাল পরিধান, ভাল ভোজন, ভাল স্থানে শয়ন ইত্যাদি কোনও কিছুরই ভোগ-বিলাস আদৌ লক্ষ্য করা যায় নাই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও সময়ে একখানা বড় কাপড় পরিধানের জন্য দিতে চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে আপত্তি জানাইয়া ৬ হাত বা ৭ হাত অল্প বহরের মোটা কাপড় চাহিয়া লইতেন। কোনও সময় সাত আট বৎসরের বালক তাঁহার নিকট আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদাদি কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি উক্ত

বালককেও 'আপনি' বলিয়া গৌরব-সূচক সম্বোধনে কথা বলিতেন। ইহা আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে দেখা যাইত।

সেবা-সাহায্য

যদি কেহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আনুগত্যে থাকিয়া পারমার্থিক জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাকে যত্ন করিয়া তাহার ভজনের প্রচুর সাহায্য করিতেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবার্চ্চনের দ্বারা কি-প্রকারে শ্রীভগবানের প্রেম-প্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা তিনি মঠের বহু সেবককেই শিক্ষা দিয়াছেন।

সাধন প্রভুর শেষ শিক্ষা

সর্ব্বশেষ তাঁহার একটী হৃদয়বিদারক কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। তিনি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে থাকিয়াই তাঁহার শেষ সেবাময় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাইবার জন্য আলোচনা হইতে থাকিলে তিনি তাহাতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, "বৈষ্ণবদের আদেশ হইলে আমি নিশ্চয়ই যাইব। আমি আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রশ্রয় দেওয়াকে বৈষ্ণব-সেবা বা আনুগত্য-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি না"। এ-অধম তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গঙ্গা-তীরে নবদ্বীপে বাসের সুযোগের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি আমাকে অতি সুন্দর একটী শিক্ষা দিয়া যান। তিনি বলিলেন—"আমি আপনার আদেশ পালনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। বৈষ্ণবের আদেশ পালনেই ভগবানের সেবা এবং তাহাই প্রকৃত অর্চ্চন। যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ থাকেন, সেই স্থানই নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের সেবা করিলেই কোটী কোটী জন্মের গঙ্গাস্নানের ফললাভ অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু পাওয়া যায়। সুতরাং আমাকে ভৌম নবদ্বীপ ও ভৌম গঙ্গার কথা বলিয়া বঞ্চিত করিবেন না। আমার এইস্থান হইতে অন্যত্র যাইবার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। তবে আপনার আদেশ হইলে আমি এক্ষণই ইহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" আমার ন্যায় দুর্ভাগার পক্ষে ইহাই তাঁহার শেষ শাসন ও শেষ শিক্ষা। আমার ন্যায় নিষ্ঠুর পাষাণ-হৃদয় তাঁহার শেষ ইচ্ছা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিল। তাই তিনি আমার ন্যায় নির্ম্মম-হৃদয় দুর্ভাগাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে চিরতরে তাঁহার সেবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। নবদ্বীপ হইতে তাঁহার শেষ পত্রখানিও আমাকে বড়ই ব্যথিত করিতেছে। পরম সুহৃদ্ শ্রীল ঠাকুর নরহরিও আমাকে এরূপ বঞ্চনা করিয়া

একটী সুদীর্ঘ পত্রদ্বারা তাঁহার শেষ নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করেন। আমার তাহাই বর্ত্তমানে একমাত্র জীবাতু।

সাধন প্রভো! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার আনুগত্যময় সেবা-কুঞ্জে স্থান দিবেন—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

—জনৈক হতভাগ্য দীন সেবকাভাস

পরলোকে গোপেশ্বর বাবু

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, সোমবার সকাল ৯-৩০ মিনিটের সময় আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু মাননীয় **শ্রীযুত গোপেশ্বর পাত্র বি, এল্,** মহোদয় ঐহিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুর-সহরের প্রাচীন ও প্রবীণ উকিলগণের অন্যতম। তাঁহার ব্যবহার-জীবন অপেক্ষা পারমার্থিক-জীবন বিশেষ আদরণীয়। তিনি শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আকৃষ্ট হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজের কৃপা লাভ করেন। দীক্ষাকালে তিনি **'গোপীনাথ দাস অধিকারী'**—এই ভগবদ্দাস্যপর নাম-সংস্কার লাভ করেন! মেদিনীপুরে পঞ্চোপাসনা, পাঁচমিশালী, গ্রাম্যাশ্রম সঙ্ঘ, 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের প্রচার-কেন্দ্র অপেক্ষা শুদ্ধভক্তি-কেন্দ্র স্থাপনে তাঁহার যে উদ্দম, উৎসাহ ও চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহার ন্যায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্নিগ্ধ সেবক অতীব বিরল। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই উক্ত মঠের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ব্যবহার-জীবনে ওকালতি করিতে গিয়া সত্য-মিথ্যা লইয়া সময় অতিবাহিত করিতে হইলেও পারমার্থিক-জীবনকে ধ্বংস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যিনি যে-কোনও অবস্থায়ই থাকুন না কেন, পারমার্থিক-জীবনই প্রকৃত জীবন ও মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও জড়বাদীর ন্যায় দম্ভ-অহঙ্কারাদির অধীন না হইয়া "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" বাক্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, তাঁহার প্রতি অসৎ লোকের নিন্দাদি শ্রবণে সহিষ্ণুতা—সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর কিয়দংশমাত্র আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার চেষ্টা পাইলাম।

গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-দিবসেই তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মেদিনীপুর-সহরস্থ উক্ত **শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের তত্ত্বাবধানে ও পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৌরহিত্যে পারলৌকিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। রঘুনন্দনের অশুদ্ধ স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধের অনুপাদেয়তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি সর্ব্বসজ্জনপূজ্য শ্রীশ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ সাত্বত-স্মৃতি—**সৎক্রিয়াসার-দীপিকার** বিধান-অনুসারে বিষ্ণু-নৈবেদ্যদ্বারা তাঁহার পতির পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে আমরা তাঁহার সৎসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বৈষ্ণব-পতির বিয়োগে বৈষ্ণব-বিরহ-ব্যথা সর্ব্বতোভাবে অনুভব করাই সহধর্ম্মিণীর পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা তাঁহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা ব্যতীত দূর হইতে আর অন্য কোনও প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত।

—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

২৯ বামন, ১৩ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই, শনিবার, পূর্ণিমা দি ১০।৫। **পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।** শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর, ১৮ শ্রাবণ, ৩ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৯।১৪। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর, ২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট, রবিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ২।৬। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

১১ শ্রীধর, ২৪ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ৭।৪৮। **কামিকা একাদশীর উপবাস।**

১২ শ্রীধর, ২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৯।১১। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

ভাদ্র, ১৩৫৭

২৫ শ্রীধর, ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট, বুধবার—গৌরৈকাদশী রা ১।২৯। **পবিত্রা-রোপণী একাদশীর উপবাস।** শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ এবং চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৬ শ্রীধর, ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১।৩৭। **দি ৭।২ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রা-রোপণ উৎসব। শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব; মতান্তরে পরাহে।

২৯ শ্রীধর, ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, রবিবার—পূর্ণিমা রা ৮।১৫। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। **শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।**

১ হৃষীকেশ, ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট, সোমবার—কৃষ্ণপ্রতিপৎ রা ৮।৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মধ্যে শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর পারণ।**

৮ হৃষীকেশ, ১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণাষ্টমী অহোরাত্র উঃ ৫।২১। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজয়ন্তী।**

৯ হৃষীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৬।৮। **দি ৬।৮ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মধ্যে শ্রীজন্মাষ্টমীর পারণ। শ্রীনন্দোসৎব।**

১২ হৃষীকেশ, ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১০।১৭। **অন্নদা একাদশীর উপবাস।**

১৩ হৃষীকেশ, ২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী ১০।৪৭। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

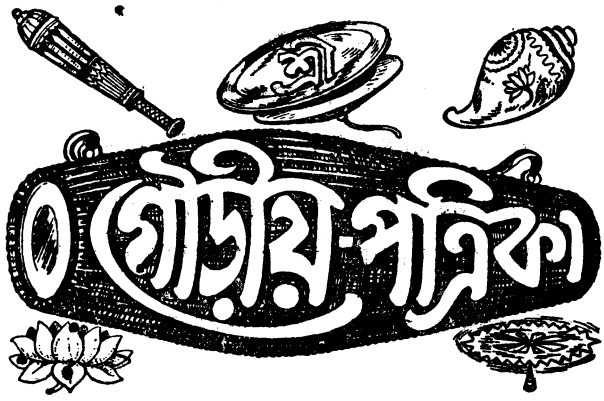
২০ হৃষীকেশ, ৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার—গৌর-পঞ্চমী রা ১১।১২। শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান'এর 'দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকায়' ও পৃথগ্‌ভাবে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ' হইবে বলিয়া ভুল ছাপা হইয়াছে। ঐদিন **"৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে সাধারণ মহোৎসব হইবে না।"**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৯ শ্রীধর, ৪৬৪ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৫৭ ; ইং ১৭।৮।৫০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতম্

১। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি **শয়নোৎসব**মুত্তমম্।
আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা হরেঃ স্বাপস্তু কর্কটে॥১॥

২। বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যাবৎস্যাৎ কার্ত্তিকী দ্বিজাঃ।
অয়ং পুণ্যতমঃ কালো হরেরারাধনং প্রতি॥২॥

৩। চাতুর্ম্মাস্যে নিবসতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
সাক্ষাদ্দৃষ্টির্ভগবতস্তন্ময়ং ভক্তিসাধনম্॥৭॥

৪। ভোগিভোগাসনে সপ্তশ্চাতুর্ম্মাস্যেষু বৈ বিভুঃ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু সান্নিধ্যং ন করোতি জগদ্‌গুরুঃ ॥৯॥

৫। মুক্তিদশ্চক্ষুষা দৃষ্টশ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥১১॥

৬। চাতুর্ম্মাস্যমথৈকং যঃ কুর্য্যাদ্বৈ পাপকৃত্তমঃ।
বিহায় সর্ব্বপাপানি বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলঃ।
নরসিংহ-প্রসাদেন বৈকুণ্ঠ-ভবনং ব্রজেৎ ॥১৬॥

৭। তস্মান্নরঃ সর্ব্বভাবৈর্বিষ্ণোঃ শয়ন-পাবিতান্।
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥১৭॥

৮। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাজ্জন্মসাফল্যমৃচ্ছতি।
আষাঢ়-শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপ-মহোৎসবম্ ॥১৮॥
—স্কন্দ-পুরাণান্তর্গতম্ উৎকলখণ্ডম্ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ে

৯। সদা কর্ত্তুং ন শক্নোতি ব্রতানি যদি মানবঃ।
চাতুর্ম্মাস্যমনুপ্রাপ্য তদা কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৮০॥

১০। ভূ-শয্যা-ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য-নিষেধনম্।
এক-ভক্তাদি-নিয়মো নিত্য-দানং স্বশক্তিতঃ ॥৮১॥

১১। পুরাণ-শ্রবণঞ্চৈব তদর্থাচরণং পুনঃ।
অখণ্ড-দীপোদ্বোধশ্চ মহাপূজেষ্টদৈবতে ॥৮২॥

১২। প্রভূতাঙ্কুর-বীজাঢ্যে দেশে চাপি গতাগতম্।
যত্নেন বর্জ্জয়েদ্ধীমান্ মহাধর্ম্ম-বিবৃদ্ধয়ে ॥৮৩॥

১৩। অসম্ভাষ্যা ন সম্ভাষ্যাশ্চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতস্থিতৈঃ।
মৌনঞ্চাপি সদা কার্য্যং তথ্যং বক্তব্যমেব বা ॥৮৪॥

১৪। নিষ্পাবাংশ্চ মসূরাংশ্চ কোদ্রবান্ বর্জ্জয়েদ্ব্রতী।
সদা শুচিভিরাস্থেয়ং স্প্রষ্টব্যো নাব্রতী জনঃ ॥৮৫॥

১৫। দন্ত-কেশাম্বরাদীনি নিত্যং শোধ্যানি যত্নতঃ।
অনিষ্ট-চিন্তা নো কার্য্যা ব্রতিনা হ্যন্যথা কচিৎ ॥৮৬॥

১৬। দ্বাদশস্বপি মাসেষু ব্রতিনো যৎ ফলং ভবেৎ।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতভৃতাং তৎফলং স্যাদখণ্ডিতম্ ॥৮৭॥
—স্কন্দ-পুরাণান্তর্গতম্ কাশীখণ্ডম্—ষষ্টিতমোঽধ্যায়ে

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বঙ্গানুবাদ

১-২। "(জৈমিনি বলিলেন, দ্বিজগণ!) অতঃপর ভগবান্ হরির অত্যুত্তম শয়নোৎসবের বিষয় বলি—শুনুন। সূর্য্যের কর্কট-রাশিতে গমনকালে আষাঢ় মাসীয় একাদশী হইতে যাবৎ না কার্ত্তিক মাসের একাদশী উপস্থিত হয়, প্রতি বর্ষে ঐ চারিমাস কাল ভগবান্ হরি নিদ্রিত থাকেন। হরির আরাধনা বিষয়ে ঐ মাসচতুষ্টয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন ॥ ১।২ ॥

৩। মুনিগণ! অধিক কি কহিব, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করত বাস করিলে তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে; কারণ ভগবানের ভক্তি-সাধন ভগবানেরই স্বরূপ জানিবেন ॥ ৭ ॥

৪। সর্ব্বনিয়ন্তা জগদ্‌গুরু হরি, উক্ত মাস-চতুষ্টয় অনন্ত-শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমুদয় পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার সান্নিধ্য থাকে না ॥ ৯ ॥

৫। অন্য কাল অপেক্ষা উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-কালে তিনি, সচক্ষে দৃষ্ট হইলে নিঃসন্দেহ বিশেষরূপে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

৬। যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে এক বৎসর কালও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করিতে পারে, সে নিরতিশয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জকে বিসর্জ্জন দিয়া বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি লাভ করত ভগবান্ নৃসিংহদেবের প্রসাদে বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥ ১৬ ॥

৭। সেইজন্যই বলিতেছি, ভগবান্ স্বীয় শয়নদ্বারা যে চারিমাসকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই মাসচতুষ্টয় পুরুষোত্তমে বাস করাই মানবগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৭ ॥

৮। হে তপোধন! যে ব্যক্তি মানব-জন্মের সাফল্য ইচ্ছা করে, সে অপর কোন সৎকর্ম্ম করুক, আর নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তমে আষাঢ় মাসের

শুক্লৈকাদশীতে ভগবানের শয়ন-মহোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য। ১৮।

৯। "যদি মানব সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার যত্ন-সহকারে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করা উচিত। ৮০। (উৎকলখণ্ড)

১০। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিবেন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, কিছুমাত্র আহার করিবেন না অথবা একভক্তাদি নিয়ম গ্রহণ করিবেন, প্রত্যহ স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিবেন। ৮১।

১১। ব্রতী পুরাণ-শাস্ত্র শ্রবণ ও তদনুরূপ আচরণ করিবেন, অখণ্ড দীপ-প্রদান ও অভীষ্ট দেবতার সবিশেষ পূজা করিবেন। ৮২।

১২। তিনি ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য বহুতর অঙ্কুর ও বীজযুক্ত প্রদেশে গমনাগমন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। ৮৩।

১৩। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি কখন 'সম্ভাষণের অযোগ্য' ব্যক্তিগণের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। সর্ব্বদা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, অথবা সত্য বাক্যমাত্র কহিবেন। ৮৪।

১৪। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবেন, অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবেন না এবং নিষ্পাব (ধান্যবিশেষ), মসূর ও কোদ্রব (রাজশিম্বী) পরিবর্জ্জন করিবেন। ৮৫।

১৫। প্রত্যহ যত্ন-সহকারে দন্ত, কেশ ও বস্ত্রাদি শোধন করিবেন। ব্রতশীল ব্যক্তি কখনও হৃদয়ে কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। ৮৬।

১৬। দ্বাদশমাস ব্রতশীল ব্যক্তির যে ফললাভ হয়। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতধারী ব্যক্তিগণেরও অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ৮৭।" (কাশীখণ্ড)

প্রতিবন্ধক

প্রীতিই জীবমাত্রের প্রাপ্য

জীবমাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ-অখণ্ড-প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা, সকল সময়ে সকল জীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে প্রীতির উদ্দেশে কত অঘটনীয় শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়।

প্রীতি-লাভই চেতনের ধর্ম্ম, চেষ্টা, প্রার্থনা

আত্ম ও মানবজ্ঞানে প্রীতি-লাভ-উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টামাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি-প্রকারে পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্যপ্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়।

নিত্যা প্রীতির অভাব ও তৎলাভে বাধা

যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য অভিমান করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য-প্রীতির অভাবে নিত্য-প্রীতিলাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি কালদ্বারা এবং সীমা-দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে-কাল পর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্য-প্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

হরিবিমুখ জগৎ কাল ও সীমার অধীন

জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবৎবিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবান্‌কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন।

হরিবিমুখতা দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তি

জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজভোগ্য দেশকালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরির বিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল, সীমা ও মায়াতীত জনক-ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন।

প্রীতির অনুসন্ধান স্বভাবগত এবং তাহা প্রাকৃত-অপ্রাকৃতভেদে দ্বিবিধ

নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, তাহার ঐ ধর্ম্ম কোন সময় তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না। যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি **অনিত্য-প্রীতির** অনুসন্ধানকারী, অপর জন **নিত্য-প্রীতির** অনুসন্ধানকারী; অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক **প্রাকৃত** ও অপর শ্রেণীর লোক **অপ্রাকৃত**। অনিত্যতা ও সীমা-বিশেষ ধর্ম্ম প্রাকৃত; নিত্যতা ও

বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখ জন অনিত্য সুখ-লালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় তাৎপর্য্যবান্।

প্রাকৃত হরিবিমুখের স্বভাব—সৎবস্তুতে ভোগ্য জ্ঞান

হরিবিমুখতাক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন—এমন কি অপ্রাকৃত-জনগণের সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাহারা নিজের ভোগ্য-বস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য-প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন; ইহার ফলে তাহাদের নিত্য প্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষ-জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগ্য-বস্তু বলিয়া ধারণা করেন।

অপ্রাকৃত ভক্তের স্বভাব—দুঃসঙ্গ-ত্যাগ

অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ ধারণা নাই। যে-কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য-প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন।

ভক্তের সহিত হরিবিমুখ অভক্তের পার্থক্য

প্রাকৃত হরিবিমুখ-জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্যপ্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদকদ্রব্যসেবী কোনক্রমে তাহার মাদ্রক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ত্রৈণ কখনই তাহার সেব্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জ্ঞানাচ্ছন্ন পশু তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্যে অভিনিবেশ।

দুঃসঙ্গ-ত্যাগই মঙ্গলের আকর

প্রাকৃত বন্ধুসঙ্গে রঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে, স্ত্রৈণের স্ত্রী-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না।

অভক্তগণের অপচেষ্টার ফলে সমাজের অহিত-সাধন

প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক, আত্মপ্রতারণার উদ্দেশে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে নিরীহ লোকদিগকে

গঞ্জিকাদি মাদক দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন ; বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্বৃত্তাচরণ—অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন।

অপ্রাকৃত ভক্ত-সমাজের অভক্তের প্রতি উপেক্ষা

অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিছাভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে-সকল উপায়—'অপ্রাকৃত শাস্ত্র' ও 'অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ'—তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ-নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য অচ্ছাদনপূর্ব্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

প্রাকৃত সহজিয়ার অনিত্য-প্রীতি, নিত্যপ্রীতি-লাভের পরিপন্থী

নিত্যপ্রীতি, নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেই অবস্থিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নির্ব্যলীক হইয়া সেই নিত্যপ্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্যলাভ ঘটে না, মিছাভক্তগণ স্ব-স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য বস্তুকে 'কৃষ্ণপ্রীতি'-সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন, এরূপ আশাও তাহাদের দুরাশা। অনিত্যপ্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের সাম্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত সহজিয়া যতই কেন না ভক্ত্যঙ্গসমূহকে নিজকর্ম্ম-চেষ্টা দ্বারা ভোগে নিযুক্ত করুন, কিছুতেই কৃষ্ণপ্রীতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ কৃষ্ণপ্রেম-লাভের প্রতিবন্ধক

প্রাকৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফলস্বরূপে উদয় হয়। অভক্তি চেষ্টাদ্বারা অথবা কৃত্রিম হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতিবন্ধক-বিচারে

সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে চ কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

প্রাকৃত সহজিয়া কৃষ্ণভক্ত নহে

গর্দ্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা সূপ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকা কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিত্য-প্রীতি লাভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না।

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ ও তাহার ভ্রমপূর্ণ বিচার

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ। ইনি বাতপিত্তকফাত্মক প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সলিলাদি জড় বস্তু-সাহায্যে জড় চিৎ হইয়া যায়—মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আভিজন্য সুখ, লোভ, মায়াধীশ ও মায়াবশে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ পরম প্রীতি-বিগ্রহের প্রেম-লাভ করিতে বাধা দেয়।

সহজিয়ার প্রতি উপদেশ

ভাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—৮।৯০)

আমরাও তোমাকে বলি, প্রাকৃত যাবতীয় অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হও, সকলকে প্রাকৃত মান্য দেও, নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম ভজন করিতে পারিবে।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-সেবায় নিত্যপ্রীতি লাভ

দশপ্রকার নামাপরাধ-নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাশূন্য শুদ্ধ স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞানরহিত ভগবন্নামোচ্চারণরূপ নামাভাস

করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া হরিনাম-সেবা করিতে করিতে নিত্য-কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকহীন কীর্ত্তন হইলেই নিত্যপ্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা, বৈকুণ্ঠবস্তু নামকে তোমার প্রতি নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর তুমিই ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

'শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী'-গ্রন্থের সমালোচনা

গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পরিচয়

শ্রীহট্টপ্রদেশস্থ মৈনা-নিবাসী শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের জীবন-চরিত ডিমাই ১২ পেজী ফরমার ৫৪ পত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ-দৃষ্টে এই গ্রন্থ রচিত। রচনা ভালই হইয়াছে। এই প্রণালীতে পূর্ব্বাচার্য্য-দিগের জীবন-চরিত সংগ্রহ করিলে বৈষ্ণবগণ আনন্দলাভ করিবেন। এই গ্রন্থের মূল্য চারি আনা।

বাল্য-জীবন

অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন যে, গোপাল-ভট্ট গোস্বামী ১৪২২ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বেঙ্কট-ভট্ট, নিবাস বলঙ্গুণ্ডী রঙ্গক্ষেত্র। তাঁহার উপনয়নের পরেই তিনি শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন। শিশু-কালেই তিনি দেবপূজা মহোৎসবাদিরূপ খেলায় ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ছিল এবং স্মরণশক্তি স্বভাবতঃ প্রবল। অত্যল্প পরিশ্রমেই তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোপাল দেখিতে যেমত সুন্দর ছিলেন, তাঁহার গুণগণও তদ্রূপ আকর্ষণ-শক্তিশালী ছিল। তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণোপলক্ষে গোপালের পিতার নিমন্ত্রণানুসারে বর্ষা চারিমাস কাটাইবার জন্য বেঙ্কটের বাটীতে অবস্থিতি করেন।

মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া গোপাল তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়া গোপাল পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

গোপাল-ভট্টের স্বপ্ন

মহাপ্রভুর কৃপায় গোপাল একরাত্রে স্বপ্নে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা দর্শন করেন। তদ্দর্শনে আনন্দ-লাভ এবং স্বপ্নভঙ্গে দুঃখিত হইয়া গোপাল মহাপ্রভুর নিকট আসিলে, মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শ্যাম-রূপ প্রথমে এবং শেষে নিজ গৌর-রূপ দর্শন করাইলেন। পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া গোপালের প্রেম-বৈকল্য সান্ত্বনা করিলেন।

গোপাল ও তাঁহার পিতার প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ

মহাপ্রভু কথা-প্রসঙ্গে বেঙ্কট-ভট্টকে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিতেন এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ-ভজন অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভজনের অনন্তগুণ মাহাত্ম্য বলিতেন। ঐসকল উপদেশ গোপাল শ্রবণ করিতে করিতে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়িলেন। চাতুর্ম্মাস্য বিগত হইলে মহাপ্রভু রঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ-সময়ে বেঙ্কট-ভট্টকে গোপালকে ভালরূপে শাস্ত্র-শিক্ষা দিবার জন্য উপদেশ করেন। গোপালকেও কিছু কিছু উপদেশ দিয়া যান।

গোপাল-ভট্টের বৃন্দাবন যাত্রা ও গ্রন্থ প্রচার

গোপাল-ভট্ট স্বীয় খুল্লতাত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৩১ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৫৩ শকাব্দায় গোপাল-ভট্ট গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহাকে বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। কিছুদিন তথায় বাস করিলে শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত 'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ গোপাল-ভট্ট সম্পূর্ণ করিয়া প্রচার করিলেন। 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'-গ্রন্থের একটী টীকা রচনা করেন। ষট্‌সন্দর্ভ সংগ্রহ-সময়ে গোপাল-ভট্ট গোস্বামী অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন—একথা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহা লেখেন নাই।

ভট্টের আনীত 'দামোদর-শিলা' 'শ্রীরাধারমণ'-মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ

গোপীনাথকে শিষ্য করিয়া গোপাল-ভট্ট গোস্বামী উত্তর-দেশে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতে যান। আসিবার সময় একটী দামোদর শিলা লইয়া আসেন। সেই শিলা শ্রীবৃন্দাবনে রাসমণ্ডলীর নিকটে স্থাপিত হন। সেই শিলা শ্রীগোপাল-ভট্টের প্রতি কৃপা করিয়া ১৪৬৪ শকাব্দায় **শ্রীরাধারমণ শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ** হন। শ্রীরাধারমণ ষোড়শাঙ্গুল উচ্চ। গোপাল-ভট্ট স্বীয় শিষ্য ভক্তদাস

পূজারীকে শ্রীরাধারমণের সেবা-ভার অর্পণ করেন। গোপাল-ভট্ট সেই শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গে অচ্যুত বাবু হরিবংশের কথা লিখিয়াছেন।

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের দীক্ষা ও গৌড়দেশে প্রচার

অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪৬৮ শকে চৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। শ্রীগোপাল-ভট্ট তাঁহাকে কৃপা করিয়া মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য শ্রীজীবের কৃপাপাত্র। তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক-পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামিগণ শ্রীনিবাস-আচার্য্যকে প্রভু-পদ দিয়া তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ প্রচারার্থে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-শক্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। আচার্য্য প্রভু প্রভূত শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক গোস্বামি-প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ গৌড়দেশে আনয়ন করতঃ এই দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ মনোহরসাহী কীর্ত্তন প্রচার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে তিনি চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার

লোকে বলেন যে, আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার। সত্যই বটে, কেননা শ্রীমহাপ্রভু গৌড় পরিত্যাগ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ভূমি অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল—ইহা শ্রীনরহরি ঠাকুর স্বীয় 'ভজনামৃত'-গ্রন্থে সূচিত করিয়াছেন। প্রকৃত আচার্য্যাভাবে মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-মত গৌড় হইতে একপ্রকার অপ্রকট হইবার সময় শ্রীআচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ আসিয়া সেই বিশুদ্ধ মত আবার প্রচার করিলেন। সুতরাং আচার্য্য প্রভুকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয়াবতার বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর কৃপায় গৌড়ভূমিতে এখনও পরম চিন্ময় পারকীয় রসের আলোচনা হইতেছে। আচার্য্য প্রভু না আসিলে কেবল শুষ্কবৈধ-সাধনভক্তি-মাত্র গৌড়ে মহাপ্রভুর মত বলিয়া প্রচলিত থাকিত। রাগমার্গীয় ব্রজানুগত ভক্তির কিছুমাত্র জানা যাইত না। আমাদের দুঃখ হয় যে, আচার্য্য প্রভু কীর্ত্তনাঙ্গে ব্যস্ত থাকিয়া একখানিও ভক্তিতত্ত্বের সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখেন নাই। যাহা হউক, আচার্য্য প্রভু যে-পরিমাণে গৌড়দেশের প্রতি কৃপা করিয়াছেন, সে-প্রকার কৃপা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ তিরোধান হইলে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই।

গ্রন্থকারের মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন

অচ্যুত বাবুর মতে ১৫০৯।১০ শকে গোপাল-ভট্টের অন্তর্দ্ধান হয়। চারিতামৃতে যে শক দেওয়া আছে, তৎসম্বন্ধে অচ্যুত বাবু বিস্তর বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।

যাহা হউক, অচ্যুত বাবু একজন বিজ্ঞ লোক। তিনি এই প্রণালীতে অন্যান্য মহাজনগণের চরিত সংগ্রহ করিলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করি।

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী—৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীমুখনিঃসৃত
শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টক

[পদ্যানুবাদ]

(১)

একদা যাঁহার যমুনা-বিপিনে গাহিতে গাহিতে মধুপ-গান,
পরমানন্দে ব্রজগোপিগণ-মুখারবিন্দ-মাধুরী-পান ;
কমলা-মহেশ-ব্রহ্মা-দেবেশ-গণেশ-পূজিত চরণ যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(২)

বাম করে বেণু, শিরে শিখি-পাখা, কটিতটে পরা পীতাম্বর,
সহচরগণে করি কটাক্ষ বাঁকা আঁখি যাঁর নিরন্তর ;
শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেতে বসতি, লীলাপরিচয় নিত্য যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৩)

মহা জলধির তীরে শোভমান্ কনকোজ্জ্বল নীলশিখর,—
প্রাসাদে বিরাজ বলদেব-সহ সুভদ্রা মাঝে সুমনোহর ;
সকল দেবের সেবা-অবসর দানিতে সতত বাঞ্ছা যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৪)

কৃপা-পারাবার সজল-জলদ-সন্নিভ যাঁর অঙ্গ-ভাতি,
লক্ষ্মী-ভারতী-বিহার-মগন, বদন অমল কমল কান্তি ;
দেব-আরাধ্য, বেদ ও পুরাণ, তন্ত্রে ধ্বনিত চরিত যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৫)

আরোহিয়া রথে ভ্রমণ করিতে ব্রাহ্মণগণ করেন স্তুতি,
করুণাসিন্ধু নিখিলবন্ধু সুপ্রসন্ন করিয়া শ্রুতি ;
সাগরের 'পরে সদয় হইয়া উপকূলে ঠাঁই মহিমা যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৬)

পরমবন্দ্য পরমব্রহ্ম ফুল্ল নয়ন নীল কমল,
নীলাচলে বাস, অনন্তশিরে স্থাপন করিয়া চরণতল ;
রসোল্লাসিনী শ্রীরাধা-সরস-দেহালিঙ্গনে রভস যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৭)

চাহিনা চাহিনা চাহিনা রাজ্য, কনক-মাণিক-বিভবরাশি,
সুন্দরী নারী চাহিনা চাহিনা—বহুজন-ভোগ-বাসনা-ফাঁসি ;
প্রমথপতির কণ্ঠ হইতে উদ্‌গীত সদা চরিত যাঁর,
নয়নের পথে পথিক হউন জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

(৮)

হর সংসার অতীব অসার, দ্রুততর হর হে সুরপতি,
অগতির গতি হে যাদবপতি, হর পাপভার ত্বরিতগতি ;
নিশ্চয় জানি,—চরণদু'খানি দীন-অনাথের শরণসার,—
নয়নের পথে পথিক হওগো জগন্নাথ সে স্বামী আমার।

ফলশ্রুতি

জগন্নাথের অষ্টক পূত যে পড়ে যতনে হইয়া শুচি,
বৈকুণ্ঠেতে নিবসে সে-জন—বিশুদ্ধাত্মা কলুষ ঘুচি॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীমতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ,

(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক নং ১৯১০)

বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

গীতার বাণী

(৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দেহাত্মতত্ত্ব-বিচার

দেহে আত্মাভিমানী জীব কুলধর্ম্মের দোহাই দিয়া আত্মধর্ম্ম যাজনে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে চেষ্টা করে। তজ্জন্য কুলধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপনে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করে, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাহার অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন, অর্জ্জুন, তুমি যাহাদিগকে স্বজন জ্ঞানে অস্ত্রাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, তাহারা আততায়ী ; তাহাদিগকে বধ করিলে কোনও পাপ হয় না—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহরণকারী ব্যক্তিকে 'আততায়ী' বলে। তাহাদিগকে নির্ব্বিচারে বধ করা উচিত। তাহাতে হন্তার কোন দোষ হয় না। পাণ্ডবগণের চিরশত্রু কৌরবগণের এই ছয় প্রকার দোষই বর্ত্তমান থাকায় তাহারা আততায়ী।

শ্রীভগবানের এই বিচারের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন, "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রম্"। অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবত্তর। আপনার অর্থশাস্ত্রের যুক্তিতে আততায়ীকে বধ করা দোষজনক না হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। অতএব

কৌরব-পক্ষীয়গণকে বিনাশ করা অনুচিত। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ গুরু দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্মকে বধ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে প্রাণাঘাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের প্রতি কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করাও অবিধেয়। বরং যুদ্ধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ভাল। তাহাতে ঐহিক দুর্যশ (অর্জ্জুন প্রাণভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে—এইপ্রকার অপযশ) হইলেও পারলৌকিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

এইপ্রকার যুক্তির প্রত্যুত্তরে শ্রীভগবান্ জানাইলেন যে, ক্ষত্রিয় কুলোচিত অভিমানকারী অর্জ্জুনের ক্ষাত্রধর্ম্ম—যুদ্ধ করা। বিশেষতঃ যুদ্ধে আহূত হইয়া তাহাতে বিমুখ হইলে ক্ষাত্রধর্ম্ম-হানি হইবে,—

"আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি।"

আর ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম; তাহা অবলম্বন করিলে অর্জ্জুনের কুলোচিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া জানাইতেছেন যে, যুদ্ধ করা বা না করা কোন্‌টী শ্রেয়স্কর, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। গুরুদ্রোহাদি করিয়াও যুদ্ধে জয়ী হইবেন বা পরাজিত হইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ধর্ম্মবিমূঢ়-চিত্ত এবং কার্পণ্য-দোষে নিজ স্বভাব আচ্ছাদিত হওয়ায়, প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া ভগবানের নিকট উপদেশ প্রাপ্তির আশায় ভগবচ্চরণে শরণাগত হইলে, শ্রীহরি অর্জ্জুনকে দেহ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ"ইতি শ্রবণাৎ অব্রহ্মবিত্ত্বং কার্পণ্যং" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কৃপণ। কৃপণের ভাব কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মজ্ঞতা। যাহাদের ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান হয় নাই, তাহারাই ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার আলোচিত হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যদ্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে॥ (ভাঃ ৭।১৫।১২-১৫)

বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও আভাস ধর্ম্ম—এই পাঁচটীকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি

অধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলেও যাহার অনুষ্ঠানে স্বধর্ম্ম বাধা হয়, তাহাই বিধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা নিত্যধর্ম্ম। দেহ-গেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তি আত্মধর্ম্ম-যাপনে কুণ্ঠিত। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জননীর নিকট বলিয়াছিলেন—

যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২১৪)

সুতরাং ভগবদ্ভজন ত্যাগ করিয়া কেবল সংসার প্রতিপালন কার্য্যে ব্যস্ত থাকা বিধর্ম্মের অন্তর্গত। অন্যের প্রেরিত বা বিহিত ধর্ম্ম—পরধর্ম্ম। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত দেহ-ধর্ম্মাদিকে পরধর্ম্ম বলে। যথা শ্রীভগবদুক্তি—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা—৩।৩৫)

জীবের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই প্রথমাবস্থায় স্বধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। তৎকালে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া অন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অবিহিত। দ্রোণাদির ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করা পরধর্ম্মানুষ্ঠান। যে-কালে জীব আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি-পথের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও পরধর্ম্ম হইয়া যায়। তখন কেবল নির্গুণা ভক্তিই স্বধর্ম্ম।

পাষণ্ড-ধর্ম্ম বা দম্ভ প্রকাশকারী ধর্ম্মই—উপধর্ম্ম। জটাভস্মাদি ধারণময় ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম, আর দম্ভ প্রকাশপূর্ব্বক নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাপনের চেষ্টা দম্ভ-ধর্ম্ম। এই উভয়ই উপধর্ম্ম। শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা দ্বারা যে ধর্ম্মের প্রচার হয়, তাহা ছল ধর্ম্ম। যথা—"দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ"। এস্থলে 'দশাবরান্' শব্দে বহুব্রীহি সমাস না করিয়া তৎপুরুষ সমাস ধরিলে ছলধর্ম্ম হয়। দশ-অবর যাহা হইতে, তাহাই দশাবর অর্থাৎ কমপক্ষে দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়। এই অর্থ না করিয়া দশ হইতে অবর অর্থাৎ "৯ হইতে ১ সংখ্যা পর্য্যন্ত" এইরূপ অর্থ ধরিলে ছল করা হয়।

আর জীবের স্বেচ্ছাকল্পিত ধর্ম্মানুষ্ঠানই আভাস ধর্ম্ম; তাহা আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন মঙ্গলই হয় না। অতএব এই পাঁচ প্রকার বিচার পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শরণাগত হইলে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন নিজ স্বতন্ত্র-বিচার ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিরূপ ব্যক্তি ভগবান্ অথবা তত্ত্বজ্ঞ গুরুর শরণাগত হইবেন, অর্জ্জুন তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যথা—"এবংবিৎ শান্ত-দান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" অর্থাৎ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন করিতে হয়। "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" (১।৩২) শ্লোকে শান্ত ও দান্তের লক্ষণ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়ের পরিচয়; "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (১।৩৫) শ্লোকে উপরতির (বৈরাগ্য) পরিচয়; "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্" (২।৫) শ্লোকে তিতিক্ষা অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার পরিচয় এবং গুরু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (২।৭) শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জীব নিজ স্বতন্ত্র-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবত্তত্ত্ববিৎ সাধুর শরণাগত হইবেন, ইহাই পার্থের আদর্শ।

মায়ামুগ্ধ জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ ও স্বজনগণের মোহে এতটা বিকৃত-বুদ্ধি হইয়া বসে যে, শ্রীভগবান্ বা তদীয় নিজজনগণের সৎ উপদেশসকল গ্রহণে অনিচ্ছাহেতু নানাপ্রকার যুক্তি বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাদৃশ যুক্তিসকলই অনার্য্য-জনোচিত, স্বর্গ-প্রতিষেধক ও অকীর্ত্তিকর। শ্রীভগবান্ অথবা ভগবত্তত্ত্ববিৎ আচার্য্য-চরণে শরণাগত হইলে জীবের তাদৃশ ভ্রম দূরীভূত হয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—দেহ অনিত্য ও আত্মা নিত্য। আত্মায় দেহের সংযোগই জন্ম, তাহা ত্যাগ করাই মৃত্যু। জীব অনাদিকাল ধরিয়া কর্ম্মবশে নানা দেহ প্রাপ্ত হইতেছে, পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের ন্যায় আত্মার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ হইয়া থাকে। দেহের অবস্থা ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ; দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও দেহী আত্মার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হয় না। আত্মাকে অস্ত্রে ছেদন করা, অগ্নিতে দগ্ধ করা, জলে সিক্ত করা বা বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না; তাহা জড়বস্তু না হওয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। এই আত্মার বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞানাভাব থাকায় ইহার কথা আশ্চর্য্যবৎ মনে হয়। দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ কৌমার হইতে যৌবন অথবা যৌবনের পর বার্দ্ধক্য আসিলে যেমন প্রাক্তন অবস্থার জন্য শোক করে না, তদ্রূপ দেহের বিনাশ হইয়া নবদেহ প্রাপ্তি হইলে পুরাতন দেহের জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য। তোমার নিজ কুল-ধর্ম্মের বিচারে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ত্তব্য-বিচারে যুদ্ধ করিলে পাপের ভাগী হইতে হইবে না। এই প্রকার বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধাদি কর্ম্ম করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না। এই বুদ্ধির নাম—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। আত্মবিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। যাহারা অব্যবসায়ী, তাহাদের আত্মজ্ঞানের অভাব আছে। তাহারা নানাপ্রকার কামনামূলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকিয়া নানাপ্রকার সুখভোগের বাঞ্ছা করিয়া কর্ম্ম করে; আবার মৃত্যুর পরেও স্বর্গাদি লোকে গমনপূর্ব্বক আরও অধিক সুখ-ভোগ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। তাহারা আত্মার কোন সন্ধান রাখে না, তাহাদের বুদ্ধির সীমা স্বর্গ পর্য্যন্ত। সুতরাং তাহারা তৎপ্রাপ্তিজনক ক্রিয়াসমূহের সাধনেই নিষ্ঠাযুক্ত থাকায় ভোগৈশ্বর্য্যপর সাধনাঙ্গ-সকলের চর্চ্চাই তাহাদের পরম পুরুষার্থ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই আত্মধর্ম্ম-যাজনে সমর্থ। এই আত্মধর্ম্মের প্রশংসায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "এই যোগের আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত না করিতে পারিলেও আরব্ধ কার্য্যটুকু নাশ হয় না। আর তজ্জন্য কোন প্রত্যবায়ও নাই। ইহার স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।" অজামিল তাহার একজন আদর্শ উপমাস্থল। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্রাদি উচ্চারণে স্বরাদির ত্রুটী অথবা মন্ত্রহীন অবস্থা ঘটিলে তাহার প্রত্যবায়ে বিষম অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আত্মধর্ম্মে "মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥" অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ 'বিষ্ণায়' এবং পণ্ডিতের শুদ্ধ উচ্চারিত 'বিষ্ণবে' শব্দ সম পুণ্যজনক। কারণ শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। ভক্তিই কেবল তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়। ভক্তির অভাব থাকিলে তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আর ভক্তিযুক্ত—ভক্তি-অর্পিত পত্র-পুষ্পাদি নিকৃষ্ট বস্তুতেও তাঁহার পরম আগ্রহ।

ভক্তি যাজন করিতে করিতে হরিসেবা ত্যাগ করিয়া হরিণ-সেবায় ব্যস্ত হইয়া মৃত্যু লাভ করিলেও রাজর্ষি ভরতের সাধিত ভক্তিটুকু নাশ হইয়া যায় নাই। তাহা পরজন্মে তাঁহাকে ভজনের প্রতি আগ্রহবিশিষ্ট করিয়াছিল। কারণ এই আত্মধর্ম্মে কোন প্রত্যবায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

যাঁহারা মনে করেন যে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের অস্তিত্ব আছে, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। কলির প্রভাবে সকলেই শূদ্র এবং

শূদ্রাধম হইয়া যাইবে—এইরূপ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত থাকিলেও ভারতবর্ষে যেমন কিছু কিছু ব্রাহ্মণাদি গুণগত উচ্চবর্ণের মনুষ্য দেখা যায়, সেই প্রকার সর্ব্বদেশেই আছে—সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সকল দেশেই গুণ-কর্ম্ম-বিচারে এই চারি বর্ণের অস্তিত্ব আছে। গুণ-কর্ম্ম-হিসাবে শূদ্রাধম চণ্ডালেরও ভগবদ্ভক্তির অধিকার আছে। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল-বংশজাত ব্যক্তিও যে, গুণপ্রভাবে সকলের পূজ্য হয়, এবিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ" (ইতিহাস-সমুচ্চয়) ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণও যে-গতি লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও সেই পদ প্রাপ্ত হন।—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"। চণ্ডাল-বংশজাত হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি যে, ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন ইহার প্রমাণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গ আমাদের দর্শন করাইয়াছেন। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ। কিন্তু যিনি হরিভক্তি-পরায়ণ, তিনি নির্গুণ বস্তু অর্থাৎ জড়গুণাতীত। গুণাতীত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিলেও যথেষ্ট হয় না। অতএব ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই সকলে সকল দেশে সকল সময়েই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারেন। ভগবদ্গীতা হইতে আমরা এই শিক্ষা প্রচুরভাবে প্রাপ্ত হই।

অতএব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারা যদি ভগবানের কথা অনুযায়ী গীতা-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সমস্ত কর্ম্মেই ব্রহ্ম-সমাধি বা চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া যান। যথা,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা॥ (গীঃ ৪।২৪)

বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে যজ্ঞরূপী কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ-কল্পনায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যের দ্বারা জগতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়া যে বিচার-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহারই সম্যক্ অন্বয় এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কিভাবে হইতে পারে, তাহার বিচার করা আবশ্যক এবং জনকাদি মহাজন-গণ যজ্ঞার্থে কিভাবে কর্ম্ম-যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্ব্ব যজ্ঞের মূল-তত্ত্ব—বিষ্ণু-প্রীতি বা কৃষ্ণ-সেবা। আমাদের বদ্ধাবস্থায় শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহাদি সমস্ত কার্য্যেই বা সমস্ত বস্তুতেই জড়-সম্বন্ধ অনিবার্য্য। কিন্তু

সেইসকল কার্য্যে যদি ব্রহ্মভাব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্মের জন্য বা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়—এইপ্রকার চিদালোচনা-সম্বলিত হয় এবং উপযুক্ত আচারবান্ ব্যক্তিদ্বারা সেইসকল কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সংশোধিত হইয়া পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্য্যই 'যজ্ঞ'-নামে অভিহিত হয়। এইপ্রকারে ব্রহ্মভাব, চিদ্ভাব বা ভগবদ্ভাব আবির্ভূত হইলেই জড়ের জড়ত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং তখনই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বিচারের সার্থকতা ঘটায়। সেবানুকূল সমস্ত বিষয়ই 'মাধব'—বৈষ্ণবগণ এই বিচার গ্রহণ করিয়া থাকেন। লৌহ যেরূপ অগ্নি-সংযোগে অগ্নিময় হইয়া যায় এবং তখন লৌহের লৌহত্ব স্তব্ধ হইয়া অগ্নির কার্য্য করে, সেইপ্রকার বিষ্ণু-সম্বন্ধে বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বা যজ্ঞার্থে যাহা কিছু সম্পন্ন হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মতত্ত্ব বা চিত্তত্ত্ব জানিতে হইবে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" (গীঃ ১৪।২৭) ইত্যাদি বিচারে ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি-স্বরূপ। ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যেখানে কৃষ্ণসেবা বর্ত্তমান, সেখানে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-বিচারের উৎকর্ষই সাধিত হয়। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা এবং ফল এই পাঁচটী যাজ্ঞিক তত্ত্বই যখন কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রহ্মাধিষ্ঠান প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রকৃত 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞই বিষ্ণুপ্রীতি বলিয়া বিষ্ণু-প্রীতিই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাই যথার্থ ব্রহ্ম-সমাধি বলিয়া পরিগণিত।

সেইপ্রকার যাঁহারা সকল কার্য্যই 'নির্ব্বন্ধ-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে' করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-সমাধি লাভ করিবার অর্থাৎ 'চিত্ত-দর্পন-মার্জ্জন' ও 'ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপন' করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যান। তাঁহারা 'অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি,' 'বিমুক্তমানী' মায়াবাদী অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। তাঁহাদের আর অধঃপতনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা বিজিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী। তাঁহারাই পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন এবং তাঁহারাই জগতের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন। ঈশ-তন্ত্রে বদ্ধ জীবগণ জগতের কোনই উপকার করিতে পারেন না। সেইপ্রকার কর্ম্মযোগারূঢ় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই মুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন। যথা—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা **কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে** ॥ (গীঃ ৫।৭)

বিশুদ্ধাত্মা কর্ম্মযোগীর বিরুদ্ধাচারিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত নহেন এবং তজ্জন্য চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর যথেচ্ছাচার সাধন করিয়া সমস্তই

"ভগবান্ করাইতেছেন"—এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। সেইপ্রকার মায়াবাদদুষ্ট ও নাস্তিক জৈনগণের ছলনা সমস্তই ভগবানের কার্য্য বলিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করেন। তাঁহারা 'সবই ভগবানের কার্য্য' এই লেবেল দিয়া নিজ দুষ্কার্য্য-গুলির সমর্থন দ্বারা জগতের প্রভূত অহিতসাধন করেন। যাঁহারা বিশুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের মন, প্রাণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকে। "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ" ইত্যাদি বিচারে তাঁহারা উপরোক্ত প্রাকৃত অপসম্প্রদায়কে দূর হইতে নমস্কার করেন। বিশুদ্ধাত্মগণ জানেন যে, জীব অণুচৈতন্য হইলেও তাহার 'অণু-স্বাতন্ত্র্য' সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। ভগবান্ স্বরাট্, পূর্ণস্বতন্ত্র এবং পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইলেও জীবের সহজাত 'অণু-স্বাতন্ত্র্য'কে নষ্ট করিয়া দেন না। জীব নিজেই সেই ভগবৎপ্রদত্ত অণু-স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়াই অবিদ্যারূপ মায়াকে আশ্রয় করে এবং মায়ার আশ্রয়েই জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত স্বভাব, জড়গুণ উৎপন্ন হয়। সেইসকল প্রাকৃত গুণসমূহের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব প্রকৃতির গুণ-দ্বারা তাড়িত হইয়া নূতন স্বভাব লাভ করে এবং তদ্ভাবানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে জগতে সমস্ত কার্য্যেই জড়-বৈচিত্র্য লক্ষিত হইত না। এইসমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকৃতিগত নিয়ম বা বিচার না জানিয়া "পরমেশ্বর হইতে সমস্ত কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে" অথবা "লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম-যোজনা পরমেশ্বর দ্বারা হয়"—এই সমস্ত বিচার অবতারণা করিলে পরমেশ্বরের বৈষম্য এবং নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একজন এক কাজ করিয়া দুঃখ পায়, আর একজন সেই কাজ করিয়া বা অন্য কাজ করিয়া সুখ-ভোগ করে—এরূপ বৈষম্য তাঁহাতে কদাচিৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। তিনি বরং সকলকেই জড় বৈষম্যযুক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। ভগবদ্‌বিস্মৃতিফলে জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত অবিদ্যার স্বভাবজাত কর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্‌গীতার—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৫।১৪)

অতএব যজ্ঞার্থে যে-সকল কর্ম্ম করা হয়, সে-সমস্ত ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই জীবের স্ব-স্বভাবজ স্ব-কপোল-কল্পিত স্বেচ্ছাচার। সেইপ্রকার স্বেচ্ছাচার যে কর্ম্ম, তাহাতে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মফল-সংযোগ কিছুই নাই। সে-সকল কর্ম্ম প্রকৃতির গুণজাত, সুতরাং তাহা প্রকৃতিরই অনুগত। ভগবান্ সেইসকল কর্ম্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র।

কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মসমাধিযুক্ত বলিয়া কর্ম্মযোগী সর্ব্বদাই গুণাতীত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। গুণাতীত অবস্থায় জগদ্দর্শন হয় না, পরন্তু তাহা জগন্নাথ সম্বন্ধেই দর্শন হইয়া থাকে। সেই জগন্নাথ সম্বন্ধীয় দর্শনে সত্ত্ব-রজস্তমঃ প্রভৃতি গুণসমষ্টি কোনপ্রকার ব্যাঘাত ঘটায় না। কর্ম্মযোগীর কৃষ্ণসম্বন্ধে দর্শনই গুণাতীত সাম্য-দর্শন। যথা—

বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৫।১৮)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শরীর—তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধান। পশুদিগের মধ্যে যে গো-শরীর—তাহাও সত্ত্বগুণ-প্রধান; হস্তি, সিংহ প্রভৃতি শরীর—রজোগুণ প্রধান; আবার কুক্কুরাদি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে চণ্ডালাদির শরীর—তমোগুণ-প্রধান। যাঁহারা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত কর্ম্মযোগী—তাঁহারা এইসকল গুণগত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুদ্ধ শরীরিকেই দর্শন করেন;—ইহাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমদর্শন। তাঁহারা দেখেন, জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবার উপকরণ এবং প্রত্যেক জীবমাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস। সেই কৃষ্ণদাসত্বকে জড় শরীরাবরণে ব্যাঘাত প্রাপ্ত না করাইয়া সমস্ত দ্রব্যসম্ভার, সমস্ত জীবনিচয়কে যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে নিয়োজিত করাই—সমদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কর্ম্মযোগী জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দ্রব্য-সম্ভারের একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত জীবনিচয়ের একমাত্র প্রভু। জীবনিচয় এই কৃষ্ণসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াই মায়ার প্রভাবে নিজেই যে বৃথা ভোগী বা ত্যাগী সাজিবার অভিনয় করে, তাহা মূলে ভিত্তিহীন ভ্রম মাত্র। এইপ্রকার ভোগ বা ত্যাগের অভিনয় করাই ভবরোগ। সমস্তপ্রকার শুভকর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাহা কিছু জগতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি ভগবানের কথায় রতি উৎপাদন না করে, তবে তাহা কেবল পণ্ড-শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। ভগবদ্গীতায় তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ (গীঃ ৫।২৯)

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিবার উপদেশ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এবং সেইসকল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা যে মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা এখন সুস্পষ্ট হইল। কর্ম্মীদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্যাসমূহের 'ভোক্তা' বা পালয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। যোগীদিগের উপাস্য যে অন্তর্যামী পরমাত্মা, তাহাও

শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা কলা। এসমস্ত বিষয় পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত সর্ব্বভূতেরই একমাত্র সুহৃদ্। তিনি সকলেরই সুহৃদ্ বলিয়া তাঁহার নিজ-জন দ্বারা ভগবদ্ভক্তি দেশ-কাল-পাত্রাদির উপযোগী করিয়া, যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন। তিনিই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর আদি-পুরুষ সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীগোবিন্দ। সেই শ্রীগোবিন্দকেই বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগদ্বারা ক্রমপন্থায় জানিতে পারিলে জীবনিচয় পরম শান্তি লাভ করিবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে,
এডিটর, ব্যাক্ টু-গড্হেড্

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

(৪৩)

এইরূপ কিছুদিন দ্বারকা থাকিয়া।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ যানোপরি সাজাইয়া॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয় বলি বারবার।
ভক্তগোষ্ঠী আসিলেন **আরবের পার**॥

(৪৪)

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতগদাধরশ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
শুদ্ধ ভক্তগণ অতি সুমধুর স্বরে।
গাহিতে গাহিতে গেল সমুদ্র ও-পারে॥
সুসজ্জিত পরিক্রমা দিবা অবসানে।
উত্তরিলা **শ্রীগোমতী-দ্বারকা** ভবনে॥

(৪৫)

গোমতী-**দ্বারকানাথ** কি-রূপ লাবণ্য।
দর্শন করিলে হয় নিজ জন্ম ধন্য॥
কিবা অপরূপ রূপ, কিবা সে মূরতি।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকমলাপতি॥
গোমতী-দ্বারকানাথের চরণে প্রার্থনা।
করিছে পতিতাধমা বহির্ম্মুখ-জনা॥

(৪৬)

জন্ম হউ যথা-তথা কোন দুঃখ নাই।
তোমার দাসের ঘরে কীট-জন্ম পাই॥
এই অধমে কৃপা কর শ্রীদ্বারকেশ্বর।
কুক্কুর হইতে পারি তব ভক্ত-দ্বার॥
বিষ্ণুভক্ত-পদরজ, পদধৌত জল।
ভুক্ত অবশেষ মোর হউক সম্বল॥
সাধু-গুরু-বৈষ্ণবেতে না আছে ভকতি।
অপরাধ নাশিবার নাহিক শকতি॥
অহৈতুকী দয়া যদি সত্য বস্তু হয়।
অধমে ও-দয়া কর ওহে দয়াময়॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে এই ভিক্ষা মাগি।
প্রতিজন্মে কর মোরে পদরেণু-ভাগী॥
গুরুদাসগণ-পদে সকাতর ভিক্ষা।
অপরাধ ক্ষম সবে না কর উপেক্ষা॥
অদোষ-দরশী মোর প্রভু-ভক্তগণ।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে হও পরসন্ন॥

(৪৭)

শ্রীকেশব স্বামী কৃপা করিয়া অপার।
মোরে ধন্য করি' কৈলে সৎ-ব্যবহার॥
সব তীর্থ তীর্থরাজ কৃপায় তোমার।
দেখিলাম, শুনিলান মাহাত্ম্য অপার॥
তোমার চরণে মোর এইত মিনতি।
দুরমতি দূর করি' দেহ বিন্দু ভক্তি॥

(৪৮)

ষষ্ঠবর্ষে ষড়্ভুজ মহাপ্রভু স্মরি'।
বিজয় কৈল কেশব **অযোধ্যা-নগরী**॥
গুরু-গৌরাঙ্গের করি অপূর্ব্ব সাজন।
মহারাজদ্বয় হৈলা শিবিকা-বাহন॥
সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে পরম হরষে।
অযোধ্যা ভ্রমণ কৈল অশেষ-বিশেষে॥

(৪৯)

লক্ষ্মণ-কিল্লায় অতি সুরম্য মন্দির।
সীতা, রাম, ভ্রাতৃগণ আর **মহাবীর**॥
সে মন্দিরে তাঁ'সবার মহাসেবা হয়।
সীতারাম-ধ্বনি বিনা আর নাহি কয়॥

(৫০)

মন্দিরের মধ্যে এক কক্ষ সুশোভয়।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাহা করিল **বিজয়**॥
অবিরাম শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিয়া অযোধ্যাবাসী কৃতার্থ মানয়॥

(৫১)

মঙ্গলারতি, গুরু-বৈষ্ণব-বন্দন।
ভক্তগোষ্ঠী সহ উষঃ অতি সুকীর্ত্তন॥
চৈতন্য চরিত হয় পরামৃত-খনি।
শ্রীকেশব মহারাজ বাখানে আপনি॥
শ্রীসনাতন-শিক্ষা সিদ্ধান্তের সার।
গুর্ব্বানুগত্যেতে তাহা করিছে প্রচার॥
দামোদর-ব্রত বলি' 'দামোদরাষ্টক'।
ভক্তিভরে গাহিতেন শুদ্ধভক্ত সব॥
এরূপে নিয়ম-সেবা সুপালন করি'।
পরিক্রমা করিলেন **অযোধ্যা-নগরী**॥

(৫২)

গৌরভক্তগণ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়।
শ্রীবৈষ্ণবগণ সীতা রাম রাম গায়॥
জয় সীতারাম জয়, জয় সীতারাম।
শ্রীরাম মধুর ধ্বনি হৈত অবিরাম॥
ধন্য সে'-অযোধ্যা-ধাম শ্রীরাম-রাজত্ব।
কি বুঝিবে এ-পাষণ্ডী তাঁহার মহত্ত্ব॥
মহাযোগপীঠ **শ্রীশ্রীরাম-জন্মস্থান**।
পরিক্রমা করি' কৈল সহস্র প্রণাম॥

(৫৩)

কপিপতি হনূমান্-জীর শ্রীমন্দির।
প্রদক্ষিণে দরশনে হ'ল মহাভীড়॥
কনকভবন ইত্যাদিক বহু পুরী।
দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা সুন্দরী॥
রাম-রাজসভা দশরথ-রাজসভা।
অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য অবর্ণনীয় শোভা॥
শ্রীরাম-মন্দির আছে বহু স্থানে স্থান।
অগণিত সেবা তাহা নাহি পরিমাণ॥
দর্শন ভ্রমণ যেই রামচন্দ্র-পুরী।
পরিক্রমা করিলেন অযোধ্যা-নগরী॥

(৫৪)

সরযূর সব ঘাট দর্শন স্পর্শন।
রামঘাট, দশরথ-ঘাট অগণন ॥
প্রত্যহ এমত করি নগর-ভ্রমণ।
সন্ধ্যারতি-কালে হৈত অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ॥
শ্রীগুরু-বন্দন, মহাজন-পদাবলী।
সুকীর্ত্তন করিতেন ভক্তগোষ্ঠী মিলি ॥

(৫৫)

ভক্ত-ভাগবত-মুখে গ্রন্থ-ভাগবত।
কৃষ্ণভক্তি লভিবার একমাত্র পথ ॥
অতীব মধুর হয় গ্রন্থ-ভাগবত।
(প্রভু) **নরোত্তমানন্দ**-মুখে শুনি অবিরত
ভক্তি-তত্ত্ব কতরূপে করেন ব্যাখ্যান।
শ্রবণে নিঃশ্রেয়ঃ লাভ করে ভাগ্যবান্ ॥
'মহোপদেশক'-খ্যাতি ব্যাখ্যানে পণ্ডিত
সকল লোকের মন হয় চমৎকৃত ॥
অসীম করুণাশীল **কেশবের গণ**।
নতশিরে বন্দি ভাই তাঁহার চরণ ॥
ভগবৎ ধামে শুদ্ধ ভাগবত-কথন।
তাঁহার প্রসাদে সবে করিত শ্রবণ ॥

(৫৬)

অযোধ্যাবাসীকে **রাধা-গোবিন্দের তত্ত্ব**
সীতারাম-সেবা হ'তে অধিক মহত্ত্ব॥
উজ্জ্বল মধুর ব্রজে পারকীয় রস।
রসরাজ-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সে-রসের বশ ॥
কান্তভাবে ব্রজাঙ্গনা কৈল উপাসনা।
আন অবতারে নাহি তাহার তুলনা ॥
অবতারী নন্দাত্মজ, অবতার নহে।
'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
ব্রজের নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ।
রাসাদিক লীলা কৈল নিয়া গোপীবৃন্দ ॥
ইত্যাদিক রসোৎকর্ষ রামচন্দ্রে নাই।
সীতারাম-ভক্তগণ জানিল সবাই ॥

(৫৭)

রামভক্তগণে **কেশব** করিয়া **ধন্য**।
শুভযাত্রা করিলেন **শ্রীনৈমিষারণ্য** ॥
গুরু-গৌরাঙ্গের করি' কমনীয় সাঙ্গ।
শিবিকা স্কন্ধেতে কৈল দুই মহারাজ
ভক্তগোষ্ঠী প্রবেশিল নৈমিষ-ক্ষেত্রেতে।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয় গাহিতে গাহিতে ॥

(৫৮)

পরমহংস মঠ-প্রান্তে প্রবেশিল ধীরে।
অনির্ব্বচনীয় শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥
কিবা সে-মধুর নৃত্য মধুর কীর্ত্তন।
বহুবার শ্রীমন্দির কৈল পরিক্রম ॥
মঠের সেবক, পরিক্রমাকারিগণে।
মিলিয়া অপূর্ব্ব হৈল কীর্ত্তন-নর্ত্তনে ॥
সিংহনাদে ভক্তগণ গায় কৃষ্ণ-চৈতন্য।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর অতীব বদান্য ॥
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আর শ্রীরাধামাধব।
দণ্ডবৎ প্রণতি করিল ভক্ত সব ॥

(৫৯)

বিশ্বগুরু **সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ**।
গুরু-গৌর-সহ শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণচাঁদ ॥
পরমহংস-মঠ এথা করিল স্থাপন।
ষাটহাজার ঋষি যথা করিত ভজন ॥
শ্রীচৈতন্য-বাণী তথা হউ পরচার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপালাভ করুক সংসার ॥
অতীব নির্জ্জন স্থান শ্রীনৈমিষারণ্য।
সাধু বিষ্ণুভক্ত বিনা নাহি দেখি অন্য ॥

(৬০)

শ্রীগোমতী-গঙ্গা তথা পতিত-পাবনী।
অতি সন্নিকটে আছে বিষ্ণুতীর্থখানি ॥
অত্যন্ত পবিত্র ক্ষেত্র **চক্রতীর্থ** হয়।
চতুর্দ্দিকে বহু দেবদেবীর আলয় ॥
শ্রীসূত-গোসাঞী শ্রীমদ্ভাগবত পড়ান।
কর্ণদ্বারা আর সব ঋষি কৈল পান ॥
ব্যাসগাদী, সূতগাদী বহু নিকেতন।
ব্রহ্মকুণ্ড আদি কত আছে অগণন ॥

(৬১)

ভক্তগণ একদিন শ্রীনৈমিষ হৈতে।
পরিক্রমা কৈল সব **মিশ্রীক**-তীর্থেতে ॥
দধীচি মুনির যেথা ভজন-আগার।
অতীব সুন্দর তথা **বিন্দুসরোবর** ॥
সীতাকুণ্ড সুবৃহৎ কুণ্ড মনোহর।
তন্নিকটে **লব-কুশ-বাল্মীকি** মুনিবর ॥
বহু বহু আছে তাহা দর্শনের স্থান।
অদূরেতে বাল্মীকি-মুনি-তপোবন ॥
মিশ্রীক হইতে পুনঃ বেলা দ্বিপ্রহরে।
পুনরাগমন কৈলা শ্রীনৈমিষ-পুরে ॥

(৬২)

সব ভক্তে শ্রীনৈমিষারণ্য-পরিক্রমা।
করাঞা জানা'লে নৈমিষ-মহিমার সীমা ॥
জয় জয় জয় ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য।
স্মরণ করিলে জীব হ'বে অতি ধন্য ॥

(৬৩)

নৈমিষে বসিয়া কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসী দিনে।
উর্জ্জা সমাপন কৈল সব ভক্তগণে ॥
জয় ভক্তিময় ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য।
ক্ষেত্রবাসী জীবজন্তু সব মহাধন্য ॥
হেন ধাম দেখাইলে **শ্রীকেশব স্বামী**।
কায়-মনোবাক্যে তাঁ'রে নতশিরে নমি ॥
এ-অধমে সবে মিলে কর কৃপাকণ।
তবেত' সার্থক হয় জীবন-ধারণ ॥

(৬৪)

গুরুদেব **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**।
প্রভুপাদ-পদ্মে যেন বিন্দু রহে রতি ॥
তাঁহার চরণ-পদ্ম ভবার্ণবে তরী।
কোন গত্যন্তর নাই তিনিই কাণ্ডারী ॥
জয় জয় জয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম।
মকরন্দ পানকারী জয় ভক্তবৃন্দ ॥
গুরুদাসগণ-পদে এ'মিনতি করি।
মোরে কৃপা করি' দেহ গুরু-গৌরহরি ॥

(৬৫)

দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা হয়।
তাহার বর্ণনে কিছু **অবশিষ্ট রয়** ॥
কত স্থান, কত কথা, কত যে দর্শন।
না বর্ণিতে পারি তাহা করিয়া স্মরণ ॥
বার্দ্ধক্যবশতঃ মোর সব বিস্মরণ।
এখন কহিয়ে কিছু তার বিবরণ ॥
ক্ষমাশীল দয়াশীল **প্রজ্ঞান কেশব**।
অপরাধ-পুঞ্জ মোর দূর কর সব ॥

(৬৬)

মহাপ্রভু পতিত-পাবন শ্রীচৈতন্য।
ক্ষেত্রবাসী-জনগণে করেছিলে ধন্য ॥
তাঁ'সবার ঐকান্তিক গৌরাঙ্গে ভকতি।
গৌর-ধন, গৌরপ্রাণ, গৌরমাত্র গতি ॥
এইদেশে রাগাত্মিকা ভক্তি সবাকার।
দেখিয়া লাগয়ে মনে অতি চমৎকার ॥

(৬৭)

চিল্কা হ্রদ কালি-হ্রদ যেন সু-ভ্রমণে।
কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা সদা পড়ে মনে ॥

দুই বজ্‌রা একত্র করিয়া যোজন।
মধ্যস্থলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সিংহাসন॥
স্থাপন করিয়া সব ভক্ত মহাজন।
কিবা নৃত্য বাদ্য কৈলা হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

(৬৮)

নবণাক্ত গরলাক্ত হ্রদের সলিল।
মহাপ্রভু-পাদ-স্পর্শে হইল নির্ম্মল॥
রাত্রদিবা মধ্যে পার হইয়া সবাই।
শৈল-মার্গে নৃত্য-গীত ঝারিখণ্ড যাই॥
মহাভক্তিময় স্থান **পার্ব্বত্য-প্রদেশ**।
সেবাময় দেশবাসী গুণেতে বিশেষ॥

(৬৯)

রণপুরে জগন্নাথ, গৌরাঙ্গ-চরণ।
শরণকুলে শ্রীবাবা করিয়া দর্শন॥
ওড়গাঁয়ে রঘুনাথ অপূর্ব্ব মন্দির।
নয়াগড়ে রাজসেবা অন্নকূটে ভীড়॥
তথা হ'তে খণ্ডপাড়া শ্রীচৈতন্য মঠ।
দর্শিয়া ধরিল সবে **কন্টিলোর** পথ॥

(৭০)

কোথাও দেখিনু নাম **শ্রীকন্টিলো** হয়।
শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তি তথা বিরাজয়॥
কিবা রূপ-লাবণ্যের করিয়া নিছনি।
বিধাতা গড়িল তাঁর শ্রীমূরতি খানি॥
কিবা অপূর্ব্ব শোভা চরণ দু'খানি।
উছলি উছলি ধৌত করে সুরধুনী॥

(৭১)

শ্রীনীলমাধব-পাদোদ্দেশে পরণাম।
কৃপাদৃষ্টি-দানে মোর পূর্ণ কর কাম॥
হেন শ্রীমাধব দেখিলাম যে কৃপায়।
কায়-মনোবাক্যে আমি বন্দি' তাঁর পা'য়
শ্রীনীলমাধব-পদে করি এ'প্রার্থন।
সার মোর হউ গুরু-বৈষ্ণব-চরণ॥
অনুক্ষণ মানসেতে এই চিন্তা করি।
আর কি দর্শিব নীলমাধব শ্রীহরি॥

(৭২)

মহানদী-বক্ষে নৌকা তিনদিন ভাসয়।
কিবা কমনীয় শোভা ভাবাতীত হয়॥
তীরে থাকি' সর্ব্বলোক করে দরশন।
কিবা অপরূপ রূপ ভুবনমোহন॥
অবিশ্রান্ত গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি।
মহানদী সদানন্দে দেয় প্রতিধ্বনি॥

(৭৩)

এইরূপ বহুস্থানে করি দরশন।
নীলাদ্রি আসিয়া **উর্জ্জা কৈল সমাপন**॥
কৃপা করি মো-অধমে শ্রীচরণ-সঙ্গ।
দিয়াছিলে ব'লে চিন্তি এসব প্রসঙ্গ॥

(৭৪)

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-পরিক্রমা

শুনিয়া প্রফুল্ল হয় হৃদয় আমার।
রামেশ্বর পরিক্রমা হ'বে এইবার॥

পথে আছে বহু তীর্থ নাহিক গণন।
সর্ব্বত্র প্রচার-হেতু হ'বে পর্য্যটন॥
ভারতের মধ্যে যত দর্শনীয় স্থান।
তুলনা নাহিক কভু ইহার সমান॥
এমন সুযোগ যেই ছাড়িবেক ভাই।
কপাল তাহার মন্দ জানিলাম তাই॥

—**শ্রীসরোজবাসিনী দেবী**, সাং বানারিপাড়া (বরিশাল)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-পরিক্রমা

যাত্রাপথে
বহু তীর্থস্থান দর্শন

রিজার্ভ গাড়ী হাওড়া ষ্টেশন হইতে
৪ঠা কার্ত্তিক ইং ২১।১০।৫০ তারিখে
যাত্রা করিবে

সকলে যোগদান করুন

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য
নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন

ঠিকানা ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহামহোৎসব

বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব পূর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। গত ৩১শে আষাঢ় হইতে ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী এই শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠান অসংখ্য নরনারীর নিত্যমঙ্গল বিধান করতঃ তাঁহাদিগকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। 'পড়িঞা-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৯) এই সাধুবাক্য কদাপি মিথ্যা নহে; তাই এই শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানকে কর্ম্মসাম্যে দর্শন করিয়া তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানিগণের কিয়দংশ ইহা হইতে উদাসীন থাকিয়া বঞ্চিত হইলেও যোগদানকারী জীবগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে সক্ষম হওয়ায় সমিতি বিশেষ আনন্দ-লাভ করিতেছেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ সহস্র ভক্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। একাদশ দিবসের জন্য সমিতি ইঁহাদের দুইবেলা প্রসাদ, জল-খাবার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করেন। বহুজনাকীর্ণ এই চুঁচুড়া সহর অত্যধিক উদ্বাস্তু-পরিপূর্ণ হওয়ায় কোনও বাড়ী-ঘর ভাড়া পাওয়া একরূপ অসম্ভব হইলেও সমিতির সুবন্দোবস্তে বাসস্থানের জন্য যাত্রিগণের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। আমাদের প্রতিবেশী ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতা করায় আমরা অতীব আনন্দিত এবং তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত 'দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা' অনুযায়ী প্রত্যহই পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা ও শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকাদি শ্রবণ ও দর্শন এবং মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ভক্তগণ ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। ৩১শে আষাঢ় নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করতঃ মন্দির-মার্জ্জনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন করিয়া ভক্তগণ অশেষরূপে কল্যাণ অর্জ্জন করেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের সেবাপ্রবৃত্তি উন্মেষিত করিয়া তাঁহাদিগকে সেবার অধিকার প্রদান করেন। হৃদয়-মন্দির হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কুটীনাটী অপসারিত করিয়া ভক্তিদেবীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনযোগ্য স্থান প্রস্তুত করিবার জন্যই এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন শিক্ষা। সকলকেই ইহাতে আগ্রহান্বিত দেখিয়া সমিতি অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ

অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু, শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রচারকবর্গের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা এবং বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া যাত্রিগণ বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করেন। শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী প্রভুর সুললিত কীর্ত্তনাদি শ্রোতৃবর্গের চিৎকর্ণের আনন্দ বিধান ও অন্তরে ভক্তিদেবীর সেবার আসন বিস্তার করেন। সহরের বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতাকালে উপস্থিত থাকিয়া সমিতির প্রচারকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। সভাপতি-মহারাজের দার্শনিক বিচার ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাগুলি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য দূরীভূত করিয়া তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দর্শন করিতে আসিয়া দর্শকগণ স্বামিজী-মহারাজের শ্রীমুখ হইতে বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম তথা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনে সক্ষম হন। পূজনীয় শ্রৌতী মহারাজ অতি সংক্ষেপে শ্রীরামলীলা বর্ণন করেন।

১লা শ্রাবণ তারিখে ভুবনমঙ্গল অর্চ্চাবতার সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে যাত্রাকালে অকাতরে দর্শনদানে অগণিত নরনারীর অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। যাত্রাকালে সমিতির সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যযন্ত্র সংযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গের রোলে দর্শক ও ভক্তগণ প্রেমাপ্লুত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথরজ্জু আকর্ষণ করতঃ তাঁহার সেবায় নিমগ্ন হন। চতুর্দ্দিকে 'জয় জগন্নাথ'-রোল উত্থিত হইতে থাকে। সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই অগণিত লোক-সঙ্ঘট্টের মধ্য দিয়া গোলোকপতি বিরহিণীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যময়ী সেবা পরিত্যাগ করতঃ সহজ-মাধুর্য্য-সেবায় বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনের আজ কি আনন্দ তাহা বর্ণনাতীত।

৫ই শ্রাবণ হেরা-পঞ্চমী-দিবসে ভক্তগণ শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব দর্শন করেন। কতকগুলি বৈষ্ণবাভিমানী স্মার্ত্ত ৪ঠা শ্রাবণ হেরা-পঞ্চমী উৎসব করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য দুঃখিত।

৯ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করেন। পথিমধ্যে কৃপাময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুকৃতিশালী ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রদত্ত নানাপ্রকার ভোগ-সামগ্রী ও বিচিত্র মাল্যাদি গ্রহণ

করেন। ভক্তপ্রবর **শ্রীযুত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী** মহোদয় তাঁহার গৃহ-সংলগ্ন পথোপরি একটী মনোরম তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে অভিনন্দিত করেন। মর্ত্ত্য কর্ম্মবীরগণের অভ্যর্থনা উপলক্ষে নানাস্থানে ইত্যাকার তোরণাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু জগতের নাথের অভ্যর্থনায় এরূপ চেষ্টা প্রকৃতই প্রশংসনীয় ও আদরণীয়। তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টা-দর্শনে সমিতি বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার প্রদত্ত তাল, নারিকেল, আনারস, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি বিবিধ ভোগসামগ্রী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করা হয়। চুঁচুড়া আদালতের খ্যাতনামা উকিল **শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় সস্ত্রীক রথযাত্রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে আসিয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সেবা বিধান করেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অপূর্ব্ব মল্লপূপাদি প্রচুর ভোগদ্রব্য এবং অর্চ্চন-সামগ্রী জগন্নাথদেবকে অর্পণ করা হয়। পথিমধ্যে নিম্নলিখিত আরও কতিপয় গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নানাপ্রকার মাল্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা ও বিবিধ উপহার প্রদান করেন। **শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী শীল, শ্রীযুত ননীগোপাল বসু** অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার, পরলোকগত **নিতাই ধরের পুত্র ও কন্যা, শ্রীযুত বলাই চন্দ্র গুঁই**, পরলোকগত **সন্তোষ কুমার সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী**, পরলোকগত উকিল **নগেন্দ্র নাথ সাধু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী** প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্য পুনর্যাত্রা দিবসে ছায়াচিত্রে বক্তৃতার ঘোষণা না থাকিলেও ভক্তগণ ও সহরবাসিগণের আগ্রহে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা ছায়াচিত্রযোগে নরোত্তমানন্দ প্রভু আলোচনা করেন।

পুনর্যাত্রার পরদিবস ১০ই শ্রাবণ মধ্যাহ্নে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত সমবেত জনগণকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বিতরিত হইতে থাকে। ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত থাকাকালে সকলেই অমায়ায় প্রসাদ সেবার সুযোগ লাভ করেন। এইরূপে এই মহামহোৎসব জীবগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিলেও—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৫)। আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা করি—তাঁহারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভক্তি-বাণী নির্ভীকভাবে তারস্বরে প্রচার করিতে শক্তি দান করুন।

—**শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী**, সহঃ সম্পাদক

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠাকুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দৎকাঞ্চন-কান্তি-রাস-রসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়-করাভিমর্ষণ-বশাল্লোমোদ্গমো দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি! পশ্য লম্পট-গুরোঃ সন্ন্যাসি-বেশং ক্ষিতৌ ॥ ১ ॥

পদ্যে ভাবানুবাদ

গোপী-হৃদি-মনো-লোভা কুঙ্কুমেই ধরি' শোভা,
তাহা দ্বারা সুরঞ্জিত করি'।
অরুণ বরণ বাস ধর করি', অভিলাষ,
আহা কি সুখের ভাব বরি' ॥
কাঞ্চনের কান্তি-ধরা রাসের রসিকা হরা,
তার রঙ্গে রঙ্গ মিশাইয়া।
তার রঙ্গে নিন্দা করি' গৌর-বপু নিজে ধরি,'
রহ সদা আনন্দ ভরিয়া।
গাঢ়রূপে তাঁহাদের করাভির্ষমণে ফের,
উল্লাসেই লোমোদগম করি'।
সেই ভাব সদা ধ'রে তুমি বিচরণ ক'রে,
লোক-নেত্রে পূজা লও হরি ॥
আশ্চর্য্য এ'সব কথা সখি! দেখ আসি' হেথা,
লম্পটের ভাবে ভোর হ'য়ে।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি' ধরাতে রহিয়া হরি,
জগদ্‌গুরু হন শুদ্ধ র'য়ে ॥ ১ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
— **শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ**
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)



পরলোকে জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩১শে আষাঢ় ১৩৫৭, ইংরাজী ১৬ই জুলাই ১৯৫০, রবিবার প্রত্যূষে ৬-৫ মিনিটের সময় আমাদের পূজ্যপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ** ইহ-লীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসর কাল বাতব্যাধি-রোগে আক্রান্ত হইবার ছলনা করিলেও, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবা ও যত্নে তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে দারুণ বিধি তাঁহাকে অধিক দিন ধরাধামে রাখিতে নারাজ হইয়া দুরারোগ্য উদরাময় রোগ তাঁহার কাল-স্বরূপ প্রেরণ করেন। বৈষ্ণব দৈন্যবশে বিধির বিধানকে অকাতরে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অমূল্য সঙ্গ-দান হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিলেন।

আমরা তাঁহার সদয়, সরল, অমায়িক ব্যবহার ও বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছি। প্রত্যক্ষ জীবনে "অল্প গুণ বহু করি' মানে," ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়াছি। সামান্য একটু দ্রব্য পাইলেই তিনি এত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাইতাম। ৬৮ বৎসরের বার্দ্ধক্য তাঁহার জীবনকে অভিভূত করিতে পারে নাই। সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে সেবা করাই তাঁহার সহজ স্বভাব ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি সকলের নিকট কীর্ত্তন-সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একই সময়ে বিনা বিশ্রামে ৮ ঘণ্টা কীর্ত্তন করিতে তাঁহার কোনও ক্লেশ বোধ হইত না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ—তাহা তিনি জীবনে স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর করুণ কণ্ঠের কীর্ত্তন যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।

তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, গুরুসেবায় আদর্শ-গ্রহণের জন্য কঠোরতা—বিশেষ আদর্শস্থানীয়। প্রায় ৩০ বৎসরের অধিককাল তিনি জগদ্‌গুরু পরমহংস-কুল-চূড়ামণি **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার পারমার্থিক জীবন যাপন করেন। ব্যবহারিক-জীবনে তিনি উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সরকারী সেটেলমেণ্ট বিভাগে কার্য্য করিয়াও সাধারণ ভোগময় সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্য-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবৎসেবার ধ্বংস সাধন করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সমস্তই বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের মায়া মমতা তুচ্ছজ্ঞানে পরমার্থের জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিত্য-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের দেহান্তের পর তিনি কিছুদিন দক্ষিণ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে (?) অবস্থান করেন। তথায় হরিসেবাময় নিরপেক্ষ জীবন-যাপনের অসুবিধা মনে করিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্ন জীবন-যাপন-উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে কিছুদিন অবস্থানের পর বিখ্যাত **বন মহারাজের** নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে **শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-কালে** বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, সমিতির শ্রীশ্রীগুরু-সেবাময় প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করেন। এবং সমিতির কৃষ্ণ-কীর্ত্তনময় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বপ্রধান রূপ-শিক্ষা সাধনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবায় অতিবাহিত করেন।

কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন-জীবন কীর্ত্তনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের দৈনন্দিন কৃত্য—সকালে পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা-মুখে তন্মহিমা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-স্মরণমুখে তাঁহার নিত্য সেবাময় কুঞ্জে মহাপ্রয়াণ করেন।

শ্রীমান্ প্রেমপ্রয়োজন ব্রহ্মচারিজী অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার ন্যায় সেবার আদর্শ সকলে গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃতই বৈষ্ণবের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে প্রচুর স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার প্রতি শেষ জীবনে প্রভূত আশিস্ জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রেমপ্রয়োজনের জীবনই ধন্য।

পরিশেষে বাবাজী-মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আমার নিবেদন, তিনি যেন আমার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শক্তিদান করেন।

—শ্রীবেদান্ত সমিতির জনৈক দুর্ভাগা সেবক

ভক্তাদর্শ শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণে হৃদয়োচ্ছ্বাস

গুরুর সেবক ভকত-আদর্শ, **অনঙ্গমোহন** জগতে নাই।
অভাবে তাঁহার হৃদয় মোদের, আকুলি বিকুলি উঠিছে তাই॥ ১॥
ললিত-কণ্ঠের কীরতন গান, মৃদঙ্গের সেই মধুর বোল।
আর না ভাসিবে আকাশ-বাতাসে, আর না তুলিবে আনন্দ রোল॥ ২॥
অকপট তাঁ'র সেবার দান, সরল মধুর অমিয় প্রাণ।
চিত্তহরা তাঁ'র মূরতিখানিকে, ভাতিবে না শশী-তপন-মান॥ ৩॥
ভগবন্নাম উচ্চারণসহ, শান্ত দান্ত প্রশান্ত গভীর।
প্রয়াণ-কালেও প্রকট করিল, ভক্তি প্রেমের স্বভাব মধুর॥ ৪॥
'টাম্বারামের' মন্দ্র-শৈলপল্লী, চরমে তাঁহারে করি' ধারণ।
ল'ভেছে তীরথ পুণ্য ওগো আজ, আবিলতা যত করি' বারণ॥ ৫॥

গৌরপ্রেমের হিল্লোলে, তাঁ'র, মুক্তি-পথের শুভ সন্ধানে।
'কৃষ্ণ কোঁথায় ?' উচ্চারি' মুখে, বিপ্রলম্ভ-ভাবে মগ্ন প্রয়াণে ॥ ৬ ॥
গোলোকের সেই পুণ্য সকাশে, ডাকিলেন হরি গোপনে তাঁ'রে।
পৃথিবীর মায়া-মমতা ভুলিয়া, চ'লে গেল ধীর আলোক-পুরে ॥ ৭ ॥
একদিন গুরু-মহারাজ-সহ, এসেছিলে যবে মোদের দেশে।
গরিমা তোমার তখন গো সুধী ! গোপনে রেখেছ মোদের পাশে ॥ ৮ ॥
সেই শুভদিনে দেখেও তোমায়, দেখি নাই আমার ভাগ্যদোষে।
সে-বেদনা আজ মূরতি ধ'রেছে, হৃদয় ভরেছে বিষম ক্লেশে ॥ ৯ ॥
কে তুমি ভকত ! পূজারী কাহার ? কেন এসেছিলে মরত ধামে ?
সংসারত্যাগী গুরু-মহারাজ, কাঁদিয়া আকুল তোমার নামে ॥ ১০ ॥
কেবল 'একুশ' বছরের তরে, আলোকিয়া এই মাটীর ধরা।
করম কি তব হ'য়ে গেল শেষ ? ভাবিয়া আমরা আকুল-পারা ॥ ১১ ॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ভূলোক ত্যজিয়া, গোলোকে তোমার হ'য়েছে স্থান।
সৎচিদানন্দ সাগরের তীরে, খুঁজিয়া চ'লেছ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণ ॥ ১২ ॥
স্নেহের আশিস্ করগো আমায়, শ্রীহরি-গুরুর পরম দাস।
তব ভকতি-কণা লভি যেন ওগো, পূরে যেন মোর এ'-অভিলাষ ॥ ১৩ ॥

ভরসা শ্রীগৌরাঙ্গ-তরুণ-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে

অধম দীন সেবক—

শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, সাং জুথিয়া (মেদিনীপুর)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে অভিনব সংযোগ—তিথ্যন্ত, পক্ষান্ত, মাসান্ত ও দেহান্ত প্রভৃতি বিরহ-জ্ঞাপক

অদ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। আমরা অদ্য আপনাদিগকে এই তিথির সম্মানের জন্য আহ্বান করিয়াছি। এই মহাপুরুষের অদ্য আবির্ভাব-তিথিতে আমরা একটা অভিনব সংযোগ লক্ষ্য করিতেছি। অদ্য

প্রাকৃত সৌর জগতের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিবস। সংক্রান্তি-শব্দে সম্যক্ গত বুঝায় অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষে এই মাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা না থাকায় ইহা একটী বিরহ দিবস। মাস-শব্দে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং মাসান্ত বলিলে চন্দ্রের অন্তিম দশাকে অর্থাৎ অমাবস্যাকে বুঝিয়া থাকি। অদ্য অমাবস্যা তিথির সংযোগহেতু আমাদের হৃদয়ে একটী তথ্য জাগরিত হইতেছে। যিনি বৈষ্ণবগণের পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ, অদ্য তাঁহার অন্তিম তিথি ও সংক্রান্তি দিবস। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই অদ্য সর্ব্বতোভাবে স্মরণীয়। তীথ্যন্ত, পক্ষান্ত, মাসান্ত কাঁহারও দেহান্তের ন্যায় বিরহের স্মৃতি জাগিয়া তোলে। যাত্রা-প্রকরণে উহা সমস্তই মৃত্যু-লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্য উক্ত সমুদায় বিরহ-জ্ঞাপক ব্যাপার-সমূহের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে আমরা সকলেরই সহানুভূতি পাইতেছি।

বিরহ-তিথি হইতেই মঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ, পুরুষোত্তম-মাসহেতু উহার ব্যতিক্রম

আমরা প্রতিবৎসর এই তিথিবরাকে শিরে ধারণ করিয়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ করিয়া থাকি। কিন্তু এবৎসর তিথ্যন্ত, পক্ষান্ত বা মাসান্তের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম-মাস-প্রবৃত্তি সংঘটিত হইয়াছে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ইহাকে 'মলমাস' বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। তজ্জন্য বার্ষিক অধিবেশনের অপর অংশ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাস-অন্তে আরব্ধ হইবে। আপনারা তাহার পৃথক্ আহ্বান পাইবেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য আলোচনায় অনুরোধ

অদ্য ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে পুরুষোত্তম-মাস সম্বন্ধীয় কতিপয় বিচার ঠাকুরকে বিশেষভাবে স্মরণ-পথে আনিয়া দিতেছে। এই অধিমাস অদ্য রাত্র ২।১ ঘণ্টা পরেই প্রবেশ করিবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই পুরুষোত্তম-মাস সম্বন্ধে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে যে অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই আলোচনীয়। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অদ্য তাহা আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি (৪র্থ সংখ্যা ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ-লাভ করিবেন।

অধিমাস-সম্বন্ধে ঠাকুরের বিচারের চমৎকারিতা

অধিমাস-সম্বন্ধে ঠাকুরের বিচারের চমৎকারিতার কথা উল্লেখ না করিয়া তাঁহার বিরহ-তিথির উদ্‌যাপন-প্রসঙ্গ সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। তিনি

লিখিয়াছেন, প্রাকৃত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ এই অধিমাসকে মলমাস বা চৌরমাস সাব্যস্ত করিয়া তাহাতে কোন শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। সুতরাং এই সুযোগে আমাদের সকলকেই অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-মাত্রেরই নৈষ্কর্ম্ম্য আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ লওয়া কর্ত্তব্য। আমি আপনাদের এই চুঁচুড়া সহরে, শুধু চুঁচুড়া-সহরে কেন, প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, সর্ব্বতোভাবে পরাধীনা মাতৃস্থানীয়া মহিলাবৃন্দকে তাঁহাদের পতি অথবা পুত্রগণের চাপে পড়িয়া প্রতি মাসেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এই পুরুষোত্তম-মাস তাঁহাদের পক্ষে পরম শুভদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতা সেবিকা বৈষ্ণবী-সকলের পক্ষে পুরুষোত্তম-ব্রত-গ্রহণ একটা অপূর্ব্ব সুযোগ। ইহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে তাঁহাদের পতি-পুত্র ও ভ্রাতৃবৃন্দের কর্ম্মপিপাসা-জনিত উৎপাত আর সহ্য করিতে হইবে না। শ্রীল ঠাকুরের 'পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য' আমরা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অন্তরে অন্তরে এই পুরুষোত্তম-ব্রত স্মরণ-মুখে সুষ্ঠুভাবে পালন করিবেন।

বিরহ কাহাকে বলে

মিলনের অভাব হইতেই বিরহের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ বিরহ-অর্থে বিচ্ছেদ বুঝায়। প্রাকৃত এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে তফাৎ করিয়া দিলে যে বিচ্ছেদ হয়, বিরহ কিন্তু তাহা নহে। বিরহ বা বিচ্ছেদের ফলে আমরা শোক-মোহের ন্যায় একটী ভাবকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। শোক-মোহ আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করিয়া দেয়; বিরহ আমাদিগকে সংসার-আসক্তি হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া ভগবৎসেবায় নিষ্ঠা প্রদান করিয়া থাকে। তজ্জন্যই আমরা বৈষ্ণবের বিরহ-তিথি পালন করিয়া থাকি। আপনাদের হৃদয়ে সেই ভাব জাগরিত হউক—ইহাই ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা।

বিরহ-তিথি উদ্‌যাপনের অধিকারী নির্ণয়

বস্তু সম্বন্ধে যাঁহার যতদূর জ্ঞান, তাঁহার ততদূরই বিরহ জাগরূক হয়। বস্তু-জ্ঞানের অভাব ক্ষেত্রে বিরহ সম্ভবপর নহে। যাঁহার সম্বন্ধে বিরহ, এস্থলে তাঁহাকেই বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলে আমাদের তাঁহার সম্বন্ধে বিরহ জাগরূক হইতে পারে না। বস্তু-জ্ঞানই মিলন; সেই বস্তু হৃদয়ে মিলিত না হইলে বিরহ

সম্ভবপর নহে। আমরা যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য প্রতিবৎসর ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

গোস্বামিমতে শ্রীজন্মাষ্টমী

১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৫৭

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিদ্ধা তিথিতে উপবাসাদি করেন না। এসম্বন্ধে একাদশী ও জন্মাষ্টমী বিষয়ে এঁরাই বিচার হরিভক্তিবিলাস গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত যাবতীয় পঞ্জিকাসমূহ জন্মাষ্টমী-ব্রত-উপবাস সম্বন্ধে যে বিধি দিয়াছেন, তাহা সমুদায়ই গোস্বামীবর্গের বিচারের বিরুদ্ধ। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস অনুসারে ১৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর উপবাস নহে। কারণ এইদিন সপ্তমীবিদ্ধা হইয়াছে। সুতরাং **১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর উপবাস** গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয়। এবং **২০শে ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণ ৭-৫৪ মিনিটের (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) মধ্যে পারণ** করিতে হইবে।

নিম্নে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ সংক্ষেপতঃ উদ্ধৃত করা হইল। বিস্তারিত বিবরণ ও বিবিধ যুক্তি-সম্বলিত সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য স্মার্ত্ত পঞ্জিকার অনুকরণে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা'তেও এই ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫ম সংখ্যার ২০০ পৃষ্ঠায় জন্মাষ্টমীর উপবাস সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও নবদ্বীপ-পঞ্জিকার অনুকরণে ভুল করা হইয়াছে। ব্রত-পালনকারী পাঠকবর্গ এবিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকিবেন।

সোমাহ্নি বুধবারে বা অষ্টমী রোহিণীযুতা।
জয়ন্তী নাম সা খ্যাতা তাং লভেৎ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ॥
তস্যামুপোষ্য যৎ পাপং লোকঃ কোটিভবোদ্ভবং।
বিমুচ্য নিবসেদ্বিপ্র বৈকুণ্ঠে বিরজে পুরে॥
অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ।
সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাঙ্ক্ষিভীরোহিণীং বিনা॥

পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ।
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

অর্থাৎ—সোমবার বা বুধবারে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী হইলে, তাহার নাম জয়ন্তী, ভূরি ভূরি পুণ্য থাকিলে উহা লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! ঐ জয়ন্তীতে উপবাস করিলে, মনুষ্য কোটিজন্ম-সমুদ্ভব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল বৈকুণ্ঠপুরে বাস করে। অষ্টমী যদি নবমী-বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে উহার নাম—উমা-মাহেশ্বরী তিথি। যাঁহারা পুণ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা রোহিণী-যোগ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ঐ তিথিতে উপবাস করিবেন। সর্ব্বদা পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমী-বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্ধায় অর্থাৎ নবমী-বিদ্ধায় ব্রত করিবে, যেহেতু সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকালের সঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট করিয়া দেয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

আশ্বিন মাস—৩০ দিন

২২ হৃষীকেশ, ১লা অশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌর-সপ্তমী রা ৬।৩০। শ্রীললিতাসপ্তমী।

২৩ হৃষীকেশ, ২রা আশ্বিন, ১৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—গৌরাষ্টমী দি ৪।১২। **শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।**

২৬ হৃষীকেশ, ৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৪১। **পার্শ্বৈকাদশী,** বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ। **শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।** সন্ধ্যায় শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

২৭ হৃষীকেশ, ৬ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৯।৩৪। **শ্রীবামন দ্বাদশী। দি ৯।২৮ মধ্যে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনান্তে পারণ।** শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ হৃষীকেশ, ৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ৮।৫৪। **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | বাসুদেব, ২১ হৃষীকেশ, ৪৬৪ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৫৭ ; ইং ১৭।৯।৫০ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যম্

নারদ উবাচ—

১। জন্মাষ্টমী-ব্রতং ব্রূহি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
ব্রত-পূজা-বিধানঞ্চ সংযমস্য চ সাম্প্রতম্।
উপবাস-পারণয়োঃ সুবিচার্য্য বদ প্রভো॥১,৩॥

নারায়ণ উবাচ—

২। স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা নির্ম্মায় সূতিকাগৃহম্।
লৌহ-খড়্গং বহ্নিজ্বালৈর্যুক্তং রক্ষকসঙ্ঘকৈঃ॥৮॥

৩। তত্র দ্রব্যং বহুবিধং নাড়িচ্ছেদন-কর্ত্তনীম্।
ধাত্রীস্বরূপাং নারীঞ্চ যত্নতঃ স্থাপয়েদ্‌বুধঃ ॥৯॥

৪। পূজাদ্রব্যাণি চারূণি **সোপচারাণি ষোড়শ**।
ফলান্যষ্টৌ চ মিষ্টানি দ্রব্যান্যেব হি নারদ ॥১০॥

৫। ঘটমারোপণং কৃত্বা সম্পূজ্য পঞ্চ দেবতাঃ।
ঘট-আবাহনং কৃত্বা **শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্** ॥১৫॥

৬। ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং কুমারায় মহাত্মনে ॥১৯॥

৭। "বালং নীলাম্বুদাভং অতিশয়-রুচিরং স্মেরবক্ত্রাম্বুজং তং,
ব্রহ্মেশানন্ত-ধর্ম্মৈঃ কতি কতি দিবসৈঃ স্তূয়মানং পরং যৎ।
ধ্যানাসাধ্যং ঋষীন্দ্রৈর্মুনি-মনুজবরৈঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈরসাধ্যং,
যোগীন্দ্রাণামচিন্ত্যং অতিশয়মতুলং সাক্ষিরূপং ভজেঽহম্" ॥২০॥

৮। ধ্যাত্বা পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা তু তৎসর্ব্বং মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
দত্ত্বা ব্রতী ব্রতং কুর্য্যাচ্ছৃণু মন্ত্রং যথাক্রমম্ ॥২১॥

৯। সুনন্দ-নন্দ-কুমুদান্ গোপান্ গোপীশ্চ রাধিকাম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং শিবাম্ ॥৪৩॥

১০। লক্ষ্মীং সরস্বতীঞ্চৈব দিক্‌পালাংশ্চ গ্রহাংস্তথা।
শেষং সুদর্শনঞ্চৈবং পার্ষদপ্রবরাংস্তথা ॥৪৪॥

১১। সম্পূজ্য সর্ব্বদেবাংশ্চ প্রণম্য দণ্ডবদ্‌ভুবি।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥৪৫॥

১২। **কথাঞ্চ জন্মাধ্যায়োক্তাং** (তৃতীয়োঽধ্যায়ং) শৃণুয়াদ্‌ভক্তিভাবতঃ।
তদা কুশাসনে স্থিত্বা কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী ॥৪৬॥

১৩। প্রভাতে চাহ্নিকং কৃত্বা সম্পূজ্য শ্রীহরিং সদা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ চকার হরিকীর্ত্তনম্ ॥৪৭॥

১৪। **'বর্জ্জনীয়া' প্রযত্নেন 'সপ্তমীসহিতাষ্টমী'।**
সা **সর্ব্বাপি** ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
অবিদ্ধায়ান্তু সর্ব্বায়াং জাতো দৈবকীনন্দনঃ ॥৫৪॥

১৫। বেদ-বেদাঙ্গ-গুপ্তেঽতিবিশিষ্টে মঙ্গলে ক্ষণে।
ব্যতীতে পদ্মযোনৌ চ ব্রতী কুর্য্যাচ্চ **পারণম্** ॥৫৫॥

১৬। **তিথ্যন্তে চ** হরিং স্মৃত্বা কৃত্বা দেবাসুরার্চ্চনম্।
'পারণং' পাবনং পুংসাং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্ ॥৫৬॥

—শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে **শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে** নারায়ণ-নারদ-সংবাদে **জন্মাষ্টমী-ব্রতাদি-নিরূপণ**-প্রস্তাবোঽষ্টমোঽধ্যায়ে।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যের বঙ্গানুবাদ

১। নারদ বলিলেন—মহর্ষে! ব্রতসমূহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জন্মাষ্টমী-ব্রত সম্বন্ধে আমাকে বলুন। প্রভো! সম্প্রতি ব্রত, পূজা-বিধান, সংযম, উপবাস ও পারণের বিধি যাহা আছে, তৎসমস্ত সুন্দররূপে বিচার করিয়া আমাকে বলুন ॥১,৩॥

২-৩। নারায়ণ বলিলেন—ব্রতপালনকারী পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মাষ্টমী-দিবসে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লৌহ, খড়্গ, অগ্নি ও রক্ষকসমূহ স্থাপন করিবে এবং সেই গৃহে বহুবিধ দ্রব্য, নাড়ী-চ্ছেদনের নিমিত্ত কর্ত্তনী ও ধাত্রীরূপা একটী স্ত্রী যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে ॥৮-৯॥

৪। হে নারদ! তৎপরে **ষোড়শোপচারে*** **পূজার** যোগ্য সুচারু দ্রব্য, **অষ্ট ফল**,† সুমিষ্ট দ্রব্যসমূহ সেই গৃহে স্থাপন করিবে ॥১০॥

---

* আসন, বস্ত্র, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নানীয় জল, শয্যা, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বূল, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, ভূষণ—এই ষোড়শোপচার।

† জাতীফল, কক্কোল (কাকলা), দাড়িম্ব, শ্রীফল, নারিকেল, জম্বীর, কুষ্মাণ্ড —এই অষ্ট ফল।

৫। পরে ঘটস্থাপন করত তাহাতে (বিঘ্ন বিনাশের জন্য) পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া সেই ঘটে পরমেশ্বর **শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান** করিবে ॥১৫॥

৬। হে নারদ! সেই সাম-বেদোক্ত ধ্যান প্রথমতঃ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৯॥

৭। শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী, তাঁহার নীলনীরদসদৃশ অতি রুচির কলেবর, মুখমণ্ডল বিকশিত-পদ্মসদৃশ মনোহর; ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ বহুদিবস নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তিনি ঋষীন্দ্র, মুনি ও মনুজবর্গের ধ্যানাসাধ্য ও সিদ্ধসমূহের অসাধ্য। তিনি যোগিগণের অচিন্ত্য অতিশয় অতুল ও সাক্ষীরূপ; তাঁহাকে আমি ভজনা করিতেছি ॥২০॥

৮। ব্রতী এই ধ্যান করিয়া পুষ্পদান করিবে এবং অন্য সমস্ত যথাক্রমে (ষোড়শোপচারের প্রত্যেকটী) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দানপূর্ব্বক ব্রত করিবে ॥২১॥

৯-১১। তৎপরে নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি গোপগণ, গোপিকাগণ, রাধিকা, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা, শিব, শিবা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিক্‌পাল, গ্রহগণ, অনন্ত, সুদর্শন ও কৃষ্ণপারিষদশ্রেষ্ঠদিগকে যথানিয়মে পূজা করিবে। সকল দেবতাকে পূজা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥৪৩-৪৫॥

১২-১৩। তৎপরে ব্রতী ভক্তিভাবে **জন্মাধ্যায়োক্ত কথা (শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বর্ণিত তৃতীয় অধ্যায়) শ্রবণ করত** ব্রত-দিবসে কুশাসনে অবস্থান করিয়া জাগরণ করিবে এবং তাহার পরদিন প্রভাতকালে আহ্নিকাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিবে, তাহার পর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবে ॥৪৬-৪৭॥

১৪। **ব্রতী সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। সপ্তমী-সহ অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া।** দৈবকীনন্দন 'সপ্তমী-অবিদ্ধায়' (সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে নহে) রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

১৫-১৬। ব্রতী বেদ ও বেদার্থাদিতে সুগুপ্ত অতি বিশিষ্ট মঙ্গল-লক্ষণ **রোহিণী নক্ষত্র অতীত হইলে 'পারণ' করিবে; তিথি অন্ত হইলে** হরিকে স্মরণ করত দেব-অর্চ্চনা করিয়া **'পারণ' করিবে** ॥৫৫-৫৬॥

বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি

স্মৃতিশাস্ত্র—বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের বিচার

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদ্দশায় ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধি-সম্বলিত শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। ভক্তাভক্ত-ভেদে স্মৃতিশাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়জ্ঞানে সামাজিক শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণ ইতর-স্মৃতি-বিধিগুলিকে বহু-মাননপূর্ব্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র অভক্ত স্মার্ত্তের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্ভক্তি-বহির্ম্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদুন্মুখ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। ইতর স্মার্ত্তগণ বলেন, ভগবদ্ভক্তির আদর না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেই সৎকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমার্থিগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ একই শাস্ত্র হইতে রুচিক্রমে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। **শ্রীরঘুনন্দনাদি** ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের নিজ-প্রণীত নিবন্ধ-গুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার পারমার্থিক স্মার্ত্ত **শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে অবৈষ্ণবপর-স্মৃতিবচন 'বৈষ্ণবের পালনীয় নহে'**—এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবদ্বিমুখতাহেতু অবৈষ্ণব-স্মৃতির প্রাবল্য

ভগবদ্বিমুখতার স্রোত সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব-স্মৃতির সমাদর সর্ব্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না—এরূপ বিচার নির্ব্বোধ সমাজেই শোভা পায়। মানব যে-কালে আপনাদিগকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেইকালেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন, বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নার হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট গৃহীতমন্ত্র হইয়া

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন—পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতির ফল মাত্র।

দীক্ষিত বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান

দীক্ষিত-বৈষ্ণব যখন দেখিবেন যে, অদীক্ষিত হরিবিমুখ-সমাজে আচার-ব্যবহার তাঁহার পরমার্থবিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে ব্যবহারিক জীবনকেও কৃষ্ণোন্মুখ করা আবশ্যক, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি পরমার্থে অগ্রসর হন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতর-স্মৃতির অনুগমন 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিভাত হইবে; কিন্তু আচার্য্যের অনুগমনে বদ্ধপরিকর হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারিগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনাদর করায় দুঃখ-প্রকাশ

হায়, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতন গোস্বামি-লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারী সমাজে নাই! বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা কুলাঙ্গারের কার্য্য করিবার জন্য বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি! যাঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতির পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিতেছি!

শ্রীগোপাল ভট্টের সৎক্রিয়াসার-দীপিকার প্রাচীনতা ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক উহার প্রচার

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-নির্ম্মিত বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-গ্রন্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শতবর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বদ্ধমঞ্জুষায় অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণবজগতে উহা প্রচার করিয়া শুদ্ধভক্তগণের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণব-সমাজ নিজ নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য উহাই নির্ব্বিবাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন।

শ্রীগৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণকে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীনাম গ্রহণোপদেশ

যে-সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয়

হিন্দুসমাজের চরম দুরবস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনাম-বিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতি-কূলাচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্ত্তমান কালে বর্ণাশ্রমে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন।

স্মার্ত্ত-সমাজের হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইলেই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন হইবে

সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অনর্থ-জনিত হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে জীব জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন-প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বহুলভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎফুল্ল হইব।

মুখে হরিভক্ত, অন্তরে স্মার্ত্ত হইলে নির্ব্ব্যলীক বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না

মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্য্যে হরিবিমুখ ভাব পোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর-স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নির্ব্ব্যলীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-প্রতীতির মধ্যে কখনই সাধিত হইবার নহে—একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়।

অন্তর ও বাহিরে সম-ব্যবহার

"অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার" এই বাক্যটীর বিকৃত অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ভক্তির অনুকূল জীবন যাঁহারা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার

করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে।

জাতি-গোস্বামী ও তদধীন শিষ্য-সমাজ শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অপ্রতিষ্ঠিত-হেতু বৈষ্ণব-নিষ্ঠাহীন

যদি আজ আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্য ও তদধীন সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্ত-নামধারীর অন্তর-নিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তর-নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোক-ব্যবহারের দৌরাত্ম্যের কথা লোক-সমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা অন্তরনিষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে লোকব্যবহার, ভজনকারী সমাজের অনুকূল হউক—এরূপ সদুদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোক-ব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে দেয় না।

নামধারী আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক শাস্ত্রের কদর্থহেতু ভক্তিপথে কণ্টকারোপণ

মহাভারতে দুর্য্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপকার্য্যে অভক্ত জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন! "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ"—শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-নামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরক-পথে দিশাহারা হইতেছেন! "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ"—শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া আমাদের ন্যায় নামধারী আচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তরনিষ্ঠ বলিয়া কপটতা-সহকারে পরিচয় দিতে গিয়া কতই না পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন!

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতা

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতাই বাহ্য লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া ব্যভিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণব-সামাজিকগণ এই সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন।

আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণলাভ ঘটিবে না। দেহ ও মনের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করুন্।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার

সঙ্গই স্বভাবের মূল

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ সঃ তদ্‌গুণঃ।"

স্ফটিক মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গত্ব

ভাগবতে বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসৎ জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেবা সৎ—এ-বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। **সাধু-লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্ব-রূপ ফলোদয় হয়।**

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ কর্ত্তব্য

অসৎসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এ-সমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

সাধুর লক্ষণ; সাধু-সঙ্গই কর্ত্তব্য

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই

আমাদের কর্ত্তব্য। যে-সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি **সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।**
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

(ভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাত-শত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু-ভূষণ। শুদ্ধ ভক্তদিগেরই এইপ্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়া-কথা-দ্বারা মার্জ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। **হে স্বাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।**

বেশের দ্বারা সাধু নির্ণিত হয় না—সাধু অতি দুর্লভ

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই কপট হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধু-সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্তি অতীব দুর্লভ

মহাদেব দেবীকে কহিলেন, হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্ত-লক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্ত-জনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা অতএব সুদুর্লভ। এখন দেখুন, দাস্য-রসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন

এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা কি বলিব।

কৃষ্ণভক্তই পরম সাধু এবং তাঁহার সঙ্গের পরম ফল

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত সত্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ, কারাগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রি-নিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা। হে কৃষ্ণ! যেদিন তোমার শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জন-মধ্যে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের ন্যায় আচরণ করে না; পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো, ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং, ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
(ভাঃ ১৪।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে—আমার সেই ভাগ্যলাভ হউক যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু-সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন না কোনপ্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়।

সাধুসঙ্গ-লাভের ক্রমোপায়

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের 'শীল' অর্থাৎ 'স্বভাব' ও 'সচ্চরিত্র' যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনিই নিশ্চয় ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপ-জীব ও পশু-পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভব-সাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া যে অনায়াসে সংসার-সাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? **তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না।** উত্তম জাতিলাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না। **শাস্ত্র-বিচারদ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না।** ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র **বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।**

বিষয়ীর দৈন্য ও কৃপা-প্রার্থনা—কপটতা মাত্র

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে, "হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন—আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, "ওহে তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক।" তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন, "হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে

এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র সর্ব্বদা অহিত-জনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট।

কপটতাহেতু সাধুসঙ্গের ফল-লাভে বঞ্চিত

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী—১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১শ পৃষ্ঠা)

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরী-রতি-রসৈরুত্থাপিতঃ প্রত্যহং
কালিন্দী-পুলিনে ননর্ত্ত রভসাচ্ছ্রীরাস-গোষ্ঠ্যাং বিভুঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানুরাগঃ কলৌ
প্রেম্না নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি জগদ্ভূদেব-চূড়ামণিঃ ॥ ২ ॥

পুরাকালে ব্রজধামে　　ব্রজদেবীগণ-কামে
সুপরম রস উত্থাপিয়া।
প্রতিদিন তুমি হরি　　আনন্দিত মন ধরি'
ডুবি রহ সে রসে বসিয়া ॥
কালিন্দী-পুলিনে গিয়া　　ধরি' আনন্দিত হিয়া
নৃত্য-বেগে হর্ষান্বিত হ'য়ে।

রাধারাণী-সহ রাসে আর তুমি গোষ্ঠাবাসে
বিভুরূপে প্রকাশিছ র'য়ে ॥
তুমি এবে মন ধরি' সকল মানবে বরি'
প্রেম, অনুরাগ যাহা হয়।
তা'সব নিহিত করি' এই কলিকাল ধরি'
উদ্ধারিছ জীব সমুদায় ॥
প্রেমে নিজে নৃত্য ধরি' নাচাইয়া সবে হরি!
জগতের কর্ত্তা শিরোমণি।
হইয়াই তুমি রও প্রাণে ভক্তে ধরি' লও
হ'য়ে নিজে আহ্লাদের খনি ॥ ২ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
—**শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ**
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)

বদ্ধজীবের ক্লেশ ও পরিত্রাণের উপায়

কি দেবতা, কিবা দৈত্য, যক্ষাদি মানব।
পশু-পক্ষী-পতঙ্গাদি যত জীব সব ॥
মোহ-জালাবদ্ধ হ'য়ে নিজ কর্ম্ম-দোষে।
সমস্ত ক্লেশের বীজ অবিদ্যায় শেষে ॥
অতি আপনার বলি' করিয়া বরণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনি করিছে ভ্রমণ ॥
এ-হেন অনন্ত দুঃখ ভুঞ্জি' বারম্বার।
তবু না জীবের হয় চৈতন্য-সঞ্চার ॥
"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥"

মহাজন বলেছেন—'জীব কৃষ্ণদাস' ;
দুঃখ নাই এই কথা করিলে বিশ্বাস ॥
কিন্তু বিশ্ববাসী, 'আমি কৃষ্ণদাস'—
একথা ভুলিয়া করে (নিজ) শুদ্ধসত্ত্ব নাশ ॥
জগতের পতি কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু।
এ 'সম্বন্ধ-জ্ঞান'-কথা ভাবে নাই কভু ॥
এই কথা ভুলি' স্থূল-লিঙ্গ-দেহে জীব।
আত্মবুদ্ধি করি' আনে আপন অশিব ॥
দেহ-সম্বন্ধীয় যত অনিত্য বিষয়।
ধন-পুত্র-পত্নী-স্বজনাদি যারে কয় ॥
করিয়া মমতা-বুদ্ধি এই সবে হায়!
(জীব) মোহ-জালাবদ্ধ হ'য়ে শোক-দুঃখ পায় ॥

যেই পত্নী-পুত্র লাগি ক্ষুদ্র জীবগণ।
করেছিল উৎসর্গ সমস্ত জীবন ॥
মৃত্যুকালে কেহ তারা সঙ্গে নাহি যায়।
যম-দ্বারে দণ্ড ভোগে অংশী নাহি হয় ॥
তথাপি অবিদ্যাগ্রস্ত দীন জীবগণ।
মোহজালে' সমাদরে করে আলিঙ্গন ॥

পত্নী-পুত্র-ধন-শোকে হ'য়ে জর্জ্জরিত।
অকালে মৃত্যুকে লোকে আহ্বানে সতত ॥
মোহজালে বদ্ধ হয় যেই জীবগণ।
তাহাদের পরিণাম বড়ই ভীষণ ॥
দস্যুগণ ধনী-বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরি মারে।
তবু ধনী ধন-মোহ ছাড়িতে না পারে ॥

কুলাসার পুত্র মদ্য-পানাসক্ত হয়।
বেশ্যাসক্ত হ'য়ে তা'র কত লাথি খায় ॥

সুধারূপে সম্মার্জ্জনী করয়ে বরণ।
তথাপি পুত্রের মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ॥
করিতে না পারি' সেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন।
সেই পুত্র লাগি দেয় প্রাণ বিসর্জ্জন॥
বরং সে কুলাঙ্গার পুত্রের লাগিয়া।
বৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যজে পুলকিত হ'য়া॥
(তবু) পুত্ররূপ-মূত্র ত্যাগ করিতে না পারে।
ভয়ঙ্কর মোহ হায়! এত শক্তি ধরে॥

কাম-বিবর্দ্ধিনী নারী পলকে পলকে।
রুধির শোষণ করে ঝলকে ঝলকে॥
এই ভবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা।
জীবের প্রধান ব্রত নাহি জানে কেবা॥
প্রধান কণ্টক-রূপে সেই সেবা-পথে।
কামিনী বিরাজ করে জীবে বিনাশিতে॥
হয় না সমর্থ স্ত্রৈণ-ব্যক্তি কোনমতে।
স্বজনাখ্যদস্যু-মায়া-সঙ্গ বিবর্জ্জিতে॥
মোহই তাহার হয় প্রধান কারণ।
মোহ-জালাবদ্ধ হ'য়ে মরে জীবগণ॥

দৈবী-মায়া অতিশয় 'দুরত্যয়া' হয়।
ক্ষুদ্র জীব নিজ-বলে উদ্ধারিতে চায়॥
কিন্তু ক্ষুদ্র জীব তার শক্তি কতদূর।
উদ্ধার থাকুক দূরে হ'য়ে যায় চূর॥
ভগবান্ ব'লেছেন—'যাহারা আমাতে।
প্রপন্ন, তাহারা পারে (মায়া) সিন্ধু পার হ'তে'॥

অকপটে গুরুপদে আত্ম-নিবেদন।
করিবারে পারে যদি বদ্ধ জীবগণ॥

ভগবৎ-পদে হয় সেই ত' প্রপন্ন।
প্রপন্ন ব্যতীত কারুর গতি নাহি অন্য॥
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি ল'য়া।
শ্রীগুরু-চরণ-তলে গমন করিয়া॥
যদি সেবা করে জীব সঁপি' মন-কায়।
তাহাতে অখিল জীবের সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়॥

—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী
সাং—নারমা, (মেদিনীপুর)

গীতার বাণী

(৭)

২য় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ-বিচার

ভোগপর কর্ম্মাদিতে আসক্ত না হইয়া নির্গুণ ভক্তির অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য—এই বিষয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকেই উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু প্রথমেই নির্গুণ তত্ত্ব লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোন কোন স্থলে উপদিষ্ট হইয়া চরমে নির্গুণ-ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে। মানাপমানাদি-দ্বন্দ্বভাব রহিত হইয়া নিত্য-সত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্ম-স্বভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক যোগ-ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগ-সহকারে ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়। গুণবাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিলেই সংসার-প্রাপ্তি ঘটে, আর গুণাতীত অবস্থাই সংসার-মোক্ষ। তজ্জন্য কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই ভগবানের উপদেশ। এ-বিষয়ে বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল। বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভগবৎ প্রীতিজনক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন-মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক গমন করেন। পাপ অথবা পুণ্য—দুইটীই জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তজ্জন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

পাপে না করিহ মন,　　অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।

পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি করিলে উপায়॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব ভোগবুদ্ধিক্রমে বিষয়-সুখের চিন্তা লইয়া নিরন্তর তত্তৎকথা শ্রবণ ও ধ্যান করিতে করিতে বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে।

যদি তাহার সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব-শ্রবণের সুযোগ হয়, তখন জাগতিক ভোগ্য-বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে। তখনই জীব নিজ প্রকৃত কর্ম্মের সন্ধান পায় এবং সাধুসঙ্গক্রমে বুঝিতে পারে যে, জীব যদি নিজ মনোগত কামসকল পরিত্যাগ করিতে পারে এবং আত্মার দর্শনে সন্তুষ্ট থাকে তখনই তাহার জ্ঞান স্থির হয়। তখন সে শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনপ্রকার ক্লেশে উদ্বিগ্ন হয় না; সুখের বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও স্পৃহা হয় না। তখন নিজকৃত কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া **'স্থিতপ্রজ্ঞ'** নামে অভিহিত হয়। যিনি এইরূপ হইতে পারেন, তিনি জড় বিষয়ে স্নেহ-শূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়া তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যতদিন থাকে ততদিন ঐসকল লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্যক্তি তাহাতে বিচলিত হন না। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয়ে বিচরণ করিলেও উহারা বুদ্ধিবাধ্য হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না। কূর্ম্ম যেরূপ নিজেচ্ছায় অঙ্গ-সকল প্রকাশ ও অন্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনিও ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত পরিচালনা করেন। অনেক রোগী রোগবৃদ্ধির ভয়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখে। তাই বলিয়া তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইবে না। তাহারা ইন্দ্রিয়কে রস-বস্তু-গ্রহণে বঞ্চিত রাখিলেও রস-গ্রহণের অভিলাষ বর্জ্জন করিতে পারে না। 'ব্যাধিমুক্ত হইলে বিষয় গ্রহণ করিব'—এইপ্রকার অভিলাষ থাকে; কিন্তু জড় বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু শ্রীভগবদ্রস আস্বাদন করিতে পারিলে তখন জড়রস-লিপ্সা আপনা হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়। শুষ্ক জ্ঞানী পণ্ডিতগণ জড়-উপরতি-দ্বারা চিত্তকে রাগ-রহিত করিবার প্রয়াস পাইলেও ইন্দ্রিয়সকল জড়-বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু সেইসকল ইন্দ্রিয়কে পরমাত্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলে ইন্দ্রিয়গণ বিপথগামী হইতে পারে না। তাহার নাম **'যুক্ত'**-অবস্থা।

ভগবৎপর না হইলে 'যুক্ত' অবস্থা হয় না। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যুক্ত-বৈরাগ্যের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবৎসেবানুকূল কার্য্যের সঙ্কল্প, সেবা-প্রতিকূল কার্য্য পরিত্যাগ, শ্রীভগবান্‌কে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, 'তিনি অবশ্য রক্ষা করিবেন'—এই বিশ্বাস, নিজেকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি লইয়া এইরূপে শরণাগত হইলে জীব প্রকৃত 'যুক্ত' হইতে পারেন।

রাজর্ষি অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৬-১৮)

অম্বরীষ-রাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, **কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়,** হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরিহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়-যোগ্য রতির উদয় হয়।

যাহারা 'যুক্ত' হইতে পারে না, তাহাদের মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা 'অযুক্ত'। অযুক্ত ব্যক্তি ভগবদ্ ভাবনা-বিরত বলিয়া শান্তি-লাভের অনধিকারী, সুতরাং তাহারা সুখী হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে বিচরণ করাইলে মনও তাহাতে নিবিষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্রতিকূল বায়ুদ্বারা বিচলিত নৌকার ন্যায় অযুক্ত ব্যক্তির মন ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিয়া তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। যাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। অন্যান্য জল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিত-প্রজ্ঞে প্রবেশ করিলেও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।

সাধারণ প্রাণিগণের যাহা নিশা, তাহাতে সংযমী ব্যক্তিগণ জাগ্রত থাকেন, আর সাধারণ প্রাণী যে-বিষয়ে জাগ্রত, মুনিগণ তাহাকে নিশারূপে দেখিয়া থাকেন।

জীব দুই প্রকার—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী। অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা নিশা, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা দিবা এবং অজ্ঞানীর যাহা দিবা, জ্ঞানীর তাহাই নিশা। নিশা-দিবার পার্থক্য—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া। যে কেহ হউক না কেন, সে যে-সময় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, তাহার পক্ষে তাহাই দিবা এবং যে-সময় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ না করে, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য। যাহা পরমার্থ-তত্ত্ব-অজ্ঞানীর নিকট নিশা, তাহাই জ্ঞানীর নিকট দিবা। অজ্ঞানীদের বুদ্ধি নিয়ত অতদ্‌বস্তুতে অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত মায়িক বস্তুতে আসক্ত। সুতরাং পরমার্থ-তত্ত্ব তাহাদের নিকট নিশা-সদৃশ। আবার ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠানতৎপর জীব অজ্ঞান-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্রকাশ চিন্ময় বিশ্বকে দর্শন করেন, তাহাই অজ্ঞানীর নিশা।

বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবের নিশা। নিশায় কি কি ঘটে, তাহা যেরূপ নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির জ্ঞানের অগোচরে থাকে, সেইরূপ আত্মপ্রবণাবুদ্ধিতে যে পরমার্থ-বিষয়ক অনুভূতি হয়, তাহা অজ্ঞানীর অগোচর। কিন্তু সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়-প্রবণা বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব বিষয়-ব্যাপারে আচ্ছন্ন থাকিয়া বৈষয়িক শাক-মোহাদিজনিত সুখ-দুঃখ অনুভব করে। তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের নিশা-সদৃশ। সুতরাং তিনি তাদৃশ বিষয় অনুভব করেন না। সাংসারিক সুখ দুঃখপ্রদ বিষয়-ব্যাপারে বিরত থাকিয়া ভগবৎসেবা-সুখে নিমগ্ন থাকেন।

যাঁহার হৃদয় হইতে বাসনাসমূহ উন্মূলিত হইয়াছে, তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই পরমার্থ ধনের অধিকারী। কিন্তু ভোগী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার হয় না। বসুন্ধরার অসংখ্য নদ-নদী সাগরে গিয়া প্রবেশ করিলে তাহাতে সাগরের কিছুমাত্র উদ্বেলিতাবস্থা দেখা যায় না। তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ কামনার বিষয়ীভূত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করেন না। যদিও ধরাধামে অবস্থানকালে বিষয়ের গমনাগমন সম্ভব, তথাপি জ্ঞানবলে বলীয়ান্ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হন না। তাঁহারা বিষয়সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া অবিচলিত-চিত্তে ভগবৎসেবাসুখে নিমগ্ন থাকেন।

অতএব যিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তির অধিকারী। এইপ্রকার জ্ঞান জীবন-সমাপ্তিকালে উদিত হইলেও জীব আত্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া চিরশান্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির বুদ্ধিই **ব্রাহ্মী স্থিতি**। ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত জাগতিক বিষয়-চিন্তা তাহার চিত্তকে বিন্দুমাত্রও আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান কখনই অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তিনি মোহকূপে পতিত হন না।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ-অর্থে 'ব্রহ্মে লয় হওয়া' অর্থ যথার্থ নহে। ব্রহ্ম—আত্মার স্বরূপের প্রকাশ; ইঁহাকে গুণাষ্টকের প্রকাশ বলিয়াছেন—

"য আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুঃ, বিশোকো, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যাদি পাপবৃত্তিশূন্য, জরাধর্ম্মরহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকশূন্য, ক্ষুধা-পিপাসারহিত, নির্দ্দোষ কামনাযুক্ত এবং তাঁহার বাসনামাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহারই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীব মুক্ত হন। এই অষ্টগুণের উদয়ে জীব আত্মজ্ঞ হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট; তাঁহার পরিচয় শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার এইরূপে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদ্‌গৌর-পদারবিন্দ-মধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃ-প্রভাকর-কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো।
শ্রীমদ্‌ব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারাময়মর্দ্দন-প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্॥

হে শ্রীমদ্ গৌরপাদপদ্ম-মধুকর শ্রীগোপালভট্ট প্রভো! আপনি মায়াবাদ-অন্ধকার বিনাশিভাস্কর, কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রীমদ্‌ব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন, মহাপ্রেমভক্তি-বিভূষণ, ভবব্যাধি-নাশন ও শরণাগত-হৃদয়ানন্দপ্রদ। আপনি আমাকে ত্রাণ করুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থ-যাত্রার ছলে দক্ষিণদেশে গমন করিয়া চাতুর্ম্মাস্যকাল শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট-গৃহে যাপন করেন। তৎকালে শ্রীগোপাল বালক মাত্র। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যেঙ্কট-গৃহে শুভ-বিজয় করিলে ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীমন্মাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই শ্রীচরণামৃত পান করেন।

বালক শ্রীগোপাল শ্রীচরণ-বারি পান করিয়াই প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। বহু যত্ন করিয়াও স্থির হইতে পারেন না। সে-বিষয় ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কট-তনয়।
প্রভু-পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয়॥
করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥
কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর॥
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাঞা।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হৈয়া॥

শ্রীগোপাল প্রভুর সেবায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। তজ্জন্য মনে মনে বিধাতাকে বলিতেছেন,—

বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে।
ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূরদেশে॥
নদীয়া-বিহার-সুখে করিয়া বঞ্চিত।
দেখাইলি প্রভুর এ-বেশ বিপরীত॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রাণনাথ রাধিকার।
করাইলি তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
ত্যজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখাপ্রায়॥
পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

• ব্রজবিলাসী-পাদপদ্ম রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্রের নবদ্বীপ-বিলাস দেখিতে না পাইয়া সন্ন্যাসী-বেষ দর্শনে তাঁহার চিত্তে সুখ হয় নাই জানিয়া অন্তর্যামী শ্রীগৌর-সুন্দর গোপালের প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোপালকে নিদ্রাভিভূত করিয়া স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপধামে প্রত্যক্ষরূপ দর্শন করাইলেন। প্রভুর অদ্ভুত নবদ্বীপ-বিলাস দর্শন করিয়া এবং শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের কৃপালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। অস্থির-চিত্তে প্রভুপদপ্রান্তে উপনীত হইবামাত্র চৈতন্যচন্দ্র নিজ শ্যামসুন্দর গোপবেশ প্রকট করেন। গোপাল সেই শোভা দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ শ্যামরূপ সুবর্ণ-বর্ণে পরিণত হইল। সেই রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত।—

ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়॥
চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফণি।
সতী-মন হরে দীর্ঘ নয়ন-চাহনি॥
কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে।
কি নব ভঙ্গীতে হাসি অমিয়া বরিষে॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥

(ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

গোপাল ঈদৃশ রূপ দর্শন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভূমিলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভুপাদপদ্মকে সন্ন্যাসীর বেষে দেখিতে পান। প্রভু গোপালকে তখন ইঙ্গিত করিলেন, "তুমি অচিরাৎ বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের দুর্লভ সঙ্গ-লাভ করিবে এবং সকলে মিলিয়া আমার মনোবৃত্তি প্রকাশ করিবে।"

শ্রীগোপালের গৌর-সেবা দর্শন করিয়া পিতা বিশেষ উল্লসিত হইয়া পুত্রকে শ্রীচৈতন্য-চরণে সমর্পণ করিলেন। চাতুর্মাসকাল সকলে প্রভুপদসেবায় পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন। চাতুর্মাস্যান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদায়-কালে সগোষ্ঠী বেঙ্কট ভট্ট বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন—

ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥
মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে॥
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তিধন॥
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ-সব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ ও ত্রিমল্ল ভট্ট—তিন ভাই একত্রে এইরূপে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের বিরহে ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খেদ প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভট্ট-গৃহে অবস্থান-কালে ভট্টকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব বুঝাইতেন :—

প্রভু কহে, ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মঃ ৯।১১১-১১৩)

লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভের আশায় শ্রী-বনে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্য প্রভু রহস্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরতমত্ব জানাইবার জন্য এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন। ভট্ট উত্তর করিলেন—"কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কিন্তু কৃষ্ণেতে বৈদগ্ধ্যাদি লীলা অধিক থাকায় এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, 'অধিকন্তু রাসাদি বিলাসে অধিকার পাইবেন'—বুঝিয়া লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা করেন।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,—"কৃষ্ণসঙ্গ-বাঞ্ছা দোষজনক নহে, তাহা আমি জানি; কিন্তু লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী রাসে অধিকার পান নাই কেন?" শ্রুতিগণের তপস্যা-ফলে রাসে অধিকার হইল, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী বঞ্চিত হ'ন কেন? ভট্ট বলেন—"আমি ক্ষুদ্রজীব, ঈশ্বরের সমুদ্র-গম্ভীর-লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা আমার নাই। আপনি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ-লীলার মর্ম্ম নিজেই জানেন। আপনি

যাঁহাকে কৃপা করেন তাঁহার অবগত হইবার সৌভাগ্য হয়,—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ। স্বামাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজ-জন॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে। কেহ সখাজ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজ-জন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন॥
ব্রজ-লোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপী-ভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৭-১৩১, ১৩৩-১৩৭, ১৩২)

ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরমৈশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য-সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসিদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফল-কামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন কান্হে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। লক্ষ্মী-দেবী নিজ দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো ভগবান্" এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিদিগের পক্ষে সেরূপ নন। (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

বোস্কট-ভট্টের মনে এই অভিমান ছিল যে, শ্রী-বৈষ্ণবের ভজনই উপাসনার

শ্রেষ্ঠস্তরে অবস্থিত। শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর পরিহাসছলে 'নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্' —উহা খণ্ডন করেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তিন ভাই-সহ গোপালকে প্রবোধ দিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু গোপাল প্রভু-বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। কেবল তাঁহার আশা এইমাত্র ছিল যে, প্রভু বিদায়কালে বলিয়া গিয়াছেন—গোপাল! শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এই আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৌর-প্রেমমত্ত গোপাল **গৌর-গুণগাথা কীর্ত্তন ও মায়াবাদ-খণ্ডন-কার্য্যে** বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। গোপালের পাণ্ডিত্য দেখিয়া শিষ্ট ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিচার করেন যে, অল্পবয়সে গোপালের এত পাণ্ডিত্য কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলেন, গোপালের খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালকে অধ্যয়ন করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ করিয়াছেন। গোপাল যে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কৃপাপাত্র, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাসের ২য় শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট, রঘুনাথ এবং রূপ-সনাতন প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া হরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছে।

কিছুকাল পরে গোপালের মাতা-পিতা গোপালকে বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। গোপালও পরমানন্দে ব্রজে গিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন।

অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর এ-বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণের প্রতি কহিতেছেন—

বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ব্রজ হইতে গোপালের বৃন্দাবন-আগমন সংবাদ লইয়া বার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত। তখন প্রভু পরম আনন্দে গোপালের কথা ভক্তগণের নিকট বর্ণন করেন—

দক্ষিণ ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে।
চারিমাস রহিনু ব্যেঙ্কটভট্ট-ঘরে॥

গোপালভট্ট ব্যেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥
পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা।
সেই এ গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা॥
প্রাণের সমান মোর রূপ-সনাতন।
তাহার গমনমাত্রে লিখিনা লিখন॥ (ভক্তিরত্নাকর-১ম তরঙ্গ)

প্রভু রূপ-সনাতনের গুণে মগ্ন হইয়া উত্তর দিলেন—

পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে॥
নিজ-ভ্রাতাসম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে॥
যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর।
অচিরে সে-সব হ'বে সর্ব্বত্র প্রচার॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

শ্রীরূপ-সনাতনের গোপাল-সহ অদ্ভুত প্রণয় হইল। তাঁহার মনে বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার বাসনা হওয়ায় **শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু গোপালের নামে হরিভক্তিবিলাস প্রকাশ করেন।**

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীরূপের-প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরূপকে স্বপ্নাদেশ দিয়া শ্রীরাধারমণের সেবা প্রকট করাইলেন। গোপাল শ্রীরাধারমণের সেবায় সতত নিমগ্ন থাকিতেন এবং শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গে গৌর-গুণগাথা গাহিয়া আনন্দ-পরিপ্লুত হইতেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলারচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে শ্রীগোপালভট্ট প্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য-চারিতামৃতে তাঁহার নাম মাত্র উল্লিখিত আছে। অন্য কোন কথা লিখিত হয় নাই। তাঁহার লীলামৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীঘনশ্যাম দাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগোপালভট্টের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গোস্বামীদিগের প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ-রত্নসকল প্রচার করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরিতামৃত পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত হইবে।

—শ্রীগোপালদাস

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার

আমরা গত ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৩৯ ও ২৪০ পৃষ্ঠায় গোস্বামি-মতে 'শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার' সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব বলিয়া পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, শ্রীহরিভক্তিবিলাস-অনুসারে ১৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর উপবাস নহে। কারণ এইদিন সপ্তমীবিদ্ধা হইয়াছে। সুতরাং ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর উপবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয় এবং ২০শে ভাদ্র বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭-৫৪ মিনিটের (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) মধ্যে পারণ করিতে হইবে। আমরা এই মতের পোষকতায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসোক্ত ১৮১ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আমরা ঐ শ্লোকসমূহের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উক্ত শ্লোকসমূহের মধ্যে **"পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ। অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্"** ॥—এই শ্লোকটী বিশেষভাবে আলোচনীয়। জন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে এই বিচারটী স্মরণ রাখিতে হইবে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হইলে, সেইদিবসে উপবাস করিলে ব্রতীর পূর্ব্বকৃত যাবতীয় পুণ্য ধ্বংস হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে—"পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ"। সুতরাং সপ্তমীবিদ্ধা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এস্থলে বিশেষ বিচার এই যে, কেবল পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিলে চলিবে না। "পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা" অর্থাৎ অষ্টমীর পরে নবমী তিথির দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে যে অষ্টমী, তাহাতেই উপবাস করিতে হইবে। সুতরাং শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিতেছেন যে, "পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা"। 'সদা'-শব্দের দ্বারা অন্য কোন বিচার অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু (পরবিদ্ধা) নবমীবিদ্ধা অষ্টমীর নাম **"উমামাহেশ্বরী তিথি"**। এই উমামাহেশ্বরী তিথিতেই সর্ব্বদা উপবাস করার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইয়াছে। "সৈবোপোষ্যা সদা···রোহিণীং বিনা"—ইহাতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-ক্ষেত্রে উমা-মাহেশ্বরী-তিথির মহিমা হরিভক্তিবিলাসে বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে আমরা ১৯শে ভাদ্র কিঞ্চিৎ অষ্টমী লাভ করিয়াছি এবং তাহা নবমীদ্বারা বিদ্ধা হইয়াছে। এইদিন রোহিণী নক্ষত্র, সোমবার প্রভৃতি না হইলেও ইহা উমামাহেশ্বরী তিথি-বিধায় পূর্ব্বের অষ্টমী দিবস সোমবারে উপবাস না হইয়া পরদিবস মঙ্গলবারেই উপবাস বিধেয়।

যদ্যপি ১৮ই ভাদ্র জয়ন্তী-যোগ হইয়াছে অর্থাৎ সোমবার, অষ্টমী-তিথি, তদুপরি মধ্যরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি ইহা উপবাসযোগ্য নহে। কারণ—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।
অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকীনন্দনঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

অর্থাৎ সপ্তমীসংযুক্তা অষ্টমী বিশেষ যত্নসহকারে ত্যাগ করিতে হইবে। নবমীসংযুক্তা অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও, কেবল নবমীসংযুক্তা অষ্টমীতেই ব্রত করিবে। যেহেতু দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অবিদ্ধা তিথিতে রোহিণী-নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রতোপবাসাদি-বিচারে নক্ষত্রের অভাবে তিথিরই প্রাধান্য বিচারিত হইয়াছে। যথা—"ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা"। হরিভক্তি-বিলাসে নবমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস-বিষয়ে আরও বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাস দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবগণ ব্রতোপবাসাদি গ্রহণকালে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধাতিথির বিচার করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন—"সর্ব্বথা বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতম্।" সুতরাং বৈষ্ণবগণ বিদ্ধাতিথি কখনও পালন করেন না; বিদ্ধা হইলে ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যেহেতু—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥
সকলাপি সঋক্ষাপি নবমীসংযুতাপি চ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥
পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা॥
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা **নবমীসংযুতাষ্টমী**।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ববিদ্ধা কখনই কোনপ্রকারেই কর্ত্তব্য নয়—ইহা হরিভক্তিবিলাসে সনাতন গোস্বামী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের ক্ষেত্র আমাদের এস্থলে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি। রোহিণী নক্ষত্রের সহিত জন্মাষ্টমী যদি "সকলামপি" অর্থাৎ ৬০ দণ্ড পরিমাণ অবস্থিত হয় অথবা দিবারাত্র যদি অষ্টমী ভোগ করিয়া থাকেও, তথাপি তাহা "বিহায় নবমীম্" অর্থাৎ ঐ প্রকার নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া নবমীতে ব্রত আচরণ করিবে। নবমীযুক্তা অষ্টমী-তিথির এত মাহাত্ম্য লিখিয়াও পুনরায় বলিতেছেন যে, নবমীযুক্তা অষ্টমীও যদি পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা হয় তাহাতে কখনও উপবাস করিবে না—"পূর্ব্ব-বিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন"। রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা অষ্টমী, গঙ্গাজল-কলসের ন্যায় অত্যন্ত পবিত্র হইলেও তাহা সুরাবিন্দু স্পৃষ্ট হইলে যেরূপ অপবিত্র হয়, তদ্রূপ সপ্তমীর পলমাত্র অষ্টমীকে স্পর্শ করিলে তাহা অপবিত্র হয় অর্থাৎ পালনীয় নহে। এস্থলে উদাহরণ এই যে, সূর্য্যোদয়ের পরে ২।৫ মিনিট সপ্তমী থাকার পর যদি অষ্টমী প্রায় শেষরাত্র পর্য্যন্ত থাকে এবং তাহাতে নবমী তিথিরও ২।১০ মিনিট যদি স্পৃষ্ট হয় অর্থাৎ এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ দিবসেও নবমীযুক্তা অষ্টমী এবং রোহিণী-নক্ষত্রযুক্তা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধাহেতু উপবাস হইবে না। বিদ্ধা বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত কঠোর আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিদ্ধা-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের অষ্টমী তিথি বিদ্ধা হইয়াছে কিনা বিচার করা আবশ্যক এবং বিদ্ধা হইয়া থাকিলে কোন্ শ্রেণীর বিদ্ধা, তাহাও বিচার করা দরকার। আর যদি বিদ্ধা না-ও হইয়া থাকে তাহা হইলেও তৎপরদিবস উপবাস করা বিধেয় কিনা বিচার করা প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য—বর্ত্তমান বর্ষের অষ্টমী বিদ্ধা হইয়াছে অথবা অবিদ্ধা হইলেও এইদিন উপবাস নহে। বর্ত্তমান বর্ষের অষ্টমী এক সূর্য্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিবসের সূর্য্যোদয়ের পরে ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ১৬ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। অথচ এই দিবস রোহিণী নক্ষত্র এবং সোম ও বুধের অন্যতম সোমবারযুক্ত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ১৮ই ভাদ্র তারিখে উপবাস হওয়া কর্ত্তব্য কিনা তৎসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭০)

অর্থাৎ নবমীযুক্ত অষ্টমী-দিবসে সোমবার বা বুধবার হইলে উহা কোটী

কুলকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। এস্থলে নবমীর প্রাধান্যই গৃহীত হইয়াছে। তৎপরে আরও বলিতেছেন—

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবতে বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো॥
নবম্যাং যোগনিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরেস্ততঃ।
নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণীবুধসংযুতেতি॥
ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা।
কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭০)

অর্থাৎ উদয়কালে কিঞ্চিৎ অষ্টমী এবং সমস্ত দিবারাত্র যদি নবমী থাকে অর্থাৎ এই বৎসর ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ দিবসে উপবাস বিধেয়। অবশ্য এই নবমীর দিনে যদি রোহিণী নক্ষত্র এবং সোমবার বা বুধবার পাওয়া যাইত, তাহা হইলে একশত বর্ষেও এইরূপ যোগ পাওয়া যায় কি না যায়, তাহা সন্দেহের বিষয়। এস্থলে নবমীযুক্ত অষ্টমীর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এমন কি নবমীর প্রাধান্য দিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন যে, নবমীতে যোগনিদ্রার এবং অষ্টমীতে হরির জন্ম হয়। সুতরাং নবমী-সংযুক্তা অষ্টমীই উপবাসযোগ্য। অবশ্য এই দিবসে রোহিণী এবং বুধবার যুক্ত হইলে 'সোনায় সোহাগা' হইত। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে আমাদের প্রস্তাবিত ব্রত-সম্বন্ধে বিচার আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে অহনি" অর্থাৎ পূর্ব্বদিবস যদি ইন্দু অর্থাৎ সোমবার অথবা বুধবার হয়, এবং "কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা"—আর যদি অষ্টমী দিবারাত্র ৬০ দণ্ড ভোগ করিয়া "পরে চেৎ রোহিণীযুতা" অর্থাৎ পরদিবস রেহিণীর সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে পরদিবস নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে। যদিও এই শ্লোকে পরদিবস রোহিণী নক্ষত্র-যোগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি রোহিণী নক্ষত্রসংযুক্তা না হইলেও অষ্টমীযুক্তা নবমীতে উপবাস বিধি—ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি।

"বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী" (১৭৫) শ্লোকটী এস্থলে বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এরূপ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—"ভবতে বুধবারেণেত্যাদ্যুক্তের্বুধ-সোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সতি **সম্পূর্ণামপি** শুদ্ধামপ্যর্দ্ধরাত্রে **রোহিণীযুক্তামপ্যষ্টমীং পূর্ব্বং পরিত্যজ্য** তত্তদ্বচন-বলাদুত্তরৈবোপোষ্যা"।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণবলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রোহিণীযুক্ত না হইলে নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস কর্ত্তব্য নয়। ইহা কিন্তু "বিনা ঋক্ষেণ" শ্লোকের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। তথাপি এস্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে যে, সোমবারযুক্ত অষ্টমীকে এবং মধ্যরাত্রে রেহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তীযোগ বলা হইয়া থাকে। সেই প্রকার নবমীতে নক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহা একটী মহাফলদায়ক যোগবিশেষ। রোহিণ্যাদি সংযুক্তের দ্বারা যে যোগ পরিলক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা ব্রতেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা যোগের প্রাধান্য দিতে চাহেন, তাঁহারা ব্রত ত্যাগ করিয়া যোগেতেই উপবাস করিবেন। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস বলেন,—"রোহিণ্যাদের্যিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী। তত্তদ্যোগস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা ভবেৎ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭১)

অর্থাৎ রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হইলেও অষ্টমীতে উপবাস করিবে। আর যদি যোগের শ্রেষ্ঠতা গৃহীত হয়, তাহা হইলে কখন কখন ব্রতলোপেরও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অর্দ্ধরাত্রে যোগের প্রতিই যদি অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করা হয় অর্থাৎ ব্রতের আদর না করিয়া যদি যোগের আদর করা হয়, তাহা হইলে যোগের প্রাধান্যহেতু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস ঘটিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে সোমবার, বুধবার বা রোহিণীযোগ হইলেও ব্রত করিবে না। যদি ঐরূপ যোগের প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে জন্মাষ্টমী বহুবিধা হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে যোগাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্রতের প্রতিই দৃষ্টি বিধান করিতে হইবে। ব্রতের বিচারে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কোন প্রকারেই গ্রহণীয় নহে। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন,—"ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা **যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী**। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা **সা বিদ্ধৈকাদশী যথা**॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭২)

সুতরাং যোগভেদে বহুবিধা অষ্টমী হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিতে হইবে। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কি-প্রকারে পরিত্যাজ্য, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—"সা বিদ্ধৈকাদশী যথা"। অর্থাৎ একাদশী যে-প্রকারে বিদ্ধা হয়, অষ্টমীও সপ্তমীর দ্বারা সেইপ্রকার বিদ্ধা হইবে। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"যোগাদিতি রোহিণ্যাদিযোগভেদেন বহুবিধাপি জন্মাষ্টমীয়ং **শুদ্ধৈব সপ্তমী-বেধবর্জ্জিতৈব লিখিতা ন তু রোহিণ্যাদিযোগাঽপেক্ষয়া** বিদ্ধেত্যর্থঃ।

অতো বিশুদ্ধায়ামেব সত্যাং তত্তদ্যোগ আদরণীয়ো ন তু বিদ্ধায়ামিতি ভাবঃ। যতো বিদ্ধা সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। সা জন্মাষ্টমী চ সপ্তম্যা বিদ্ধা সতী ত্যাজ্যৈব। **তত্র বৈষ্ণবানাং সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি** বিদ্ধেতি। **এতচ্চৈকাদশী-প্রকরণে স্পষ্টং** লিখিতমেব ॥ ১৭২ ॥"

এস্থলে মূল শ্লোকে "সা বিদ্ধা একাদশী যথা" বাক্যের টীকায় সনাতন গোস্বামিপাদ 'একাদশী-প্রকরণে স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে' বলিয়া তৎক্ষেত্র বিচার করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমরা এস্থলে একাদশী-প্রকরণে বিদ্ধা-সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে যে বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার দুই একটী নিম্নে আলোচনা করিতেছি।—

"অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদোপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ অরুণোদয়কালে তু **বেধং** দৃষ্ট্বা **চতুর্ব্বিধং**। মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহূতনারকাঃ ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৩৭-৩৮)

অর্থাৎ কোন স্ত্রী অরুণোদয়কালে বিদ্ধা উপবাস করায় তাহার শতপুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। এজন্য অরুণোদয়বিদ্ধায় একাদশীর উপবাস করিবে না। অরুণোদয়-কালে চারিপ্রকার বেধ, যথা—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ—ইহা জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা 'মদ্দিনং' অর্থাৎ আমার দিন বা হরিবাসর অথবা কৃষ্ণবাসর বলিয়া উপবাস করে, তাহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকবাসী হইবে। এস্থলে চতুর্ব্বিধ অরুণোদয়-বেধের বিচার করিয়া সর্ব্বপ্রকার অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগের বিধি লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং জন্মাষ্টমীক্ষেত্রেও অরুণোদয়-বিদ্ধার বিচার অসঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রীল সনাতনগোস্বামী জন্মাষ্টমীর বিদ্ধা-বিচার-সম্বন্ধে একাদশীর বিদ্ধা-বিচার অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যথা 'এতচ্চ একাদশী-প্রকরণে স্পষ্টং' ইত্যাদি।

"বিদ্ধোপবাসদোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা। জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ ॥ এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধব্রতপরাণি তু। অবৈষ্ণবা-শ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা ॥ **ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্ দোষগণাশ্রয়াৎ** ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৪১-১৪৩)

উক্ত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে প্রথম শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ব্বে সাধারণভাবে বিদ্ধোপবাসাদি দোষ যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই শাস্ত্রীয় লক্ষণ-অনুসারে এইস্থানে অর্থাৎ একাদশীক্ষেত্রে দোষ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রে কোনস্থলে বিদ্ধা-একাদশী পালনের বিধি দেখা গেলেও উহা অবৈষ্ণবপর বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু উহা মায়াকল্পিত। প্রসঙ্গক্রমে

আরও বলিতেছেন, "ইত্থঞ্চ" অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-প্রকার একাদশী সম্বন্ধে অরুণোদয়-বিদ্ধা-বিচার লিখা হইয়াছে, সেইপ্রকার জন্মাষ্টম্যাদি যাবতীয় বৈষ্ণব-ব্রত-সম্বন্ধে ঐপ্রকার অরুণোদয়বিদ্ধা বিচার করিতে হইবে। না করিলে অরুণোদয়বিদ্ধা তিথি-পালনের যাবতীয় দোষ স্পর্শ করিবে। এস্থলে উক্ত "ইত্থঞ্চ" শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলাম,—

"প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি। নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্ত্বিত্যাদি লিখতি প্রকারেণ। **আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি তাদৃশাং বিদ্ধৈকাদশীব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ**" ॥ ১৪৩ ॥

সুতরাং হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসোক্ত জন্মাষ্টমীব্রত-প্রসঙ্গে—

"ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্দ্বিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা **সা বিদ্ধৈকাদশী যথা**॥" এই ১৭২ শ্লোকের সহিত সনাতন গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট একাদশী প্রসঙ্গে ১২শ বিলাসে জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গের

"ইত্থঞ্চ **জন্মাষ্টম্যাদি** ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ" ॥ ১৪৩॥

শ্লোকটী একত্র করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক এবং এই উভয়ক্ষেত্রে সনাতন গোস্বামীর টীকাও সুষ্ঠুভাবে আলোচনীয়। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে, দশমীবিদ্ধা একাদশীর ন্যায় অরুণোদয়বিদ্ধা-বিচারই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত।

বিদ্ধাবিচার-ক্ষেত্রে কোন কোনস্থলে অরুণোদয়বিদ্ধা গৃহীত হইবে, আবার কোন কোনস্থলে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা গৃহীত হইবে—এই প্রকার দ্বৈধ বিচার সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণবগণ অরুণোদয়বিদ্ধারই সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাতী। বিশেষতঃ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্র অরুণোদয়বিদ্ধারই বিচার করিয়া থাকেন। আমরা এরূপস্থলে **ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম** মহোদয়ের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-ব্রতাদি বিচার-ক্ষেত্রে অরুণোদয়-বিদ্ধার বিচার আদর করিয়াছি ও করিতেছি। এই বৎসর তাহার বিপর্য্যয় দেখিয়া দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

এস্থলে সাধারণ দৃষ্টিতে পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর একটী বিরোধ উক্তির সামঞ্জস্য-বিধানের আবশ্যক হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধার করিতেছি।

পূর্ব্ববিদ্ধা **যথা নন্দা** বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৪)

এই শ্লোকের টীকা এস্থলে বিশেষভাবে আলোচনীয়। এখানে তিনি বলিয়াছেন,—

"নন্দা একাদশী শ্রবণান্বিতাপি। অত্র চ **যথাশব্দবলাৎ** কেচিদেব মন্যন্তে। **অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা।** অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে। জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেদিত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি তচ্চ ন সুসঙ্গতম্। **একাদশীতরা-শেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধা-সিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব॥** ১৭৪ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধা নন্দা (একাদশী) শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলেও পরিত্যাজ্যা। সেইপ্রকার জন্মাষ্টমীতিথি রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও বর্জ্জনীয়া। এস্থলে "যথা নন্দা" অর্থাৎ একাদশীতে যে-প্রকার অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা বিচার হইয়াছে, সেইপ্রকার অষ্টমীতেও অরুণোদয়বিদ্ধা বিচারিত হউক। আমরা এসম্বন্ধে পূর্ব্বে বিচার প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু তিথি সম্পূর্ণা হইলেও এইরূপ বিদ্ধা-বিচারের আবশ্যকতা নাই। এসম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্পূর্ণা-লক্ষণে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের আদরণীয়। স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

"প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। **সম্পূর্ণা** ইতি বিখ্যাত্যা হরিবাসরবর্জ্জিতা॥ উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্গৃহী॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০—১২১)

অর্থাৎ প্রতিপৎ প্রভৃতি যাবতীয় তিথিগুলি সূর্য্যের এক উদয় হইতে পরদিবসের উদয় পর্য্যন্ত ষষ্টিদণ্ড ভোগ করিলে সেই তিথিকে 'সম্পূর্ণা' বলা যায়। কিন্তু হরিবাসর-সম্বন্ধে তাহা নহে। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ডকাল থাকে, তাহা হইলে ঐ একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া থাকে। সুতরাং গোস্বামিপাদের টীকা অনুসারে বিচার করিতে গেলে একাদশী ব্যতীত অন্য তিথিসমূহ যদি সম্পূর্ণা হয়, তাহা হইলে "অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। এস্থলে তিনি সাধারণ উপমা বিচার করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন,—একাদশী ব্যতীত অন্য তিথিতে ব্রত হইলে সম্পূর্ণার বিচার কর্ত্তব্য। কারণ সম্পূর্ণা হইলে অরুণোদয়ের বিচার

করিতে হইবে না। অরুণোদয়-বিচার একাদশীর বেলায় সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। **কিন্তু একাদশী ভিন্ন অন্য তিথিগুলি সম্পূর্ণা না হইলে অরুণোদয়বিদ্ধা-বিচারই কর্ত্তব্য।** উদাহরণস্বরূপ অষ্টমী যদি উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দিন বা রাত্রির মধ্যে কোনসময়ে শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ পরদিবসের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলা যায় না। কারণ সম্পূর্ণার লক্ষণ 'সূর্য্যের এক উদয় হইতে পরদিবস উদয়কাল স্পর্শ পর্য্যন্ত'—ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং তিথি সম্পূর্ণা হইলে তাহার অরুণোদয়বিদ্ধা-বিচার অসিদ্ধ। কিন্তু সম্পূর্ণা না হইলে গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে তিথির অরুণোদয়বিদ্ধা-বিচারই গ্রহণীয়। তিথি সম্পূর্ণা হইলে কোনপ্রকার বিদ্ধা-বিচার কর্ত্তব্য নহে—এরূপ বিচার অসঙ্গত। পরন্তু সম্পূর্ণা-তিথি-ক্ষেত্রেও বিদ্ধা বিচারিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—

সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে।
কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন **পূর্ব্ববিদ্ধাং** বিবর্জ্জয়েৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৮)

অর্থাৎ সম্পূর্ণা অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে যদি লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাতেই ব্রত কর্ত্তব্য। কিন্তু যত্ন-সহকারে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই শ্লোকটী শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বয়ং হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্লোকটী অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিচার-সম্বলিত। এই শ্লোকটী সম্বন্ধে গোস্বামিপাদ কোন টীকা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, অষ্টমী সম্পূর্ণা হইলেও পূর্ব্ববিদ্ধার বিচার প্রয়োজন হইতেছে। তিথি সম্পূর্ণা হইলে সর্য্যোদয়বিদ্ধার কোন কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি সম্পূর্ণা-ক্ষেত্রে অষ্টমী তিথির পূর্ব্ববিদ্ধা বিচার করিতে হয়, তবে কেবল অরুণোদয়-বিদ্ধা-বিচারই একমাত্র কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বর্ষের উদাহরণ এস্থলে ধরা যাইতে পারে। ১৮ই ভাদ্র অষ্টমীতিথি সম্পূর্ণা হইয়াছে। অর্থাৎ এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে এবং এই দিবসে রোহিণী নক্ষত্রও যুক্ত হইরাছে। তথাপি "পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ" এই বাক্যানুসারে পূর্ব্ববিদ্ধার বিচার করিতে হইবে। এস্থলে পূর্ব্ববিদ্ধা বিচার করিতে হইলে অরুণোদয়বিদ্ধা-বিচার গৃহীত হইবে, কি সূর্য্যোদয়বিদ্ধা-বিচার গৃহীত হইবে। এখানে সম্পূর্ণাহেতু সূর্য্যোদয়-বিদ্ধার কোন প্রসঙ্গই নাই। অতএব অরুণোদয়-বিদ্ধাই এস্থলে বিচার্য্য। আমরা এইসমস্ত বিচার করিয়া এই বৎসর দিবারাত্র অষ্টমী সম্পূর্ণাভাবে থাকিলেও, তদুপরি অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী-

নক্ষত্র লাভ করিলেও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি-অনুসারে পূর্ব্ববিদ্ধা বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্ববিদ্ধা বলিতে অরুণোদয়বিদ্ধা ব্যতীত অন্য কোন বিদ্ধা বিচারিত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই জনাইয়াছি যে, অরুণোদয়-বিদ্ধা বলিতে ২ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৯৬ মিনিট = ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। এই বৎসর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের মধ্যে রবিবারে সপ্তমী থাকায় ইহা অষ্টমীবিদ্ধা হইয়াছে। বিদ্ধার প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আমাদের পূর্ব্বলিখিত বিচার-সমূহ বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে নবমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস সর্ব্বাপেক্ষা বিধেয়।

আরও বক্তব্য এই যে, সনাতন গোস্বামিপাদ "যথা নন্দা" বাক্যের অর্থ করিতে গিয়া 'যথা'-সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, জন্মাষ্টমীর বিচার করিতে গিয়া একাদশীর **দৃষ্টান্তমাত্র** গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ একাদশীতে বিদ্ধাতিথি পালন করিলে যে-প্রকার দোষ হইবে, জন্মাষ্টমীতেও সেইপ্রকার বিদ্ধাপালনে দোষ হইবে। বিদ্ধাতিথি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদেরও এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী "একাদশীতরাশেষ-তিথীনাং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জন্মাষ্টমীর দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র ধরিয়াছেন। কৃষ্ণবাসর-ক্ষেত্রেও উহা প্রযুক্ত হইবে না। এস্থলে কাহারও এইরূপ বক্তব্য হইতে পারে যে, একাদশী ব্যতীত অন্য যে-কোন তিথিতে অরুণোদয়বিদ্ধা বিচারিত না হইয়া সূর্য্যোদয়বিদ্ধা বিচার করিতে হইবে। উত্তরে আমরা বলিতে চাহি—সম্পূর্ণা তিথি হইলে অরুণোদয় ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বিদ্ধার প্রসঙ্গ হয় না। আবার তিথি সম্পূর্ণা না হইলে অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিলে অরুণোদয়বিদ্ধাই গৃহীত হইবে। কারণ সম্পূর্ণা ব্যতীত অন্য তিথি-ক্ষেত্রে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা-বিচার করিতে হইবে—এরূপ কথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না। অরুণোদয়বিদ্ধার চারিটী অবস্থা বিচারিত হইয়াছে। তাহার এক এক অবস্থায় এক একপ্রকার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। অরুণোদয়-বিদ্ধায় উপবাস করিলে তাহার যাবতীয় ফল রাক্ষসগণ পাইবে।

আরও একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা আবশ্যক যে, আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত হরিভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাসোদ্ধৃত "ইত্থং জন্মাষ্টম্যাদি" শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—বিদ্ধা জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশীর যাবতীয় পাপ স্পর্শ করিবে। ইহার দ্বারাও সুস্পষ্ট হয় যে, জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতে অরুণোদয়-বিদ্ধা বিচার আছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের

মধ্যলীলা ২৪শ পরিচ্ছেদ ৩৩৭ পয়ারের অনুভাষ্যে একাদশী প্রভৃতি ব্রতের বিদ্ধবিচার-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধা-ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধ-ব্রত-পালন 'দোষ' এবং অবিদ্ধ ব্রতপালনেই 'ভক্তি' হয়। **বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য।** "ঐ পরিচ্ছেদের ৩৩৫ পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, একাদশী ব্রত ব্যতীত **'অন্যব্রতে'** সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করার কথা লিপিবদ্ধ হওয়ায় জন্মাষ্টমী প্রভৃতিকে বুঝাইবে না। কারণ **'জন্মাষ্টম্যাদি'** অর্থাৎ রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতির বিধি—হরিভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাসের বিধি-বিচার-অনুসারে চলিতে হইবে। সুতরাং জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা-বিচার গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য বিষয় নহে। পরন্তু শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাস অনুসারে জন্মাষ্টমী করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ। উক্ত দ্বাদশ বিলাসে একাদশীর অরুণোদয়-বিদ্ধা-সম্বন্ধেই সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্যবিদ্ধা যাহা অনুমিত হইয়া থাকে, তাহা অবৈষ্ণবপর। ইহাই উক্ত ১২শ বিলাসের চরম সিদ্ধান্ত। জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে একাদশীর ন্যায় বিদ্ধবিচার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

আমরা এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের আপাত বিরোধ-জ্ঞাপক উক্তিসমূহের সামঞ্জস্য-প্রতিবিধান করিয়া জন্মাষ্টমী তিথি-বিচার-প্রসঙ্গ সমাপন করিতেছি। সুতরাং **আগামী ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস** গৃহীত হইল। পারণ-সম্বন্ধে বিচারে কোনরূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। অথবা দুইএর কোন একটীর অন্তে পারণ করাই বিধি। তজ্জন্য আমরা অষ্টমী ও রোহিণীর অন্তে **পরদিবস ২০শে ভাদ্র বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭-৫৪ মিনিটের (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) মধ্যে** ভগবানের পূজা বিধান করিয়া **পারণ** করিব। পারণের দিন শ্রীনন্দোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-পরিক্রমা

যাত্রাপথে ঃ—

রেমুণা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী, চিকাকোল (কূর্ম্মক্ষেত্র), সিম্‌হাচলম্, বিজয়নগরের শান্তি-উদ্যান, বিশাখাপত্তন (Vizagapatam), কভুর, সপ্ত-গোদাবরী, বেজোয়াড়া, মঙ্গলগিরি (ছোট লাইন), পানানৃসিংহ, অর্কাপুর (দ্বাদশ-জ্যোতির্লিঙ্গ), গুন্টুর, তিরুপতি (Tirupati East—সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির), ভেঙ্কটগিরি, কালহস্তী (বরুলিঙ্গ), মাদ্রাজ, ট্রিপ্লিকেন (পার্থসারথী), মাইলাপুর (কপালেশ্বর), তিরুমোট্টিউর, শিবকাঞ্চী, (কাঞ্জীভরম্—গুপ্তগঙ্গা), ব্রহ্মকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, চিঙ্গলপুট (মহাবলীপুরম্ পক্ষীতীর্থ), শ্বেতাম্বরম্ (নটরাজ), কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর (বৃহদেশ্বর), ত্রিচিনপল্লী, শ্রীরঙ্গম্ (শ্রীবিষ্ণুর অনন্তশয্যা), কাবেরী, মাদুরা, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি

বহু তীর্থস্থান দর্শন করা হইবে।

রিজার্ভ গাড়ী ৪ঠা কার্ত্তিক ইং ২১।১০।৫০ তারিখে
হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবে।
সকলে যোগদান করুন।

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন-ঠিকানায় আবেদন করুন।

ঠিকানা ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

(বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত দর্শনীয় স্থানসমূহের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

২৯ হৃষীকেশ, ৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌর-চতুর্দ্দশী দি ৮।৪৪। শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৩০ হৃষীকেশ, ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা দি ৯।৪। **শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।**

১১ পদ্মনাভ, ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১১।৪৭। **ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।**

১২ পদ্মনাভ, ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১১।১৭। **প্রাতঃ ৫।৩৯ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২১ পদ্মনাভ, ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার—গৌর-সপ্তমী রা ৩।২৯। শ্রীদুর্গাপূজা।

কার্ত্তিক—১৩৫৭

২৪ পদ্মনাভ, ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর, শুক্রবার—গৌর দশমী (বিজয়া দশমী) রা ১১।৪। **শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।** শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব।

২৫ পদ্মনাভ, ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর, শনিবার—গৌরৈকাদশী রা ১০।২৫। **পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।**

২৬ পদ্মনাভ, ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১০।১৮। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে ঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদরব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ পদ্মনাভ, ৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর, বুধবার—পূর্ণিমা রা ১২।৫৭। **শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা।** শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ।**

৩ দামোদর, ১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণতৃতীয়া দিবারাত্র। গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের নির্য্যাণ।

৬ দামোদর, ১৪ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১০।৪৪। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২১ পদ্মনাভ, ৪৬৪ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৫৭; ইং ১৭।১০।৫০ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্

১। ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূতনারকী॥

২। ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ।
স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্॥

৩। যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।
সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্॥ ৭॥

৪। **নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।**
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥ ৮॥
ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকং।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥ ৯০॥

৫। বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনং।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্॥ ১৪॥

৬। মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ॥ ১৭॥

৭। **ন কার্ত্তিকসমো মাসো** ন কৃতেন সমং যুগং।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥ ২১॥

৮। প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে **নিয়মে** কৃতে।
অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে **মুক্তিদং শুভম্**॥

৯। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম।
বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু **কার্ত্তিকে**॥

১০। কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল সশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতং।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু **মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা**॥ ২৬॥

১১। **প্রদক্ষিণঞ্চ** যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ॥

১২। **গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ** কার্ত্তিকে **পুরতো হরেঃ**।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্॥ ৩২॥

১৩। **সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য** কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥ ৩৫॥
সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা **বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ**॥ ৩৭॥

১৪। যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

১৫। কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ।
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

১৬। বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরং।
কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥
আপদ্গতো যদাপ্যস্তো ন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্ ॥ ৪৩ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে

শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ

১। গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥

২। হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিয়া বহু বহু যজ্ঞদ্বারা যাগ এবং শত শত শ্রাদ্ধ করে, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না ॥

৩। যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিলে তৎসমুদায় বিফলতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

৪। হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে **"কার্ত্তিক মাস" অথবা "চাতুর্ম্মাস্য" যাপন করে,** সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥ ৮ ॥

হে ভাবিনি! কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া **"কার্ত্তিকব্রত" গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিকব্রত করিবে ॥ ৯০ ॥**

৫। যাহার পক্ষে কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার দশবৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

৬। হে বৎস! একদিকে মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্ব্বদা কেশবপ্রিয় কার্ত্তিকমাস ॥ ১৭ ॥

৭। (হে ব্রহ্মন্!) **কার্ত্তিকের সমান মাস নাই,** সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ॥ ২১ ॥

৮। যে সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করে, কার্ত্তিকমাসে যদি তাহার কিছু সঙ্কোচ করা যায়, তাহা হইলে সে অবশ্য মুক্তিপ্রদ পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিবে ॥

৯। হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, ইহারা যদি কার্ত্তিক-মাসে ব্রত করে, তাহা হইলে কখন বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না ॥

১০। হে মুনিশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যথোক্ত বৈষ্ণব-ব্রত ধারণ করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত হয় ॥

১১। যে নর কার্ত্তিকমাসে **বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ** করে, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয় ॥

১২। যে মনুষ্য **কার্ত্তিকমাসে হরির অগ্রে** ভক্তিপূর্ব্বক **গীত, বাদ্য** ও **নৃত্য** করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

১৩। হে মহামুনে! **সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া** কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্য-স্বরূপ **শাস্ত্রাবতরণ** শ্রবণ করিবে ॥ ৩৫ ॥,

মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে পরম ভক্তিসহকারে **বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে** ॥ ৩৭ ॥

১৪। হে মুনে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যত্নবান্ হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল হয় ॥ ৩৬ ॥

১৫। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাশী হইয়া পলাশপত্রে ভোজন করত দামোদরের অর্চ্চন করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ ও ভজনানন্দে নির্বৃত হওত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে আনন্দ লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

১৬। বিষ্ণু অথবা শিব কিম্বা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কানন—এইসকল স্থানে হরিজাগরণ করিবে। যদি আপদ্গত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুনাম দ্বারা অপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে ॥ ৪৩ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ষোড়শবিলাসে

(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের)
আবির্ভাব-তিথি

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব তিথি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যাভিলাষী ছিলেন না, তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন না এবং তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ছিলেন না। ঠাকুর মহাশয় ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন, ভগবানে সতত ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ভগবজ্‌জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন।

ভক্তি, ভক্তিযোগ ও ভজনীয় জ্ঞান—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর নশ্বর ফল্গু-চেষ্টার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র নহে। কালের দ্বারা উৎপত্তিশীল স্থিতিবান্ ও লয়ধর্ম্মাধীনে যে-সকল নশ্বর ভাবের উদয় হয়, ভগবানে নিত্যা ভক্তি সে-জাতীয় প্রাকৃত আধার মাত্র নয়। ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি; এই নিত্যবৃত্তি যে-কালে প্রাকৃত অখণ্ডজ্ঞান-ধারণায় আবৃত হয়, সে-কালে জীব মায়াবাদী বা প্রকৃতিবাদী হইয়া পড়েন।

ঠাকুরের ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ ত্যাগ

ঠাকুর মহাশয় কোনদিন প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীর অযোগ্য-মতকে নিত্য-সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি অনাত্ম মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মার সহিত ভ্রান্তিময় দর্শনে এক বস্তু বলিয়া ধারণা করিবার উপদেশ দেন নাই। মায়াবাদীর ন্যায় কোনদিন উপাস্য ও উপাসকের সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। মায়াবাদীর ন্যায় মুক্তিকালে চেতনরহিত ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাকেই জীবের পরাবস্থা বলিয়া ভ্রমমত প্রচার করেন নাই। প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীর ন্যায় মুক্তিকালে নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র-বাদের সহিত অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়তা স্বীকার করেন নাই।

ঠাকুর অধোক্ষজ-সেবার নিত্য প্রচারক

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত **শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত অধোক্ষজ সেবার নিত্য প্রচারক** ছিলেন, আছেন ও নিত্যকাল থাকিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভাষা-জ্ঞানের সাহায্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বয়ং ভাগবত না হইয়া, ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনিত্য ভাব-সংগ্রহের দম্ভে গ্রন্থের পাঠকমাত্র অভিমানে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত পড়িতে যান, শুনিতে সময় নষ্ট করেন, এবং নিজ খণ্ড বাহ্যজ্ঞানকে সম্বল করিয়া শ্রীব্যাসের সমাধিলব্ধ ভক্তিযোগকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা

ভক্তির স্বরূপকে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সোপান-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা মিছাভক্ত-শ্রেণীতে আপনাদিগকে গণনা করেন মাত্র। ঠাকুর মহাশয় এরূপ প্রাকৃত সহজিয়া কর্ম্মবীরের কোন আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মাটিয়া বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লভ্য নহে

তিনি অনেক সময় বলিতেন—যাঁহারা নিত্যসেবাবৃত্তি-বঞ্চিত হইয়া আত্ম-ধারণায় প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, সেই "মাটিয়া চিন্তারত" জীবগুলি অপ্রাকৃত বস্তু-বৈচিত্র্যে প্রবেশলাভ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়াছে। ভগবৎ-সেবাবিমুখগণ কৃষ্ণেতর বস্তুর ভোক্তা কল্পনা করিয়া প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি নানা-প্রকার বৃত্তিবশে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চালনাপূর্ব্বক নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন মাত্র। এইরূপ অনাত্ম চেষ্টাদ্বারা ভগবানের ভক্তির ও হরিপ্রেমার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠযোগী, রাজযোগী প্রভৃতি দুঃসঙ্গ বিধায় ত্যাজ্য

জড়পদার্থ-ভোগোন্মত্ত হইয়া বদ্ধজীব আপনাদিগকে প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠ বা রাজযোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বিভিন্ন বেশে সজ্জীভূত করিয়া কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু **অধোক্ষজ-সেবাপর** ভক্তগণ ইহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়ে ইন্দ্রিয়তৎপর জানিয়া তাহাদিগের দুঃসঙ্গ করেন না।

গৌরহরির তাঁহার নিজজন শ্রীল ঠাকুরকে নিজাভীষ্ট প্রচারে প্রেরণ

আত্মবিৎ ভক্তের অমল পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের নিত্যা গতিলাভের আর অন্য উপায় নাই। অনাত্ম-প্রতীতি দ্বারা জীব জড়-ভোগ্য বস্তুকে ব্রহ্ম, মায়া, আত্মা, চৈতন্য প্রভৃতি কল্পিত সংজ্ঞাসমূহ প্রদান করিয়া সত্যভ্রষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-নিহিত সত্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন। কালে তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে শ্রীভগবান্ গৌরহরির নিজেচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালীয় সেবা-প্রবৃত্তি ইহজগতে জীব-হৃদয়ে পুনরুন্মেষিত করিতে প্রেরণ করেন। ভক্তরাজ, শ্রীগৌরহরির নিজাভীষ্ট কীর্ত্তন-প্রচার-প্রণালী আপামর সকল জীবের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য নানাবিধ সেবাপথে সত্যের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। আসুন, আমরা সেইগুলির কি পরিমাণ গ্রহণ করিতে সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছি, একবার দেখিবার সুযোগ পাই।

উপাস্য-সম্বন্ধে ঠাকুরের শিক্ষা

উপাস্য-বিষয়ে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা ভূমা যাঁহার আংশিক প্রকাশ-বিশেষ, সেই অদ্বয় ভগবদ্বস্তুই জীবের নিত্য সেব্য বস্তু।

ব্রহ্মের উপসনা হয় না, জ্ঞাতার-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে সেবাবৃত্তি-রহিত, সান্নিধ্য-রহিত দূরস্থিত অংশিক অনুভূতি মাত্রের উপলব্ধি কিছু পুরুষার্থ শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

পরমাত্মার উপাসনায় সান্নিধ্য থাকিলেও নিত্য-সেবা-ধর্ম্মরূপা রতির অনুদয়ে জ্ঞেয় বস্তু-বিজ্ঞানে আংশিক যোগসিদ্ধ হইলেও তাহা ভগবত্তার **খণ্ড প্রতীতি মাত্র।**

ভগবদুপাসনা অখণ্ড অপ্রাকৃত ; ব্রহ্মজ্ঞানে ও পরমাত্ম-সান্নিধ্যে মাটিয়া বিচার প্রবল

অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান ভগবৎপ্রতীতির অভাবে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্ম-সান্নিধ্য, তাহা জড়াতীত হইলেও তাহাতে "মাটিয়া বিচার" প্রবল থাকে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত, জ্ঞাতার অধিষ্ঠানের ক্ষণভঙ্গুরতা জ্ঞেয়ের চিরাধিষ্ঠানের ব্যাঘাতকারী। একমাত্র ভগবদুপাসনা প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্য-স্থিত হৃষীকের দ্বারা নিত্য হৃষীকেশের সেবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। ব্রহ্মজ্ঞান বা অনাত্ম বিয়োগরাহিত্যাত্মক-যোগ সাহিত্য-সেবার অসম্যক্ দর্শন বা খণ্ড সান্নিধ্য বলিয়া অচিদবিমিশ্র কেবল চিন্ময় আত্মার সেব্য বস্তু নহেন।

ঠাকুরের গ্রন্থরাশি নিত্য মঙ্গলের নিদান

ঠাকুর মহাশয়, সর্ব্বকাল জীবের মঙ্গলের জন্য কয়েকখানি গ্রন্থে নিত্যোপাসকের উপাস্য, উপাসনা ও প্রয়োজন বিষয়ে প্রাকৃত বিচার বিদূরিত করিয়া জীবের সহজ নির্ম্মল নিত্য কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির অপার বদান্যে আমরা তাঁহার ভক্তের মুখেই প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্য-বর্ত্তমান সত্যের সকল কথা শুনিবার অবসর পাইতে পারি, কিন্তু আমাদের ভাগ্যের দোষে যদি ভক্তিপথকে একমাত্র আত্মার অবিচ্ছিন্ন বৃত্তি বলিয়া জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না।

ভক্তের আবির্ভাব-তিথি-পূজা

কোটী কোটী জন্ম নশ্বর স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের সেবায় কাটাইয়া পরমার্থ-বঞ্চিত হইলাম এবং বঞ্চিত হইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিলাম, এখনও যদি

পুনরায় তাহাই করিয়া বসি, তাহা হইলে আর ভক্তের আবির্ভাব-তিথির পূজা করিতে পারিলাম না। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের হরিবিমুখ অনিত্য কার্য্যে মনোযোগ দিবার সময় আছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু সামান্য সময় মাত্র দিবার অবকাশেরই অভাব। ইহাকেই বলে ভাগ্য।

সুকৃতিশালী জীবের পক্ষেই ভক্ত-সান্নিধ্য ঘটে

সুকৃতি-প্রভাবেই জীবের ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্য লাভ ঘটে, ভক্তের প্রসাদ লাভ ঘটে। যাঁহাদের সুকৃতির অভাব তাঁহাদের অনেকেই মিছাভক্তকে, প্রাকৃত সহজিয়াকে, নিসর্গপিচ্ছিল প্রেমাভাসকে সত্যবস্তুজ্ঞানে কতই না সুকৃতি মনে করিয়া, ভগবানের সেবা হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অহঙ্কার-পর্ব্বতের শিরোভাগে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, মুখে তৃণাদপি সুনীচ-সজ্জায় কপটতার ভাণকেই ভক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। সেই কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণের অসৎ চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃত ভক্তি দেখিতে পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের কতই না ভরসা বাড়িয়া যায়।

ঠাকুরের সেবকের সঙ্গ করিলে ঠাকুরকে জানা যায়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কত প্রিয় বস্তু তাহা জানিবার বৃত্তিসমূহ ইন্দ্রিয়তর্পণে যাহাদের আবৃত রহিয়াছে, তাহারা তাঁহার অনুগত সেবকের সঙ্গ করুন্, নিশ্চয়ই নিষ্কপটে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের আত্মধর্ম্ম উন্মেষিত হইবে। জগতের নানা অভাবের পেষণে ত্রিবিধ দুঃখে সর্ব্বক্ষণ নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভের আর অন্য উপায় নাই।

নিজের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান ভক্তির বাধক—শ্রীগুরু-সেবাতেই ভক্তি লাভ

প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া যাঁহারা অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা কোনদিনই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না। উহা ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ নহে। **ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে লভ্য।** নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া কখনই ভক্তির বা ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐগুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র; ভক্তির পরম বিরোধী বস্তু।

যাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক ক্রিয়ায় ভক্তি সুষ্ঠুভাবে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি পাঠকবর্গের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করুক দেখিয়া আমরা সুখী হই।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানে বাধা ঃ—

(ক) **প্রচার-কার্য্যে** শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত ঠাকুর মহাশয় **শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভা** পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীনাম-হট্টের পুনরুদ্দীপন** করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছামত তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম উজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে **শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা** সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ** বিশুদ্ধভাবে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাহার অনুগত বলিয়া আলস্যপর ভজনকারিদল ভক্তির কোন অনুষ্ঠানেই কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন না।

(খ) **কীর্ত্তনমুখে** শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুক্রমে তিনি নানাবিধ ভক্তজন-সঙ্ঘে, হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও বহু দেবালয়ে হরিকথা বলিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। তাঁহারই অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিহার করিয়া পুনরায় আবার ভাড়াটিয়া বক্তার দল স্বীয় উদর-ভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনোপযোগী জীবিকাতে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া হরিকথা প্রচারে বিকার উপস্থিত করিয়াছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রথার অনুকরণে একদল ভৃতকজীবী তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া উপার্জ্জন দ্বারা আচার্য্যের কার্য্যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছেন।

(গ) **শাস্ত্র-প্রচারে** তাঁহার অতুলনীয় বিদ্যোৎসাহিতার অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপ্রচার ছলনায় উদরভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনাদিতে ব্যস্ত থাকায় অনেক ব্যবসাদার প্রচার-কার্য্যে জঞ্জাল উপস্থিত করিয়া স্ব স্ব চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন।

(ঘ) **ভক্তিপথে সহায়কার্য্যে** তাঁহার দীক্ষা-শিক্ষাদিকে নিজ ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের যন্ত্র-বিশেষে পরিণত করিয়া ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন।

(ঙ) **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃস্থাপনে** ঠাকুর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় পথকে কণ্টকিত করিয়া বৈষ্ণব-সমাজকে নানাপ্রকারে কলঙ্কিত করা কখনই ভক্তিমান্ অনুগত মণ্ডলীর কার্য্য নহে। তাঁহার প্রদর্শিত পথে শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পুনর্গঠন না

করিলে এবং তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলে হরিকথা জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে—একথা যাঁহারা ভাবেন না, তাঁহারা অচিরেই হরিবিমুখতার পরাকাষ্ঠায় মরণের পথে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

(চ) **বৈষ্ণব-স্মৃতি-প্রচারে** ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া নাস্তিক বা পঞ্চোপাসক সমাজের আনুগত্যে আচার্য্যানুগমন পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় নহে।

(ছ) **সাময়িক পত্র প্রচারের** দ্বারা দূরস্থিত ভক্তিমান্ জনগণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ করিবার কতই না সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার তাঁহার অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদর-চেষ্টায় ও প্রতিষ্ঠাশায় জর্জ্জরিত হইয়া যে-সকল মৎসর জীব হরিকথার ছলনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা কালের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রচার-কার্য্য হইতে বিরাম লাভ করিয়া নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সুযোগ করায় ধ্বংসের পথের পথিক হইয়া গিয়াছে।

(জ) **কাল-প্রচারকার্য্যে** ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে সে-সকল ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীগৌরাব্দ প্রভৃতি অনুকরণ করিয়াছিল, তাহারা নানাপ্রকার মৎসরতা-জালে আবদ্ধ হইয়া শ্রীঅব্দ সংখ্যায় একবৎসর বাড়াইয়া খ্রীষ্টানি পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে যে মাস-নামাদিতে শ্রীনামাশ্রয়-কার্য্যের সাহায্য হইত, তাহার মধ্যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অভাবে সেগুলির আর আদর নাই।

(ঝ) **বিদ্যোৎসাহিতার উন্নতিকল্পে** জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অনুমোদিত হরিশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রদান কার্য্য প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিকৃতিলাভ করিতে চলিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া মৎসরতা-বশে ভক্তিবিরোধ-মানসে জাগতিক সমৃদ্ধি আদরের বিষয় নহে।

(ঞ) **মঠ-মন্দির ও ভক্তিস্থানাদির সংরক্ষণে** ঠাকুর মহাশয়ের যত্ন পরিহার করিয়া তাঁহার যে-সকল শিষ্যব্রুব নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগুরুদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন ভজনের অনুষ্ঠান না করায় জগতে অসাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজাভীষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কখনই ভক্তব্রুবগণের কোন সুবিধা হইবে না।

ভজনে আলস্য থাকিলে কখনই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইবে না। ভজন কিছু নাস্তিকের, পঞ্চোপাসকের বা অন্যাভিলাষীর ক্রিয়াবিশেষ নহে। শ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গের বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সেবার জন্য যে নিষ্কপট ভক্তগণ কায়মনোবাক্য সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র আশার স্থল। পূর্ব্বোল্লিখিত ঠাকুর মহাশয়ের অনুষ্ঠানাবলীর উদ্দেশ্যে সেবা না করিয়া নিজ নিজ কল্পিত আলস্য কখনই জীবে দয়ার পরিচয় নয়। যদি হরিভজনে অনুরাগ থাকে বা মায়ার বন্ধন মুক্ত হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে

"তাতে কৃষ্ণে ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"—পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে অবশ্যই সুফল লাভ ঘটিত।

—শ্রীল প্রভুপাদ

অসৎসঙ্গ

সঙ্গ ও অসৎসঙ্গ কাহাকে বলে? স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অসৎ

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ এই। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবগণের আচরণ। একস্থানে বসিলে বা এক নৌকায় নদী পার হইলে সঙ্গ হয় না। উভয়ের প্রীতি এবং আসক্তির সহিত কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকেই সঙ্গ বলে। অসতের সঙ্গে প্রীতি-সহকারে অসৎ বিষয়ের আলোচনা করাই অসৎসঙ্গ। অসৎ দুই প্রকার—স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত।

স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলে ও কাহারা

স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনীমুগ্ধ সংসারী জীব তথা ললনালোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণস্থল। মূলকথা যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন—ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

কৃষ্ণাভক্ত কাহাকে বলে ও তাহাদের সঙ্গত্যাগই কর্ত্তব্য

কতকগুলি লোক শুষ্ক জ্ঞান বা শুষ্ক বৈরাগ্য-বলে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে

থাকে, কিন্তু তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করে না। তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অসৎ—কৃষ্ণ-অভক্ত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, দেবান্তর উপাসক, মায়াবাদী, নাস্তিক ইত্যাকার নানাপ্রকারে কৃষ্ণ-অভক্তগণ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ যত্ন-সহকারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি ভক্তজনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। যদিও উপরোক্ত কৃষ্ণ-অভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ অল্প পরিমাণে ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেষ্ট, তথাপি যতদিন তাহারা প্রাকৃত গুণ-বন্ধন-মুক্ত না হয়, তাবৎ তাহাদের কৃষ্ণেতর ভজনে নিষ্ঠাই স্বাভাবিকী বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাদিগের প্রাকৃত চিত্তে প্রাকৃত ক্ষোভ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করে। প্রকৃত বিষয় সমুদায় অসৎ বলিয়া ভক্তের পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণাভক্তগণ অপ্রাকৃত অধিকার লাভ করিলেই কৃষ্ণ ভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতদিন তাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধ থাকে, ততদিন ভক্তগণ অসৎজ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তের শ্রেণীদ্বয় (ক) বালিশ ও (খ) বিদ্বেষী ; তন্মধ্যে (ক) বালিশ কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রতি বৈষ্ণবের ব্যবহার

স্ত্রসঙ্গী এবং কৃষ্ণ-অভক্ত এই দুই প্রকার অসতের মধ্যে আবার দুইটী শ্রেণী লক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর অসৎ **অজ্ঞ বা বালিশ,** দ্বিতীয় শ্রেণী **অপরাধী বা দ্বেষী।** যে-সমস্ত লোক শঠতা না থাকিলেও অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-উপাসনা-তৎপর, তাহারা অজ্ঞ বা বালিশ, সুতরাং ভক্ত-জনের কৃপার পাত্র। ভক্তগণ যদি সত্যই তাহাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন। **তাহাদিগকে কৃপা করিতে হইলে যতটুকু সঙ্গ তাহাদের সহিত আবশ্যক, ভক্তগণ তাহা করিয়া থাকেন. তাহাতে অসৎসঙ্গ-দোষ হয় না।** বিশেষতঃ উভয়ের প্রীতির সহিত কোন বিষয়ের আলাপ-ব্যবহারই সঙ্গ। অজ্ঞ শ্রেণীর অসৎজন যদি ভক্তের ভক্তিকথায় প্রীতি প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে ভক্ত অসৎ-জ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ভক্তের কথায় প্রীতি করিলে তিনি আর অসৎ শ্রেণীভুক্ত থাকেন না; সৎ হইয়া পড়েন এবং অতি শীঘ্রই ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন। সুতরাং ভক্তজন তাদৃশ জনের সঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিদ্বেষী ও অপরাধী কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রতি ব্যবহার

পক্ষান্তরে যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তি মুক্তি-বাঞ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া শঠতা

আশ্রয় করতঃ ধর্ম্মধ্বজী, যোষিৎসঙ্গী হয়, কিম্বা মায়াবাদাদি দুষ্ট মতাশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগকে **উপেক্ষা করিবেন,** কোনমতে তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না। তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন। তাহাদিগের হৃদয়স্থ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভাবগুলি এরূপ প্রবল যে, **তাহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবেরও প্রেমাভাব হইয়া পড়ে।** শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র ইহা শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে—হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

সঙ্গ-প্রভাবে সৎ বা অসৎ হয়

সংসর্গ-ফলেই মনুষ্য সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে। "সংসর্গজা হি গুণদোষা ভবন্তি সর্ব্বে"—ইহাই শাস্ত্রের বাক্য। সৎসঙ্গের অনন্ত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যেরূপ পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, অসৎসঙ্গেরও অপার দোষরাশি শাস্ত্রে সেইরূপ বর্ণিত আছে। যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বে শ্রদ্ধা, রতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না। অবসর পাইলেই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়।

যোষিৎসঙ্গ ও তৎসঙ্গী-সঙ্গের ফল

বিশেষতঃ যোষিৎ হইতে পুরুষের অনেক অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো **তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ**॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গফলে জীবের যেরূপ মোহবন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য বিষয়প্রসঙ্গে সেরূপ কুফল হয় না; সত্য, শৌচ, দয়া, ধর্ম্ম, শম, দম প্রভৃতি মনুষ্যের সমুদয় সদ্‌গুণ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তি এতাদৃশ যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগের সঙ্গ করিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা--

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ (ভাঃ ৩.৩১।৩৩-৩৪)

ভগবদ্ভক্তের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ কি-প্রকার

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত ক্ষণমাত্রও যাপন করিতে পারেন না।

অসৎসঙ্গে অসৎ বিষয়েরই আলোচনা হয়, তাহাতে ভক্ত-হৃদয়ে অতীব দুঃখ হইয়া থাকে। সেইজন্য বলিয়াছেন,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসম্॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা)

জলন্ত অনল-জ্বালা বরং সহ্য হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াও বরং ভাল, তথাপি অভক্তজনের সহিত একত্রবাস বা সম্ভাষণ—ভক্তের সহ্য হয় না।

সর্ব্বদোষাকর অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই বৈষ্ণব-আচার

যতদিন ভজনে অনর্থ নিবৃত্তি না হয়, ততদিন ভজনপ্রয়াসী ভক্তজন যত্ন-সহকারে সর্ব্বদোষাকর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে আর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকে না, তবুও দুই একদিন ঘটনা হইয়া পড়ে। তাহাতে নানা ক্লেশ উদয় করায়। ভক্ত এ-বিষয়ে অতিশয় সাবধান হইবেন। যেহেতু অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের আচরণ, এবং কৃষ্ণ-নামৈকশরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।

কৃষ্ণৈকশরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ

আমরা যেন প্রভুর কৃপায় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণৈক-শরণ হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি এই,—

এত সব (অসৎসঙ্গ) ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি

(১)

বন্দি তোমারে অষ্টমী-তিথি তুমিত' সকল তিথির সেরা।
আনন্দ-নিলয় প্রশান্ত-হৃদয় সকল মঙ্গল পুণ্য দিয়ে ঘেরা॥
তব শুভাগমে মানব-মনের যত গ্লানি আর যত আবর্জ্জনা—
কলুষ-সম্ভার চূর্ণ অহঙ্কার, দূরে গেল সব অসার কামনা॥

পীড়িতের ব্যথা হ'ল অবসান মরু-বুকে এল ভক্তি-প্রস্রবণ।
জীব ত্যজিয়া অনিত্য সুখৈশ্বর্য্য-ভোগ তিথি-বন্দনায় হইল মগন॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

(২)

বৈষ্ণবের পদ-রেণু শিরে ধরি' বন্দি তোমারে আমি দীনজন।
তব শুভ বিজয়েতে আনন্দ-সায়রে নিমগন হ'ল জীব অগণন॥
কঠিন পাষাণ হরষে গলিয়া পরিণত হ'ল স্নিগ্ধ ঝরণায়।
উঠিল ঝঙ্কারি' তব বন্দনা-গীতি কোটী কোটী জীব-রসনায়॥
ছিন্ন করিয়া মায়ার সংসার অনন্ত অটুট বাসনা-নিগড়—
হৃদয় শোধিয়া উছলি উঠিল মেদুর-শুদ্ধ ভকতি-সাগর॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

(৩)

রবি-শশী-গ্রহ-তারকা-নিচয় তব শুভাগমে হইল শান্ত।
নির্ম্মল হ'ল মলিন আকাশ বিঘ্নকারিগণ হইল ক্ষান্ত॥
মধুকর-শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হ'ল কুসুম-কানন,
জগৎ-জীবন মৃদুল পবন কুসুম-সুবাস করিয়া হরণ—
অমিয় পরশে দিক্ সুরভিত, পশু পাখী-চিত করি' আকর্ষণ,—
তেমোরে পূজিতে করিছে নিয়োগ, তুমি সকলের আরাধনা-ধন॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
'কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

(৪)

দেবতা-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণ-অপ্সর-কিন্নর-বিদ্যাধরগণ।
হরষে নৃত্য করিছে সকলে হেরিয়া তোমার শুভ আগমন॥
নন্দনবন-মন্দারফুল বরষিছে সুর-কুমারীগণ।
গাহিছে তোমার মহিমার গান ব্রহ্মা হইতে জীব অগণন॥

তব পুণ্য-প্রভায় দীপ্ত ললাটে শোভিত শুভ্র গরিমা-সূর্য্য।
শঙ্খ-নিনাদে পূরিল ধরণী, নাদে আগমনী-বিজয়-তূর্য্য॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

(৫)

পৃথিবীর যত নর-নারী আজ অর্ঘ্যের থালি লইয়া ত্রস্তে,
বৈষ্ণব-অনুগত হ'য়ে সবে বাসিত কোমল কমল-হস্তে—
পরিজন সহ হে তিথি! তোমারে করিয়া বরণ জন সমগ্র,
শ্রীগুরু-চরণ কল্পতরু-মূলে আশ্রয় লভিয়া হইয়া ব্যগ্র,
পূজিছে আজিকে ভকতিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার যুগল চরণ।
বৈষ্ণবানুগত্যে আমিও আজি তব শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

(৬)

আমি আজিকে তোমার জগদ্বন্দ্য চরণ পূজিব শুদ্ধ-ভক্তিভরে।
রাধাসহ রাধাকান্তপদে যেন চিরমতি থাকে মোর তব বরে॥
আমি অতি দীন প্রেম-ভক্তিহীন কেমনে জানিব তোমার মহিমা।
তব মহিমা-সাগর অতল-অপার-অনন্ত—তাহার নাহিক সীমা॥
জয় জয় জয় অষ্টমী-তিথি অখিল ভুবন-বন্দনীয়া।
তুমিত' আমার অনর্থনাশিনী, তুমি মোর সর্ব্বকাল পূজনীয়া॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তুমি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

বৈষ্ণবসেবাভিলাষী—
শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
সাং নারমা, মেদিনীপুর।

শারদীয়া শক্তিপূজা

আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমীদিবস পর্য্যন্ত বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা প্রচলিত দেখা যায়। অনেকেরই ধারণা, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে জয় করিবার জন্য শরৎকালে মহামায়ার পূজা করিয়া দেবীর কৃপাবলে রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যাঁহারা মূল রামায়ণ পড়িয়াছেন, তাঁহারা কখনও একথা বলিবেন না। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণে দেখা যায়,—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্ব্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড—৩।৪ সর্গঃ)

স পাদুকে সংপ্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্ ॥
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্বহিঃ ॥
তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণ বর্ষেঽহনি রঘূত্তম ॥
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।

(অযোধ্যাকাণ্ড—১১২ সর্গঃ)

অর্থাৎ রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার বাসনায় প্রজাগণকে বলিতেছেন,—এই পুণ্যজনক চৈত্রমাসে কানন পুষ্পিত হইয়াছে। আগামীকল্য পুষ্যা নক্ষত্রে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে। তদুপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

পুনশ্চ রামচন্দ্র বনগমন করিলে অনুজ ভরত তাঁহাকে রাজ্য-প্রত্যর্পণ-মানসে শ্রীরামচন্দ্রের চরণপ্রান্তে চিত্রকূটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণার্থ অনুরোধ করেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর অবশ্যই বনবাস করিবেন, এইরূপ দৃঢ়তা জানাইলে ভরত শ্রীরাম-চন্দ্রের পাদুকাযুগলকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রতিনিধি-স্বরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার মানসে পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া বলেন যে, আমিও আপনার ন্যায় চতুর্দ্দশ বর্ষ জটা ও চীর ধারণপূর্ব্বক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া নগরের

বাহিরে বাস করিব। **আপনার পাদুকাযুগল আপনার অভিন্ন-বিচারে রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিব।** যেইদিন চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইবে, যদি সেই দিবস আপনার দর্শন না পাই, তবে আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব।

উপরিউক্ত প্রমাণদ্বয়ে ইহাই স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, চৈত্র শুক্লপক্ষ পুষ্যানক্ষত্রে রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের বনগমন স্থির হইয়াছিল। অতএব চৈত্র পুষ্যা নক্ষত্রে তাঁহার অযোধ্যা প্রত্যাগমন অবশ্যম্ভাবী। রাবণ বধ করিয়া তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই। সুতরাং চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষেই রাবণ বধ ঘটিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণ বধান্তে আরও স্পষ্টাকারে টীকাকার বলিতেছেন—"চৈত্রে পুষ্যনক্ষত্রে অযোধ্যাতো বনং প্রতি রামস্য প্রস্থানমিতি স্পষ্টং অযোধ্যাকাণ্ডে। চৈত্রে পুষ্যশ্চ শুক্লপক্ষ এব, তত্রাপি নবম্যাদি দিনত্রয় এবেতি স্পষ্টমেব জ্যোতিষ্যাদৌ। তত্র নবমী রিক্তাত্বাদভিষেকাযোগ্য, দশম্যেব তু পূর্ণত্বাদ্‌যোগ্যা। এবং চ চৈত্র-শুক্লদশম্যাং প্রস্থানম্।"

আগ্নিবেশ্য রামায়ণে সীতাহরণ-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি,—

ততো মাঘে সিতাষ্টম্যাং মুহূর্ত্তে বৃন্দসংজ্ঞকে।
রাঘবাভ্যাং বিনা সীতাং জহার দশকন্ধরঃ॥
মার্গশুক্লদশম্যাং তু বসন্তীং রাবণালয়ে।
সংপাতির্দশমে মাসে আবখ্যৌ বানরেষু তাম্॥
একাদশ্যাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ পুপ্লুবে শোতযোজনম্।
তদ্‌রাত্রিশেষে সীতায়া দর্শনং হি হনূমতঃ॥
দ্বাদশ্যাং শিংশপাবৃক্ষে হনূমান্ পর্য্যবস্থিতঃ।
তস্যাং নিশায়াং সীতায়া বিশ্বাসালাপ-সৎকথাঃ॥
অক্ষাদিভিস্ত্রয়োদশ্যাং ততো যুদ্ধমবর্ত্তত।
বধো হ্যক্ষকুমারস্য বনবিধ্বংসনং তথা॥
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চতুর্দ্দশ্যাং বদ্ধঃ শক্রজিতা কপিঃ।
বহ্নিনা পুচ্ছযুক্তেন লঙ্কায়া দহনং তথা।
পৌর্ণমাস্যাং মহেন্দ্রাদৌ পুনরাগমনং কপেঃ॥

* * *

মাঘ-শুক্ল-দ্বিতীয়ায়াশ্চৈত্র-কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।
অষ্টাশীতিদিনং যুদ্ধং মধ্যে পঞ্চদশাহকম্।
যুদ্ধাবহারং সংগ্রামস্ত্রিসপ্ততিদিনাত্মভূৎ॥

উক্ত প্রমাণদ্বয়ে ইহাই জ্ঞাত হইতেছে যে, চৈত্র মাসেই যুদ্ধ সমাপ্তি হইয়াছিল। মাঘ-শুক্লাষ্টমী-দিবসে রামলক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। সীতাদেবীর রাবণগৃহে দশম মাস অবস্থানকালে অগ্রহায়ণ-শুক্ল-দশমীতে জটায়ুভ্রাতা সম্পাতি বানরগণকে সীতাদেবীর সংবাদ জ্ঞাপন করেন। একাদশী দিবস হনূমান্ মহেন্দ্র-পর্ব্বতাগ্র হইতে শতযোজন লম্ফ প্রদান করিয়া সেই রাত্রিশেষে সীতার দর্শন প্রাপ্ত হন। দ্বাদশী-দিবস শিংশপাবৃক্ষে অবস্থানানন্তর নিশাভাগে সীতাদেবীসহ সদালাপ, ত্রয়োদশীতে অক্ষাদিভি সহ যুদ্ধ, অক্ষবধ ও বন-বিধ্বংসন, চতুর্দ্দশীতে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা হনূমান্‌কে বন্ধন করে এবং তাহার পুচ্ছে অগ্নি দেওয়ায় লঙ্কা দগ্ধ হয়। পৌর্ণমাসীতে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে হনূমানের প্রত্যাগমন। তৎপরে রামচন্দ্রকে সংবাদ জ্ঞাপন, সমুদ্রতীরে আগমন, সেতুবন্ধন প্রভৃতি কার্য্যান্তে মাঘ-শুক্লদ্বিতীয়া হইতে চৈত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ৮৮ দিবস মধ্যে ১৫ দিবস যুদ্ধবিরতি থাকায় ৭৩ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে বিভীষণের রাজ্যাভিষেকান্তে শ্রীরামচন্দ্র যথাসময়ে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যদি শরৎশুক্লদশমীতে রামচন্দ্রের রাবণবধের বিজয়োৎসব কল্পনা করা যায়, তবে পূর্ণ বর্ষার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? বর্ষামধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হওয়ায় চৈত্রেই রাবণ-বধ সুপ্রমাণিত হইতেছে। অতএব রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক দেবীর আবাহন বা পূজাদি কার্য্য একেবারে প্রমাণের অযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩) শ্লোকে বলিতেছেন,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

কৃষ্ণশক্তি মহামায়ার জীবমোহন-কার্য্য শ্রীভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া মায়াদেবী ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জাবোধ করেন। জীবগণ এই বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা মোহিত হইলে বিপরীত বুদ্ধি লাভ করিয়া 'আমি, আমার' এইরূপ ভ্রমাত্মক বিচারে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং যে শক্তি ভগবানের সম্মুখে আসিতে পারেন না, তাঁহার পূজা কি প্রকারে ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ দাসী কিরূপে প্রভুর পূজা গ্রহণ করিবে? স্ত্রী কিরূপে নিজ পতির দ্বারা নিজ আরাধনা করাইতে পারে?

শক্তিকে চণ্ডীতে খুবই বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু ঐসকল বাক্যে

মায়ামুগ্ধ জীবগণই ভ্রান্ত হইতে পারে, প্রকৃত সিদ্ধান্তবিৎ তত্ত্বজ্ঞানী জনগণ উহাকে বঞ্চনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্তি—

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৬ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকায় কোনও পণ্ডিত বলিতেছেন,—

"হরিহরাদিভিঃ দোষৈরজ্ঞানবাহুল্যেন বা হেতুনা ন জ্ঞায়সে তত্ত্বতস্ত্বম্।" অর্থাৎ হরিহরাদির অজ্ঞান-বাহুল্যহেতু তোমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে তাঁহারা অক্ষম। এখানে হরি-শব্দে ইন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, পার্ব্বতী দেবী অজ্ঞানীর ন্যায় মহাদেবের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিয়া নিরন্তর শ্রবণ করিতেছেন। সেই জগদ্‌গুরু সমগ্র বৈষ্ণবজগতের গুরুস্থানীয় হইয়াও নিজশক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিলেন, ইহা কি-প্রকারে ধারণায় আসিতে পারে? ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত ইহাই হইতে পারে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব রজঃ প্রকৃতির জীবগণকে এইভাবে মুগ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিন প্রকার প্রকৃতির মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেই গুণের শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তি সাত্ত্বিক পুরাণে, রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তি রাজসিক পুরাণে ও তামসিক প্রকৃতির লোক তামসিক পুরাণে শ্রদ্ধালু অবশ্যই হইবেন। সুতরাং রজঃ প্রকৃতির ব্যক্তি রাজসিক পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে দৃঢ়বিশ্বাসী হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। গীতাতে রজোগুণের পরিচয়ে বলিতেছেন,—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্ ॥ (১৪।৭)

রজোগুণ—রাগাত্মক। এতদ্দ্বারা অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার প্রভাবে জীবের আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার আসক্তি দেহে ও গৃহাদিতে হইয়া থাকে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান-বশে তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগলিপ্সার উদয় হয়। সেই তৃষ্ণা কর্ম্ম-বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। অতএব এই তৃষ্ণাই জীবকে বিবিধ ভোগপর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। রজোগুণের কার্য্য—ভোগসুখ; স্ত্রী, বিষয় প্রভৃতির নিমিত্ত স্পৃহা উৎপাদন করা। তাই জীব মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করে—

চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্ ॥

এইপ্রকার "দেহি দেহি" রবে নিজ ভোগস্পৃহা ব্যতীত সংসার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা দেখা যায় না। আর দেবীর প্রসাদে জাগতিক সম্পদই পাওয়া যায়, ইহাও দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥

আপনি প্রসন্না হইয়া যাহাদের সর্ব্বদা উন্নতি বিধান করেন, জনপদ-মধ্যে তাহারা সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন ও যশঃ এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মসকল বিনষ্ট হয় না, তাহাদের ভৃত্য, পুত্র ও পত্নী শিষ্ট, সুস্থ এবং তাহারাই ধন্য।

অতএব ত্রিগুণান্তর্গত প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের জাগতিক ভোগ-সুখাদি ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই বলিয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতেই ভক্তিমান্ হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় বলিতেছেন,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ (১৪।২০)

জীব বিবেকবলে এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু-জরা প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয়—মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই তিনটী গুণই দেহের উৎপত্তির কারণ। এই গুণাবস্থা হইতে নিষ্কৃতির উপায়, ত্রিগুণাতীত শ্রীহরির সেবা।

অনেকে প্রকৃতিকে সৃষ্ট্যাদি সকল ব্যাপারের মুখ্য কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি বেদান্তসূত্র উহা সম্পূর্ণ নিরাস করিয়াছেন—"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (২।২।৪২)। উক্ত-সূত্রের টীকাকার শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিতেছেন,—

"সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদি গুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ সম্ভবেদিতি

প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।" অর্থাৎ শাক্তদিগের মতে শক্তিই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টা ও তাঁহা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। উহা বাস্তবিক সম্ভব কিনা এই সন্দেহের নিরসনার্থ বলিতেছেন—কেবল শক্তিদ্বারা উৎপত্তি অসম্ভব।

"ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোক-দৃষ্ট্যৈব যুক্তির্ব্বক্তব্যা। ততশ্চ শক্তির্বিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে। কুতঃ কেবলায়াস্তস্যাস্তদুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন হি পুরুষানুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষন্তে লোকে। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকেঽদর্শনাৎ।" অর্থাৎ শক্তিবাদও বেদবিরুদ্ধ। অনুমান-দ্বারাই শক্তির কারণত্ব কল্পনা করিতে হয়। অতএব তদ্বিষয়েও লৌকিক যুক্তির প্রয়োগ কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষতঃ কেবলমাত্র শক্তি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব সম্ভাবিত হয় না। পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীত কেবলমাত্র স্ত্রী হইতে অপত্যাদির উদ্ভব কেহ কদাচ অবলোকন করেন নাই। অতএব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্য স্বীকরণীয়। পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিই কর্ত্রী, একথা বলিলে দোষের নিবারণ হয় না। কারণ ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি শোনা যায়।

আরও একটী কারণ এই যে, চণ্ডীতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃকই দেবীর আরাধনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবী, ভূত-প্রেত-পিশাচ, যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্বাদির উপাসনা করেন না। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
সদান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী।
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥

সাত্ত্বিক পুরাণের অন্যতম নারদীয় পুরাণের এই উক্তি রাজস-পুরাণান্তর্গত চণ্ডী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ টীকাকার বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণো গায়ত্রীজ্ঞঃ। ব্রহ্ম-গায়ত্রী শ্রীমন্নারদোপদিষ্টা—মহাভাগো তত্ত্বজ্ঞত্বেন, অপি নিশ্চিতং, শ্রীবিষ্ণু-জ্ঞাতা ভবতি। তস্মাদ্ধি বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কলের্মধ্যে বিশেষত ইতি প্রমাণ-শ্রবণেন শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবয়োরভিন্নত্বাৎ—ব্রাহ্মণ এব আদিবৈষ্ণবঃ। তত্রাপি মুনিঃ মননশীলঃ সদসদ্বিবেকবান্ জ্ঞানী আহারভয়-মৈথুননিদ্রাদ্যসজ্জ্ঞানব্যতিরেকেণ সদ্বিশিষ্টজ্ঞানঃ এবং বিশিষ্টো ব্রাহ্মণোঽন্যং দেবং দেবতামাত্রং ন পূজয়েৎ। স চ যদি মোহেন কর্ম্মবশভ্রষ্টজ্ঞানেন কুরুতে, তদা পুনশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। অয়মর্থঃ,—

পঞ্চত্বে সতি তস্য পুনরাবর্ত্তনং যদ্ভবেৎ তৎ কিং বক্তব্যং—ইদানীং সাক্ষাদ্ব্রাহ্মণাচারভ্রষ্টত্বাৎ চাণ্ডালবদ্ভবতি। অতঃ কারণাদন্যদেবতাভক্তিঃ কেবলশ্রীপরমভাগবতগায়ত্র্যুপাসনা-ব্যতিরেকেণ অন্যদেবতাসেবা তদ্বৃত্তির্বা ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী গরিষ্ঠা অভিনন্দিতা অপি এষাং বিপ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বিদূরয়তি বিনাশয়তি, চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি প্রকর্ষেণ দদাতীত্যর্থঃ।"

"ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীজ্ঞ ; ব্রহ্ম-অর্থে গায়ত্রী—যাহা শ্রীনারদকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ; মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নিশ্চয়ই বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞাতা। 'সেই হেতু অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিশেষতঃ কলিকালে বৈষ্ণব বিষ্ণু'—এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অভেদ-নিবন্ধন **ব্রাহ্মণই আদিবৈষ্ণব**। তাহাতে আবার মুনি অর্থাৎ মননশীল সদসৎ বিচার-পরায়ণ ও জ্ঞানী অর্থাৎ আহার-ভয়-মৈথুন-নিদ্রাদি অসৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশিষ্ট সজ্জ্ঞানী। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রাহ্মণ অন্য দেবতামাত্রকে পূজা করিবেন না। তিনি যদি মোহবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্মবশে ভ্রষ্টজ্ঞানহেতু তাহা করেন, তাহা হইলে পুনঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই—মৃত্যুর পরে তাঁহার যে পুনরাবর্ত্তন হয়, সেই বিষয়ে আর কি বলিব? **বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাচার হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎ চাণ্ডালসদৃশ** হন। এই কারণে অন্যদেবতা-ভক্তি অর্থাৎ পরম ভাগবতী গায়ত্রীর উপাসনা ব্যতীত অন্যদেবতার সেবা বা তাঁহার দ্বারা বৃত্তি গরীয়সী অর্থাৎ অতি প্রশংসনীয়া হইলেও তাহা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিদূরিত করে এবং চাণ্ডালত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করিয়া থাকে।" (শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-কৃত সৎক্রিয়াসার-দীপিকা)

—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

বেদান্তাগম-বেদ-শাস্ত্রপটলী-দুর্গম্য-পাদাম্বুজ-
শ্রীশ্রীনন্দকিশোর-লাস্য-লহরী বিদ্যোতকানুগ্রহঃ।
তৎকাল-স্মৃতিমাত্র-তৎক্ষণ-বলাৎ প্রেম-প্রবাহাম্বুধৌ
ভূদেবাঙ্গন-মঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

বেদান্ত আগম আর　　বেদ-শাস্ত্র আদি সার
সকলি ত' দুর্গম্য হইয়া।

তব পাদপদ্মে রয় হ'য়ে পরানন্দময়
গৌড়ে আর ক্ষেত্রে তোমা' পাঞা ॥
নন্দ-কিশোরের যত নৃত্যকেলি মনোমত
তাহার তরঙ্গ প্রবাহিয়া।
পুনঃ ফুটাইয়া ধরি' আহা কিবা মরি মরি
অনুকম্পা তুমি প্রকাশিয়া ॥
সেই-সব লীলা-খেলা মনে কর যত বেলা
তখনি ত' মনে জোর ধরি'।
প্রেমাম্বুধি বিস্তারিয়া ভক্তগণ ধরি' হিয়া
রাখ তুমি সবে মত্ত করি' ॥
ধরাতেই যত সব সুমঙ্গল যা' সম্ভব
সে-সব মঙ্গল বিস্তারিয়া।
হে শচীনন্দন! এবে লইয়াই ভক্ত সবে
বিজয় করিছ সুখে র'য়া ॥ ৩ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
—**শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ**
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

যাঁহারা যজ্ঞার্থে বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পৃথগ্‌ভাবে আর কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষময়ী যজ্ঞ-তপস্যা বা ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি করিতে হয় না। পূর্ব্বে আমরা যেমন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগিগণের ব্রাহ্মণত্ব, সন্ন্যাসীত্ব, যোগীত্ব ইত্যাদি সমস্তই একাধারে অনুস্যূত থাকে, সেইপ্রকার তাঁহাদের ভিতর কর্ম্মীর যজ্ঞ-দক্ষতা বা কর্ম্ম-নৈপুণ্য, জ্ঞানীর সন্ন্যাসগ্রহণ, যোগীর নিষ্ক্রিয়তা বা দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টাশূন্যতা ইত্যাদি

একাধারে বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত কর্ম্মযজ্ঞ-তপস্যার ফলে নিষ্কাম হইয়া, যিনি ভগবৎ-প্রেমী হইয়া অখিল রসের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তিনি একাধারে সমস্ত গুণের গুণী। যথা—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ (গীঃ ৬।১)

যেহেতু কৃষ্ণই তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া যান, সেইহেতু নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কোনপ্রকার কর্ম্মফলের আশ্রয় নাই। তিনি 'কৃষ্ণের জন্য এই কার্য্য করিতে হইবে'—এইপ্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সেইপ্রকার নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কৃষ্ণার্থে কোন কর্ম্মই ভোগ বা ত্যাগের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার জন্য বা তৎপ্রীতির জন্য সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগিগণ সমস্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই পরমাত্মার দর্শন-লাভার্থ অর্দ্ধ-নিমিলিত অবস্থায় জীবন-ধারণ করেন। নিরগ্নি বা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, এবং অক্রিয় বা দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইয়া যোগী হয়। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজ দেহ-সম্বন্ধে কোন চেষ্টাই বর্ত্তমান থাকে না। ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত কোন প্রকার কাম্য-কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অনাশ্রিত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগীই শ্রেষ্ঠ। অক্রিয়-সন্ন্যাসীর ব্রহ্মজ্ঞান এবং যোগীর অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহার করতলগত হইয়া থাকে।

প্রকৃত কর্ম্মযোগিগণ ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই প্রকার কর্ম্ম-যোগিগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল লাভবান্ বলিয়া জয়, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আদৌ ভিখারী নহেন। যে লাভের দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকে সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্বজ্ঞান এবং সর্ব্বসিদ্ধি পরিপূর্ণভাবে অনায়াসে করতলগত হয়, যাঁহারা সেই প্রকার লাভের উপযোগী তাঁহাদের আর অন্যলাভের প্রয়োজন কি ?

অক্রিয় যোগিগণ যাহারা পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রানুসারে ধ্যান-ধারণা-প্রাণায়া-মাদি করতলগত করিয়া পরিশেষে সমাধিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সেই-প্রকার ধ্যানধারণাবস্থিত হইয়া সেই পরমাত্মা দর্শন করিবার নিমিত্তই সকল-প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াও অবিচলিত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা এমন একটী বস্তু লাভ করেন বা লাভ করিবার চেষ্টা করেন যাহা জগতের আর কোন বস্তুরই তুল্য হয় না। ব্যতিরেকভাবে সেইপ্রকার লভ্যাংশের ভাগী হইবার

জন্য জগতের কোন দুঃখই এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও গুরুতর বলিয়া মনে হয় না। সেইপ্রকার যোগিগণ-সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ (গীঃ ৬।২২)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত শ্লোকের যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ," "যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি। বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত হইয়া সমাধি-অবস্থায় আত্মকারা বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক-সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মারামী যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ববস্তু হইতে কোনপ্রকারেই বিচলিত হয় না। যোগিগণ যে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, সিদ্ধি, ঈশিতা, বশিতা, প্রাকাম্য ইত্যাকার অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা যোগাবস্থার অবান্তর ফলমাত্র। সমাধি-অবস্থায় সে-সমস্ত লাভও অতি তুচ্ছ বলিয়া স্থির হয়। অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটী বা দুইটী সিদ্ধি লাভ করিয়াই অনেকেই যোগসিদ্ধির ছলনা করিয়া চিত্তচাঞ্চল্যে পতিত হইয়া যায়। তাহাতে চরম-সিদ্ধি যে সমাধি, তাহা লাভ হয় না। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মযোগী ভক্তের সেরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কার্য্যসমূহে ভক্তের চিত্তনিরোধ হইয়া যায় এবং স্বতঃই তিনি যোগের পরম সিদ্ধি 'সমাধি' লাভ করেন। কৃষ্ণসেবার্থ তাঁহাদের যোগসিদ্ধি নব-নারায়-মান হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সেই সেবায় যে কি অপ্রাকৃত লাভ আছে, তাহা প্রাকৃত 'বণিক্‌বৃত্তি'তে বুঝা যায় না।

কর্ম্মযোগীর কথা বাদ দিয়াও সাধারণ যোগী-সম্প্রদায়ের যোগসিদ্ধির অগ্রসর-পথে সমাধিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইতে পারিলেও, যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তাহাও বৃথা যায় না। শরীর ধ্বংসের সহিত প্রাকৃত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন বা তদ্বিদ্যালাভ সকল পরিশ্রমই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মযোগীর ভক্ত্যুন্মুখী কর্ম্মাদি শরীর ও মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মা ও পরমাত্মা-সম্পর্কে সাধিত হয় বলিয়া, তাহা আত্মার সম্পদ্ হইয়া, শরীর নাশ হইলেও যেমন আত্মার নাশ হয় না, সেইপ্রকার তাহাও কদাচিৎ নষ্ট হয় না। সেইজন্য ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগিগণ যে আত্মকল্যাণকর কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই সম্পদ্ হইয়া বর্ত্তমান থাকে। সেইপ্রকার সম্পদের কোনদিনই নাশ হয় না। যথা—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ (গীঃ ৬।৪০)

উক্ত শ্লোকের অর্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ জানাইয়াছেন, তাহা এইরূপ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্ত্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে, মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য,—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী' 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত' এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মিগণকে, 'সকামকর্ম্মী' ও 'নিষ্কামকর্ম্মী'—এই দুইভাগে বিভাগ করা যায়। সকাম কর্ম্মিসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু যে-সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনান্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পর্ব্বে নাই, সে-পর্ব্বই 'ফল্গু'। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্ম্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহাদ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই যউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়-সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফল লাভ করত ইন্দ্রিয়-তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী।"

সেইপ্রকার কল্যাণকারী কর্ম্মযোগিগণ ইহ-জীবনে যতদূর অগ্রসর হয়, পর-জীবনে সেই অবস্থা হইতে আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। যথা—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ (গীঃ ৬।৪৩)

"হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদৈহিক-বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ হন।"

আবার যাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহারা সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অথবা ধনী বণিক্‌দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥" (গীঃ ৬।৪১)

সাধারণতঃ যোগভ্রষ্ট বলিতে গেলে সকল প্রকার যোগীকেই অর্থাৎ কর্ম্মযোগী, ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী, হঠযোগী প্রভৃতি সকলকেই বুঝায়। কিন্তু সেইপ্রকার সকল যোগিগণের মধ্যে কর্ম্মযোগিগণ ভগবৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া তাঁহারা অধিকার-হিসাবে ভক্তযোগীর পর্য্যায়ে অবস্থিত। উত্তমাধিকারে তাঁহার কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান সমস্তই 'ঈশাবাস্য'-ভূমিকায় অধিরূঢ় বলিয়া তিনি ভক্তযোগী বলিয়া পরিচিত হন। তিনিই সর্ব্বোত্তম যোগী বা মহাত্মা। সেই অনন্যচিন্তাযুক্ত ভগবদ্ভক্ত সকল যোগীর গুরু। যথা—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গীঃ ৬।৪৭)

সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই সকল প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাই এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ-মানবদিগের মধ্যে সকামকর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম-কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা—'যোগী'। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়; যোগ—একটী সোপানময় মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়-ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগ'-রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্তা হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য-কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না; অতএব

যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটী খণ্ডযোগই তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা'। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেইপ্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও।"

জড়-ক্রমপন্থা এবং চিৎক্রমপন্থা একপ্রকার নহে। জড়-ক্রম-পন্থার একটী ক্রমের পর আর একটী ক্রমে যাওয়াই বিধি এবং সেই ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার উপায় নাই। যেমন কেহ যদি এম, এ পাশ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমপন্থায় নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীতে পৌঁছাইতে হয়। কেহ যদি মনে করেন, একেবারেই এম, এ পাশ করিব—তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু চিদ্‌রাজ্যে সেইপ্রকার ক্রমপন্থার বিধিমার্গ বর্ত্তমান থাকিলেও, ভগবানের কৃপা হইলে একেবারেই এম্, এ পাশ করা যায়। ভগবানের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধদ্বারা সেইপ্রকার কৃপা লাভ হয়। ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে সেইপ্রকার সম্বন্ধের উদ্ভব হয়। আমাদের প্রত্যেকের সহিতই ভগবানের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মায়াসঙ্গ-প্রভাবে সেই সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা সকলেই অত্যন্ত ধনীর পুত্র হইয়াও নিজ কর্ম্মদোষে পথে পথে ঘুরিয়া দারিদ্র্যের কবলে নিষ্পেষিত হইতেছি। এবিষয় আমরা সকলেই ভালরূপ বুঝিতে পারি। কিন্তু আমরা কোন্ ধনীর পুত্র, কোথায় গেলে সেই পৈত্রিক ধন পাইয়া সুখী হইব—এসকল সন্ধান না জানিয়া কেবলমাত্র বৃথা চেষ্টা করিয়া নিজেদের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছি না। এইপ্রকার দারিদ্র্যক্লিষ্ট-অবস্থায় পথে বহুলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়; তাহারা আমাকে সাহায্য করিবে বলিয়া বলে, কিন্তু পরে দেখা যায়, সকলেই আমারই মত দরিদ্র ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহারা আমাকে যে-পথ দেখায়, তাহাতে আমার দারিদ্র্য মোচন হয় না। তাহারা ধনীরূপে আমাকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ধ্যান ইত্যাকার বহু পথই প্রদর্শন করে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার দারিদ্র্যের সমাধান হয় না। সেইজন্য সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে প্রয়াগ-তীর্থে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

সেই ভক্তিলতার বীজ আমরা গীতা-শাস্ত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পাইতে পারি। যদি আমরা সেই বীজ গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমরা গীতাশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। নচেৎ জন্মে-জন্মে গীতা পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কোনই লাভ হয় না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, তাহা গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন। কত সাধারণ ব্যক্তি নিজের কথা নিজে ব্যক্ত করিয়া (যাহাকে ইংরাজীতে autobiography বলে) সাময়িকভাবে কত বাহবা-ই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যখন নিজের কথা নিজে বলেন, তাহা দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অধিকন্তু আমাদের স্ব-কপোল-কল্পিত মত-স্থাপনের জন্য গীতার মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ লইয়া টানাটানি করি। সেইপ্রকার বিকৃত গৌণার্থ টানিতে টানিতে শেষ পর্য্যন্ত অর্থের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া পরিশেষে 'শিব গড়িতে বানর' গড়িয়া লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারই সেবা করা আমাদের নিত্যকর্ম্ম ও ধর্ম্ম—তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। এই দুইতত্ত্বই বুঝিবার জন্য গীতাশাস্ত্রের অবতারণা এবং তাহা বুঝিতে পারিলেই ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। এই কনিষ্ঠাধিকারই শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

'শ্রদ্ধা' শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

—**শ্রীঅভয় চরণ দে**, এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

শ্রীরাধারাণীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী-প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয়

মেদিনীপুর সহরস্থ মাণিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণ চন্দ্র সাঁতরা মহাশয় সদুত্তর প্রার্থনা করিয়া পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ন—শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করা যায় কি না? যদি না যায়, তবে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি এবং যাহারা দিয়া থাকেন, তাহাদের অপরাধ হয় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় কি না? অনেক জাতি-গোস্বামী নিজদিগকে ভগবানের স্বরূপ অভিমানে নিজ পদে শিষ্যকর্ত্তৃক প্রদত্ত তুলসী গ্রহণ করেন। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে শ্রীঅজিত গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাটের গোস্বামী প্রভুগণ ঐরূপ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ের সুমীমাংসা হইলে জগতের অনেক উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী-দান সম্বন্ধে
প্রথম প্রশ্নের উত্তর

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী। শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীও সকল শক্তিতত্ত্বের অংশিনী। সখীগণ তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ; অতএব তাঁহার অভিন্না। তুলসী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন।

শ্রীঅনন্তসংহিতা গ্রন্থে এবিষয়ের এইরূপ যুক্তি দেখা যায়,—

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা চ শ্রীমতীবার্ষভানবী।
বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্।
অন্যোন্যমেষ বিশ্রম্ভভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
দত্তাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যাঃ করপল্লবে।
শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং **পাদয়োর্ন কথঞ্চন**॥
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥

অর্থাৎ শ্রীমতী বার্ষভানবী স্বয়ং পূর্ণাশক্তিস্বরূপা। শ্রীতুলসীদেবী তাঁহারই বৈভবরূপিণী। তাঁহারা বিশ্রম্ভভাবে অবস্থিতা। তিনি নিত্যই শ্রীমতীর সেবা করেন। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীদেবীকে শ্রীমতীর শ্রীকরপল্লবে অর্পণ করিয়া থাকেন। কারণ এক শক্তিকে অন্য শক্তির শ্রীচরণে অর্পণ করা যায় না। মোহবশতঃ কেহ ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিলে অপরাধী হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী-দান সম্বন্ধে
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ অথবা শ্রীগদাধরাদি শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া হয় না। শ্রীগুরুদেবও গৌর-শক্তিতত্ত্ব। যদিও তাঁহাকে ভগবদভিন্ন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেব্য-ভগবান্। সেবককে

সেব্যের সহিত সমবিচারে গণনা করা অপরাধজনক। এ-বিষয়ে শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত এই— শুদ্ধভক্তাস্তেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবত্তা সহাভেদদৃষ্টিং **তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।** যথা—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

কোন কোন শুদ্ধভক্ত **শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন।** যথা— হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা, সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবের ক্ষণকাল সঙ্গ-প্রভাবেই অদ্য দুশ্চিকিৎস্য ভব এবং মৃত্যুরূপ রোগের ভিষক্‌তম-স্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি আপনার প্রিয়সখা, সেই ভবের (মহাদেবের), দুশ্চিকিৎস্য অর্থাৎ নিতান্ত অচিকিৎস্য, ভব (জন্ম) এবং মৃত্যুর ভিষক্‌তম (সদ্‌বৈদ্যস্বরূপ) আপনাকে গতি অর্থাৎ শরণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশিবই এই বক্তৃগণের গুরু। (শ্রীভগবানের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীল জীব-গোস্বামি-পাদের অনুসরণে গাহিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ (গুর্ব্বষ্টক—৭)

সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও তদ্রূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়। তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে আমি প্রণাম করি।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ-সম্বন্ধে শ্রীঅনন্ত-সংহিতার সিদ্ধান্ত এই—

তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা ॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং **নান্যপদে সমর্পয়েৎ।**
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ ॥
অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুরুক্তস্য পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ-শক্তি তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তদ্দ্বারা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্য বৈষ্ণবপদে কদাচ অর্পণ করিবে না বা করিতে নাই। করিলে তত্ত্বহানি ও সেবাপরাধ হইবে। তত্ত্বজ্ঞানহীন পাষণ্ডগণ গুরুক্রবের পায়ে তুলসী অর্পণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে।

শ্রীরামেশ্বর-পরিক্রমার
নিমন্ত্রণ-পত্র ও নিয়মাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতি এইবৎসর শ্রীরামেশ্বর, কন্যাকুমারী, অনন্তপদ্মনাভ প্রভৃতি পরিক্রমা-মুখে নিম্নলিখিত ৪০টি তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **২৬শে অক্টোবর ১৯৫০, ৯ই কার্ত্তিক ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮টা ৫০ মিনিটের সময় যাত্রা করিবেন।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—ইং ৩।১০।৫০, নিঃ—**সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

(১) যাত্রিগণকে তাহাদের **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে রামেশ্বর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি যাতায়াত **ট্রেনভাড়া** ও মোটর **বাসভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য প্রথমশ্রেণী যাত্রীপক্ষে ৪০০৲ টাকা ও দ্বিতীয়শ্রেণী যাত্রীপক্ষে ৩৫০৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

(২) যাত্রিগণ অতি সংক্ষেপে স্ব-স্ব বিছানা ও আবশ্যক হইলে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী সঙ্গে আনিবেন।

(৩) শীতের জন্য ১টী জামা ও ১টী গরম চাদর লইলে চলিবে। লেপ ও তোষক আনিবেন না। কারণ সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

(৪) দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা ২রা কার্ত্তিকের পূর্ব্বে **শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে বা জমা দিয়া সমিতির প্রবর্ত্তিত **টিকেট লইতে হইবে।** টিকেট দরজায় দেখাইলেই ট্রেনে আপনাদিগকে তুলিয়া লওয়া হইবে।

(৫) অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৯ই কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১টা হইতে ৫ টার মধ্যে হাওড়ায় ৮নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইতে হইবে।

শ্রীরামেশ্বর-পরিক্রমার

দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ

পুরী, সিংহাচলম্ (বরাহ-নৃসিংহ), মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), মাদ্রাজ (গৌড়ীয়মঠ, পার্থসারথি, কপালেশ্বর ও পে-আল্‌বর), চিংলিপুট (পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুরম্), চিদম্বরম্ (নটরাজ), শিয়ালী, মায়াভরম্ (অন্তরঙ্গম্), তিরুভেডামারুডুর (মধ্যার্জ্জুন), কুম্ভকোণম্, পাপনাশম্, তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), রামেশ্বরম্, ধনুষ্কোডী, টিনেভেলি, কন্যাকুমারী, শুচীন্দ্রম্, তিরুবত্তর (আদিকেশব), ট্রিভেণ্ড্রাম্ (অনন্তপদ্মনাভ), ভার্কালা (জনার্দ্দন), শঙ্করনারায়ণকৈল (হরিহরক্ষেত্র), মাদুরা, পাল্‌নী (ঋষভপর্ব্বত), শ্রীরঙ্গম্, বৃদ্ধাচলম্, কাঞ্জিভেরাম্, (শিব ও বিষ্ণুকাঞ্চী), তিরুপতি, তিরুমালাই (বালাজী), তিরুচানুর (মহালক্ষ্মী), কালহস্তী (বায়ু-লিঙ্গ), কভুর (রায়রামানন্দ), চিকাকোল (শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রম্), ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর (ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ)।

শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন

আর্য্য-ঋষিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ-চূড়ামণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ অন্যান্য উপনিষৎ অপেক্ষা শ্রীগীতায় লীলাময়ের লীলাময়ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতার মাহাত্ম্যশ্লোকে ইহা উপনিষদের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

সমস্ত উপনিষদ্‌গুলি গাভীতুল্য, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের দোহনকারী, অর্জ্জুন বৎস, সুধিগণ ভোক্তা, গীতারূপ অমৃতই দুগ্ধ।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতার বক্তা দেবকীনন্দন শ্রীবাসুদেব। কিন্তু উক্ত শ্লোকে "দোগ্ধা গোপালনন্দন" ইহাই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা। তিনি বাসুদেব-

বিগ্রহে শ্রীগীতা কীর্ত্তন করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তিই তাঁহার প্রকৃত রসময় স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। গোস্বামিপাদগণ বিভিন্নস্থানে মা যশোদার অপর নাম দেবকী, দেবকীপুত্র যশোদাপুত্রেরই নামান্তর ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব শ্রীগীতার বক্তা বাহিরে দেবকীপুত্র বাসুদেব হইলেও অন্তরবক্তা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীগীতার উপক্রম-উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, চরম উপাস্য, ভক্তিই তাঁহার উপাসনা, প্রেমভক্তিই সেই উপাসনার চরম কাষ্ঠা।

এখন শ্রীগীতার আত্মনিবেদন কি ধরণের—তাহা কি পর্য্যায়ভুক্ত, ইহা আলোচিত হইতেছে। বাহ্যতঃ শ্রীগীতার উপদেশ সার্ব্বভৌমিক। ইহাতে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া শরণাগতি ও আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গীত হইয়াছে। শ্রীগীতায় কথিত আত্মনিবেদন ব্যাপারটীও সর্ব্বভৌমিক। ইহাতে কর্ম্মার্পণকারী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদনের চরম কাষ্ঠা-প্রাপ্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতায় কথিত আত্মনিবেদন সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাবং বিনা" এবং অসাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাববৈশিষ্ট্যেন চ" এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। "তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে" (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনু)। শ্রীল জীবপাদ 'ভাবং বিনা' আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; আর ভাববিশিষ্ট আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র" শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। "পূর্ব্বং যথা—'মর্ত্ত্যো যদা' ইত্যাদি উত্তরং যথৈকাদশ এব (ভা ১১।১১।৩৫) —'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্' ইতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্যে (ভা ১০।৫২।৩৯) 'আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ' ইতি" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনুচ্ছেদ)।

ভাব অর্থে সম্বন্ধ—রাগানুগ দাস্য-সখ্যাদিময়। দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব—এই চারিটীই 'ভাববৈশিষ্ট্যেন' এই পদে উদ্দিষ্ট। ভগবৎপাদপদ্মে এই চারিটীর যে-কোন একটী ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে আত্মনিবেদন, তাহাই ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন; আর এই চারিটীর কোন ভাবেরই উদয়ের পূর্ব্বে ভগবৎপাদপদ্মে যে আত্মসমর্পণ, তাহাই ভাবহীন আত্মনিবেদন। ভাবহীন আত্মনিবেদন শ্রীবলি-মহারাজের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে—ইহা শ্রীল জীবপাদ

সন্দর্ভে অন্যত্র দেখাইয়াছেন। শ্রীবলি-মহারাজের দাস্য—ভাবহীন দাস্য, উহা রাগানুগ-দাস্য নহে। গীতার সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ চরম উপদেশ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"—ইহা ভাবহীন আত্মনিবেদনেরই দৃষ্টান্ত। শ্রীল জীবগোস্বামী-কর্ত্তৃক ভাবহীন আত্মনিবেদনের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের (ভা ১১।২৯।৩৪) "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে" শ্লোকটী ও গীতার চরম উপদেশ-স্বরূপ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী এক-তাৎপর্য্যপর। শ্রীমদ্ভাগবতের "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" আর গীতার "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্লোকাংশ একার্থবাচক। আবার "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" শ্লোকাংশ "বিচিকীর্ষিতো মে" কথারই ব্যাখ্যাবিশেষ। গীতার এই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী সর্ব্বসাধারণের প্রতি স্পষ্ট উপদেশ।—ভাবহীন আত্মনিবেদনের কথা।

এখন বিচার্য্য, ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে কি না। কোন বিদগ্ধ প্রেমিক ব্যক্তি যখন সাধারণকে নিজের স্নেহসেবার উপদেশ দেন, তখন তাহা একরূপ ভাষায় বলেন। সাধারণের মধ্যে নিজের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিলে সেই সাধারণ কথার মধ্যেও ইঙ্গিতে তিনি প্রিয়তম ব্যক্তি-গণের প্রতি নিজের বিশেষ সুখবিধানের কথা গূঢ়ভাবে অথচ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যান। তাহা সাধারণ ধরিতে না পারিলেও যাঁহারা তাঁহার অসাধারণ প্রিয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদগ্ধ-চূড়ামণি "গোপাল-নন্দন" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তথা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অসাধারণ সেবাভিলাষিগণের জন্য অসাধারণ সেবা বা অসাধারণ আত্মনিবেদন অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা ইঙ্গিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, কর্ম্মার্পণকারী, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র, এমন কি জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ ধরিতে না পারিলেও, তাঁহার অত্যন্ত মর্ম্মী রাগানুগ ভাবাভিলাষী ভক্তগণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের শুধু ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট উপদেশও অনুভব করিয়া থাকেন।

দশমস্কন্ধে শ্রীরুক্মিণীদেবী পত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"তন্মে-ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ," অর্থাৎ আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করিতেছি। এখানে কান্তাভাব বা সম্বন্ধ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আত্মনিবেদন হইয়াছে। গীতায় ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত

১০ম অধ্যায় ৯-১০ শ্লোকে এবং ১১শ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গী ১০।৯-১০)

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সমর্পিত এবং আমার বিষয়ে মননশীল, আমার কথা কথনশীল, আমাতেই যাহারা তুষ্ট এবং আমাকে চিন্তা করিয়াই যাহাদের চিত্তের আরাম, সেইসকল সততযুক্ত বা সতত সংযোগাকাঙ্ক্ষী (শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীল বিদ্যাভূষণ) ভক্তদিগকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যে, সেই বুদ্ধিযোগে তাহারা আমায় লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ পর্য্যন্ত অন্যান্য সমস্ত টীকাকারগণ এই শ্লোকদ্বয়ের সর্ব্বসাধারণোপযোগী অর্থ ই করিয়াছেন। বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যেখানে-যেখানে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে-সেখানেই তাঁহার সাধারণ উপদেশের মধ্যেও তাঁহার মর্ম্মকথা—বিশ্রম্ভ-সেবার কথা না বলিয়া পারেন নাই। "তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ" এই কথায় "তুষ্যন্তি চ" এইটুকুতেই সাধারণ অর্থের পরিসমাপ্তি হয়, "রমন্তি চ" এর যে ব্যাখ্যা সাধারণ টীকাকারগণ করিয়াছেন, তাহা "তুষ্যন্তি চ" কথায়ই পাওয়া যায়, "রমন্তি" কথার কোন বিশেষ অর্থ থাকে না; বিশেষ অর্থ অনুসন্ধান না করিলে উক্ত শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। এইজন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "রমন্তি" কথার সাধারণ অর্থ বাদ দিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বিশেষ অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। 'রম্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, রতি প্রভৃতি বুঝায়। 'রম্' ধাতু প্রয়োগদ্বারা কেবল ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন সূচিত হয় নাই, ভাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনও সূচিত হইয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু টীকায় বলিয়াছেন "রমন্তি চ যুবতিস্মিত-কটাক্ষাদিষু এব যুবানঃ।" অর্থাৎ স্মিত কটাক্ষাদি লক্ষণ কান্তাভাবোচিত মধুর প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীভগবানকে বরণপূর্ব্বক আত্মনিবেদনই এখানে উদ্দিষ্ট। শ্রীল শ্রীজীবপাদ-কর্ত্তৃক ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ" পত্রাংশ ও গীতার "রমন্তি চ" শ্লোকাংশের ভাবার্থ একতাৎপর্য্যপর। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও "রমন্তি চ" কথায় ঐরূপ অর্থ ই করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুনের ভাষায় "পিতেব

পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ (গীঃ ১১।৪৪)—এই ভাষায় সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা পরিস্ফুট হইয়াছে।

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"

এখানে শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ও চক্রবর্ত্তিপাদ প্রমুখ মহাজনগণ "বুদ্ধিযোগ" শব্দের অর্থ ভাবযুক্ত সাধনের ইঙ্গিতই প্রকাশ করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১৫ই ভাদ্র ১৩৫৭, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫০, শুক্রবার রাত্র ৮-৫ মিনিটের সময় পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমা ভক্তিমতী প্রথমা কন্যা **শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (মজুমদার)** মহাশয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে কাহারও নিকট 'বড়দিদি' বা কাহারও নিকট 'বড় পিসিমা' বলিয়া সম্মানের পাত্রী ছিলেন। পরমহংসকুল-মুকুটমণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হইলেও তিনি সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার আত্মীয়বর্গের কি-প্রকার ব্যবহার শাস্ত্রযুক্তিসম্মত, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান না করিয়া প্রচুর গৌরবের সহিত 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গতা বিদুষী মহিলা জগতে অতি বিরল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত 'সজ্জনতোষণী' নামক সর্ব্বজন-পূজিতা মাসিক-পত্রিকায় বহু গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি মহিলা-জগৎকে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার প্রচুর সুযোগ দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। অশীতি বৎসরের অধিককাল প্রপঞ্চে প্রকট থাকিয়াও তিনি গার্হস্থ্য জীবনে সাধু, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবর্গের প্রতি যে-প্রকার আদর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। অত্যন্ত বার্দ্ধক্যহেতু শেষ কয়েক মাস শয্যাশায়ী থাকিলেও তিনি সর্ব্বদা হরিচিন্তায় ও হরি-প্রসঙ্গেই কালাতিপাত করিতেন। আমরা তাঁহার এইরূপ শারীরিক অবস্থার সংবাদ

পাইয়া কয়েকবার তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন ও আলাপ-ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি স্বজ্ঞানে হরিপ্রসঙ্গেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কালাতিপাত করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ডাক্তার শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার মহাশয় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া ২৪ পরগণা-জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরে নৈহাটী-নামক সহরে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা ও যত্নাদি করিয়া বৈষ্ণবী-মাতৃসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার মাতা, মাতুল ও মাতামহগণের আদর্শ গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক-পথে আরও অধিক উন্নতি লাভ করুন্—ইহাই প্রার্থনা। পূজনীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, যাঁহার পিতা বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিস্রোতের ভগীরথ ও যাঁহার ভ্রাতা জগদ্‌গুরু শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ শ্রীল প্রভুপাদ, তাঁহার ভক্তিময় জীবনের কথা সহজেই অনুমেয়। তিনি পরজগতে আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যসেবা লাভ করিতে পারি।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী

পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে, ৩৩।২, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক একটী সংস্কৃত টোল পরিচালিত হইতেছে। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত ৩ জন সংস্কৃত পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

১। শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী—হরিনামামৃত-ব্যাকরণ মধ্য, ২য় বিভাগ
২। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী—　ঐ　　ঐ　ঐ
৩। শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য্য—কাব্য　　আদ্য　ঐ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-প্রসঙ্গ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সকলেই বিগত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর উপবাস করিয়া পরদিবস পারণ ও শ্রীনন্দোৎসব করিয়াছেন। স্মার্ত্ত শ্রমণ মহারাজের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ কতিপয় বৈষ্ণবব্রুব ১৮ই ভাদ্র তারিখেই

উপবাস করিয়া স্মার্ত্তাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। আমরা এইরূপ স্মার্ত্তগণকে বৈষ্ণব বলিয়া সংজ্ঞা দিতে পারি না। অবশ্য ভ্রমবশতঃ শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের নবীন স্মার্ত্তাচারের যদি কেহ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিচার ও বুদ্ধি সংশোধন করিয়া বৈষ্ণব-সমাজে গ্রহণ করিবেন। আমরা শ্রীজন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে স্মার্ত্তগণের বিচারের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া আরও বিস্তারিত প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির বিচার-অনুসারে ১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবারই জন্মাষ্টমীর উপবাস করণীয়—ইহা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বহু প্রদেশের বহু পত্রিকায় সমর্থিত হইয়াছে। আমরা ইহার তালিকা ও বিচার পরে প্রদর্শন করিব। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্লোকের মূল তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্মার্ত্তের অনুগত হইতে যাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিব।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

৯ দামোদর, ১৭ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ১।৪৭। বহুলাষ্টমী শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান-দানাদি মহোৎসব। মতান্তরে শ্রীল গদাধরদাস গোস্বামীর তিরোভাব।

১০ দামোদর, ১৮ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর, শনিবার—কৃষ্ণ-নবমী দি ১।৪৮। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১২ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণৈকাদশী ১২।২১। **শ্রীরমা একাদশীর উপবাস।**

১৩ দামোদর, ২১ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণদ্বাদশী দি ১০।৫৯। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৬ দামোদর, ২৪ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ২।৪৭। **পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব।** শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

১৭ দামোদর, ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর, শনিবার—গৌর-দ্বিতীয়া রা ১২।২৪। শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২২ দামোদর, ৪৬৪ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৫৭; ইং ১৬।১১।৫০

শ্রীকার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ

বিধয়ঃ ঃ—১। কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥ ৮১॥

২। নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥ ৮২॥

৩। নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাং।
সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ।

বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা।
প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা **একভক্তাদিকং ব্রতম্** ॥ ৮৭ ॥

৪। **দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনং।**
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥ ৯৬ ॥

নিষেধাঃঃ— ৫। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী ॥

৬। কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী ॥ ৯০ ॥

৭। **তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনং।**
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদযস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥

৮। কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে **শুক্ল-সন্ধিতম্** ॥
ন **মাৎস্যং** ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুভ্রু কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ ৯৩ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে

শ্রীকার্ত্তিকব্রতে বিধি-নিষেধ

বঙ্গানুবাদ

১। নিত্য কার্ত্তিকমাসের **রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরণে**র নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া শুচিপূর্ব্বক **স্তোত্র-পাঠ**-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত নীরাজন অর্থাৎ **আরাত্রিক** করিবে ॥ ৮১ ॥

২। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সকল **শ্রবণ** করিয়া বৈষ্ণবগণ-সহ সহর্ষে **গীতাদি** করিয়া প্রাতঃকালে প্রভুকে **নীরাজন** করিবে ॥ ৮২ ॥

৩। কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা সেবন এবং দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চনা করিবে। অন্যান্য

মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি **একভক্তাদি** অর্থাৎ **একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ** করিবে ॥ ৮৭ ॥

৪। কার্ত্তিকমাসে দামোদরের অর্চ্চনপূর্ব্বক **সত্যব্রত নামক মুনি-কথিত 'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ করিবে,** তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমাস (বরবটী কলাই) এবং নিষ্পাব (শিম্বী) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥

৬। যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যদি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ৯০ ॥

৭। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন** এবং **কাংস্যপাত্রে ভোজন** বর্জ্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয় ॥

৮। হে সুন্দরি! কার্ত্তিকমাসে **তৈল, মধু,** কাংস্য **শুক্ত** (কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অম্লদ্রব্য), **সন্ধিত** (আসবাদি মদ্যবিশেষ), **মৎস্য,** কূর্ম্ম, মাংস এবং অন্ন (আমিষতুল্য) দ্রব্য ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **মাংস** ভোজন করে, সে চণ্ডাল হয় ॥ ৯৩ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশবিলাসে

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(২) দিব্যসূরি বা আল্‌বর্

আল্‌বর্-শব্দের অর্থ

আড়্‌বর্ বা আল্‌বর্—ইহ একটি দ্রাবিড়ীয় শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ—দিব্যসূরি বা দিব্যযোগী বা নিত্যযোগী। বিশিষ্টাদ্বৈত বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাত্মাগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বরের সংখ্যা ও তাঁহাদের জীবনী-গ্রন্থ

আল্‌বর্‌গণের সংখ্যা কাহারও মতে দশ এবং অন্যমতে দ্বাদশ। বৈকুণ্ঠ হইতে এইসকল নারায়ণ-পার্ষদগণ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'দিব্যসূরি-চরিতম্' ও 'প্রপন্নামৃতম্'-গ্রন্থে এবং তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্র মণিপ্রবাল-ভাষায় লিখিত গুরুপরম্পরা-প্রভাবে—'প্রবন্ধসার,' 'উপদেশ-রত্নমালা' এবং দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত 'পঢ়নড়ই,' 'বিলক্কম্'-নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

আল্‌বর্-সম্বন্ধে "প্রপন্নামৃতম্"

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

কাষারভূতমহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমুনিবাহশ্চতুষ্কবীন্দ্রাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রতিথা দশোর্ব্বাং ॥

গোদাযতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ। বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম। কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।

সংস্কৃত ও দ্রাবিড়-ভাষায় দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌গণের নাম

১। কাষার মুনি, বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—**পয়গই** আল্‌বর্)
২। ভূত যোগী (দ্রাবিড়—**পুদত্ত** আল্‌বর্)
৩। **ভ্রান্ত যোগী** বা মহদ্ (দ্রাবিড়—**পে আল্‌বর্)**
৪। ভক্তিসার (দ্রাবিড়—**তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ** আল্‌বর্)
৫। শঠারি, **শঠকোপ,** পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (দ্রাবিড়—**নম্মাল্‌বর্)**
৬। কুলশেখর (দ্রাবিড়—**কুলশেখর** আল্‌বর্)
৭। **বিষ্ণুচিত্ত** (দ্রাবিড়—**পেরি-ই-আল্‌বর্**)
৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (দ্রাবিড়—**তোণ্ডরড়িপ্পড়ি** আল্‌বর্)
৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—**তিরুপ্পাণি** আল্‌বর্)
১০। চতুষ্কবি, পরকাল (দ্রাবিড়—**তিরুমণ্‌গই** আল্‌বর্)

এই দশজন সর্ব্ববাদীসম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত অন্য কেহ

১১। **গোদা** (দ্রাবিড়—**আণ্ডাল**)
১২। রামানুজ (দ্রাবিড়—যংবারুমানার, উদইয়াবার বা **ইলাই** আল্‌বর্)

দ্বাদশটীকে আল্‌বর্ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। অপরে গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে দিব্যসূরির তালিকা-অন্তর্গত করেন।

১১। মধুর কবি (দ্রাবিড়—**মধুরকবিগল** আল্‌বর্)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং **শ্রীপেরেম্বেদুরে** এই দিব্যসূরি-গণের মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

(২) শ্রীগোদাদেবী

আবির্ভাব-স্থান—শ্রীবিল্লিপুত্তুর

শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বারের সহস্তকর্ষিত তুলসী-কাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ-সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন-পালন করিতেন।

আবির্ভাব-কাল ও পূর্ব্ব মূল-পরিচয়

৯৭ কলিগতাব্দে নলবর্ষে বৈশাখমাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থলমাহাত্ম্য-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গরুড় বিষ্ণুচিত্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়ারূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার গোদা মূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মীর গোদা নাম্নী অর্চ্চার উপাসনাবলে শ্রীবৈষ্ণবগণ মোক্ষলাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অন্যতমা। ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা-নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

দ্বাদশ আলোয়ার মধ্যে গোদাদেবী

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আল্‌বর্। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আল্‌বর্ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আল্‌বর্ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটী আল্‌বর্ স্বীকার করেন।

শ্রীবিষ্ণুচিত্তের ভগবৎসেবা; তাঁহার কন্যা গোদাদেবীর বালচাপল্যে অযথা রুষ্ট, পরে লক্ষ্মীর অবতার-জ্ঞানে পূজা

বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্প-তুলসী-কানন রচনা করিয়া কাননজ পুষ্পতুলসী সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবান্‌কে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বালোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে-সকল পুষ্পতুলসী ও মালাদি ভগবান্ বটশায়ীর জন্য পবিত্র-ভাবে সঞ্চয় করিতেন, বালস্বভাবক্রমে গোদা সেইগুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগ্যজ্ঞানে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই

তিরস্কার করিলেন—"ভগবানের জন্য পুষ্প-তুলসী তাঁহাকে দিবার অগ্রে তুমি ঐগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ কর, ইহাতে মহা সেবাপরাধ হয়। ভগবৎ নির্ম্মাল্যই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তাবশেষ দ্রব্য আমি ভগবানকে জ্ঞাতসারে দিতে পারিব না।" বিষ্ণুচিত্ত সেইদিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দিরে গেলেন ও নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন—"গোদা মাল্যাদি ধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না, বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় হয় জানিবে। তোমার কন্যা মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে।" বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি **তাঁহার কন্যাকে 'লক্ষ্মীর অবতার'-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন** এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্পতুলস্যাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বয়োন্নতির সহিত ভগবৎপ্রেম-লাভ-চেষ্টার বিকাশ

গোদার বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-ললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে গোদার ক্রোধহেতু বিষ্ণুচিত্তের ক্ষমা প্রার্থনা

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্গতাভিপ্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। 'মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে'—একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার বিবাহ-সংযোগ

নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন

জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পায় সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে, তদ্ভাবনায় বিষ্ণুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদার করগ্রহণ প্রস্তাব করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে সেবকগণের উপায়নসহ বিল্লিপুত্তুরে আগমন

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেও প্রধান সেবক, ভগবদাদেশে তত্রস্থ সেবকমণ্ডলী, ছত্র আড়ানি প্রভৃতি শ্রীবিল্লিপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদাদেবীকে রাজকীয় সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্তও বটশায়ীর নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল! তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্য-মানবের পরিদর্শনের যোগ্য বস্তু নাই। শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

গোদাদেবী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে নীতা হইলে শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা ও লোকলোচনের বহির্ভূতা

মহাকোলাহলে গীতবাদ্যভাণ্ডাদি দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যারোহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের প্রতি দৈববাণী

তখন দৈববাণী হইল—'বিষ্ণুচিত্ত! তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।' পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্ট কাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা-চরিত্র।

গোদার কাল-সম্বন্ধে মতভেদ ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদাদেবী শকাব্দের দশমশতাব্দিতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গোদার ন্যায় কুল-শেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিলভাষায় 'তিরুপ্পাভই' নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম 'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি'।

---

(৩) শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

জন্ম, পিতামাতা ও বাল্য-পরিচয়

ভট্টনাথ (নামান্তর) তামিল পেরি-আল্‌বর্। বিষ্ণুচিত্ত আল্‌বর্, দশজন প্রাচীন দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতম। তিনি গরুড়ের অবতার বলিয়া খ্যাত। ইনি দক্ষিণ-মথুরা নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তুরে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪৬ কলিগতাব্দ বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতী নক্ষত্রে ইঁহার জন্ম প্রসিদ্ধি। এই মহাত্মার ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোদাদেবীকে কন্যারূপে পালনাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি বেয়ার জাতীয় পবিত্র "বংশ"-বংশসম্ভূত। আল্‌বরের পিতার নাম **মুকুন্দ** এবং মাতার নাম **পদ্মাদেবী**। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শ্রীনারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবৃত্তি ছিল। সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন। শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটশায়ী ভগবানের পুষ্পসেবা-ব্রত গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

পাণ্ড্যরাজ বল্লভদেবের সহিত জনৈক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ

এই সময়ে দক্ষিণ মথুরা প্রদেশে কুড়াল ভূমিতে পাণ্ড্যরাজ-বংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন। একদা রাত্রকালে তিনি অপরিচিত-বেশে মথুরা নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ-তনয়কে পথিমধ্যে নিদ্রিত-অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে জাগরণ করাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমি উত্তর দেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে যাইতেছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে তদ্বিষয় সদুপদেশ প্রদান করুন।"

অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের উপদেশ

ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী তদুত্তরে রাজাকে কহিলেন,—

"বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
বার্দ্ধক্যহেতোর্বয়সা নবেন পরত্রহেতোরিহ জন্মনা চ ॥"

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে।
পরিশ্রম করি আমি অষ্টমাস ধ'রে ॥
রজনী সুখেতে আমি বঞ্চিবার লাগি।
অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রমভাগী।
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস আশে।
যুবাকালে করি শ্রম বিবিধ প্রয়াসে ॥
এই সব হ'তে ভাই লহ এই সার।
পরত্র কল্যাণ-তরে জীবন তোমার ॥

উপদেশ শ্রবণে রাজার চিন্তা ও মন্ত্রীর পরামর্শ-সভা আহ্বান

এই হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী শুনিয়া অবধি বল্লভদেব চিন্তামগ্ন হইয়া শিল্পনম্বী-নামক মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধু-কোবিদগণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিতসমূহ আহূত হইলেন।

বটপত্রশায়ী ভগবানের আদেশে বিষ্ণুচিত্তের সভায় গমন

বিষ্ণুচিত্ত দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং পণ্ডিত-কুলরাজ। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে বল্লভদেবের সভায় যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন; দিব্যসূরি মহাশয় নিজের কৃতিত্বের সম্যক্ অভাব সন্দর্শনে রাজাহূত পণ্ডিত-সভায় গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী তাহাতে অভিমতি না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত সাধুর অবশ্যই যাইতে হইবে। আদেশ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুচিত্ত রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন।

সসম্মানে সভায় প্রবেশ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ দান

উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ, অবৈদান্তিক মালাকারের পণ্ডিতযোগ্য সম্মান দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে সাধুকে প্রণত্যাদি আহ্বান-সহকারে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য্য উপদেশ-কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদগণ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। শ্রোতৃবর্গ, রাজা প্রভৃতি সকলেই সাধুর ভূয়সী

প্রশংসাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের সভা-জয় ও উপাধিলাভ

পুরস্কারার্থ তাঁহারা বিষ্ণুচিত্তকে সুভূষিত গজোপরি চড়াইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে **"ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব"** বা **"ভট্টর পিরাণ"** উপাধি-মণ্ডিত করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত 'তিরুপ্পল্লাণ্ডু' নামক স্তবপাঠে জন-সাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলে বিষ্ণুচিত্তের সর্ব্বজ্ঞতা ও বেদরহস্যজ্ঞতার উল্লেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

রাজপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য ভগবানে সমর্পণ

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি-সহ বহুসম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্তূরে প্রত্যাগত হইলেন। উপায়নপুঞ্জ বটশায়ী ভগবানের সমক্ষে সংরক্ষণপূর্ব্বক সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মালিকা-সেবাদ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না।

বিষ্ণুচিত্তের সিদ্ধসেবা ও তাঁহার তামিল-গ্রন্থ

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধপরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ কৃষ্ণ-সেবানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন। গোদা-কন্যার চরিত্রে ইঁহার নিজাংশ সেই **(২) শ্রীগোদাদেবী**-প্রবন্ধে পাঠ্য। অনুকার বা মানস সিদ্ধ-পরিচয়ে গোপসখা হইয়া কৃষ্ণলীলা-প্রবিষ্টজনের ন্যায় ব্যবহারসমূহ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। তিনি **'তিরুমঢ়ি'**-নামক কৃষ্ণলীলার তামিল কবিতামালা রচনা করেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মর্কট-বৈরাগী

শ্রীরঘুনাথের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। পাঁচ সাত দিবস প্রভুর চরণে থাকিয়া শেষে প্রভুর আদেশমত গৃহে গেলেন। অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করেন; তাহাতে তাঁহার পিতামাতা

তাঁহাকে যাইতে দেন না। পুনরায় যখন প্রভু শান্তিপুরে আসিলেন, তখন তিনি পিতামাতার আদেশ লইয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইয়া গৃহ-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন ; প্রভু তখন তাঁহাকে এই শিক্ষা দিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

শ্রীরঘুনাথের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিষয়ীর ভাণ প্রদর্শন

পুনরায় চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
'মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা 'বিষয়ী-প্রায়'॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতাপিতার আনন্দিত মন॥ (৬।১৪-১৫)

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥ (২।১১৭-১৮, ১২০, ১২৪)

'মর্কট-বৈরাগী' অপরাধী, পতিত ও শ্রীমহাপ্রভুর ত্যক্ত

এই সমস্ত পদে 'মর্কট-বৈরাগী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মর্কট-বৈরাগী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হয়, তাহা অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মর্কট-বৈরাগী

হওয়া একটী বিশেষ অপরাধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রভু যাহাকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করেন সে যে কত অপরাধী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পতিত উদ্ধার করিবার জন্য যে দয়ালু প্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি যাহাকে অস্বীকার করেন সে যে কত অধম ও কি পরিমাণে পতিত, তাহা সকল সদ্বিবেচকই বুঝিতে পারেন। সুতরাং যাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বিশেষ সাবধানের সহিত মর্কট-বৈরাগীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন এবং নিজেও যাহাতে মর্কট-বৈরাগী না হন, তাহাতে সতর্ক হইবেন।

মর্কট-বৈরাগী দুইপ্রকার—গৃহী ও ত্যাগী

গৃহত্যাগ করিয়া যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের মধ্যে যে মর্কট-বৈরাগী হয়, এমত নয়। গৃহস্থের মধ্যেও অনেক মর্কট-বৈরাগী আছে। অতএব মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার অর্থাৎ **গৃহী মর্কট-বৈরাগী** এবং **অগৃহী মর্কট-বৈরাগী**। দাস গোস্বামী যখন গৃহী ছিলেন, তখন মহাপ্রভু গৃহী মর্কট-বৈরাগীকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দেন। ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে যখন উপদেশ দেন, তখন ভিক্ষাশ্রমী মর্কট-বৈরাগীগণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাদের এখন দেখা উচিত যে, গৃহস্থের মধ্যে মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ কি এবং গৃহত্যাগীগণের মধ্যেই বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ কি?

গৃহী মর্কট-বৈরাগী কাহাকে বলে

প্রথমে গৃহস্থ মর্কট-বৈরাগীর কথা দেখা যাউক। শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে এই পাওয়া যায় যে, গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী। সময় ও অধিকার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন গৃহী ব্যক্তি ভিক্ষাশ্রমে গমন করিতে পারেন না। আবার লোক দেখাইবার জন্য যাঁহারা বৈরাগ্যভাব বা বেশ ধারণ করেন, সেইসকল গৃহস্থও দোষী। অনাসক্তভাবে গৃহীদিগের বিষয় ভোগ করাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, আসক্ত হইয়া বিষয়ভোগে যেরূপ বৈষ্ণবতার হানি হয়, আসক্তি থাকিতে থাকিতে গৃহত্যাগ বা গৃহে থাকিতে থাকিতে অকারণ ভোগ-ত্যাগেও তদ্রূপ হানি হয়। গৃহস্থের পক্ষে গৃহে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ভোগ করিতে করিতে করিতে গৃহত্যাগের অধিকার লাভ করাই প্রয়োজন।

গৃহত্যাগের অধিকারী নির্ণয়

বাহ্য বৈরাগ্য গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়। **বাহ্যে যথাযথ বিষয়ভোগ এবং অন্তরে বৈরাগ্য-নিষ্ঠাই গৃহস্থের ধর্ম্ম**। বৈরাগ্য-নিষ্ঠা যখন পূর্ণবল

হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার ও সময় হয়। যে-সকল **গৃহস্থ কৌপীনাদি পরিধান** ও **জটাদির ভার বহন** করেন, তাঁহাদিগকে মর্কট-বৈরাগী বলা যায়। যাঁহার বিবাহিত স্ত্রী আছেন তিনি **গৃহস্থ**। ধর্ম্ম এবং সজ্জনসকলকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করার নাম **সন্ন্যাস**। পূর্ণরূপে হৃদয়ে বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সে-অধিকার হয় না। যখন কৃষ্ণকথায় এত দৃঢ় আসক্তি হয় যে আর বিষয় ভোগ করিবার রুচি বা অবসর হয় না, তখনই গৃহ পরিত্যাগের অধিকার জন্মে।

কৃষ্ণাসক্তিই অন্তর-বৈরাগ্যের লক্ষণ

কৃষ্ণাসক্তি হইতেই স্বাভাবিক ইতর বিষয়-বিতৃষ্ণারূপ অন্তর্বৈরাগ্য জন্মে। অন্তর্বৈরাগ্য আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিবেক বা অন্য কারণে বিষয়ে যে অশ্রদ্ধা হয়, তাহা স্থিরতর হয় না। ভক্তিজনিত বৈরাগ্যই হৃদয়ে স্থির থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রোদিত বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গই নিষ্পাপ।

অসবর্ণ-বিবাহিত বা সংযোগিগণ গৃহস্থ নহেন

অসবর্ণ-বিবাহাদি শাস্ত্রসিদ্ধ নয় এবং তাহাতে গৃহস্থ-ধর্ম্মলাভ হয় না। ভ্রষ্ট যোগী বা অযথা সংযোগীদিগকে গৃহস্থ বলা যায় না। গৃহস্থ-ধর্ম্মই বর্ণাশ্রম-মূলক। অন্ত্যজ-সংযোগ কেবল কিয়ৎপরিমাণে নিরুদ্বেগে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করা মাত্র। গৃহস্থগণ যদি বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা বিশেষ সাবধানে মর্কট-বৈরাগ্য ত্যাগ করিবেন।

শ্রীল দাসগোস্বামীর আদর্শই সকলের গ্রহণীয়

সুতরাং শ্রীদাস গোস্বামীর শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যেরূপ লোক-শিক্ষাদায়ক চরিত্র হইল, তাহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুচরিত্র। প্রভুর শিক্ষায় তিনি নিজঘরে গিয়া পূর্ব্বাচরিত মর্কট-বৈরাগ্য-লক্ষণ আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ী-প্রায় হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যে নিষ্পাপে সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াও ভিতরে বৈরাগ্যভাবকে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। 'বিষয়ীপ্রায়'-শব্দের অর্থ এই যে, বিষয়ীর ন্যায় বেশ, কর্ম্ম, ব্যবহার স্বীকার করিয়াও তিনি হৃদয়ে অবিষয়ী হইলেন।

বৈষ্ণব-প্রায় অপেক্ষা বিষয়ী-প্রায় শ্রেষ্ঠ

তাঁহার পিতাকে প্রভু বৈষ্ণব-প্রায় বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে, বৈষ্ণবের ন্যায় দীক্ষা, বাহ্যলক্ষণ, দেবার্চ্চন, ব্রতাচরণ, তীর্থযাত্রা ও আতিথ্যাদি-সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ে তিনি বিষয়ীমাত্র ছিলেন। **বৈষ্ণবপ্রায় হওয়া অপেক্ষা**

বিষয়ীপ্রায় হওয়া ভাল। বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তি যদি সাধুসঙ্গে স্বীয় উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাকেও মর্কট-বৈরাগী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ভিক্ষাশ্রমীর বেশধারণ, বৈরাগী বলিয়া পরিচয়, অযথা বৈরাগ্য করিবার উৎকণ্ঠা, **বাহ্য-চিহ্নের উপর বৈষ্ণবাভিমান**—এইসমস্তই গৃহস্থের পক্ষে মর্কট-বৈরাগ্য। এরূপ আচরণ মহাপ্রভুর উপদেশ ও আচারবিরুদ্ধ। যাঁহারা অর্থবাদ করিয়া এইসকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারাও ঐ শ্রেণীভুক্ত।

গৃহত্যাগী মর্কট-বৈরাগী কাহাকে বলে

গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে মর্কট-বৈরাগ্য কত প্রকার হয়, তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদয় হইবার পূর্ব্বেই যে গৃহস্থ গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ভোগবিলাস দূর হয় নাই। নৈমিত্তিক বৈরাগ্যবশতঃ লঘু হইয়া পড়ে। তখন স্ত্রী-সম্ভাষণ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে হইতে অনেক দৌরাত্ম্য উদয় হয়। কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি হইলেও সেই অভিলাষ দূর হইতে বিলম্ব করে।

ভক্তির ধর্ম্ম

ছোট হরিদাস দেহত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তির ধর্ম্ম এই যে, যে-হৃদয়ে তিনি উদিত হন সেই হৃদয়ের কোন দেশস্থিত যে-কোন অনর্থ থাকে, তাহা তিনি সমূলে বিনাশ করেন। পুণ্যজনিত ভোগসকল ভোগ করাইয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য উৎপন্ন করেন। সেই অবসরে সকাম ভক্তদিগের লোকগত সুখাদি ভোগ হয়। পাপসকলকে চিত্তের মধ্যেই ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। এতন্নিবন্ধন স্ত্রী-সম্ভাষণাভিলাষী ছোট হরিদাসকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ লোক প্রাপ্তি করাইয়া তাঁহাকে ভক্তিদেবী ক্রমশঃ বৈরাগ্য দিয়া থাকিবেন।

ছোট হরিদাস গৃহত্যাগী মর্কট-বৈরাগীর দৃষ্টান্ত

হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে-সমুদায়ই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে মর্কট-বৈরাগ্য। প্রভু বলেন—লোক ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যে-ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে আর স্ত্রী-সম্ভাষণ করিতে পারে না। **কোন ন্যায্য কর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম উদ্দেশ করিয়াও তাহার পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ শোভা পায় না।** বৈরাগী হইয়া ঠাকুরের বাসন মাজার ছল করিয়া নিজের নিজের আখড়ায় বা কুঞ্জে পরিচারিকা রাখেন, তাহাও প্রভুর মতে মর্কট-বৈরাগ্য। প্রভু বলেন যে, যিনি বৈরাগী হইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ

করেন, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না অর্থাৎ তাহাকে আমার নির্ম্মল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রাখিতে পারি না।

দৃঢ় বৈরাগীও সাবধান থাকিবেন ; কারণ দারু-প্রকৃতিও মুনির মন হরণ করে

বৈরাগী যদিও দৃঢ় হন, তথাপি স্ত্রী-সন্দর্শনে তাঁহার অপগতি হইবার সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃ দুর্ব্বার, সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় বিষয়-গ্রহণে লোলুপ ; সুতরাং বৈরাগী বিশেষ সাবধানের সহিত স্ত্রী-সন্দর্শন হইতে দূরে থাকিবেন। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীকে দেখিলেও স্থিরচিত্ত মুনির মন চঞ্চল হয়।

যাত্রা-থিয়েটার-দর্শনকারী বৈরাগীও মর্কট বৈরাগী

এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে-বৈরাগী **নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন** করেন এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। **যাত্রা শুনিতে** বা **থিয়েটার দেখিতে** যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী। ক্ষুদ্র জীব অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে দৌর্ব্বল্য আছে, এরূপ বৈরাগী চিহ্নধারী ব্যক্তিই বৈরাগ্য করিয়া প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয়কে চরাইয়া থাকেন।

ভিক্ষা বা মাধুকরীর নাম করিয়া স্ত্রী-দর্শনকারী মর্কট-বৈরাগী

যে-সকল বৈরাগী ভিক্ষা করিবার ছলে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন, তাহারা কখনই মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে থাকিতে বা প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন না। হরিদাসের জন্য অন্যবৈষ্ণবগণ অনুরোধ করিলে প্রভু বলিলেন যে, "আমি কোন প্রকারেই স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীকে আমার নিকট রাখিতে পারি না, কেননা তাহাকে স্পর্শ করিতে আমার মন চাহে না, তোমরা আমাকে কেন অনুরোধ করিতেছ ? আমার মন আমার বশ হয় না। মন চায়, মর্কট-বৈরাগীর মুখ দর্শন বা তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।"

মর্কট-বৈরাগীর প্রতি ক্ষোভ-প্রকাশ ও উপদেশ

অহো! বিমলচরিত্র প্রভু গৌরচন্দ্রের শাসন-বাক্য কোথায় রহিল! কলির প্রভাবে এই নির্ম্মল সম্প্রদায়ে কলঙ্করূপে মর্কট-গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কত কত গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরা মিথ্যা বৈরাগ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের নিজের অন্যায় কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। যদি তাঁহাদের সত্যই বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা চিরখণ্ডকে কৌপীন এবং গুরুকে সাক্ষী করত গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। আর স্ত্রী-সম্ভাষণ করিবেন না।

যদি স্ত্রী-সম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোনদেশে অবস্থিত করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন; মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন। ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বয়স বা আশ্রম বৈরাগ্য-লাভের মূল নহে

গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয়েই কৃষ্ণভক্তির অধিকারী। আশ্রম-দ্বারা কি লাভ হয় তাহা বিবেচনা করা যাউক। সকল লোকেরই এক আশ্রমে অধিকার এরূপ বলা যায় না। অধিকাংশ লোকেরই গৃহস্থ-আশ্রমে অধিকার। স্বল্প লোকেরই বৈরাগ্য, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর আশ্রমে অধিকার। অধিকারের মূল কি? বয়স না স্বভাব। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ী দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে। দন্ত নাই। চুল সকলই পাকিয়াছে। কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সব বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল কারণ বলা চলে না। যতক্ষণ বিলাস বা বিষয়-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে ততক্ষণ গৃহস্থ-স্বভাব বলবান্ থাকে। আবার যখন ভগবদ্ভাব হৃদয়ে আসেন, তখন বিষয়-বিতৃষ্ণারূপ একটি স্বভাব হয়, সেই স্বভাবই বৈরাগ্যাশ্রমের মূল।

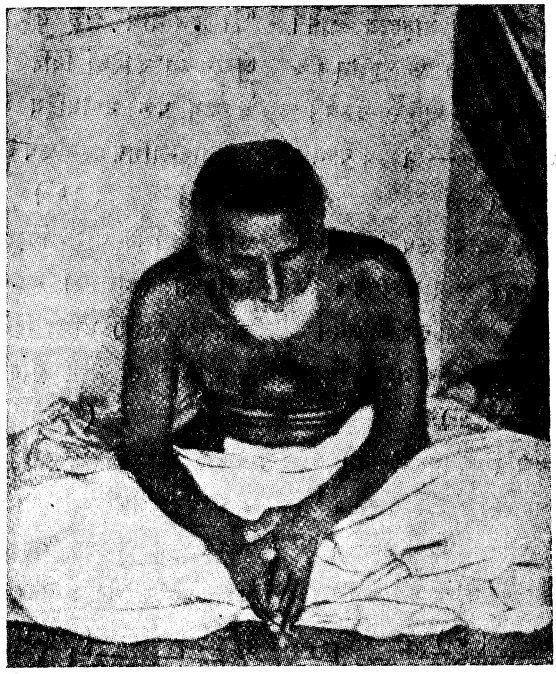
ভক্তিই একমাত্র ধন—অনুকূল-অনুশীলনে তাহা লাভ হয়

মানব গৃহস্থ-স্বভাবসম্পন্নই হউন বা বৈরাগ্য-স্বভাবই লাভ করুন, ভক্তিই তাঁহার ধন। সেই ভক্তিধন যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেই কার্য্য বা ব্যবহারই ভক্তির অনুকূল। আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির গৃহস্থ-ধর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল হয়, তাঁহার পক্ষে গৃহস্থ-ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ এবং যাঁহার পক্ষে বৈরাগ্যাশ্রমই কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল হয়, তাঁহার পক্ষে বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ। অধিকার বিপর্য্যয় হইলেই অনর্থ বৃদ্ধি হয় এবং ভক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। সুতরাং মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়িতে পারিলেই গৃহস্থ এবং গৃহত্যাগী ব্যক্তিরই ভক্তি সমৃদ্ধিরূপ মঙ্গল উদয় হয়।

অনর্থ চারিপ্রকার—তন্মধ্যে মর্কট-বৈরাগ্য ৪র্থ অনর্থ

জীবের চারিপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ (১) স্বরূপ-ভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) অপরাধ এবং (৪) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। ভজন করিতে করিতে এই চারিপ্রকার অনর্থ দূর হইলে ভজনে নিষ্ঠা হয়। মর্কট-বৈরাগ্য একটী প্রধান হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এইটীকে যত্নপূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তি উদয় হয়; কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি জীবের বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে। (সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী—৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



গোলোকগত পরমহংসদেব শ্রীগৌরকিশোর-দাস

(১)

বৈষ্ণব-মুকুটমণি মহাভাগবত।
শ্রীগৌরকিশোর-দাস সুমেরু পর্ব্বত॥
যাঁর সুশীতল ছায়ে তাপত্রয় দূর।
ভুবনপাবন সেই বৈষ্ণব-ঠাকুর॥

(২)

তোমার চরণ-রেণু আর পদজল।
তবোচ্ছিষ্টে লোভ মম সর্ব্বদ প্রবল॥
সে পবিত্র পদাম্বুজ স্মরিয়া হৃদয়।
তোমার মহিমা গানে হয় ভবক্ষয়॥

(৩)

স্থাপিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম কৃষ্ণ-প্রীতিকর।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা ভজন-তৎপর॥
প্রেমময় সৌম্যমূর্ত্তি পবিত্রতাময়।
জগতের মহাভাগ্যে হইলে উদয়॥

(৪)

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি তর-তম।
এসব সিদ্ধান্তে তুমি ভাগবতোত্তম॥
অন্তর বাহিরে শুদ্ধ অমায়া হৃদয়।
কৃষ্ণের স্বরূপ কৃষ্ণদাস প্রেমময়॥

(৫)

তবাশ্রয়ে ভক্তিযোগে সাধুদের প্রাণ।
লভিলা মঙ্গল বহুতর ভাগ্যবান্ ॥
অসজ্জনে সঙ্গ-দোষে অবিদ্যা-বন্ধন।
সাধুসঙ্গে মায়া নাশ—শাস্ত্রের বচন ॥

(৬)

কৃষ্ণভক্তি পায় জীব তব পদাশ্রয়।
ভুবনীর সুসম্পদ্ তুমি মহাশয় ॥
অনাদি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চিন্ময় ভজন।
শুনিয়াছি তব মুখে বলে মহাজন ॥

(৭)

কলিযুগে ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
গ্রাম্যকথা উপধর্ম্ম অনর্থ-সকল।
হরিনামসঙ্কীর্ত্তন কলিতে কেবল ॥

(৮)

হরিদাস কৃষ্ণদাস রূপ সনাতন।
নরহরি সরকার দাস বৃন্দাবন ॥
ভজন-প্রণালীবিজ্ঞ শ্রীনামভজনে।
তাঁ'দের রচিত গ্রন্থে আছে বিবরণে ॥

(৯)

অন্য ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি শ্রুতির বচন।
এরূপ প্রয়াসে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একান্ত সেবন।
জে'নেছি মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ গুরুদেব হন ॥

(১০)

প্রেমদাতা গৌরহরি যশোদা-তনয়।
'নাগর গৌরাঙ্গ' কারো সদোপাস্য নয় ॥
'গৌরাঙ্গ নাগরী'-বুলি বিষ্ণুপ্রিয়া-রাণী।
শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে নাহি সেই বাণী ॥

(১১)

"স্ত্রী-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণে না করিলা বিদিত সংসারে।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে' ॥"

(১২)

ভক্তি-স্বরূপিণী মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
মহালক্ষ্মী জগন্মাতা করুণার ছবি ॥
আচার্য্য-স্বরূপা মাতা দিয়া ভক্তিধন।
প্রচারিলা হরিনাম গায় সাধুজন ॥

(১৩)

পুরীর বাৎসল্যরস, রামানন্দে সখ্য।
কাশীশ্বর গোবিন্দের দাস্যভক্তি মুখ্য ॥
মধুর রসের স্থিতি রায় দামোদরে।
চারি ভাবে সেব ভাই গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥

(১৪)

মধুর রসেতে যাঁর হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌরভজন তাঁহার ॥
রাধাকৃষ্ণ একতনু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
যুগল-বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥

(১৫)

নন্দের নন্দন ভজে কৃত্তিকা-নন্দিনী।
দুইমিলি এক হয় গৌরগুণমণি ॥
গৌরবলে দুই ভজ 'অদ্বয়ে' না যজ।
বিচিত্র বিলাস-লীলা রাইকানু ভজ ॥

(১৬)

দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান্ হয় ॥
সে-সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণ একরূপ গৌরাঙ্গশ্রীহরি ॥

(১৭)

এসব সিদ্ধান্ত-বাক্য মহাজনে গায়।
হইাতে বিশ্বাস করি' ভজ সর্ব্বথায়॥
বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা ভক্তি নাহি পায়।
ভাগবত শাস্ত্রাদিতে সুসিদ্ধান্ত হয়॥

(১৮)

ভকতিবিনোদ জয় আচার্য্য-ঠাকুর।
যিঁহ প্রকাশিলা যোগপীঠ মায়াপুর॥
তাঁহার স্বভাব, কর্ম্ম, বৈষ্ণব-আচার।
শুদ্ধভক্ত জনে চিন্তা করে অনিবার॥

(১৯)

সমুদ্র মথিয়া দেবে পাইল অমৃত।
সাধ্যসার সর্ব্বসার হরিনামামৃত॥
করিলেন সঙ্কলন ঠাকুর বিনোদ।
জন্মভূমি মায়াপুর তাঁহার সম্পদ্॥

(২০)

লুপ্ততীর্থ উদ্ধারণ ধর্ম্ম-প্রচারণ।
প্রকাশিলা কৃষ্ণাজ্ঞায় রূপ-সনাতন॥
তদ্রূপ বিনোদ প্রভু গৌরাঙ্গ-আদেশে।
জন্মভূমি মায়াপুর করিলা প্রকাশে॥

(২১)

মহা অনুভব তিঁহো বিশুদ্ধ বৈষ্ণব।
জানিলা ভজন-বলে নদীয়া-বৈভব॥
বহু অর্থে শ্রীমন্দির করিয়া গঠন।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা করিলা স্থাপন॥

(২২)

এখনো নিঃস্বার্থ সেবা মায়াপুরে হয়।
নিত্যধামে নিত্যসেবা কভু লুপ্ত নয়॥
বহুভক্ত সুশিক্ষিত হইয়া মিলিত।
প্রভু-জন্ম-মহোৎসব করে সম্পাদিত॥

(২৩)

'ধাম-প্রচারিণী-সভা' জানে সর্ব্বজন।
কত শত সুপণ্ডিত ভক্ত মহাজন॥
বহুকালাবধি হতে করি' যোগদান।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা করে অনুষ্ঠান॥

(২৪)

মহোত্তম মহামান্য শাস্ত্র-সুলেখক।
ভকতিবিনোদ নহে লোকপ্রতারক॥
সরল বদান্য তিঁহো পবিত্র সজ্জন।
তাঁহার সকল কার্য্য ভক্তি-উদ্দীপন॥

(২৫)

ধর্ম্মনীতি রাজসেবা কৃষ্ণভক্তি-নীতি।
অসংখ্য বৈষ্ণব-শাস্ত্র উদ্ধারিলা মথি॥
পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি কৃষ্ণভাব সার।
হরেকৃষ্ণ নাম তাঁর আচার প্রচার॥

(২৬)

ভকতিবিনোদ জয় বল সর্ব্বজন।
শ্রীগৌরকিশোর জয় পতিত-পাবন॥
এ দুঁহার পাদপদ্ম মোর প্রাণধন॥
মন্দমতি জীবাধম এই অকিঞ্চন॥

(২৭)

এই দুই আচার্য্যের শিক্ষা মাত্র জানি।
নব্য কাল্পনিক শিক্ষা কভু নাহি মানি॥
শুদ্ধ-নামপরায়ণ আদর্শ বৈষ্ণব।
তাঁদের ভজন-রীতি অলৌকিক সব॥

—দীনা **শ্রীবিদ্যুল্লতা ঘোষ**
সাং বনগ্রাম

স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ

ভগবান্ শম্ভু নিজশক্তি পার্ব্বতীদেবীর অভিলাষানুসারে "পাষণ্ডী" ব্যক্তির লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—(শ্রীপদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ৯৩ অধ্যায়ে)

যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥
কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ ॥
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥

অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ ব্যতীত অপর দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারাই পাষণ্ডী। আর অবৈদিক চিহ্ন-স্বরূপ কপালভস্মাস্থি-ধারণকারী ব্যক্তিগণও পাষণ্ডী; বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যতীত জটাবল্কলধারী ব্যক্তিও পাষণ্ডী। আর যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সঙ্গে সমপর্য্যায়ে দর্শন করে, সে সর্ব্বদাই পাষণ্ডী হইয়া থাকে।

পরমারাধ্যা শম্ভুপ্রিয়া পতির বাক্য শ্রবণে পুনরায় প্রশ্ন করেন,—

ভগবন্ পরমং গুহ্যং পৃচ্ছামি ত্বুরসত্তম।
ময়ি প্রীত্যা সমাচক্ষ্ব সংশয়ো বর্ত্ততে ভৃশম্ ॥
কপালভস্মচর্ম্মাস্থিধারণং শ্রুতিগর্হিতম্।
তত্ত্বয়া ধার্য্যতে দেব গর্হিতং কেন হেতুনা ॥

হে ভগবন্! সুরশ্রেষ্ঠ আপনাকে পরম গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাতে প্রীতিহেতু এই সংশয়ের অপনোদন করুন। কপালভস্ম-চর্ম্মাস্থি-ধারণ যদি শ্রুতিনিন্দিত কার্য্যই হইয়া থাকে, তবে আপনি কি-নিমিত্ত এইরূপ গর্হিত আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন?

তদুত্তরে মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! আমার নিকট পরম গুহ্য কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার নিজ-শরীরের অভিন্ন বলিয়া তোমার নিকট আমার এই রহস্য আচরণ বর্ণন করিতেছি,—

নমুচ্যাত্মা মহাদৈত্যাঃ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাবীরা মহৌজসঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥

ত্রয়ীধর্ম্মযুতাঃ সর্ব্বে ভগ্না ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগম্য ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ॥

দেবা ঊচুঃ—

অজয়ান্ সর্ব্বদেবানাং তপোনির্দ্ধূতকল্মষান্।
ত্বমেবৈতান্মহাদৈত্যান্ জেতুমর্হসি কেশব॥

রুদ্র উবাচ—

ইত্যাকর্ণ্য হরির্ব্বাক্যং দেবানাঞ্চ ভয়ানকং।
তানবধ্যান্ বিদিত্বাথ মামাহ পুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ত্বং হি রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থে সুরদ্বিষাং।
পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম॥
তামসানি পুরাণানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি।
মোহনানি চ শাস্ত্রাণি কুরুষ্ব চ মহামতে॥
ময়ি ভক্তাশ্চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মহর্ষয়ঃ।
ত্বচ্ছক্ত্যা তান্ সমাদিশ্য কথয়স্ব চ তামসান্॥
কণাদং গৌতমং শক্তিমুপমন্যঞ্চ জৈমিনীং।
কপিলং চৈব দুর্ব্বাসং মৃকণ্ডুঞ্চ বৃহস্পতিম্॥
ভার্গবং জমদগ্নিঞ্চ দধীচাংস্তামসানৃষীন্।
তব শক্ত্যা সমাবিশ্য কুরুতে জগতো হিতম্॥
ত্বচ্ছক্ত্যা সন্নিবিষ্টাস্তে তমসোদ্রিক্তয়া ভৃশং।
তামসাস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ॥
কথয়িষ্যন্তি তে বিপ্রাস্তামসানি জগত্রয়ে।
পুরাণানি চ শাস্ত্রাণি ত্বয়া সত্যেন বেদিতাঃ॥
কপালচর্ম্মভস্মাস্থিচিহ্নান্যপি হি সর্ব্বশঃ।
ত্বমেব ধৃতবাল্লোঁকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে॥
তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সুব্রত।
কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিভেদতঃ॥
অবলক্ষ্য মতং সমগ্‌বেদবাহ্যং দ্বিজাধমাঃ।
ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
ত্বাং পরত্বেন বক্ষ্যন্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তামসাঃ।

তেষাং মতমধিষ্ঠায় সর্ব্বে দৈত্যাঃ সনাতনাঃ ॥
ভবেয়ুস্তে মদ্বিমুখাঃ ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ।
অহমপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল ॥
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগে যুগে ॥

মহাদেব উবাচ,—

তচ্ছ্রুত্বাহং যথোক্তং তু বাসুদেবেন ভামিনি।
সমুদ্বিগ্নমনা দীনো বভূবাত্র বরাননে ॥
নমস্কৃত্বাথ তং দেবমব্রতং পরমেশ্বরং।
ত্বয়োদিতমিদং দেব করোমি যদি ভূতলে ॥
তস্মান্নাশো হি মে নাথ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ন শক্যং হি ময়া কর্ত্তুমেতৎ কৃত্যং হরেরধুনা ॥
ত্বদাজ্ঞাপি চ নোল্লঙ্ঘ্যা এতদ্দুঃখতরং মহৎ।
এবমুক্তস্ততো দেবি সমাশ্বাস্য চ মাং পুনঃ ॥
আত্মনাশায় তে নাত্র ভবত্বিত্যাহ নো হরিঃ।
দেবতানাং হিতার্থায় কুরুষ্ব বচনং মম ॥
তবাপ্যুজ্জীবনোপায়ং কথয়ামি সুরোত্তম।
নিত্যং জপ মহাবাহো মম নামসহস্রকম্ ॥
হৃদয়ে মাং সমাধ্যায় জপ মন্ত্রং মমাব্যয়ং।
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য এই যে—নমুচি প্রভৃতি কতকগুলি মহাবল দৈত্য বৈদিক ক্রিয়াদ্বারা বিষ্ণুপাসনা করত মহাবলবান্ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফেলিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ভীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে শরণাগত হন। দেবতাগণ বলেন, হে কেশব! আপনি এইসমস্ত তপোবলসম্পন্ন নিষ্পাপ দৈত্যগণকে সংহার করুন। তখন দেবদেব পুরুষোত্তম দৈত্যগণকে ইন্দ্রাদি দেবগণের অজেয় জানিয়া আমাকে আদেশ করেন—"হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি অসুরগণকে মোহন করিবার নিমিত্ত পাষণ্ডাচরণ-ধর্ম্ম ও তামস-পুরাণাদি কীর্ত্তন কর এবং মোহন-শাস্ত্রসকল রচনা কর। আমার ভক্ত ব্রাহ্মণ কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনী, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব ও জমদগ্নি—এই দশজনের নিজশক্তিকে তমোভাবাপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারাও তামস শাস্ত্রাদি প্রচার করাও। আর তুমি অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত কপালভস্ম, চর্ম্মাস্থি ধারণ করিয়া ত্রিজগতে ভ্রমণ কর। আরও

বলি—কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈবাদি-ভেদে পাশুপত শাস্ত্র-সকল রচনা কর। ঐসকল বেদবহির্ভূত মতবাদে মুগ্ধ হইয়া দ্বিজাধমগণ ভস্মাস্থি-ধারণকারী হইবে সন্দেহ নাই। সকল তামস-শাস্ত্রে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ঐসকল মত গ্রহণ করিয়া দৈত্যগণ অবিলম্বে হরিবিমুখ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বধ করা সহজ হইবে। আমিও তামস-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মোহনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পূজা করি।"

ভগবান্ বাসুদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরমেশ্বরকে নমস্কার করত বলিলাম— হে দেব! আপনার আদিষ্ট বাক্য পালন করিলে আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী। আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তখন মনোদুঃখহরণকারী হরি আমাকে বলিলেন যে, "দেবতাগণের হিতার্থে আমার বাক্য পালন কর। তজ্জন্য তোমার অপরাধ ক্ষালনার্থ উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি যে, তুমি আমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার সহস্র-নাম ও ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ কর। তাহা হইলে কোন প্রত্যবায় হইবে না।"

অতঃপর মহাদেব দেবতাগণের হিতার্থে বিষ্ণু-আজ্ঞা পালন করিলে সমস্ত অসুরগণ ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়ে এবং ভস্মাস্থি ধারণপূর্ব্বক মাংস, রক্তচন্দনাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া আমার নিকট হইতে বর গ্রহণপূর্ব্বক নির্বীর্য্য হইলে দেবতাগণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এসম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উক্তি—

ইদং মতমবষ্টভ্য মাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাক্ষসাঃ।
ভগবদ্বিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তমসাবৃতাঃ॥
ভস্মাদিধারণং কৃত্বা মহোগ্রতমসাবৃতাঃ।
মামেব পূজয়াঞ্চক্রুর্মাংসাসৃক্চন্দনাদিভিঃ॥
মত্তো বরপ্রদানানি লব্ধ্বা মদবলোদ্ধতাঃ।
অত্যন্তবিষয়াসক্তাঃ কামক্রোধসমন্বিতাঃ॥
সত্ত্বহীনাস্তু নির্বীর্য্যা জিতা দেবগণৈস্তদা।

মহাদেব পুনরায় বলেন,—

যে মে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে।
সর্ব্বধর্ম্মৈশ্চ রহিতাঃ পশ্যন্তি নিরয়ং সদা॥
এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্ম্মে দেবি গর্হিতা।
বিষ্ণোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্থিধারণম্॥
বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনার্থায় বিদ্বিষাম্।

অতএব হে দেবি! যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিবে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া সদা নরক দর্শন করিবে। এইপ্রকারে আমি বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে দেব-হিতার্থ ভস্মাস্থি ধারণরূপ গর্হিত পাষণ্ড আচরণ করিয়াছি। ইহা আমার বাহ্যচিহ্ন মাত্র।

অতঃপর পার্ব্বতীদেবী তামস পুরাণাদির বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শম্ভু কহিলেন,—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানাং যথাক্রমং।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়া চোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈঃ বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতং।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্টং বৈধর্ম্ম্যত্বং তদুচ্যতে।
পরেশজীবয়োরৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকং।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥

হে দেবি! আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল বর্ণন করিতেছি। এইসকল শাস্ত্রের স্মরণমাত্রে জ্ঞানিগণেরও পতন হইয়া থাকে। আমি প্রথমে পাশুপতাদি শৈব-শাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিয়াছি। পরে আমার শক্ত্যাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। কণাদ-কর্ত্তৃক বৈশেষিক দর্শন, গৌতম কর্ত্তৃক ন্যায়, (অগ্নিবংশীয়) কপিল-কর্ত্তৃক সাংখ্য, বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক অতিগর্হিত

চার্ব্বাক মত, দৈত্যগণের নাশহেতু বুদ্ধরূপী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক অসৎ বৌদ্ধশাস্ত্র এবং আমি স্বয়ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ অসৎ মায়াবাদ-শাস্ত্র কহিয়াছি। শ্রুতি-বাক্যের লোক-নিন্দিত মন্দ অর্থ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মস্বরূপের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছি। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ বিধর্ম্মেরই (পাপ) স্বরূপ। ঈশ্বর ও জীবের একত্ব এবং স্বয়ংরূপ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব আমা-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জগতের মোহনার্থ ও জগন্নাশহেতু বেদার্থবৎ মায়াবাদ-শাস্ত্র আমিই বলিয়াছি।

অতঃপর তামস পুরাণ ও তামস স্মৃতিসকল কহিতেছি। তাহা যথাক্রমে শ্রবণ কর।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধ মে॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে॥
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়-প্রাপ্তিহেতবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ও গরুড়-পুরাণ এই ছয়টী শুভফলজনক সাত্ত্বিক-শাস্ত্র। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্ম, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন এই ছয়টী রাজস-পুরাণ এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব ও স্কন্দপুরাণ এই ছয়টী তামস-পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণসকল মোক্ষদাতা, রাজসিক পুরাণসকল স্বর্গফল-দানকারী এবং তামস পুরাণসকল নরকপ্রাপ্তির হেতু। অর্থাৎ এই ত্রিবিধ পুরাণের পাঠ, শ্রবণ বা তদনুযায়ী কার্য্য করিলে যথাক্রমে মোক্ষ, স্বর্গ ও নরক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এখানে জগদ্‌গুরু ভগবান্ শম্ভু স্বয়ং শ্রীমুখে নিজপুরাণের (শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদির) নিন্দা করিতেছেন। এইসকল তামস-পুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে ঐসকলের মন্দফল বর্ণন করিয়া বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচক সাত্ত্বিক পুরাণসকলেরই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ইহাতেও যদি আমাদের চেতন না হয়, তবে আমরা নিতান্ত মন্দভাগ্য জানিতে হইবে।

তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা শুভদর্শনে॥

বাসিষ্ঠঞ্চৈবহারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সাম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতং।
শাঙ্খং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥

ত্রিগুণান্বিত স্মৃতিসমূহের কথাও শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ ও কশ্যপ-লিখিত স্মৃতিসকল মোক্ষদায়ক সাত্ত্বিক-স্মৃতি। যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, তিত্তিরি, দক্ষ, কাত্যায়ন ও বিষ্ণু-কথিত স্মৃতিসমূহ স্বর্গপ্রদ রাজস-স্মৃতি এবং গৌতম, বৃহস্পতি, সম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ ও শুক্রাচার্য্য-কথিত স্মৃতিসকল নরকপ্রদ তামস-স্মৃতি।

কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥

এস্থলে অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন কি? স্মৃতি ও পুরাণসকলের মধ্যে তামস-শাস্ত্রগুলি নরকেরই হেতু। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী রাজসিক-ফল—স্বর্গ দান করে অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ বা চণ্ডীর উপাসনা দ্বারা স্বর্গলাভই শেষ ফল। কেহ কেহ চণ্ডীকে মোক্ষদায়িকা কল্পনা করিতে পারেন, কেহ বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া রাজস-প্রকৃতির লোক-সকলকে মুগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কেবল লোকবঞ্চনা হয় মাত্র।

আমরা ভবিষ্যতে শম্ভু-উল্লিখিত শাস্ত্রসকলের বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগুরুদেব

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত জগতের চক্ষু যিনি দিব্যজ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা মুক্ত করিয়া বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন, সেই পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করি।

যিনি দিব্যজ্ঞান দ্বারা জগতের ভুল দর্শন ও অসৎপথ হইতে নির্ভুল দর্শনে বা সৎপথে উত্তোলন করাইয়া দেন, আমরা তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া থাকি। ভগবান্ সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্ব্বে একজন সৎগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। সেই সৎগুরুর আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে গুরুদেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ব্বিচারে স্বীকার করা চাই। পূর্ব্বে তাঁহাকে গুরু বলিয়া যদি স্বীকার করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হিতোপদেশে আমাদের বিশ্বাস জন্মিবে না। গুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহ ভগবানকে জানাইতে পারেন না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারি না—গুরুদেবই সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারেন। যাহা সাধারণ জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহা গুরুকৃপায় অনায়াসে লাভ করা যায়। সাধারণ জ্ঞানের জন্যই গুরুর গুরুত্ব নয়; অসাধারণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান—বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানের জন্যই গুরুর গুরুত্ব। তিনিই আমাদের অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া তত্ত্ববস্তু-লাভের সহায়তা করেন। এমন যে গুরু—তাঁহার সংবাদ তাঁহারই নিকট পাওয়া যায়।

আমরা যেমন আমাদের শিশু-অবস্থায় মাতার নিকট পিতার যাবতীয় পরিচয় পাইয়া থাকি, সেইরূপ একমাত্র গুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহ স্বীয় ও ভগবানের পরিচয় দিতে পারেন না। তাই ভজনের প্রারম্ভে সৎগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হয়, নতুবা ভজন হয় না। মহাজন গাহিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে,　　তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥"

গুরুদেবই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ। শ্রীভগবানের সহিত আমাদের কি-সম্বন্ধ রহিয়াছে ও কি-উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়—একমাত্র গুরুদেবই তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দেন ও সেই পথের নির্দ্দেশ দেন। ভগবানকে জানিবার কথা দূরে থাকুক, মর্ত্ত্যজগতে আমরা আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে-কোন নূতন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইনা কেন—সেই সেই কর্ম্মের অভিজ্ঞ এক একজন গুরুর সাহায্য বা নির্দ্দেশ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। সুতরাং আমরা জন্মকাল হইতে কেবল সংসাররূপ অন্ধকূপের মধ্যে অবস্থান করিয়া ক্রমেই সদ্‌গুরুকৃপা-জ্ঞানালোকে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকি। আমরা অন্ধকারে যতই হাত বাড়াইয়া বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না কেন, তাহা কখনই লাভ করিতে সক্ষম হই না। সেই অন্ধকারে যদি কোনপ্রকারে ভাগ্যক্রমে আলোকের আগমন হয়, তাহা হইলেই সেই বস্তু

দর্শন করিতে পারি। সেইরূপ গুরুদেবই আমাদের ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিলে, আমরা বাস্তব বস্তুর দর্শনলাভে সক্ষম হই। জগতের সমস্ত ভুল দর্শন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তু লাভ করিবার বাসনা থাকিলে, দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা ভগবন্নিষ্ঠ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রুতি বলিতেছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

[সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।]

সর্ব্ববেদান্তসার শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

[যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।]

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গয়াক্ষেত্রে শ্রীল ঈশ্বরপুরী-পাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুকরণ-লীলায় জানাইয়াছেন—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে।
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৪-৫৫)

গুরুদেব সাধারণ জীবের মত রক্ত-মাংসের থলি নহেন। তিনি কোন্ স্থানে, কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি আহার করেন, কি করেন—এসমস্ত আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। বরং ইহাতে অধঃপতিত হইবার সম্ভবনাই অধিক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

সুতরাং যিনি সর্ব্বসময়ে শ্রীগুরুদেবের নাম, গুণ, শিক্ষা, ক্রিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে

কীর্ত্তনই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ-স্বরূপ জানিতে পারেন এবং তিনিই কেবল ভগবৎকৃপার অধিকারী হন। গুরু করিবার অভিনয় করিলেই গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। গুরুর কৃপাবলেই গুরুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং তাহার অন্তর মধ্যে গুরুস্বরূপ উপলব্ধি হয়। নিজ-চেষ্টায় গুরুদেবকে বুঝিয়া লইব ইহা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে নিজ-জীবনে প্রতিপালন করিতে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। গুরুকৃপাসমূহ তখনই উপলব্ধির বিষয় হয়। "চক্ষুদ্বারা দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা দর্শন করিতে হইবে এবং তাহাই প্রকৃত দর্শন"—ইহা তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যিনি একনিষ্ঠ হইয়া গুরুকৃপাসমূহ কর্ণের দ্বারা দর্শন করেন, তিনি কখনও পথভ্রষ্ট হন না। তিনি অতিসত্বর গুরুকৃপা লাভ করিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন। অর্থাৎ **গুরুকৃপা-লাভই ভগবৎকৃপা-লাভ।** শ্রীগুরুদেব যে আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ, সেকথা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রিয়তমত্ব-হেতু গুরুদেবের সহিত ভগবানের অভেদত্ব সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

ভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সম্বন্ধ যেদিন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই তাঁহার কৃপা যে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহা ভালরূপে অনুভবের বিষয় হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা, তাহাছাড়া ভগবানের পৃথক্ কৃপা নাই।

আমাদের গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, শ্রীগুরুদেবে জড়ীয় বুদ্ধি করিতে নাই। হরি এবং গুরু একাত্মা। তাই ভগবানের পূজা করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুপূজা করা শাস্ত্রের বিধি। ভগবানের পূজা পূর্ব্বে করিয়া পরে গুরুপূজা করিলে অথবা গুরুপূজা আদৌ না করিয়া ভগবানের পূজা করিলে সে পূজা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। শাস্ত্র সেরূপ পূজককে 'দাম্ভিক' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর পূজাপেক্ষা বৈষ্ণব-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকল্পে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

"হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।" তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ" (ভাঃ ১১।১৯।২১)। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)

পরমারাধ্য গুরুদেব! আমি গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। আপনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় আপনার সেবার সুযোগ দান করুন। আপনি ও আপনার অনুগত গুরুবৈষ্ণবগণ সকলেই আমাকে কৃপা করুন্ যেন আপনার শ্রীচরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। আমি যেন প্রতি জন্মে জন্মে হরিগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস হইয়া নামকীর্ত্তন ও সেবার সুযোগ পাইতে পারি। হে সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় গুরুদেব! আপনি বিঘ্ননাশন-রূপে আবির্ভূত হইয়া ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন—আমার মোহপাশ ছেদন করুন। চাতকপক্ষী যেরূপ জলপ্লাবিত ধরাবক্ষে অবস্থান করিয়াও একবিন্দু জলের নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলধরের কৃপাভিক্ষা করে, এজগতে বহু ভক্তির কথা প্রচারিত থাকিলেও, কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবক হইবার আশায় ভবদীয় কারুণ্যঘনের একবিন্দু লাভের জন্য সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইয়া রহিলাম। আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

দাসানুদাস
—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী
সাং জুখিয়া (মেদিনীপুর)
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

মোহোন্মাদ-রসেন গোপ-বনিতা-সিক্তেন বৃন্দাবনং
যঃ পূর্ব্বং জগদেক-মঙ্গলমলঞ্চক্রে ঘন-শ্যামলম্।
সোঽয়ং গৌরহরিঃ সমস্ত-জগতাং প্রেমাণমুল্লাসয়ন্
কারুণ্যৈক-নিকেতনং বিজয়তে গৌড়াবলী-মণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥

মোহ ও উন্মাদে ভরা　　আর পূর্ণ-রসে ধরা
ব্রজ-গোপ বনিতাদিগকে।
সিঞ্চন করিয়া ঘন　　মাঝে এই বৃন্দাবন
রহ তুমি ধরি' সবে বুকে ॥
পুরাকালে দেখা দিয়া　　ব্রজ-মাঝে বিহরিয়া
এ-জগতে সুমঙ্গল আনি।
ঘনশ্যাম রূপ ধরি'　　সুন্দর মূরতি করি'
অলঙ্কৃত ক'রেছিলে মানি ॥
সেই তুমি গৌরহরি　　সমস্ত জগতে ধরি'
তাহে এবে প্রেম বিতরিয়া।
উল্লাসেই মত্ত করি'　　ভক্তপ্রাণ সবে ধরি'
থাক ল'য়ে আনন্দিত হিয়া ॥
কারুণ্যৈক-নিকেতন　　হইয়াই ধরি' মন
সে-রূপে বিজয় পুনঃ কর।
গৌড়-মণ্ডলকে ধরি'　　প্রেমে আলোড়িত করি'
রও হ'য়ে ভক্ত-মন-হর ॥ ৪ ॥

নৃত্যাবেশ-রসাল-মোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং
শ্রীখণ্ডাগুরু-কুঙ্কুমাদি-নিহিত-শ্রীমদ্বৃহদ্বক্ষসম্।
কর্পূরোদ্ভট-পূগপুঞ্জ-বিলসৎ প্রারব্ধ-বিম্বাধরং
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং বপুঃ ॥ ৫ ॥

নৃত্যাবেশে রসে থাকি' আমোদে আনন্দে ঝুকি'
মধুরের ভাবে মত্ত হও।
কন্দর্পের বেশ ধরি' উজ্জ্বল বরণ করি'
তুমি সুখে সদা মজি' রও ॥
শ্রীখণ্ড অগুরু-সাথে কুঙ্কুমাদি ধরি' তা'তে
নিজ দেহে শোভাইয়া তাহা।
বৃহৎ বক্ষ ধরি' রও সাথে আনন্দকে লও
তাহে বিরাজিত হও আহা !!
কপূর-মিশ্রিত হ'য়ে পূগ-পুঞ্জ বিলসিয়ে
বিম্বাধরা রক্তে তুমি রও।
সেইমত মনোহর রূপে রহি' সুখকর
সুবদনধারী তুমি হও ॥
লাবণ্যের সার রূপ বপু তব অপরূপ
করি' নয়নের তৃপ্তিকর।
হে চৈতন্য-মহাপ্রভু ! হইয়াই পূর্ণ বিভু
তুমি হও সুবিজয়-ধর ॥ ৫ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
—শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)

শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা

"দোষ অন্বেষণে সেবা ?"

অদ্য জন্মাষ্টমীবাসরে আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার ছিদ্রান্বেষণরূপ বৃত্তি প্রশান্ত লাভ না করিয়া তাহার বিকাশ হইতেছে। কারণ পরদোষান্বেষণই যাহার বৃত্তি এবং যে-বৃত্তি নিসর্গতা অতিক্রম করিয়া স্বরূপগত স্বভাবে অবস্থিতা, তাহার পক্ষে কৃষ্ণাবির্ভাবজনিত আনন্দবাসর ও কৃষ্ণ-বিরহজনিত ক্লেশ—উভয় ক্ষেত্রেই সেই বৃত্তির পরিবর্ত্তন না হইয়া তাহা উৎফুল্ল-

চিত্তে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের লিখিত 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে' প্রভৃতি উপদেশাবলীর যে স্বাভাবিক অর্থ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং আচার্য্যের আচারে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও নিরাশার কথা দূরে থাকুক, তাহা পরম আশার ও উৎসাহেরই বিষয়। শ্রীল প্রভুপাদ যাহার যে-বৃত্তি যাহাতে যে-ভাবে আছে, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণ কার্ষ্ণসেবা করা যাইতে পারে—এপ্রকার উপদেশ দিয়া, শুধু তাহাই নহে উক্ত বৃত্তিগুলি কি-প্রকারে সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা নিজে আচরণ করিয়া বা করাইয়া মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন।

প্রতিকূলচিন্তায় প্রাতিকূল্যে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বলেন, অনুকূল অনুশীলনই জীবমাত্রের কৃষ্ণ-সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। প্রতিকূল বিষয় হইতে তফাৎ থাকাই শ্রীল রূপপাদের উক্তির উদ্দেশ্য। পরপক্ষনিরসন-ব্যাপার অথবা কৃষ্ণভজন-বিরোধী আচার বা শিক্ষা হইতে দূরে থাকা একই কথা; তবে পরপক্ষ বা ভজনবাধক ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানসমূহ স্তব্ধ করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণও আমাদের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অভাব নাই। এইজন্যই তিনি "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ও "প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্" প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। অদ্য এই মাধবী-তিথিতে এই তিথির সুষ্ঠু সেবকগণের পাদপদ্মে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টি রাখেন, যেন আমি ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানরূপ পরপক্ষের নিরাস করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া না পড়ি।

অনন্তবাসুদেব-দাস্যই জন্মাষ্টমী-সেবা

অসুরকুলচূড়ামণি দানবাধিপতি কংস কৃষ্ণবিনাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-জাল বা কারাগার সৃষ্টি করিলেও—জ্ঞানমাত্র ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার ধ্বংসসাধন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, ইহাই ঐতিহ্যের দ্বারা প্রমাণিত এবং শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানি-সম্প্রদায় কৃষ্ণবিনাশের বা কৃষ্ণসেবা-বিনাশের যত প্রকার বিচার-কারাগারের সৃষ্টি করুন্ না কেন, তাহাতে কার্ষ্ণ বসুদেব এবং স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব আবদ্ধ হন নাই। কৃষ্ণকে তাঁহার শত্রু হইতে রক্ষা করা কার্ষ্ণ বসুদেবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভাগবতের ঐতিহ্য হইতে জানা যায়, বসুদেবের কৃষ্ণরক্ষারূপ সেবার অন্যান্য সেবক ব্যতীত সহস্রফণ অনন্তদেবও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই

আমি শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে শ্রীল অনন্ত-বাসুদেবের দাস্য-লাভেচ্ছায় এই মহাপুণ্য-তিথিতে কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নির্ব্বিঘ্নে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও হিংসাদ্বেষের হস্ত হইতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার লীলার স্মরণ করিব। ইহা আমার জন্মাষ্টমী-সেবা।

দেবতা ও অসুরের পার্থক্য

যাহারা কৃষ্ণত্ব এবং তাঁহার নিত্য সেব্যত্ব স্বীকার করে না, তাহারাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণবিনাশচেষ্টাকারী কংস বা তাহার দাস। আমি সুধীসমাজে বিনীতভাবে বিচার প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্যসমূহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ভারতীয় হিন্দুমাত্রই শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঐ তিনটী তত্ত্বের বিশ্বাসকেই আস্তিকতা বা দৈব ভাব বলে। উহাতে আস্থা স্থাপন না করা বা তাহাতে সন্দেহ উথাপন করা বা উহাদের সম্মানের হানি করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক ভাব। সুতরাং দেবাসুরের পার্থক্য আমাদের পক্ষে সহজে অনুমেয় এবং শাস্ত্রজ ঐতিহ্য হইতে নির্দ্দেশিত। বিচারে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্—এই তিনটী তত্ত্ব অথবা এই তিনটি তত্ত্বের অনুগত তত্ত্বসমূহকে মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেবাসুরের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন, সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

"কেবলাদ্বৈতবাদিমতে ব্যাস ভ্রান্ত ?"

'শাস্ত্র' বলিতে শাসন-বাক্য যাহাতে আছে তাহাকেই শাস্ত্র বলে। শাসন-বাক্য বা উপদেশসমূহ বেদে সুষ্ঠুভাবে ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত আছে বলিয়া বেদই একমাত্র শাস্ত্র অথবা বেদানুগ-বিচার-সম্বলিত যাহা, তাহাকেও শাস্ত্র বলে। ইহাতে আস্তিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় না। বেদের সার ও শিরোভাগের নাম 'বেদান্ত'। ভারতে বহু দর্শনের প্রচলন থাকিলেও আস্তিক্য-সমাজে বেদান্ত-দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বেদান্তদর্শনের উপর ধার্ম্মিক আচার্য্যগণ সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবলঅদ্বৈত-বাদগুরু আচার্য্য শঙ্কর শারীরক-ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া শারীরক-সূত্রের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু তিনি সূত্রের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকারান্তরে বেদ ও বেদান্তকে বা শাস্ত্রসমূহকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু বিচার

প্রদর্শিত হওয়ায় প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কেবলাদ্বৈতবাদী শাস্ত্র-সম্মানের হানিকারক বলিয়া নাস্তিক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা বেদান্তের মূল উদ্দেশ্যের বিশেষ হানি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বেদান্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও নিত্য শরীর স্বীকার করেন বলিয়াই উহার অন্য নাম শারীরক। মায়াবাদাশ্রয়ী বা কেবলাদ্বৈতবাদী উক্ত নামের সার্থকতা বিনাশের জন্য বহুল যত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে "বেদ মানিব কেন" এই প্রকার বেদের প্রতি সন্দেহ উত্থাপন করিতেও দেখা যায়। যেস্থলে এপ্রকার বেদ-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতেছে, সে-ক্ষেত্রে বেদসম্মানের হানি হওয়ায় আমরা তথায় আস্তিক্যের গন্ধও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "বেদরূপ-নিশ্রেয়স্ মধ্যে কখনও তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষ হইতে বাধ্য, উহা অদ্বৈততত্ত্বই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্য-রহিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা নিঃশ্রেয়স্ হইবে কিরূপে?" বেদের উক্ত প্রকার অভিধান স্বীকার করিলে তাহা 'সোণার পাথরবাটী'র মত একদিকে বেদ উপদেশক বলিয়া সবিশেষ, অন্যদিকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া শূন্য-জ্ঞাপক। বেদকে এইপ্রকার শূন্যজাতীয় অভাবপোষক সত্তাহীন জ্ঞান করিলে তাহার মান থাকে কি? বেদ শাসন করেন; যাঁহাতে শাসনবাক্যসমূহ সন্নিবেশিত আছে তিনিই শাস্ত্র, তিনিই সবিশেষ তত্ত্ব. তিনিই গুরু বা উপদেশক। শাস্ত্রই গুরুরূপে মঙ্গলবিধান করেন। শাসকের নির্ব্বিশেষত্ব হইলে শাস্ত্রের হানি হইয়া থাকে এবং শাসনযোগ্য বস্তুরও অভাব ঘটিলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেবলাদ্বৈতবাদী আত্মঘাতী হইতে পরে, শাস্ত্র কখনও আত্মঘাতী হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষত্বই যদি বেদের মত হয়, তবে বেদ স্বয়ং নির্ব্বিশেষ হইয়া নিজ অস্তিত্ব-শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভামধ্যে বলিতেছি—'আমি নাই'। ইহাতে আমার উন্মত্ততাই জ্ঞাপিত হয়। বেদ কখনও তাঁহার নিত্য সত্তা বর্ত্তমান থাকাতে তাহার অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তর্কস্থলে সেরূপ করা প্রকাশ পায় তাহা হইলে জানিতে হইবে, উহা মায়াবাদীর কল্পিত বেদ মাত্র—ভগবদুক্ত অপৌরুষেয় বেদ নহে। উহাতে তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত বাক্যসমূহের মিথ্যা উদ্গার মাত্র গ্রথিত আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইব।　　(ক্রমশঃ)

সজ্জন-সঙ্গ

আমি প্রথম বর্ষ ৮ম সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় সদাচার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। সাধুগণের রীতি-নীতি ও ব্যবহার-পদ্ধতি যে কিরূপ, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা পাইব। সাধুগণের সঙ্গ-প্রভাবে মানবগণের যে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। 'সৎ'-শব্দ সাধু, বিচক্ষণ, মান্য, উত্তম, নিত্য ও বিদ্যমান-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'সৎ'-পূর্ব্বক 'জন'-শব্দযোগে 'সজ্জন'-শব্দ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাঁহারা নিত্যই ভগবৎসেবা-তৎপর ও অবিনশ্বর অথবা সেবাপ্রাণতায় যাঁহাদের নৈরন্তর্য্য বর্ত্তমান, তাঁহারাই সজ্জন। সজ্জনগণের সঙ্গপ্রভাবে মায়িক জীবগণ বদ্ধদশা হইতে মুক্ত-ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ সঙ্গ বলিতে কি বুঝায়, তদ্বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। সহবাস, সংসর্গ, মিলন, সম্বন্ধ ও বিষয়-বাসনা প্রভৃতিকে সঙ্গ-শব্দের অর্থান্তর্গত জানিতে হইবে। 'সন্‌জ্'-ধাতু ভাবে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন। 'সৎ' অথবা 'অসৎ' শব্দ পূর্ব্বে যোগ করিলে 'সঙ্গ'-শব্দের অর্থ-বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'—সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপাদি দ্বারা মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যানুরাগী হইয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্র বলেন,—

কীটোঽপি সুমন-সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অস্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

অর্থাৎ "পুষ্পস্থিত কীটও পুষ্পসঙ্গ-প্রভাবে সাধুগণের মস্তকে আরোহণ করিয়া থাকে এবং প্রস্তর মহদ্‌গণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।"—এই ব্যাখ্যাটী জাগতিক নীতিজ্ঞদিগের নীতিপর ব্যাখ্যা। কিন্তু বৈষ্ণব-বিচারপর ব্যাখ্যাতে কীট কখনও পুষ্পসঙ্গ-প্রভাবে সাধুগণের মস্তকে আরোহণ করিবার যোগ্যতা পায় না। পরন্তু পুষ্পসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণ ও কাষ্ণ্যগণের চরণপ্রান্তে স্থানলাভের সুযোগ পাইয়া থাকে। ঐরূপ অসচ্চরিত্র বা অসদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ সদ্ব্যক্তির মিলন-প্রভাবে 'সৎ'-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্র বলেন,—

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥ (হিতোপদেশ)

হীন ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে মানবগণের প্রবৃত্তি হীন হয় এবং সমগুণসম্পন্ন

ব্যক্তির সংসর্গে সমত্ব এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সংসর্গে সত্যানুরাগী ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে আরও দেখা যায়,—

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সংসরন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি॥

একবিন্দু তৈল একটী পুষ্করিণীতে পতিত হইলে উহা যেমন অতি সত্বর সমস্ত পুষ্করিণীর জলে বিস্তার লাভ করে, তদ্রূপ অসতের সহিত আলাপে, গাত্র-সংস্পর্শে, নিঃশ্বাসে ও একত্র ভোজনে তদ্দোষসমূহ মায়িক জীবগণের হৃদয়কে গ্রাস করিয়া অতি সত্বর নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত করিয়া তোলে।

অপরপক্ষে ঠিক এইভাবে সাধুগণের সহিত আলাপে, গাত্র-সংস্পর্শে, নিঃশ্বাসে ও একত্র প্রসাদ-ভোজনে মায়িক জীবগণ মায়া-সঙ্গশূন্য হইয়া তত্তদ্‌গুণ-সমূহের একমাত্র আধারস্বরূপ হন ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কাল যাপন করাই মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য **সৎসু সজ্জেত** বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ সাধুসঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মফল-জনিত বিষয়-বাসনারূপ দুঃসঙ্গসমূহ সাধুগণের চেতনময়ী বীর্য্যবতী বাণীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যায় ও অবশেষে মানবগণ কৃষ্ণের সেবা-মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। দুঃসঙ্গ সর্ব্বথৈব পরিত্যজ্য। নীতিশাস্ত্র বলেন,—

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো নৈতদ্‌বিশ্বাস-কারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥

শাস্ত্রকার বা মহাজনগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ীর সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলিয়া থাকেন। সাংসারিক মায়াবদ্ধ জীবগণ মায়ার প্রহেলিকায় মুগ্ধ হইয়া আপাতমধুর আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত থাকে। তাহাদের সংসার-সুখ প্রথমতঃ মধুবৎ স্বাদু হইলেও পরিণামে অর্থাৎ যেদিন পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া কৃত-কর্ম্মানুযায়ী দেহ-গ্রহণান্তর পুনঃ কর্ম্মভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইদিনই ইহার অসারত্ব প্রমাণিত ও উপলব্ধ হইয়া বিষবৎ প্রতীয়মান হয়।

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় বা তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে জানিতে পারি—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি,' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮,১১৭)
"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে ॥"

'আমি—কৃষ্ণের নিত্যদাস,' এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থ-শক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করায় তাঁহার মায়া-প্রবেশ হয়। জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণবকৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফল-ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলেই ভোগবাসনা হইতে নিস্তার লাভ করেন।

সাধুসঙ্গে অনর্থনাশ হইয়া আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে আমাদের মুহূর্ত্তকালও যুগের সমান প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বক্ষণই মনে হয় আমাদের জীবন বৃথা চলিয়া যাইতেছে। তখন ভজনে অব্যর্থকালত্ব উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে গৃহাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের সময় ভগবদ্ভজন ব্যতিরেকে বৃথাই অতিবাহিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ (ভাঃ ২।১।৩)

"রজস্তমোগুণ-ভাবাপন্ন গৃহমেধীগণের রাত্রিকাল নিদ্রাতে এবং যুবাকাল বিলাস ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় হয় এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্বভরণ-কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে।" সাংসারিক জীবগণ নানাবিধ বিষয়কথায় অহোরাত্র যাপন করে। তাহাদের পরমার্থ কথা শ্রবণ করিবার সময় নাই। তথাপি ঘটনাক্রমে অল্পকালের জন্য নিত্য-ভগবদ্ভজনশীল সাধুগণের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিলে, প্রাপঞ্চিক নশ্বর সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধির বিষয় হয়। মুক্তপুরুষগণের দর্শন, তাঁহাদের নিকট হইতে হরিকথা প্রভৃতি শ্রবণের দ্বারা জীবের অনিত্য বিষয়ে ভোগাসক্তি-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই নিমিরাজ নবযোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধেঽপি **সৎসঙ্গঃ** শেবধির্নৃণাম্ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩)

"হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! এই সংসারে কেহ যদি ক্ষণকালও সৎসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। অতএব

আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের নিকট নিরতিশয় মঙ্গল-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।" সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিষয়ে আরও বলিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকাল মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অশেষ মঙ্গল লাভ হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষ-লাভের কোন তুলনা করা চলে না। সাধুসঙ্গের দ্বারা আমরা যেভাবে অনর্থনিবৃত্ত হইয়া নিত্য ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারি, তৎসম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের যথার্থ সঙ্গপ্রভাবে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ-হৃৎকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরূপ শ্রীভগবানে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে আমাদের সাধুসঙ্গের প্রয়োজন।

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী
ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, ভিষগ্‌রত্ন

বিশেষ পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

অগ্রহায়ণ—১৩৫৭

২৩ দামোদর, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌরাষ্টমী দি ১।৩৩। শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৬ দামোদর, ৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর, সোমবার—গৌরৈকাদশী দি ১।১৯। **শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।**

২৭ দামোদর, ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর, মঙ্গলবার—গৌরদ্বাদশী দি ২।১৭। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ও ঊর্জ্জব্রত সমাপ্ত। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।

৩০ দামোদর, ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর, শুক্রবার—পূর্ণিমা রা ৭।৩৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ও ঊর্জ্জব্রত সমাপ্ত।** শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

১১ কেশব, ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১২।১২। **উৎপন্না একাদশীর উপবাস।**

১২ কেশব, ২০ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১০।১৪। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব।

পৌ —১৩৫৭

২৬ কেশব, ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর, বুধবার—গৌরৈকাদশী—দি ৭।১৫। **মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ কেশব, ৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৯।৫। **দি ৯।৫ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

৪ নারায়ণ, ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-চতুর্থী রা ৮।১৭। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সমুদয় মঠে চতুর্দ্দশ বার্ষিক **বিরহ মহোৎসব**।

১১ নারায়ণ, ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১১।২৮। **সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।**

১২ নারায়ণ, ২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণদ্বাদশী দি ৯।১০। **দি ৯।১০ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণত্রয়োদশী দি ৬।৪৯। **শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।**

১৭ নারায়ণ, ২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী, বুধবার—গৌর-তৃতীয়া রা ৯।১৯। **শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।** শ্রীল-জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২য় বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২২ কেশব, ৪৬৪ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ; ইং ১৬।১২।৫০ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

[শ্রীল-জয়দেব-বিরচিতম্]

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ॥

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১ ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে মৎস্যরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি প্রলয়কালীন সমুদ্রজলে নৌকার ন্যায় আচরণ প্রকাশ করিয়া অক্লান্তভাবে বেদকে ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১॥

হে কূর্ম্মরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীকে ধারণজনিত-ব্রণচিহ্নরূপ চক্রসমূহে গৌরবান্বিত ভবদীয় অতি বিশাল এই পৃষ্ঠভাগে ধরণিমণ্ডল অবস্থান করিতেছে॥ ২॥

হে বরাহরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে সন্নিবিষ্টা কলঙ্করেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রভাগে লগ্না হইয়া অবস্থান করিতেছে॥ ৩॥

হে নৃসিংহরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনার রমণীয় করকমলে হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভৃঙ্গের বিদারণকারী বিচিত্রাগ্র নখ বিরাজমান॥ ৪॥

হে বামনরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে বিচিত্র বামন! আপনি পদবিন্যাস-ব্যাপারে দৈত্যরাজ বলিকে বঞ্চনা করিয়াছেন। হে প্রভো, আপনার পদনখপৃষ্ট সলিলদ্বারা সকল লোকের পবিত্রতা সম্পাদিতা হইয়াছে॥ ৫॥

হে ভৃগুরামরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি জগৎকে ক্ষত্রিয়গণের শোণিতরূপ জলরাশিতে পাপসমূহের অপগম ও

সংসার-সন্তাপ-প্রশমনসহকারে স্নান করাইতেছেন ॥ ৬ ॥

হে রাঘবরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি সংগ্রামে দশদিক্‌পালের কামনীয় ও মনোহর দশাননের দশমুণ্ডরূপ উপহার দশদিকে বিভাগপূর্ব্বক দান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে বলদেবরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি শুভ্রবর্ণ নিজবিগ্রহে হলাঘাতের ভয়ে সম্মিলিতা কালিন্দীর ন্যায় প্রকাশমান মেঘবর্ণ অর্থাৎ নীলবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

হে বুদ্ধরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে। আপনি জয়যুক্ত হউন। অহো! করুণহৃদয়! আপনি পশুবধনির্দ্দেশক যজ্ঞীয় বেদবচনসমূহকে নিন্দা করিতেছেন ॥ ৯ ॥

হে কল্কিরূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি ম্লেচ্ছগণের সংহারকার্য্যে ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র খড়্গ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

হে দশাবতাররূপধর কেশব! হে জগদীশ হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে মানব! শ্রীজয়দেব কবির কীর্ত্তিত মনোহর সুখপ্রদ শুভদায়ক ও সংসার-সারস্বরূপ এই স্তোত্র শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

বেদরাশির উদ্ধারকারী, জগন্মণ্ডলের বহনকারী, ভূমণ্ডলের উত্তোলনকারী, দৈত্যবিদারণকারী, বলির বঞ্চনাকারী, ক্ষত্রিয়-সংহারকারী, রাবণের পরাভব-কারী, হলরূপ অস্ত্রের ধারণকারী, কারুণ্যরাশির বিস্তারকারী এবং ম্লেচ্ছগণের প্রলয়কারিরূপে দশবিধমূর্ত্তি-প্রকাশকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(৪) শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তামিল নাম তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আল্‌বর্)

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা বিপ্রনারায়ণের জন্ম, বাল্যজীবন ও স্বরূপ

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শৌনীয় ব্রাহ্মণ-বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর

পূর্ব্বনাম **বিপ্রনারায়ণ**। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নারায়ণের **বনমালার অবতার**। বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশ শোভা করে।

শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের আটপ্রকার মাল্যসেবার মানস

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্যরূপ অষ্ট প্রকার মানস পুষ্পার্চ্চন স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতির জন্য চেষ্টা করিতেন।

দেবদেবী-নাম্নী এক বারনারীর ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর দর্শন লাভ

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিলেন। তিরুক্করম্বানুর নিবাসিনী অতুল্য রূপযৌবনসম্পন্না দেবদেবী নাম্নী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ-প্রাসাদে যাতায়াত করিত। একদিন সেই স্ত্রীলোকটী নিজ ভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমনকালে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পুষ্পতুলসী কানন সন্দর্শন পূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে কানন মধ্যে বৃক্ষাদির সেবানিরত দেখিতে পাইল।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে মোহিত করিবার জন্য দেবদেবী-বারবনিতার অপচেষ্টা

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটী কি পাগল? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্য্যায় এতাদৃশ ব্যস্ত যে, আমাদের আকর্ষণ ইহার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন? তদুত্তরে সে বলিল, ভগবদ্ভক্তের বাহ্যবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে। তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল তুমি যদি উহাকে স্বীয় রূপ-লাবণ্যে মোহিত করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে আমি তোমার ছয়মাস বিনা বেতনে পরিচর্য্যা করিব। দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে, উহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপভাবে সেবা করিব। এইরূপ কথোপ-কথনান্তে ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশভূষা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুর

চরণে আসিয়া নানা দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনিও তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

ভক্তাভিপ্রায়েণুর বারবণিতাকর্ত্তৃক মুগ্ধাভিনয়

কিছুদিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্রবসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত হইল। দেবদেবীও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্পার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। বিপ্রনারায়ণও নিজ দুর্ব্বলতাবশে দেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে শ্রীরঙ্গনাথকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি

একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ লক্ষ্মীসহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত দাস। কালবৈগুণ্যে এরূপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজদাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্র হইয়া অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্যমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষ পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্ত-রক্ষার কৌশলস্বরূপ দেবদেবীকে শ্রীরঙ্গনাথের স্বর্ণপাত্র-দান

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ ব্যবহার্য্য একটি স্বর্ণপাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভৃত্যবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঙ্গনাথ কহিলেন, আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটী দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্য বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন। স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহ সহকারে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথদেবও অদর্শন হইলেন।

স্বর্ণপাত্র অপহৃত মনে করিয়া সেবকগণের রাজদ্বারে অভিযোগ-হেতু বিপ্রনারায়ণের কারাদণ্ড

প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী, মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্রনারায়ণ-কর্ত্তৃক ঐ প্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায়, রাজাদেশবশে তাঁহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

ভক্তের কারা-ক্লেশ দর্শনে শ্রীলক্ষ্মীর পুনরাবেদন

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহু সমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

অনুতপ্ত বিপ্রনারায়ণের অপরাধ মোচনের জন্য স্বয়ং ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-নাম গ্রহণ

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলিদ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ-অভিলাষ-মতে তাঁহার নাম ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডরড়িপ্পড়ি নাম প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বহু তীর্থস্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি "তিরুমলই"-নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদেবীর চিত্তশোধন ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবালাভ

দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহাতেও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

বিপ্রনারায়ণের রচিত গ্রন্থদ্বয়

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু 'তিরুমলই' নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্ব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম—'তিরুপপল্লিয়েড়ুচ্চি' অর্থাৎ পরমাত্মার জাগরণ।

উভয় গ্রন্থই তামিল-কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে, ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাতা তিরুমঙ্গই ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর কৃপাপাত্র

তিরুমঙ্গই নামক দাতা ভক্ত যে-কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তুলসী-কানন রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তিরুমঙ্গইকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা 'গুরু-পরম্পরাই' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

(৫) শ্রীকুলশেখর

শ্রীকুলশেখরের জন্ম, স্বরূপ ও কুল-পরিচয়

কল্যব্দ ২৭ বর্ষে কুলশেখর আল্‌বর্‌ পরাভব বৎসরে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কল্লিভূমিতে **শেররাজ-বংশে** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহু তপস্যা-ফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের **কৌস্তুভমণির অবতার** বলিয়া কুলশেখর 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালম বা মালাবার প্রদেশের অন্তর্গত। শেররাজ বা কেররাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে।

শ্রীকুলশেখরের পরাক্রম ও কেরল, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের অধীশ্বরত্ব

কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন, এরূপ নয়; তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজন্যোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজ-প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিব-রাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানব-বলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বল-লাভ সিদ্ধান্ত করিলেন।

তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস, পাণ্ডিত্য ও ভগবৎসেবার আগ্রহ ও চেষ্টা

সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ আলোচনাপূর্ব্বক সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের

অন্ত ক্রমশঃই হৃদয় মহাব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীব্যেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টা-সমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল।

কুলশেখর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও উন্মত্তপ্রায়

শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পার্থিব জ্ঞান-বিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য দ্বারা সেবাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পার্ষদ-নিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার যাহাতে প্রীতির অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটী করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও মন্ত্রিগণের কুচক্র ও বৈষ্ণবমর্য্যাদা স্থাপন

কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রিবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটী হার অপহৃত হইল। তাহারা রাজ-সমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণব-দিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল।

কুলশেখর তাহাদিগের নিকট ভক্তবল দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্র গরল-বিশিষ্ট ভুজঙ্গ আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্প-সমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজহস্ত সর্প-বিবরান্তর্গত করিয়া মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন যে, "যদি মদীয় বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে, নতুবা ইহারা আমায় হিংসা করিবে না।" রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রিসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন।

শ্রীকুলশেখরের বিষয়ীর সঙ্গ-ত্যাগের পরিকল্পনা ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় পথ-নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ

তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা)

[প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।]

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া কুলশেখর পুত্র দৃঢ়ব্রতকে রাজ্যভার প্রদান-পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহ-মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধিও শ্রীরঙ্গম্ নগরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

মুকুন্দমালা-স্তোত্র ও পেরুমাল তিরুমালি গ্রন্থদ্বয়

শ্রীকুলশেখর তামিল-ভাষায় 'পেরুমাল তিরুমলি' নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় "মুকুন্দমালা-স্তোত্র" নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্ত্যুদ্দীপক ভাব-গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে।

কুলশেখরের অবস্থিতি-কাল বিচার

কুলশেখরের কাল-সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে, শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ-নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর নিজকন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি-সমূহ রঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিষয় ও বৈরাগ্য

বিষয়ীর বৈরাগ্য ও বৈরাগীর বিষয়

অনেকে মনে করেন যে, বিষয়ী লোকের বৈরাগ্য নাই ও বৈরাগীর বিষয় নাই। একথা নিতান্ত অতাত্ত্বিক। বিষয়ে অবস্থিত ব্যক্তির বৈরাগ্য অভ্যাস অসম্ভব নহে; বরং সুবিধা হইলে সেই অবস্থাতেই বৈরাগ্য সাধন অনেকে করিয়া থাকেন। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয়, তাহাও নয়। স্থূল

দেহে সাধক যে-পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন সে-পর্য্যন্ত শারীর-কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত বিষয়ই থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়ীভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়-নিষ্ঠাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন।

শ্রীদাস গোস্বামীর উদাহরণে শ্রীমন্মাহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীদাস গোস্বামীর নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে-সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া সংসার ত্যাগের বাসনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সে-সময় পরমারাধ্য শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল ।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭--২৩৯)

শ্রীদাস-গোস্বামীর সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যদ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা দান

বৈরাগী-কুলতিলক দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর আজ্ঞা পরমানন্দে মস্তকে ধারণ করতঃ স্বগৃহে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিবস সদ্‌গৃহস্থের ন্যায় আচরণ করতঃ বৈরাগ্যোপযোগী ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পরে সুযোগ পাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু এই কথা বলিলেন।—

ভাল কৈল বৈরাগ্য ধর্ম্ম আচরিল ॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে **পরাপেক্ষা**।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে **জিহ্বার লালস**
পরমার্থ যায় আর **হয় রসের বশ** ॥

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২—২২৭)

শ্রীদাস গোস্বামী যদিও সিদ্ধ পার্ষদ তথাপি জগজ্জনকে বিষয়ে অবস্থিত হইয়া ক্রম চেষ্টাদ্বারা কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করা যায়, তাহার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে পূর্ব্বোক্ত ক্রমশিক্ষা দিয়াছেন।

ত্যক্তগৃহই ভক্ত এরূপ নহে, গৃহীও ভজন-পরায়ণ হইলে ভক্ত হন

অনেকে মনে করেন যে, বর্ণাশ্রমস্থিত কৃষ্ণোপাসকগণ 'বৈষ্ণব' নাম পাইবার অধিকারী নন অর্থাৎ যাঁহারা ভেক লইয়া কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব। একথাটী নিতান্ত অমূলক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহস্থ-বৈষ্ণব। কলিকালে যেরূপ দৌরাত্ম্যের প্রবলতা তাহাতে বৈষ্ণবগণ যে-পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পক্কাবস্থা লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত গৃহস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিবেন। ইহা জগৎকে শিখাইবার জন্য শ্রীকলিযুগ-পাবন অবতারের পার্ষদবর্গ অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া যেরূপ উচ্চ বৈষ্ণবতা আচরণ করিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন।

অপক্ক অবস্থায় ভেকগ্রহণ অপ্রয়োজনীয়

পরিপক্কাবস্থার অপেক্ষায় বৈষ্ণবকে গৃহে থাকিতে গেলে ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িবে, এ আশঙ্কায় অপক্কাবস্থায় ভেক লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ব্রহ্মযামল বাক্য)

পরিপক্ক বৈরাগী-বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু শ্রীমুখে এই আজ্ঞা করিয়াছেন—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬—২৩৭)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা

(১)

গুরুদেব !

অকালে অসৎসঙ্গে অস্তাচল পারে—
আয়ুসূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিল আঁধারে।
মায়ার কোলেতে বসি' আশার দোলায়—
দুলিয়ে ঘুমা'য়ে কাল কাটা'নু হেলায়॥

(২)

বিকশি' কলুষ কৃষ্ণ-কুসুম-নিচয়।
ভজনের দেহ বৃথা করিলাম ক্ষয়।
শ্রুতি-সুখকর মধু-কনক-ঝঙ্কার—
কামিনী-কুহকে ভুলি' কর্ত্তব্য আমার—

(৩)

কলুষ-কুহেলী তমে পথ হারাইয়া,
জীবন কুপথে মোর চলেছে ছুটিয়া।
মরণ পথের কালো আঁধারের মাঝে,
চলেছি যে আমি হায় অতি দীন-সাজে।

(৪)

কল্লোলিয়া আসে মৃত্যু দু'বাহু পশারি'।
বিত্রস্ত হৃদয় কাঁপে দুরু দুরু করি',
নাতিদূরে রম্য মায়া-কানন-মাঝারে।
সুরের লহরী তুলি' বীণার ঝঙ্কারে—

(৫)

কামাদি অরাতিবৃন্দ করিতেছে গান।
সে-গানের তানে কাঁপে অবনী-বিমান।
মোহিত করিল মোর মলিন হৃদয়।
জীবনের প্রাহ্নে আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়॥

(৬)

তোমা বিনা গুরুদেব! কে করে উপায়।
সকলি কালের স্রোতে ভাসিয়া যে যায়॥
বিষয়-সন্তপ্ত আর পাপাশক্ত আমি।
মায়ার কবল হ'তে রক্ষ মোরে তুমি॥

(৭)

অক্রোধ পরমানন্দ অদোষ-দরশী।
অমিয় করুণা-বারি কারুণ্যে বরষি'—
বিধৌত করিয়া ম্লান চিত-দরপণ,
নিয়োজ সেবায় তব মোর দুষ্ট মন॥

(৮)

অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তোমার চরণে নতি, তুমি বিশ্বগুরু॥
আমার আরাধ্য তব ও রাঙা চরণ।
ওপদ সেবিয়া ধন্য হউক জীবন॥

(৯)

আমার সকল গর্ব্ব করিয়া চূর্ণ কর গুরু মোরে দীন।
জগতের কাছে সারমেয় হ'তে আরও কর মোরে হীন॥
সাধুসঙ্গ-লাভে মোর নাহিক উল্লাস
সদা করি আমি হীন-সহ বাস,
ভুলি' নিজ শুদ্ধসত্ত্ব, হয়ে রিপু-দাস
মায়ার সেবাতে মত্ত নিশিদিন॥

(১০)

বিষয়-বৈভব—পুত্র-পরিজন,
আমার বলিতে যা আছে এখন,
তব পদে প্রভু! কৈনু নিবেদন,
করহে অধমে সেবক সুদীন॥

(১১)

ছয় দোষ মোর করিয়া বিনাশ,
ছয় বেগ দমি' কর নিজ-দাস,
ছয় গুণাশ্রয়ে মায়াপুরে বাস
দিয়ে কর ছয় সতের অধীন ॥

গুরুপদাশ্রয়াকাঙ্ক্ষী—
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী
নারমা, মেদিনীপুর।

কীর্ত্তন

কোনও বিষয়ের উচ্চ বর্ণনাকে কীর্ত্তন বলা হয়। 'কৃত' ভাবে 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া কীর্ত্তন-শব্দ নিষ্পন্ন। সাধারণতঃ 'বর্ণন' অর্থে কীর্ত্তন-শব্দ প্রযুক্ত হইলেও উহার সার্থকতা ভগবান্ ও তদীয় জনগণের গুণানুকথনে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে কীর্ত্তন শব্দ প্রয়োগ করা সার্থক বলিয়া বিবেচিত হয় না। 'জয়ন্তী' শব্দ প্রাকৃত জন্ম-বাসরার্থে ব্যবহৃত হইলেও তাহা যেমন ভগবানের বা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মবাসর ছাড়া অন্যত্র প্রয়োগ সঙ্গত হয় না, 'কীর্ত্তন'-শব্দও তদ্রূপ যথা তথা প্রযুক্ত হওয়া অযৌক্তিক।

'নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্' (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩)

একমাত্র কীর্ত্তিতব্য ভগবান্ ও তদীয় জনগণের নাম-রূপ-লীলা-গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনকেই কীর্ত্তনাখ্যা দেওয়া যায়। কীর্ত্তন দুই প্রকার—'উপাংশু'-কীর্ত্তন ও 'বাচিক'-কীর্ত্তন।

'ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেন সংকীর্ত্তনম্ তদুপাংশুকীর্ত্তনম্।'
'উচ্চৈর্ভাষা তু যৎ কীর্ত্তনম্ তদ্‌বাচিককীর্ত্তনম্।'

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের আবার প্রকারভেদ রহিয়াছে। একজন উচ্চৈঃস্বরে গুণ-বর্ণন করিলে কীর্ত্তন হয়, কিন্তু বহুলোকে মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে গুণ-বর্ণন করিলে তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়।

'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব **সঙ্কীর্ত্তনম্**।'

কলিকালে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারাই তত্ত্বদর্শিগণ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীসুত

গৌরহরির উপাসনা করিয়া থাকেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

যিনি কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির সর্ব্বদা বর্ণন করিয়া থাকেন অথবা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ যাঁহার মুখে নিরন্তর উচ্চারিত হয়, যিনি দেহ-কান্তিতে অকৃষ্ণবরণ (পীতবরণ)—অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-বেষ্টিত সেই মহাপুরুষকে বুদ্ধিমান্ জনগণ 'সঙ্কীর্ত্তন'-যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। কারণ কলি-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরিই সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক—

সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৬)

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪৬ অধ্যায়)

'হরি' এই দুইটী অক্ষর যিনি একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহার কখনও বিপথগতি হয় না; যেহেতু উচ্চারণ-দ্বারাই তাঁহার কীর্ত্তন-কার্য্য সমাধা হইয়া যাইতেছে।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলির বহু দোষরাশি থাকিলেও একটী মহদ্‌গুণ রহিয়াছে,—কারণ কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন দ্বারাই কলিকালে মানবগণ বন্ধনমুক্ত হইয়া যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ (ভাঃ ১।৫।২২)

নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, উত্তম-শ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবর্ণনই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দান প্রভৃতি কর্ম্মসমূহের নিত্য ফলস্বরূপ—ইহা পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—

"যদ্যপ্যন্যাভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি সংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।"

শাস্ত্রে নববিধা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেও ইহাদের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি ব্যতীত অন্যগুলির মধ্যে যে কোনও একটীর যাজন করিতে হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সহযোগেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০, ৭১)

অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর উদ্গমন হয়।—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায়)

কৃতাদিযুগে ধ্যানাদিদ্বারা যাহা লাভ করা যায়, কলিকালে একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাহাই লাভ হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৯৯)

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবকুলের উদ্ধার-মানসে শিক্ষাষ্টক দ্বারা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

মলিন-চিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণ মার্জ্জন করিতে, সংসার-দাবানল নির্ব্বাপণ করিতে, জীবের পরম মঙ্গলরূপ চন্দ্রের কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই একমাত্র সমর্থ। বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, জীবের আনন্দ-সাগর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করাইতে ও সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনই সমর্থ।

যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা ভজনাঙ্গসমূহের পূর্ণতা সাধিত হয় না। একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সমূহ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব॥ (ভাঃ ৮।২৩।১৬)

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

হে ভগবন্! মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ভ্রংশ দ্বারা), তন্ত্র হইতে (ক্রমবৈপরীত্য দ্বারা) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে-সকল অপূর্ণতা রহিয়া যায়, সেইগুলি কেবলমাত্র আপনার সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥ (শ্রীনারদীয়ে প্রঃ বাক্য)

শ্রীশ্রীভগবন্নাম জপকারী অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী শতগুণে শ্রেষ্ঠ; কারণ যিনি জপ করিয়া থাকেন তিনি নিজকে পবিত্র করেন; কিন্তু উচ্চকীর্ত্তনকারী নিজকে ও শ্রোতৃবর্গকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিঞা হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥ (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৭৯-২৮১)

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কলোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণু-সঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥ (বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য)

দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ প্রভৃতি করিতে হইলে ইহারা সময় অপেক্ষা করে, কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তনে দেশ-কাল, পাত্রাপাত্র, শুচি-অশুচি, নিয়ম প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। কেবলমাত্র নিরপরাধে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব বিষ্ণুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনই জীবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যান হইতে জানিতে পাই যে, ভগবন্নাম সম্যক্ কীর্ত্তিত হইলে ত' কথাই নাই, অসম্যক্ কীর্ত্তিত হইলেও 'নামাভাসে' পাপিগণের পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। যেমন মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে আপনার পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে নামের মাহাত্ম্য-প্রকাশক বহু প্রকার উপদেশ শাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, কলিকালে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারাই ভগবৎসেবা ও প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

প্রতপ্ত-কনকপ্রভং বিমল-পূর্ণ-চন্দ্রাননং
গলন্নয়ন-বারিভিঃ সপদি সিক্তভূমিতলং।
সগদগদগিরং মুদা সকলদেব-চূড়ামণিং
শচীসূনুমহং ভজে করুণসাগরং নাগরম্॥ ৬॥

তপ্ত কাঞ্চনের প্রভা বিস্তারিয়া মনোলোভা
তুমি ধর সদা সুখ মন।
বিমল সুখদ হ'য়ে পূর্ণভাবে তাতে র'য়ে
তুমি হও সুচন্দ্র বদন॥
নয়নের বারি যত সুগলিত করি তত
তব বক্ষে ভাসাইয়া দাও।
তৎক্ষণাৎ তাহাতেই অভিষিক্ত হইয়াই
তুমি ভূমি আর্দ্র করি রও॥
গদ গদ বাণী ধরি' তাহা উচ্চারণ করি'
আনন্দের ধারা প্রবাহিয়া।
সকলের শ্রেষ্ঠ হ'য়ে চারুরূপে বিরাজিয়ে
চূড়ামণি-ভাব দেখাইয়া॥
করুণা-সাগর হ'য়ে নাগরের শিরে র'য়ে
নবদ্বীপে সুবিলাস যজি'।
শ্রীক্ষেত্রে লুকাও তাহা সন্ন্যাসীর ভাবে আহা
ওহে শচীসূনু! তোমা' ভজি॥ ৬॥

কদম্ব-কুসুমোল্লসৎ-পুলকপুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলং
ঝলজ্জলদিতি স্খলন্নয়নবারিভির্নির্ঝরং।
বয়ং দমদময়িতে হৃদি দরস্ফুরন্মাধুরী
মধুন্মদ-মহানটং কিমপি ধাম বন্দামহে॥ ৭॥

কদম্ব কুসুমাবৃত হইয়াই উল্লসিত
পুলকের রাশি ছড়াইয়া।
তুমি সে পুলক ধরি' নৃত্য কর বলি' হরি
তাহাতেই উজ্জ্বল হইয়া॥
আঁখি ঝল ঝল করি কিমাশ্চর্য্য ভাব ধরি'
নয়নের রারি প্রবাহিয়া।
তাহা গড়াইয়া পুনঃ হরি' সর্ব্বজন-মন
রহ সদা নির্ঝর হইয়া॥
আমাদের বুকে তাতে ধাক্কা দিয়া ভালমতে
আনন্দাশ্রু প্রবাহিত কর।
মাধুরীকে ফুটাইয়া তাহা হৃদে উৎপাদিয়া
আমাদের পরানন্দে ধর॥
হরিনাম মধুতেই পাগলের ভাব লই
মহানটরূপ ধরি' রও।
তাহাতেই সুখ দাও অত্যাশ্চর্য্য রূপ পাও
ওহে গৌর! মম নম লও॥ ৭॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)

শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ৩৫৫ পৃষ্ঠার পর)

আচার্য্য শঙ্করের গুরুত্ব-বিচার

আচার্য্য শঙ্করের অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থে গুরুর স্বরূপ বলিতে গিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কোন ব্যক্তিরই শিষ্য হইবার অভিলাষ থাকে না, বা তাদৃশ গুরুকরণ স্বীকার করিলেও তাদৃশ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্য-শঙ্কর উক্ত গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠক-

বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ আপনারা কেবলাদ্বৈতবাদের গলদ কোথায় বুঝিতে পারিবেন। উক্তি যথা :—"তস্মাদেবাচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ। যস্তজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞানং তৎকার্য্যদেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদিশাসনং হ্যুপপদ্যতে। **অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ**। তস্মাদ্দেহাদিসংবন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽভ্যুপেতব্যঃ। তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্য-নিবৃত্তিঃ তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষতে ইত্যত্র নায়ং দোষঃ" অর্থাৎ—"জিজ্ঞাস্য এই যে, আচার্য্য অজ্ঞ কি বিজ্ঞ হইবেন? যদি তিনি অজ্ঞ হন, ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞানোপদেশ করিতে (অজ্ঞতাপ্রযুক্ত) অক্ষম। আর যদি তিনি বিজ্ঞ হন, তবে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা তিনিই ব্রহ্ম হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয় নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তিনি (ব্রহ্মজ্ঞানহেতু) দেহাদিসম্বন্ধশূন্য হওয়ায় শিষ্যাদিকে শাসন বা উপদেশ দিতে অক্ষম। **অতএব 'অনবগতঃ' অর্থাৎ অনবগত (মূর্খ বা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য) ব্যক্তিই শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন।** উক্ত প্রকার আচার্য্যেরই (অজ্ঞানোত্থ) শরীরাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ আচার্য্যের নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহা হইতেই জানা যায়, জ্ঞানরূপ মোক্ষলাভ আচার্য্যাধীন এবং আচার্য্য-শিক্ষাসাপেক্ষ। জ্ঞান উক্তপ্রকার গুরুসাপেক্ষ ও তদধীন হওয়ায় দোষ নাই।" ইহাই শঙ্করের উক্তি।

গুরুত্বে ভ্রান্তিই মহাদোষ

উক্ত উদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে 'অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ' কথাদ্বারা শঙ্কর গুরুর স্বরূপ যে-প্রকার অনবগত, মূর্খতাযুক্ত ও অজ্ঞান-শাসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাদৃশ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবেন না। যে সম্প্রদায়ের গুরুর প্রতি এবম্প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধা যে, তাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মানিতেই হইবে, তাদৃশ সম্প্রদায়কে ভারতীয় হিন্দুসমাজ আস্তিক বলিবেন কি? বেদসার-ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ' প্রভৃতি শ্লোকে আমাদিগকে ঐপ্রকার গুরুক্রবের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী মোক্ষ-কামনায় অনবগত অজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে গিয়া নিজেও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া অন্ধকূপে পতিত হইয়া মূলেই ভুল করিয়া সর্ব্বতোভাবে দোষ করিয়াছেন

ভ্রান্ত গুরুর শিক্ষাও ভ্রমপূর্ণা। সুতরাং তাদৃশ গুরুমুখ-নিঃসৃত 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' বা 'সোঽহম্' প্রভৃতি বাক্যসমূহের ভ্রমপূর্ণা ধারণাই সরলহৃদয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের অন্তঃকরণে প্রকাশিতা হইবে। শঙ্করদেব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের কদর্থ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া গুরুতত্ত্বে ঐপ্রকার ভ্রান্তি প্রবেশ করাইয়াছেন। তাহাতে আস্তিক সম্প্রদায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ঈশ্বরতত্ত্ব জীবতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করেন, তাহা অতীব অনুপাদেয় ও হেয় হইতেছে। ব্রহ্মের সগুণাবস্থানকেই ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বর জীব-কোটির মধ্যেই পরিগণিত হন, ব্রহ্মের পরিচ্ছন্না-বস্থা বা প্রতিবিম্বাবস্থাকেই জীব ও ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। পরিচ্ছেদের বৃহদংশের নাম ঈশ্বর ও ক্ষুদ্রাংশের নাম জীব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরও জীব, জীবও জীব। জীব-শ্রেণীভুক্ত ঈশ্বরত্বের উপাসনা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি করিয়া থাকেন? আস্তিক সমাজ ঈশ্বরত্ব বা ভগবত্তাকে জীবকোটির ভিতরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহা ছাড়া উক্ত প্রকার ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেরও চরমে হানি হওয়ায় নিত্যত্বের প্রতিযোগী হইতেছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব।

শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ না মানিয়া মায়াবাদী নাস্তিক

এখন দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ এই তিনটী তত্ত্বে কেবলা-দ্বৈতসেবী মায়াবাদিগণ কপটতামূলে বিশ্বাস প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষের কোন শাখায় অবস্থান করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিলে ভূপতিত হইয়া জীবন নাশই হইয়া থাকে। বিচার-ক্ষেত্রে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাঁহাদের মূল ছেদন করতঃ কেবলাদ্বৈতবাদী পতিত হইয়া নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিক-সম্প্রদায় উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ আছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর বসুদেবদাস্য ব্যতীত গতি নাই

অদ্বৈত মানিতে গিয়া জীব, ব্রহ্ম ও বিশ্বের বিচারে জীব-বিশ্বে যে মিথ্যাত্বের আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কেবলাদ্বৈতবাদীর কৃষ্ণবিরোধই মূল-ব্যাধিরূপে প্রকাশ পায়। মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে গিয়া এবং ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে-প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা হইতে

উদ্ধারলাভের উপায় **অনবগত** আচার্য্যের আশ্রয় নহে, পরন্তু কার্ষ্ণতত্ত্ব বসুদেবের পদাঙ্কানুসরণ একমাত্র পথ।

প্রতিবিম্ববাদের হেয়তা

প্রতিবিম্ববাদী বলিয়া থাকেন, প্রতিবিম্ব যে-প্রকার মিথ্যা সেইপ্রকার ভেদ ও বিশেষাদিবশতঃ সুখ-দুঃখানুভূতি মিথ্যা; কারণ, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের কম্পন ও জল-কম্পনে চন্দ্রের বহুত্ব প্রতিভাত হইলেও চন্দ্র নিশ্চল ও এক। এবম্প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদীর উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্মৈকত্ব স্থাপন ও জীব-বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হয় না। কারণ, উক্ত উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে তাহার সত্যতা বুঝা যাইতে পারে। ব্যাপক বস্তু, নিরাকার বস্তু, অপরিসীম বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আকাশের যে-প্রকার প্রতিবিম্ব হয় না, কিন্তু আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বাবস্থা লক্ষ্য করা যায়; সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক অসীম ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাবস্থা অসম্ভব হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্ক-পদার্থ ও স্বচ্ছ জল-পদার্থ উভয়ের দর্শন-সংযোগ্যত্ব-হেতু একই বিশ্বভূত হওয়ায় প্রতিবিম্ব সম্ভব হইয়াছে। সেইরূপ অজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জলস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে বিম্বস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎকে এবং জীবকে চক্ষুসংযোগ-স্থানে ধরিলে অজ্ঞান, ব্রহ্ম ও জীব—এই তিনটী তত্ত্ব বিশ্বরূপ একটী তত্ত্বেতে পরিণত হয়। উক্ত তিনটীর কোনটীকে বাদ দিলে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয়ের নিত্যতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মস্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আধেয়স্বরূপ অজ্ঞান-প্রসূত জীব ও বিশ্বকে স্বীকার করিবেন কি? তাহা ছাড়া বিম্ব—নিত্য চেতন ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব—মিথ্যা, অচেতন জীব ও বিশ্ব। জীব ও বিশ্ব প্রতিবিম্বস্থানীয় বিধায় উভয়ই অজ্ঞান অর্থাৎ অচেতন, জড় ও মিথ্যা। বিশ্বের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, বরং চেতনত্বই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবরূপ অচেতনের চক্ষু-সংযোগের দ্বারা দৃশ্যত্বের অসদ্ভাব-হেতু প্রতিবিম্বের প্রতিযোগী হইতেছে। মিথ্যাভূত জীব অজ্ঞানপ্রসূত বিধায় অচেতন বা জড় হইয়া পড়িতেছে।

জীবত্বে জড়ত্ব হেতু ভোক্তৃত্ব কোথায়

ব্রহ্ম অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব জীব বদ্ধাবস্থাতে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইতেছে। ব্রহ্ম কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত। জীব যদি স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মই হন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিবিম্বিতাংশ অজ্ঞানরূপ অচেতন জড়ই সুখ-দুঃখের ভোগ করিয়া থাকে।

জড়বস্তু সুখ-দুঃখের ভোক্তা, ইহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও বহির্ভূত বলিয়া অযৌক্তিক বিধায় হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত। জীবের সুখদুঃখ-ভোগ দেখা যাইতেছে—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল এইরূপ দেখা যাইতেছে এবং চেতনাযুক্ত জীবের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি, উচ্চাবচের জ্ঞান, ভেদ-বৈশিষ্ট্যের ধারণা, বস্তু ও শব্দের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি চেতন জীবেতেই লক্ষ্য করা যায়। অচেতন পদার্থ যথা মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি জড় বস্তুতে উক্ত চেতনের অনুভূত ব্যাপারসমূহ লক্ষ্য করা যায়(৭)। সুতরাং প্রতিবিম্ব বিশ্বের অচেতনত্ব হইলেও জীব তৎশ্রেণীভুক্ত হইয়া অচেতন হইবে না।

পারমার্থিকও মিথ্যা

কেবলাদ্বৈতবাদী পরমার্থবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া বলেন, বিচারমাত্রই কেবল ব্যবহারিক। শাস্ত্র স্বয়ং ব্যবহারিক, তাহার উক্তিও ব্যবহারিক, ব্যবহারিকতা বাদ দিলে উক্ত মতবাদিগণের আর কিছুই বলিবার থাকে না বা যাহা থাকে বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাতে ব্যবহারিক পরমার্থত্বই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মে ব্যবহারিক যুক্তিতে যে পারমার্থিকতা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সত্য ব্রহ্মও মিথ্যা হওয়ায় সাধনাসিদ্ধি হইতেছে।

জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য—ঐক্য নহে

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয়; তবে তিনি অপ্রমেয়, অবিতর্ক্য, আর জীবকেও ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় প্রমেয়, পরিচ্ছিন্ন ও বাক্য-মনের গোচরীভূত। সুতরাং ব্যবহারিক হিসাবেই উক্ত মতবাদিগণের বিচার স্বীকৃত হইলেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন হয় না। ব্যবহারিক হিসাবে যাহা পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা তাদৃশ পারমার্থিক হিসাবেও পৃথক্ না হইবার সঙ্গত কারণ ব্যবহারিকভাবে কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কোন প্রকারেই সাধিত হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের দ্বারা ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না, কারণ 'নীলোৎপল-নয়ন' বা 'চন্দ্রবদন' বলিলে নয়নের নীলোৎপলতা বা বদনের চন্দ্রত্ব না বুঝাইয়া সাদৃশ্যই প্রমাণিত হইতেছে। উপমানের অঙ্গীকার না করিয়া কেবল উপমেয়ত্ব মাত্র স্বীকার করায় যুক্তির প্রাখর্য্য হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রেতে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যই উপমিত হয়। তাহাতে অহং পদের লোপ করিয়া কেবল ব্রহ্মের স্থাপ্যত্ব-বিচার সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মের ব্যবহারিকতায় বাক্য ব্যাঘাত

ব্যবহারিক শব্দের অর্থ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব। তাহা হইলে পারমার্থিক শব্দে ত্রিকালসত্তাযুক্তত্বই বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্মেতে যদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম অর্থাৎ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব আছে এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকব্রহ্মে ধর্ম্মারোপ হয় এবং তাহাতে বাক্যব্যাঘাতও জন্মাইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে অবর্ত্তমান বস্তু 'আছে'—একথা বলিলে কালান্তর্গত ব্যাপারই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোনও বস্তু 'আছে' বা 'নাই' বলিতে গেলেই কালান্তর্গতত্ব বুঝায়। তাহাতে পারমার্থিক শব্দের কালান্তর্গতত্ব প্রকাশ পায়।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য

ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই স্থান ভগবৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নানাপ্রকার উক্তি আছে,—

কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্র স্বর্গাদপি সুদুর্লভা।
যত্র বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য মর্ত্ত্যাঃ স্যুঃ সুরবন্দিতাঃ॥
শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বপুণ্যক্ষয়ভীরবঃ।
অন্যান্যামিতি জল্পন্তি অনিশঞ্চ দ্বিজোত্তম॥
ভূয় এব গমিষ্যামঃ কর্ম্মভূমিং কদা বয়ং।
কদা তত্র করিষ্যামঃ পূজাং শ্রীকমলাপতেঃ॥
অতিধন্যা ইমে লোকা অস্মত্তোঽপি মহাশয়াঃ।
দুর্লভে ভারতে বর্ষে পূজয়ন্তি হরিং প্রভুম্॥
অহো ভারতবর্ষস্য কঃ শক্তো গুণভাষণে।
যত্রারাধ্য হরিং পূর্ব্বং বয়ং দেবত্বমাগতাঃ॥
অত্র জন্ম সমাসাদ্য যেন নারাধিতো হরিঃ।
তত্তুল্যো মূঢ়ঃ সংসারে কোঽপি দৃষ্টঃ শ্রুতো ন চ॥

(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১০ ম অঃ)

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যাঃ ভোগভূময়ঃ॥

অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে, তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রযান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা, যে ভারতে নেন্দ্রিয় বিপ্র হীনাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।২২-২৬)

যত্র ভারতবর্ষঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরং।
কর্ম্মক্ষেত্রং সতাং সদ্ভিঃ প্রশস্যং পুণ্যদং পরম্॥
আবিভাবোঽত্র কৃষ্ণস্য যত্র বৃন্দাবনং বনম্।
অন্যস্থানে সুখং জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্॥
ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মজম্।
অনেক জন্ম পুণ্যেন সাধূনাং জন্ম ভারতে।
কৃষ্ণানুগ্রহতো বিদ্বান্ লব্ধ্বা চ জন্ম ভারতে।
ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥
অসার্থকং তস্য জন্ম বৃথা তদ্গর্ভযাতনা।
নিষ্ফলং তচ্ছরীরঞ্চ নশ্বরং ব্যর্থজীবনম্॥
জীবন্মৃতো হি পাপী স চণ্ডালাদধমোঽশুচিঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নিত্যমভক্ষ্যাঞ্চাপ্যনিবেদ্যং হরেরহো॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

পদ্মপুরাণে জৈমিনীর প্রতি শ্রীব্যাসদেবের উক্তি—

হে বিপ্র! এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, ইহাতে জন্ম স্বর্গাপেক্ষা সুদুর্লভ। এখানে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন করিয়া মর্ত্ত্য জীব দেববন্দিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ পুণ্যক্ষয়ে ভীত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন যে আমরা পুনরায় কবে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে গমন করিব। কবে আবার তথায় শ্রীকমলাপতির পূজা করিব। এই ভারতবাসী লোকসকল আমাদের অপেক্ষা অতি মহাশয় ব্যক্তি, যাঁহারা দুর্লভ ভারতবর্ষে প্রভু হরিকে পূজা করিয়া থাকেন। অহো ভারতবর্ষের গুণ-কীর্ত্তনে কে সমর্থ? আমরা তথায় জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক হরিকে আরাধনা করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে

জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে হরির আরাধনা না করে, তাহার তুল্য মূঢ় কোন ব্যক্তি দেখা যায় না বা শোনা যায় না।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় ঋষির নিকট পরাশরের উক্তি—

হে মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এইখানে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া থাকেন। দেবগণ এইরূপে গান করিয়া থাকেন—"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য। সেই নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন। আমাদের এই স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে কোথায় জন্মগ্রহণ করিব জানিনা। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয় বিহীন না হইয়া ভারতে জন্মলাভ করিয়াছেন।"

নারদপঞ্চরাত্রেও এইরূপ বর্ণিত আছে—

সকলের বাঞ্ছিত বর-স্বরূপ সাধুগণের প্রশংসনীয় কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। যেখানে বৃন্দাবন নামক বনে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যস্থানে সুখের জন্মও নিষ্ফল এবং বৃথা সংসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ যাতায়াত লাভ ঘটে। বহু জন্মের পুণ্যফলে সাধুব্যক্তিগণের ভারতে জন্ম হয়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে ভারতে জন্মলাভ করিয়া যদি কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন না করা হয়, তবে তাহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয়। তাহার জন্ম অসার্থক। তাহার গর্ভযাতনা বৃথাই ভোগ হয়। তাহার শরীর ধারণ নিষ্ফল এবং তাহার জীবন নশ্বর ও ব্যর্থ। সেই পাপী জীবন্মৃত, চণ্ডাল হইতেও অধম ও অশুচি; আর সে নিত্য শ্রীহরির অনিবেদিত অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করে।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ষবর্ণন প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়োবহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি। (ভাঃ ৫।১৯।১৮)

এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবহুল স্ব-স্ব-কৃত কর্ম্মফলে দৈবী, মানুষী ও নারকী গতি লাভ করে। যেহেতু এই ভারতবর্ষে সকলের সর্ব্বপ্রকার গতি স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে এবং স্ব-স্ব-বর্ণ ও

আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ (ভাঃ ৫।১৯।২০)

দেবতাগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন—অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যেহেতু এই ভারত-ভূমিতে যে—মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা করি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ সেবনোপযোগী মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈঃ
দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ॥
কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়োঃ বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্ন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
প্রাপ্তা নৃজাতিস্ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্।
ন চেদ্ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্॥ (ভাঃ ৫।১৯।২১-২৪)

আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? এস্থানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখভোগ হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারে লোপ

হয়। দ্বিপরার্দ্ধ-কাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ ; কেন না সেই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মর্ত্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি-মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের কৃত কর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণপূর্ব্বক হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হন। তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। অতএব যে স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেই বৈষ্ণবী নদীতটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে স্থানে নৃত্যগীতবাদ্যাদি-মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর হরির সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠান হয় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তথায় আশ্রয় করা উচিত নহে। এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যাদি দ্রব্যপরিপূর্ণ ভগবদ্-ভজনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে সকল প্রাণী বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তি-যোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্যাধকর্ত্তৃক পাশবদ্ধ পক্ষিসকল কোন প্রকারে পাশমুক্ত হইলেও অনবধানতা দোষে প্রমত্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তিলক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্যযোনি লাভ করিয়াও নিজ-নিজ কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

বাহ্যদর্শনে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুল্য দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ইহার বৈশিষ্ট্য নিত্য বিরাজমান। কর্ম্মভূমি ও ভগবদ্ভজনানুকূল এই ভারতক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়া ভগবদুপাসনাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?

বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। "এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায় ?" তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভবাটবীতে আগমন করতঃ বিমুখিনী মায়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব মায়িক বস্তুর সেবায় আত্মবলিদানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-সাধন-তৎপরতাকেই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে করিতে কালের স্রোতে ভাসিতে থাকে।

মায়াদেবীর বিচিত্রতাপূর্ণ রাজত্বে নয়ন ও মনোমুগ্ধকর বস্তুর বিচিত্রতা দর্শন করিয়া নিত্য নবনবায়মান ভোগ করিবার স্পৃহা বদ্ধজীবের হৃদয়-অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার ঐপ্রকার ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাকেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ঐপ্রকার ভোগরূপ বঞ্চককে পরমাত্মীয়বোধে তাহার মধুপুষ্পিত বাক্যগুলিই অর্থাৎ তাহার বঞ্চনাময়ী প্রেরণাগুলি একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই বিচারে মনুষ্য যে-কোন কার্য্য করিতে যায়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যসাধনের পরিবর্ত্তে মূলে আভ্যন্তরিক ভোগ-স্পৃহাই থাকিয়া যায়। তখন দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণাদি মাত্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতারূপে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রতিপন্ন বিষয় সুচারুরূপে পালনের নিমিত্ত মনুষ্য তখন ঊর্দ্ধনিঃশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে মায়ার দ্বারে অতিথি হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, এবং আর্ত্তনাদের সহিত ডাকিতে থাকে—কে আছ, শীঘ্র দরজা খোল, আমি বিপন্ন। তখন মায়াদেবী মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিতে থাকেন,—"কে তুমি, তোমার প্রয়োজন কি? কি জন্য তুমি এখানে আগমন করিয়াছ?" তাহার উত্তরে ঐ জীব বলিতে থাকে,—আমি অর্থের প্রয়াসী হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে কিছু অর্থ প্রদান কর। কেননা, আমি ঐ অর্থের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিয়া আমার এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা করিব। মায়াদেবী তখন তাহার উত্তরে বলিতে থাকেন,—তুমি যদি কনকের প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাকে নিজ স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া আমার নিকট আসিতে হইবে, অর্থাৎ তোমার নিজের নিজত্বকে বলিদান করিয়া আমি যখন যাহা আদেশ করিব, সেই মুহূর্ত্তে তাহা অবনত মস্তকে পালন করিয়া আমার চিরকৃতদাস থাকিতে হইবে—এই সর্ত্তে প্রস্তুত থাকিলে কনক পাইতে পারিবে। তাহাও সুদুর্লভ। তখন সেই জীব কাতর-স্বরে করজোড়ে নিবেদন করিতে থাকে,—"আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমি অবনতমস্তকে পালন করিব। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ত্রুটী হইবে না।"

কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈবের ফের এমনই যে, ঐ জীব বিষয়-মোহ-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া স্ব-স্বরূপের শুদ্ধদাসত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া ধূর্ত্তা, কপটী, ছদ্মবেশী-করাল-বদনী মায়ার কর্কশ বাক্যগুলিও অতি আদরের বলিয়া মনে করিল; অমনি সে মায়ার দাসত্বের ডোরে চিরতরে বন্দী হইয়া কনকভোগকেই জীবনের ব্রত

করিয়া বসিল—কনক-কামিনী যে বাঘিনী-স্বরূপ, তাহা তাহার বোধগম্য হইল না। ঐ অর্থ তখন তাহার জীবনকে অনর্থে বিজড়িত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিয়া পরম বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাহা, তাহা হইতে শতকোটী যোজন দূরে অবস্থান করাইল। বস্তুতঃ পক্ষে জড় অর্থের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া পরমার্থ অর্জ্জনের স্পৃহা জাগিলে নিত্যমঙ্গল বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

কেহ কেহ ঐ প্রকার বিচারকে বহুমানন না করিয়া কর্ম্মমার্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের যথাযথ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করতঃ জগতে কর্ম্মবীর সাজিবার অভিলাষই কি মানব-জীবনের সার্থকতা?

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভগবৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও না জন্মে তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মসকলেরই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অর্থাৎ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকার দৈহিক বা মানসিক সেবাকে চরম প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন না। কেন না, এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইহা অনিত্য, কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য এবং এই মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক; "এই ভাল এই মন্দ, সব মনোধর্ম্ম"—মন যে-বিচারটীকে এক মিনিটের পূর্ব্বে অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, আবার পর মুহূর্ত্তে তাহা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সত্য করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার সরল অন্তঃকরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্যটী বিচার করিবেন।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরের উপকার করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু সে উপকারের মুখ্য তাৎপর্য্য কি, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিচার করা কর্ত্তব্য,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না, এই ভারতভূমি তপোবন, এইখানে যত মুনি, ঋষি

জন্মগ্রহণ করিয়া আরাধনার দ্বারা শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্‌ও

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" (গীতা ৪।৮)

—এই বাক্য সফল করিবার জন্য যুগে যুগে নানা অবতাররূপে মাদৃশ পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ ও ধাম সহ এই তপঃক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। এবং বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি যাবতীয় পূতা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বদা পবিত্র করিয়া জীবের পাপ নাশ করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি উৎপন্ন করাইতেছেন। সুতরাং আমরা যাহারা এই প্রকার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি তাহাদের পরম উপকার করা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বদ্ধজীবসমূহ নিজে ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া ভোগ্যবুদ্ধিতে ভগবানের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইতেছে। দৈহিক ও মানসিক সুখ-শান্তিই তাহাদের চরম কাম্য; তজ্জন্য তাহারা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নপর। স্বরূপ-জ্ঞান-সম্বন্ধে শাস্ত্র-কথিত আত্মধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বরূপে অবস্থিত হইলে জানা যায় "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—জীবের স্বরূপের বৃত্তি—কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। এই অবস্থা লাভ হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥ (ঈশোপনিষৎ ১।১)

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

একমাত্র প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ, আর সব তাঁহার দাস; তাঁহার দাসত্ব করাই মানব-জীবনের সার্থকতা। স্বামী-সেবাতে যেমন সতী স্ত্রীর জীবনের সার্থকতা, সেই প্রকার ভগবানের সেবাই সমস্ত শাস্ত্রের মূল উপদেশ।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩১)

গৃহকে যাহারা ব্রত করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত অসদ্‌গুরু হইতে অথবা আপনা

হইতে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোনপ্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই প্রকার ত্রিতাপময় সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়সমূহকে বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া সকল স্বার্থের একমাত্র গতি যে বিষ্ণু তাহা জানিতে পারে না। অন্ধ যে-প্রকার অন্য অন্ধ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদ-রূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

তাই নিজে অন্ধ হইয়া অপরকে পথ প্রদর্শন করিতে না যাইয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের জীবনকে স্বার্থের গতি যে একমাত্র বিষ্ণু, তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতঃ নিজের আচার-প্রচারময় জীবনদ্বারা ভারতবাসীকে—শুধু ভারতবাসীকে কেন, সমগ্র পৃথিবীর জীবসমূহকে মায়া-পিশাচীর ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভগবানের অভয় চরণারবিন্দের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলে জীবের পরম উপকার করা হয়।

অনেকে কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শুষ্কজ্ঞান অবলম্বন করিয়া 'ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ'—এই প্রকার ধারণাপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি প্রাদেশিক বাক্যকে বহুমানন করতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকে অভিলাষ করিয়া নিজকে মুক্ত মনে করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

যাঁহারা ভগবানের সেবাকে চরম বলিয়া বরণ করিয়াছেন এই প্রকার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিহীন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, আমি তাঁহার ভৃত্য এই প্রকার জ্ঞানহীন হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুটী বিনাশ করতঃ অর্থাৎ সেব্য, সেবক, সেবা—এই তিনটীকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে, তাহাদের যে বুদ্ধি বা জ্ঞান তাহা শুদ্ধ নয়, তাহাদের জ্ঞান শুষ্ক। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে নিজদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করায় অধঃপতিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩)

যিনি জ্ঞানের প্রয়াস দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিবার আশায় ভগবদ্‌পরায়ণ সাধুসঙ্গ করতঃ তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্‌বাণী শ্রবণপূর্ব্বক যে-কোন অবস্থায় থাকিয়াও কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবায় রত থাকেন, ভগবান্ অজিত হইয়াও সেইপ্রকার ভক্তের নিকট জিত হন।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

ভগবান্ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য এই প্রকার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যময়। অদ্বয়জ্ঞান পুরুষ নিরাকার নির্ব্বিশেষ নন; তাঁহার যে বিশেষত্ব আছে তাহা আমার ন্যায় কূপমণ্ডুকের ধারণার অতীত। এই প্রকার অবাস্তব বিচারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন দিবার বুদ্ধি না করিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সাধিত হয়।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

শ্রীভগবানে যাহার স্থিরতরা, নিশ্চলা, অটলা ভক্তি, অর্থাৎ "তিনি সেব্য আমি সেবক, তাঁহার সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম" এই প্রকার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে শ্রীভগবানের দিব্যকিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন,—যাহারা "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার উচ্চারণকারী মহা-অপরাধী ব্যক্তিদিগের নিকট নয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি যে-প্রকার সূর্য্যের মহিমা বুঝিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার মায়ামোহে অন্ধ ব্যক্তি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি কি-প্রকারে দর্শন করিবে?

ভোগ-ত্যাগান্ধ ব্যক্তিগণ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে মাত্র, আর ভগবদ্ভক্তের নিকট মুক্তিদাসী করযোড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কি কথা, ভক্তের সেবা

করিয়া নিজকে ধন্য করিবার জন্য মুক্তি পর্য্যন্ত আজ্ঞার অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকে।

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, বিষয়-কোলাহলে মগ্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য পরম দয়ালু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম মধ্যে মধ্যে ইহ জগতে উদিত হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমের পশরা লইয়া শ্রদ্ধা-মূল্যে অযাচিতভাবে, অকাতরে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মহা-দানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাইয়াও তাঁহাতে যাহাদের মনুষ্যবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার সেবার অভিনয়ে যাহারা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাকে অভীপ্সিত মনে করেন তাঁহাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের নিকট আমাদের প্রার্থনা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ (শিক্ষাষ্টক ৪র্থ শ্লোক)

হে শ্রীগুরুদেব! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে যেন আপনাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। এই প্রকার আর্ত্তি সহকারে যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করতঃ শ্রীহরিভজনে নিয়োজিত হন, তিনিই প্রকৃত মানবজীবনকে সার্থক করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

স্বাধীনতা

সমস্ত ভারতে আজ একটা স্বাধীনতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই স্বাধীনতার পিপাসা পরিলক্ষিত হয়। এ পিপাসা কোথা হইতে আসে? ইহা কি পূর্ব্বে ছিল না, এখনই মাত্র দেখা যাইতেছে? না, তাহা নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষ আসিয়া জীবকে শিখাইয়া দেয় নাই যে, জীব তুমি স্বাধীন। স্বাধীনতা জীবমাত্রেরই স্বরূপগত স্বভাব। স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানের অণু অংশ জীব; ভগবানের সেই স্বাধীনতার অণু অংশ জীবও পাইয়াছে; তবে ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীব ইচ্ছাধীন মাত্র; কিন্তু মায়ার ইচ্ছাধীন নহেন, কেন না জীবস্বরূপে মায়ার

কোন সংস্পর্শ নাই। ভগবান্ জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানুষের কথা কি দেবতাগণেরও ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত জীবের সে স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। জীবেরই সে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে। জীব যেহেতু তাঁহার অণুত্ব ধর্ম্মপ্রযুক্ত মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য, সেইহেতু জীব তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্দত্ত সে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া বসেন। ভগবৎসেবাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর ভগবদ্বিমুখতা বা মায়ার সেবাই সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। এই অপব্যবহারের ফলেই জীবকে আজ মায়ার অনুগত সম্প্রদায় নানাপ্রকারে পীড়ন করিতেছে। তাই জীব এই পীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্যেরা বহুদিন হইতে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-নির্ম্মিত নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া মায়ার নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে এমনই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছেন যে, ক্লেশ-মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেও এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না বা বুঝাইতে পারিতেছেন না—কি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়, কোথায় তাঁহাদের অভাব? তাঁহারা অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন, স্বাধীনতা বলিয়া যেন একটা মহামূল্য রত্ন তাঁহারা বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পাইতে হইবে; তাহা পাইলেই তাঁহাদের চির-শান্তি। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা সে রত্ন পাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। জগতের কতকগুলি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে-রত্নটী আবিষ্কারের জন্য নানা স্ব-কপোলকল্পিত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগকে আরও একটী ভয়াবহ পরাধীন দেশে লইয়া যাইতেছে। সে দেশে অধীনতা আসিয়া তাঁহাদের নিকট স্বাধীনতা বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছলনা করিতেছে; সুতরাং যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিয়া যাইতেছে, কষ্টের লাঘব আর হইতেছে না। এখন উপায় কি? যতক্ষণ না জীব প্রাচীন, সনাতন, মহাজনপন্থা বা শ্রৌতপন্থানুসরণে স্বাধীনতা-রত্ন লাভের জন্য চেষ্টাপর হন, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই।

মহাজনগণ বলেন—জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাই জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা স্বাধীনতা; আর দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি জন্য সেই স্বরূপ-বিস্মৃতিই জীবের পক্ষে অবৈষ্ণবতা বা

পরাধীনতা। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জীবকে আর পরাধীনতার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতার প্রয়াসী। এ প্রয়াস হইতে তাঁহাদিগকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। একটী কীটও এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরের অধীনে থাকিতে চায় না, জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহারা যথাসাধ্য মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ মানব যে সেই স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তবে স্বাধীনতার ছদ্মবেশধারী অধীনতায় মানুষের কোন লাভ নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের বন্ধন, এই বন্ধন হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হওয়াই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

মায়াবদ্ধ জীবই আপনাদিগকে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য এই ভাবিয়া অন্যের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত জীব,ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না, সুতরাং পরাধীনতা তাঁহাদিগকে কোনও ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। ভারত স্বাধীন হইবে সেইদিন যেদিন ভারতবাসী দেহ ও মনের অনিত্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—কৃষ্ণের অধীন হইবে। নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া কোন একটী প্রকৃত জিনিষ লাভ হইতে পারে না, নকলকেই আসল বলিয়া মনে হইবে মাত্র। জাগতিক ধারণার স্বাধীনতা লাভে জীবের একটী অভাব দূর হইবে আর পাঁচটী অভাবের সৃষ্টি হইবে, কোনও অভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবে না; কিন্তু মহাজন-নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতায় জীবের অভাব নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে—জীব স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ স্বাধীনতা-প্রয়াসী জনগণের পরাধীনতা হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইবার প্রয়াসই সমীচীন এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ঐরূপ পরাধীনতা-ব্যাধির মূল কারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল উপসর্গ দমনের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে না। নেতৃগণ নিজেরা সদ্‌গুরুর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সেই স্বাধীনতার কথা প্রচার করুন। জীব ভগবদ্‌সেবোন্মুখ হইলেই অচিরে স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন এবং তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবেন; নতুবা কোটি কল্পকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত

স্বধামে শ্রীদামোদরদাস বাবাজী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, ইং ২৩শে অক্টোবর ১৯৫০, সোমবার গৌর-ত্রয়োদশী দিবসে গঙ্গার পশ্চিম তটে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সজ্ঞানে **শ্রীপাদ দামোদরদাস বাবাজী মহারাজ** ইহলীলা সম্বরণ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন পল্লীগ্রামে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ধামসেবার মানসে তাঁহাকে কিছুদিন কিশোরীভজা ও ভজনখাজা দলে মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে উক্ত সঙ্গ তাঁহার ভজনানুকূল না হওয়ায় তিনি পাষণ্ডী ও গুরুদ্রোহী জ্ঞানে উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে নিষ্কিঞ্চন জীবনযাপনোদ্দেশ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে কৌপীন ও বেষ গ্রহণ করেন। এবং নবদ্বীপ-মণ্ডলের ঋতুদ্বীপস্থ চাঁপাহাটীতে বহু প্রাচীন-কাল হইতে শ্রীদ্বিজবানীনাথ-সেবিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরজীউর সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সমাপন করতঃ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের কৃপাভিক্ষা করিয়া অভিন্নগৌড় শ্রীব্রজমণ্ডলে যাইয়া ভজন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সমাপন করিয়া দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বেই উক্ত সমিতির প্রধান কার্য্যালয় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং ৩।৪ দিবস এস্থানে অবস্থানের পর নবদ্বীপে যাত্রা করেন। এস্থলে অবস্থানকালে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বেশ প্রফুল্ল দেখা যাইত এবং তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি এত শীঘ্রই আমাদিগকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া লাইবেন—ইহা তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই। বৈষ্ণবে তাঁহার অত্যধিক প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যাইত। সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ ও বৃথা বাক্যালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ তিনি শ্রীনামভজনে ব্যয় করিতেন। রাত্রিকালে নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়াও প্রায়শঃ তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও নামভজনে রত থাকিতেন—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা এইরূপ একজন নিষ্কিঞ্চন ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের বিচ্ছেদে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।

পরলোকে শ্রীপাদ নামবৈকুণ্ঠ প্রভু

আরও একটী দুঃসংবাদ এই যে, গত ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, ইং ৩০শে নভেম্বর ১৯৫০, বৃহস্পতিবার—আমাদের চিরপরিচিত পরমবান্ধব ও পরমাত্মীয় **শ্রীপাদ নামবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী** মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে ত্রিপুরা জিলার আশীকাঠীস্থ তাঁহার স্বভবনে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকট শ্রীনীলকান্ত মিশ্র বা "মিশ্র মহাশয়" নামে পরিচিত হইলেও আমাদের নিকট তিনি 'নামবৈকুণ্ঠ প্রভু'-রূপেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার সদয় অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা তিনি দেশবাসিগণের নিকট চিরপূজ্য ও বরেণ্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান, পীড়িতকে বিনা মূল্যে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান—প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি আজীবনকাল ভূষিত ছিলেন। তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত চিকিৎসা ও শিক্ষকতা দ্বারা দেশবাসীর বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। দেশবাসিগণ তাঁহার সেই উপকার চিরকাল কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্মরণ করিবে। তাঁহার জাগতিক পরিচয় বাদ দিলে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সর্ব্বদাই নিরভিমান ও দীনভাবে অবস্থান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি একাধারে বৈষ্ণব-সাহিত্যিক, পাঠক ও বক্তা ছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচারে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। তিনি নিজেই তাঁহার দেশে ও অন্যান্য স্থানে যাইয়া শাস্ত্রাদি পাঠ ও বক্তৃতাদিদ্বারা বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে সৎপথে আনিয়াছেন। তাঁহার প্রচারোদ্যম ও সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভবনে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৭১ বৎসর বয়সেও প্রচারকার্য্যে তাঁহার যৌবনোচিত উৎসাহ ও আগ্রহ সকলকেই স্তম্ভিত করিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি সমিতির প্রচারকগণকে একাধিকবার তাঁহার দেশে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া তথায় বিভিন্নস্থানে ভক্তিকথা প্রচার করাইয়া দেশবাসীকে ধর্ম্মালোচনার সুযোগ দিয়াছিলেন। সমিতির মুখপত্র পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"রও সম্পাদক-সঙ্ঘে অবস্থান করিয়া তিনি উঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ হইতে আমাদিগকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। "কৃপা করি' প্রভু মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭, ইং ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫০, রবিবার দিবস—তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সমিতির প্রধান কার্য্যালয় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকার বিধানানুসারে একাদশাহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা পিতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিশেষ পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

মাঘ—১৩৫৭

২৫ নারায়ণ, ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা ৩।১। **পুত্রদা একাদশীর উপবাস।**

২৬ নারায়ণ, ৫ মাঘ, ১৯ জানুয়ারী, শুক্রবার—গৌর দ্বাদশী রা ৫।১১। **দি ৯।৩৩ গতে দি ৯।৫৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০ নারায়ণ, ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা দি ১০।২৮। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

৩ মাধব, ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ১১।৪৮। **শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব** ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাধব, ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী, রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১০।১৪। **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ সমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৮ মাধব, ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-নবমী শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মাধব, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১০।৬। **ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।**

১১ মাধব, ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৭।৪৭। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | বাসুদেব, ২১ নারায়ণ, ৪৬৪ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৫৭; ইং ১৪।১।৫১ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহতমদধৃষ্টৌদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুল-প্রথুল-শৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ২॥

অনুপম-মণিবেদীরত্ন-সিংহাসনোর্ব্বী-
রুহঝরদরসানুদ্রোণিসঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৩॥

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিকবরকুলানাং মোর্দ্ধ্যমাস্ফালয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৪॥

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৫॥

স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৬॥

সুরপতিকৃতদীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নবগৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘবকরিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৭॥

গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলকত্বে ক্লিপ্তো বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৮॥

নিজজনযুতরাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজনর-পশু-পক্ষিব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিতকরুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৯॥

নিরুপধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ১০॥

রসদদশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধরকুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্॥ ১১॥

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের বঙ্গানুবাদ

হে গোবর্দ্ধন! আপনি অতুলনীয় অত্যুন্নত শৈলরাজির অধীশ্বর এবং আপনিই নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ দণ্ডের উপরে ছত্রভাব ধারণ করিয়া গর্ব্বিত, ধৃষ্ট ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছেন। আপনি আমাকে অভীষ্ট আপনার নিজ-নিকটে (শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে) বাসস্থান প্রদান করুন॥ ১॥

হে গোবর্দ্ধন! ব্রজ-নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদ-জনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের উভয়ের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের জন্য মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ২ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি অনুপম মণিবেদিরূপ রত্নসিংহাসন, তরু, ঝর অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরু-সমাচ্ছন্ন নিবিড় বনভাগ, গর্ত্ত, সমদেশ ও দ্রোণি অর্থাৎ অন্তরাল-প্রদেশসমূহে বলদেব ও সহচরগণের সহিত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গ-সহকারে ক্রীড়া করাইয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি পরম-রসময় নবযুবযুগলের দান-লীলার প্রকাশিকা। আপনি কান্তি-সৌরভ-সমন্বিতা শ্যামবেদীর প্রকটনপূর্ব্বক নিজ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি যে-স্থানে নিজ প্রিয় সখা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরম বিচিত্র শ্রীরাধাকুণ্ডকে কৌতুকভরে কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এস্থলে গুপ্ত হইয়া নবযুব-যুগলের ক্রীড়াসমূহ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্জ্জন-প্রদেশে আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি সর্ব্বদা নানাস্থানে স্থল, জল, তল, নূতন তৃণ এবং তরুছায়াদ্বারা গো-সমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিলোকে নিজ নাম অর্থাৎ 'গোবর্দ্ধন' এই নাম যথাযথরূপে প্রকাশ করিতেছেন; আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

হে গোবর্দ্ধন! অঘ-বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহরূপী আপনার মধ্যভাগেই ইন্দ্রকৃত দীর্ঘকালব্যাপী দ্রোহ অর্থাৎ বজ্র-বারি-বর্ষণরূপ উৎপীড়ন হইতে নিজ গোষ্ঠের রক্ষা করিয়া অধিকরূপে আপনাকে মান দান করিয়াছেন; আপনি আমাকে সত্বর নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে গিরিরাজ! গোবর্দ্ধন! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে আপনার 'হরিদাস-বর্য্য' এই প্রসিদ্ধ নামরূপ অমৃত প্রকাশিত হইয়াছে, আর আপনি বেদগণ-কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-চিহ্নরূপে স্পষ্টরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি নিজগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মৈত্রীরসে আপ্লুত ব্রজের মানব, পশু ও বিহঙ্গসমূহের একমাত্র সুখদায়ক; আপনি অপার করুণাবশে আমাকে নিতান্তভাবে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে গোবর্দ্ধন! আমি কপটী এবং শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি; কেবল এইহেতুই আমার সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট যোগ্যত্ব বা অযোগ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া আপনি নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

যিনি পর্ব্বতকুলপতি শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ দশশ্লোক প্রযত্ন-সহকারে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনে বসতি লাভ করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে পরমঙ্গলপ্রদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন সত্বর প্রাপ্ত হ'ন ॥ ১১ ॥

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(৬) শ্রীশঠকোপ সূরি

(শ্রীশঠকোপ সূরির তামিল নাম নম্মাল্‌বর্)

কর্ম্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির প্রাচীনত্ব

অনেকে মনে করেন যে, কলির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবনতির সহিত বৈদিক-বৈষ্ণবধর্ম্মও বৌদ্ধ-বিপ্লবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ বৈদিক কর্ম্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা-সাধনে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কর্ম্মী কুমারিল ভট্ট ও জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের অমিয় গাথাসকল ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। বেদের পারমার্থিক অংশগুলির মর্য্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিষ্ণুচিত্ত, যোগীন্দ্র প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈদিক-গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য দ্রাবিড়-ভাষায় মন্ত্রগুলি অন্তরিত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার

আর্য্যাবর্ত্ত-গগনে বৌদ্ধ-মেঘমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিন্ধ্যের দক্ষিণগামী হইল। দক্ষিণাবর্ত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও অন্তর্হিত হইল না। দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রের পরপারে সিংহল-দ্বীপ বৌদ্ধ-বারিতে নিষিক্ত হইল।

শ্রীশঠকোপ সূরির কৃপা-কণায় শ্রীরামানুজ-কর্ত্তৃক বৌদ্ধ, কর্ম্ম ও মায়াবাদ প্রতিহত

ভারতের এই বিষম দুর্দ্দিনে ভগবান্ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া ভগবদ্ভক্তি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। জীবের সৌভাগ্যাতিশয্যে সেই সূত্র বৌদ্ধ-মত, কর্ম্ম-

সিদ্ধান্ত ও মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতের গুরুভারে বিচ্ছিন্ন হইবার পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশে লম্বমান হইল। এই অসময়ে বৌদ্ধ-জলদাবৃত তমিস্রাপিহিত নিশিতে দাক্ষিণাত্যের যাম্য-কোণে একটী তারকা উদিত হইল। উহারই ক্ষীণ ময়ূখে দাক্ষিণাত্য-শশাঙ্ক রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত উপকারে সমর্থ হইলেন। আমরা এক্ষণে এই অজ্ঞাত তারকার অনুসরণ করি।

শ্রীশঠকোপ সূরির কুল-পরিচয়

কাবেরীর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নাম্নী পূত-সলিলা স্রোতস্বিনী পাণ্ড্যদেশের কল্মষ বিধৌত করতঃ সাগরে নিক্ষেপ করে। তাম্রপর্ণীর তটে কুরকা-নাম্নী পুরী। তথায় **বিভুতিনাথেন্দ্র** নামক এক সৌভাগ্যবান্ শূদ্র বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধনু। ধর্ম্মধনুর তনয় চক্রপাণি ও পৌত্র অচ্যুত। অচ্যুতের পুত্র সুমতি ও পৌত্র ফুৎকার। ফুৎকারের কারি-নামক তনয়ই শঠকোপ দাসের পিতা।

শ্রীশঠকোপ সূরির জন্মস্থান ও জন্ম

পাণ্ড্যের পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল-স্থান কেরল-দেশ। বর্ত্তমান কালে কেরল-দেশ 'ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য' বলিয়া পরিচিত। কেরল ও পাণ্ড্যদেশের অন্তরালে মহেন্দ্র-পর্ব্বত। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম মহেন্দ্র-পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করেন। এই কাল হইতে এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস দেখা যায়। কেরল-দেশে কোন বৈষ্ণব-গৃহে নাথ-নায়িকা জন্মগ্রহণ করেন। ফুৎকার স্বীয় পুত্রের সহিত বৈষ্ণব-কন্যা নাথ-নায়িকার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। **নাথ-নায়িকার গর্ভে মহানুভব শঠকোপ জন্মগ্রহণ করেন।** শঠকোপ দাস শঠারি, কারিমার, বকুলাভরণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

আশৈশব মূক ও অন্ধ

শঠকোপ বাল্যকাল হইতে বাক্‌শক্তি-রহিত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিরও বিকাশ ছিল না। আশৈশব মূকান্ধতা-নিবন্ধন চিঞ্চা-বৃক্ষের (তেঁতুল) নিম্নে ষোড়শবর্ষ-কাল স্থাণুর ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পিতামাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। সাধারণ লোকে শঠকোপকে জড়দ্রব্য জ্ঞান করিত।

বিশ্বক্‌সেনের অবতার শঠকোপের অনির্ব্বচনীয় তেজ

শঠকোপের চেতন-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত থাকিলেও তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি ছিল। সেই তেজ সামান্য প্রাকৃত-তেজের সহিত তুলনীয় নহে। দাক্ষিণাত্যের

দক্ষিণ-সীমায় বাস করিয়াও জড়প্রায় শঠকোপের তেজোরাশি বিন্ধ্য ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পরিদৃষ্ট হইত। কথিত আছে, বিশ্বক্‌সেন শঠকোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করায় অপ্রাকৃত জ্যোতি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রাকৃত জীবে এইপ্রকার জ্যোতি সম্ভবপর নয়।

মধুর নামক ব্রাহ্মণের জ্যোতি-দর্শন ও তাহার অনুসরণে শঠকোপ সূরির প্রাপ্তি

মধুর নামক এক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-তনয় আর্য্য-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সমাপনানন্তর তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। একদা তিনি অযোধ্যানাথ-দর্শনে সাকেতপুরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থান-কালে দক্ষিণ-দিকে তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করতঃ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অনুসন্ধানে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হন। মধুর যতই দক্ষিণাভিমুখে গমন করুন না কেন, তেজও তাঁহার সহিত ক্রমশঃই দক্ষিণ-দিকে যাইতে থাকে। অবশেষে তিনি তাম্রপর্ণী-তটাবলম্বিনী কুরকা-নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তেজের আকর চিঞ্চা-মূলাবস্থিত শঠকোপকে দর্শন করিলেন।

মধুর ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক মূকান্ধতার পরীক্ষা ও শঠকোপের শিষ্যত্ব স্বীকার

শঠকোপকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার আশা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শঠকোপের মূকান্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক দৃঢ় প্রস্তর-খণ্ড তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রস্তর-পতন-শব্দ শ্রবণ করতঃ শঠকোপ সহসা **দুইটী নেত্র** প্রসারণপূর্ব্বক গ্রামস্থ প্রস্তর-খণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুর কবি এতদ্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

তাঁহার **প্রজ্ঞা পরিমাণ** করিবার মানসে মধুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! যদি জীব প্রকৃতির উদরে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কোথায় পুরুষ অবস্থান করেন?" শঠকোপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "জীব তদ্বস্তু ভক্ষণ করিয়া তথায় বাস করে।" এই প্রশ্নের মীমাংসা অবগত হইয়া **'বকুলাভরণকে'** সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি বুঝিতে পারিলেন এবং **'কারিমারের'** চরণাশ্রয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিছুকাল গুরুর নিকট অবস্থান-কালে একদা গরুড়বাহন ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তিতে বকুলাভরণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শঠকোপের দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-রাশি

বিষ্ণুচিত্ত যোগীন্দ্র **'দ্রাবিড়-আম্নায়'** রচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বৈদিক-ধর্ম্মের বিশেষ সহায়তা করেন। এক্ষণে শঠকোপ বেদের উত্তরভাগ দ্রাবিড়-ভাষায় প্রকটিত করিলেন। মধুর কবি কারিমার-রচিত বেদার্থ অবগত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়ে পারঙ্গত হইলেন। শঠকোপ-রচিত গাথার আদর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কারিমার দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রামস্থ শ্রীবিগ্রহের স্তব নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্তবগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত উপকার করতঃ **পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে ঐহিক-লীলা সমাপ্ত করেন।**

শ্রীশঠকোপের শ্রীমূর্ত্তি-পূজা ও তিনি 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আদিগুরু

শঠকোপের দেহাবসানের পর তদীয় শিষ্য 'মধুর' গুরুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন ও যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শঠকোপের পাণ্ডিত্য অচিরেই দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। অনেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শঠকোপ-সূক্তি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঠকোপ দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীশঠকোপ-কৃত বেদার্থ-চতুষ্টয় ও অর্থপঞ্চক 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক আদর্শ

শঠকোপ-দাস-প্রণীত **ঋগ্বেদার্থ**—'শ্রীবৃত্তাখ্য'-নামে অভিহিত হইল। উহাতে একশত গাথার সন্নিবেশ ছিল। **যজুর্ব্বেদার্থ**—সাতটী গাথায় সম্পূর্ণ ও 'অশির্ষাখ্য' নাম ধারণ করিল। **অথর্ব্বার্থ**—৮৭টী গাথা ও **সামার্থ**—সহস্র গাথায় সম্পূর্ণ। এই বেদার্থ-চতুষ্টয় দ্বারা শ্রীশঠকোপ দাস অর্থপঞ্চক উদাহৃত করিয়াছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈরাগ্য

দেহ বর্ত্তমানে বিষয়-ভোগ স্বাভাবিক

বিষয়-ব্যাপারে বিদ্বেষের নাম 'বৈরাগ্য'। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তুকে 'বিষয়' বলা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি জীবের ইন্দ্রিয়। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ার্থ

ভোগ হইয়া থাকে। বদ্ধ জীবের দেহটী যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন বিষয়-ভোগ তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ফল্গু ও যুক্ত-ভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে 'ফল্গু' অর্থাৎ শুষ্ক-বৈরাগ্য, যথা ঃ—

বৈরাগ্য দ্বিবিধ,—শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য এবং যুক্ত-বৈরাগ্য। বিষয়কে অনর্থ-জ্ঞানে তাহা নিবৃত্তি করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা, তাহাই **শুষ্ক-বৈরাগ্য।** এই বৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীরূপ-গোস্বামী রসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৬)

যাহারা জড়দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রয়াস করেন, তাহারা মুমুক্ষু। মুমুক্ষুগণ জড়, সুতরাং অনর্থক বলিয়া হরি সম্বন্ধীয় বস্তু পরিত্যাগ করেন। তাহারই নাম ফল্গু বা শুষ্ক-বৈরাগ্য।

শুষ্ক-বৈরাগ্য ভক্তিসাধনের অনুপযোগী

ভজন-প্রয়াসী ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্ক-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। যেহেতু অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়-নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিসাধনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। দেহধারী জীবের বিষয়-চেষ্টা স্বাভাবিক। বহু প্রয়াসে বিষয় নিবৃত্ত করিলেও প্রকৃতির গুণবশতঃ আবার সেই বিষয়-ভোগ হইয়া পড়ে। অতএব ভগবদ্বাক্য, গীতায়—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। (গীঃ ১৮।১১)
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ৩।৫)

বিষয়কে পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না ; যাবৎ বিষয় হইতে কোন শ্রেষ্ঠ রস জীব প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ বিষয়-তৃষ্ণা অনিবার্য্য।

বাহ্যতঃ বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়-তৃষ্ণা কপটাচার

বহু কষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয়-ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীঃ ৩।৬)

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনে মনে বিষয় স্মরণ করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ২।৫৯)

ইন্দ্রিয়গণের দৌর্ব্বল্যহেতু নিরাহারী বা সংযমী ব্যক্তির বিষয়-ভোগের সামর্থ্য বিগত হয়, কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়।

ভক্তগণের বিষয় পরিত্যক্ত না হইয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত

কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম-রস লাভ হয়, তখন সুখ-দুঃখপ্রদ জড়ীয় বিষয় আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়; তজ্জন্য প্রয়াস করিতে হয় না। ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু বিষয়কে বিষয়রূপে ভোগ না করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করেন। চক্ষু রূপ দেখিতে চায়,—উত্তম শ্রীমূর্ত্তির বা বৈষ্ণব-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শন করুক্। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। **ইহার নাম যুক্ত-বৈরাগ্য।**

যুক্ত-বৈরাগ্যের লক্ষণ

অতএব যুক্ত-বৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীরূপ এই কহিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৫)

যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিয়াও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ দৃষ্টি করিলে যুক্ত-বৈরাগ্য হয়। একেবারে বিষয় পরিত্যাগ করতঃ পরে একান্তভাবে ভগবদ্ভজনের পরামর্শ আকাশ-কুসুমবৎ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৮-২৩৯)

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয়

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনিই উপস্থিত হয়, যথা ভাগবতে,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (ভাঃ ১।২।৭)

[অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ বিষয়ভোগত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধি-বিরহিত শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান উদয় করায়।]

ভক্তির প্রতিকূল-বিষয়ে বৈরাগ্য আবশ্যক, কিন্তু বৈরাগ্য ও জ্ঞান ভক্তির কখনও অঙ্গ নহে

ভক্তজন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি অবশ্য বৈরাগ্য প্রকাশ করেন, তাহা না করিলে ভক্তিসাধনে উন্নতি করা যায় না। বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ, অতি-ভোজন, অতিনিদ্রা প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল কার্য্যগুলি তাঁহারা অতি যত্নে পরিত্যাগ করেন; কিন্তু স্বাধীনভাবে জ্ঞান বা বৈরাগ্য চর্চ্চা করেন না। যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই,—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, শুষ্কজ্ঞান-কর্ম্ম-বৈরাগ্য-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন কর। অনুশীলন যাহাতে বিশুদ্ধরূপে হয়, তাহার প্রতি যত্ন কর। ভক্তি-অনুশীলন-বিরোধী সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি-অনুকূল বিষয়গুলি অঙ্গীকার কর। ক্রমে যখন হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হইবে, তখন অহিংসা, যম, নিয়ম প্রভৃতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অঙ্গগুলি আপনিই উপস্থিত হইবে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর 'যুক্ত-বৈরাগ্য' প্রচারের আদেশ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রধান আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন, তখন শুষ্কবৈরাগ্য বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া যুক্তবৈরাগ্য আচার-প্রচারে আজ্ঞা দিলেন। যথা, চরিতামৃতে,—

যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুষ্কবৈরাগ্যের প্রতি কিরূপ অনাদর করিতেন, তাহা আমরা তদীয় শ্রীচরিত্রাবলম্বনে একটু আলোচনা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর বৈরাগ্য শিক্ষা

শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলে নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ প্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হইতে লাগিলেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কহিলেন, "ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার দর্শনার্থে আসিয়াছেন, যদি আজ্ঞা হয়, তাঁহাকে এই স্থানে আনা হয়।" প্রভু কহিলেন, "তিনি আমার গুরু-সদৃশ পূজনীয়, অতএব আমিই তাঁহার নিকট যাইব।" শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু,—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি। (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৪-১৫৫)

প্রভু ভারতীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীভারতী গোসাঞি কোথায় আছেন?" মুকুন্দ ভারতীকে দেখাইয়া দিলেন। পরম রসিক শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন, মুকুন্দ! তুমি অজ্ঞান—

অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৭)

শ্রীগৌরাঙ্গের বাক্য-শ্রবণে ভারতী বড় লজ্জা পাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার এই চর্ম্মাম্বর প্রভুর ভাল বোধ হইতেছে না।—

ভাল কহেন,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৯)

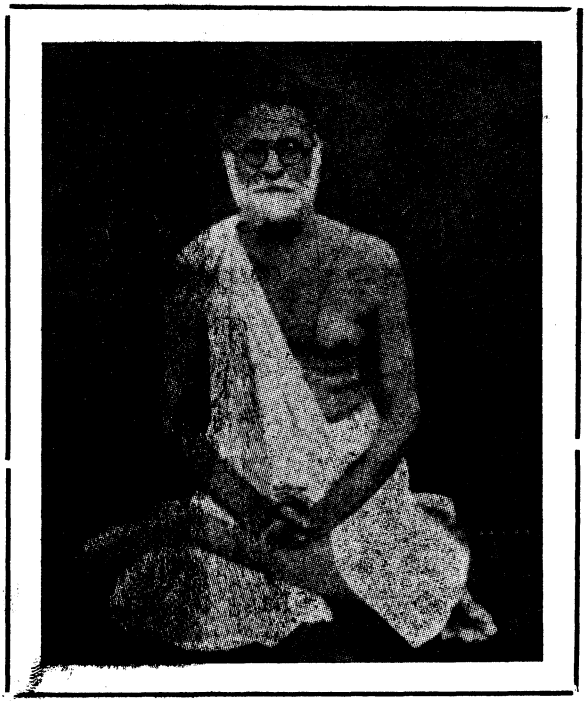
সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভারতীর অন্তর জানিয়া একখণ্ড বহির্ব্বাস আনাইয়া দিলেন। ভারতী চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া সেই বহির্ব্বাস পরিধান করিলে, তখন—"প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন।"

শুষ্ক-বৈরাগ্য ত্যাগ ও যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুষ্ক-বৈরাগ্যের এইরূপ অনাদর অনেক স্থানে দেখাইয়াছেন, বাহুল্য-ভয়ে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। ফলতঃ শ্রীগৌরানুগত ভক্তগণ শুষ্ক-বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যাবলম্বনে ভজন করুন—ইহাই আমাদিগের অভিলাষ।

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

(১)

প্রকট হইতে আজও অবধি
যাঁহার অভয় যুগল চরণ,
অর্ঘ্য-ভকতি-কুসুম-সম্ভারে
পূজিল নিয়ত মহাজনগণ ;
অমিত-প্রতাপে যে জগৎগুরু
পাষণ্ড-নারকী করিলা দমন,
যে-জন বিলা'ল করুণায় আনি'
গোলোক হইতে কৃষ্ণনাম-ধন ;
সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,"
গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
তাঁ'র পদ,—ভব-পারের তরণী,
বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ॥

(২)

তারাগণ মাঝে শশধর-সম
সেবক-মাঝারে শোভিত যে-জন,
করি-অরিসম যাঁ'র গরজনে
জীবের অশুভ করে পলায়ন ;
যাঁ'র, চরণ-কমল আনে সুমঙ্গল
ভব-দাব-দগ্ধ মানবগণের,
যাঁ'র, করুণা-অমিয়-বারি-পরশনে
শুখায় কলুষ-ক্ষত হৃদয়ের ;
সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,"
গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
তাঁ'র পদ,—ভব-পারের তরণী,
বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ ॥

(৩)

যিনি রঘু-রূপ-সনাতন-কীর্ত্তি
লভিয়া জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ,
বিসারি' শ্রীজীব-কীর্ত্তি অবনীতে
হইলা শ্রীগৌরসুন্দর-প্রেষ্ঠ ;
জনক হইতে বৎসল যিনি,
স্নেহশীল সদা জীবগণ-প্রতি,
মহিমা যাঁহার তুষার-শুভ্র,
কলি-তম নাশে যাঁহার জ্যোতি ;
সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,
গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
তাঁ'র পদ,—ভব-পারের তরণী,
বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ ॥

(৪)

পরমহংস-শ্রেষ্ঠ যে-জন
হরিনাম-ধনে হ'য়ে মহাধনী,
পতিত তারিতে ত্যজিয়া বাসনা
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন যিনি ;
যাঁহার চরণ সন্ন্যাসিগণ-
সেবিত সতত, যিনি মহাজন,
অচেতন জীব পাইল চেতন
পরশি' যাঁহার কমল চরণ,
সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,"
গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
তাঁ'র পদ,—ভব-পারের তরণী,
বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ ॥

(৫)

শ্রীগৌড়মণ্ডল-গৌরব-রবি
প্রদীপ্ত হইল যাঁহার কৃপায়,
মহিমার গান গায়—পাখী বনে
গুঞ্জরি' অলি কুসুম-শাখায় ;
যাঁ'র দরশনে অলীক মোহের
বাঁধন টুটিয়া উপজে ভকতি,
যাঁহার অভয় চরণ-কমল
পতিত-জনের গতি ও মুকতি ;
সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,"
গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
তাঁ'র পদ,—ভব-পারের তরণী,
বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ ॥

(৬)

যে-জন বার্ষভানবীর প্রিয়,　　সাগরের পারে উড়িছে যাঁহার
গোলোক-বিহারী হরি-অনুচর,　　বিজয়-পতাকা অমল ধবল ;
যাঁ'র করুণায় তাঁ'রি শ্রীচরণ-　　সেই "প্রভুপাদ অভিন্ন নিতাই,"
রেণু ধারণের পে'য়েছি সুযোগ ;　　গাহ তাঁ'র জয় কাঁপা'য়ে গগন।
বরদেন্দ্রগণ-অর্চ্চিত যাঁহার　　তাঁর পদ,—ভব-পারের তরণী,
বিশ্ব-পূজিত চরণ-কমল,　　বন্দি' তাঁহার যুগল চরণ ॥

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥"

দীন সেবক—

শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী

স্মরণ

পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে 'স্মরণ' বলা হয়। 'স্মৃ'-ভাবে 'অনট'-প্রত্যয় করিয়া স্মরণ-শব্দ নিষ্পন্ন। 'স্মরণ'-অর্থে 'চিন্তা' শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক জগতে বহুস্থলে স্মরণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইলেও হৃদয়-দর্পণে জগচ্চিন্তামণির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মৃতিই 'স্মরণ'-শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে স্মরণ-শব্দের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি।—

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্য পরমানন্দবারিধেঃ।
রূপ-সঞ্চিন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

(হরিভক্তি-কল্পলতিকা ৬।১)

সর্ব্বাবস্থায় পরিপূর্ণ, পরমানন্দ-বারিধি-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর রূপ-চিন্তাই 'স্মরণ'-নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তৎপ্রাপ্তিসিদ্ধমন্ত্রাণাং স্বরূপানাং মুরদ্বিষঃ।
মনসা চিন্তনং নাম্নাং স্মরণং কেচিদুচিরে ॥ (হঃ ভঃ কঃ লঃ ৬।২)

আবার কেহ কেহ মনদ্বারা মুরদ্বিষ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ, তদীয় প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রসমূহ ও তাঁহার নামসমূহের চিন্তনকে 'স্মরণ' বলিয়া থাকেন।

দৈত্যকুল-চূড়ামণি হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে বৎস! তুমি তোমার দৈত্যকুলগুরু ষণ্ডামর্কের নিকট হইতে কি কি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ?" তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"হে পিতঃ! শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণই ইহজগতে উত্তম শ্রোতব্য, কীর্ত্তনই উত্তম কীর্ত্তিতব্য, স্মরণই উত্তম স্মর্ত্তব্য এবং শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি প্রত্যেকটীই সর্ব্বোত্তম—ইহাই আমি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছি।"

বর্ত্তমান সময়ে আধ্যক্ষিকগণ শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত এই নয়টী শব্দ যথা-তথা যোজনা করিয়া এই শব্দগুলির অপপ্রয়োগ-দোষ আনিয়া ফেলেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, তাঁহারা শ্রবণ বলিতে মায়িক সম্বন্ধযুক্ত এবং আত্মসুখপর যাবতীয় বাক্যের শ্রুতিগোচর হওয়াকেই 'শ্রবণ' আখ্যা দিয়া থাকেন। কৃষ্ণেতর বিষয়ের পরস্পর আলোচনাকে কীর্ত্তন ও পূর্ব্বশ্রুত কৃষ্ণেতর বিষয়গুলিকে স্মরণ-পথে আনয়নকে 'স্মরণ'-আখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী শব্দকে কৃষ্ণেতর বিষয়পর অথবা মায়াবাদপর ব্যাখ্যায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। অনাদি-বহির্ম্মুখতা বা অজ্ঞানান্ধতাই আধ্যক্ষিগণের এইরূপ ব্যাখ্যার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্যই ইঁহারা জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী হইলেও পারমার্থিকগণের নিকট অজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ পরমার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞানিগণের স্মরণ-পথ ব্যতীত অতাত্ত্বিকগণের স্মরণপথে কখনও উদিত বা প্রকাশিত হন না। শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির প্রথমতঃ শ্রবণ, তদনন্তর কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সাধিত না হইলে কোনপ্রকারে কখনও মানব-গণের হৃদয়-গগনে 'স্মরণাখ্য' ভক্ত্যঙ্গ উদয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব সাত্বত গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ (ভাঃ ২।২।৩৬)

মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য এবং কখনই তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয়; অন্যান্য যাবতীয় বিধিনিষেধ উক্ত মূলবিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী

কিঙ্কর। এবম্প্রকার স্মরণের দ্বারাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অভয় চরণারবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা-সুখ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।—

প্রহ্লাদঃ স্মরণেঽভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্। (হঃ ভঃ বিঃ ১।২।১২৯)

মনুষ্যের মৃত্যুকালে নারায়ণ-স্মৃতি হইলে জন্মলাভের সার্থকতা হইয়া থাকে,—

এতাবান্ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ॥ (ভাঃ ২।১।৬)

স্বধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগ এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণ-স্মরণ, তাহাই পুরুষের লাভ। কিন্তু জন্মের অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু; অতএব তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না।

"মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥"

সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বকর্ম্মে সাধুগণ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকারী মাধবের নাম মনে মনে ও বাক্যদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। কারণ—

"বিষ্ণূচ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরে।
সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্নসংশয়ঃ॥"

বিষ্ণুনামের এতই মাহাত্ম্য যে, এই নাম উচ্চারণ ও স্মরণের দ্বারা যাবতীয় বিঘ্ন দূর হইয়া মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

"স্মৃতে সকল-কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিঃ॥"

যাঁহার নাম-স্মরণে স্মরণকারী যাবতীয় কল্যাণের আকরস্বরূপ হইয়া যান অর্থাৎ কোনও অকল্যাণ আর তাঁহার নিকট ক্ষণমাত্র থাকিতে স্থান পায় না, আমি সেই অজ, নিত্য, পরমপুরুষ ভগবান্ হরির শরণাগত হইতেছি। এই-ভাবে নিরন্তর জীব-হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতি উদিত হইলে জীবগণ তজ্জনিত ফললাভ অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করিতে সমর্থ হ'ন।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মৃতিই জীবের যাবতীয় অমঙ্গল নাশ করিয়া কল্যাণ বিস্তার করে। উহাতেই জীবের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয় এবং বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন

শ্রীউদ্ধারণদত্ত ঠাকুর

শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু সখা। জীবমঙ্গলের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসঙ্গিরূপে তাঁহার এই প্রপঞ্চে আগমন। ভক্তের কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লাভ সম্ভব। ভক্তসঙ্গই ভক্তিলাভের উপায়। ভক্তই ভগবান্‌কে দেন। এজন্য ভক্তসঙ্গ ও ভক্ত-গুণানুকীর্ত্তনই পরম মঙ্গল। তাই আজ আমরা শ্রীল দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি স্মরণমুখে তাঁহার পূতকথা আলোচনা করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তিনি বর্ত্তমান পৌষ মাসের একবিংশতিতম দিবসে কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে আত্মগোপন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভক্তই ভগবানের হৃদয় এবং ভগবান্‌ই ভক্তগণের হৃদয়। ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান্, আর ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্। ভক্তগণ ভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। ভগবান্‌ও ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও 'আমার' বলিয়া জানেন না। শাস্ত্র বলেন,—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁ'র অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৬১)
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥
"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।" (ভাঃ ।১১।১৯,২১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে॥
জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নহি অনন্ত ভুবনে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৪৭-৪৯)

"ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ১।২৬৭-৬৮)
কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৫)
"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োস্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৬)

ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়—এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যাসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য,—

এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৭)
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই নিরপেক্ষ হইয়াও পরস্পর প্রিয় সুখাপেক্ষী। ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ। এই ভক্তকুল-চূড়ামণি হইতেছেন আমাদের নিত্য স্মরণীয় শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর।

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪১)
উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪৩)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সুবর্ণবণিক্-কুলে আবির্ভূত হ'ন। হুগলী-জেলার অন্তর্গত আদিসপ্তগ্রাম ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী-নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর জন্মভূমি শ্রীকৃষ্ণপুর হইতে এই সপ্তগ্রাম এক মাইলের কিছু বেশী হইবে। সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত আছেন। সেখানে অষ্টোত্তরশত সংখ্যক শ্রীগোপাল-মূর্ত্তিও সেবিত হইয়া থাকেন।

শ্রীল ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে দেড় মাইল উত্তরে নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও 'উদ্ধারণপুর' নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এইস্থানের মন্দিরের পশ্চিমে, (কাহারও মতে শ্রীবৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—শ্রীভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়,—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেইস্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁ'র॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার॥

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক্-সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর মহিমা অপার।
বণিক্, অধম, মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা, ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরিসংকীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে-চত্বরে।
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীর্ত্তনে বিহরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন॥
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪৪৪-৪৬৫)

শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর ভগবদিচ্ছায় সুবর্ণবণিক্‌কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব সাক্ষাদ্ ভগবানের মত বা তদপেক্ষা মানব-জাতির প্রতি অধিক করুণাবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত দুর্গত জীবকে উদ্ধারণ ও ভগবানের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে-কোন স্থানে যে-কোন কুলে আবির্ভূত হ'ন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ—এই চারিরূপে ভগবান্ বা পক্ষিকুলে বৈষ্ণববর গরুড় ও জটায়ু, কপিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ও সুগ্রীবাদি, অন্ত্যজকুলে ধর্ম্মব্যাধ, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বলি ও বৃত্র, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গজেন্দ্র ও জাম্ববান্, বৃক্ষকুলে

তুলসী, শিলাকুলে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধন, জলকুলে গঙ্গা, যমুনা ও শ্রীরাধাকুণ্ড, সর্পকুলে বৈষ্ণবরাজ শেষ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগকে তত্তৎকুলে অবতীর্ণ বলিয়া তত্তৎজাতি-সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৮৬, ৯১)

গুরুবৈষ্ণবকে জাতিবুদ্ধি করিলে সেই ব্যক্তিকে নরক হইতে ভগবানও উদ্ধার করেন না। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হ'ন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ গুরু ও বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছায় যে-কোন কুলে আবির্ভূত হ'ন বলিয়া সেই কুল বা জাতি তাঁহাদের সহিত কোনরূপে সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। বৈষ্ণব-অপরাধীকে শ্রীভগবানও ক্ষমা করেন না, একথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

শ্রীভগবান্ জ্ঞান-ভক্তি-মাহাত্ম্যশালী সজ্জন শ্রীদুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন,—

ভকতের বন্ধু আমি ভকত-অধীন।
ভকতজনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন॥
হৃদয় হরিয়া মোর লইল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে॥
আপনাকে বড় মুঞি না বলি আপনে।
লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধুহনে॥
অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ-সম্পত্তি।
বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি॥
সুত-বিত্ত, গৃহ-দার, প্রাণ, বন্ধুগণ।
সকল তেজিল যেবা আমার কারণ॥
ইহলোক, পরলোক সর্ব্ব সুখ তেজে।
শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে॥
মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে।
হৃদয়ে বাঁধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে॥

ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি'।
স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী॥
চতুর্ব্বিধ মুক্তি মোর ভজনের ফল।
দিলেহ না লয় মুক্তি ভকতি কুশল॥
আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর-বাহিরে।
মুক্তিপদে বস্তুজ্ঞান নাহিক যাহারে॥
ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
সতত হৃদয়ে মোর থাকে সাধুজন॥
তাহা বিনা আমি কিছু না জানিয়ে আনে।
আমি বিনে তা'র চিত্ত অন্য নাহি জানে॥ (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

—শ্রীভক্তিবিলাস দীক্ষিত

শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

অজ্ঞান বা অবিদ্যা

ব্যবহারিক বিচারের মধ্যে যে মিথ্যাত্বের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বর্ত্তমান। 'অজ্ঞান' বলিতে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ "সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়" তত্ত্বকেই নিরূপণ করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন "অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি" অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। উহা সৎ হইতে ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বিধায় অনির্ব্বচনীয় কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র। ব্রহ্ম এক, নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ ও অদ্বিতীয় বস্তু।

অবিদ্যার পারমার্থিক সত্যতা

শঙ্কর বলেন, অবিদ্যা-হেতুই আত্মার বন্ধন হয়। আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। "স আত্মা কীদৃশঃ ?"—প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন "চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডং অচলং অজং অক্রিয়কূটস্থানন্তং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা" অর্থাৎ সেই আত্মা চিৎস্বরূপ, সদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়, কূটস্থ অর্থাৎ বিকাররহিত, অনন্ত, স্বয়ং জ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা যদি "সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধঃ" এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আত্মার নিষ্কৃতি কোথায় ?

বিষয়-আশ্রয়-বিচারে শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন "স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া * * * অবিদ্যা" অর্থাৎ আত্মাই বিষয়, অবিদ্যা তাহার আশ্রয়। অবিদ্যার এবম্প্রকার আশ্রয়ত্বহেতু চিৎসদানন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম তৎকর্ত্তৃক আবৃত নহে। অবিদ্যার উক্ত ধর্ম্মত্বহেতু আত্মার উহা অনুভাব্য হইতেছে। যদি 'স্বাশ্রয়া' হেতু 'সানুভাবগম্যা' হয়, তবে ব্যবহারিক বিচারে অনুভবসিদ্ধ বস্তুর অভাব-প্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদ্ধর্ম্মোত্থ ব্যাপারসমূহের ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বের প্রতিযোগী হইয়া মিথ্যাবস্তুই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহা ছাড়া কেবলাদ্বৈতবাদগুরু একটা উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন—অবিদ্যা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকে আবরণ করিতেছে, যথা "যথা গর্ভান্ধকারেণ আগারগর্ভম্ আচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থং আত্মানং স্বস্বরূপং আচ্ছাদ্যমিব বিক্ষিপতে" অর্থাৎ গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার যে-প্রকার গৃহকেই আচ্ছন্ন করে, সেপ্রকার ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে। এ-প্রকার উদাহরণদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি? ব্রহ্মান্তর্গত অবিদ্যা বা জ্ঞানান্তর্গত অজ্ঞান ব্রহ্ম বা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিবার যোগ্যতা রাখিলে এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে উহা ব্রহ্মের ন্যায় ত্রিকালসত্য-স্বরূপ পারমার্থিক হইয়া পড়ে।

অবিদ্যার অসঙ্গত অভিধান-হেতু মিথ্যাত্বের হানি

মায়াবাদীর পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা-সংজ্ঞার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিলে আমরা কতিপয় দোষ লক্ষ্য করিতে পারি। অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ (১) সদ্‌বিলক্ষণ, (২) অসদ্‌বিলক্ষণ ও (৩) অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অভিধানটী পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিচার করা যাইতেছে যথা :—

(১) প্রপঞ্চ বা অবিদ্যাকে সদ্‌বিলক্ষণত্ব বা সৎসম্পৃক্তত্ব সিদ্ধান্ত করিলেও মিথ্যা বলা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই বহু বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করা যায়, যথা তন্মধ্যে বৃক্ষপ্রস্তরাদি। সুতরাং উহারা সদ্বস্তু। সদ্বস্তুর প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য ও ভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৃক্ষের সদ্‌বিবিক্তত্ব বা বিলক্ষণত্ব প্রস্তরের মিথ্যাত্বজ্ঞাপক নহে। এবম্প্রকার এক সদ্বস্তু অন্য সদ্বস্তু বিলক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্বের অনুমাপক হইলে সিদ্ধসাধনতা হইবে।

(২) অসদ্‌বিলক্ষণত্ব-হেতুও মিথ্যাত্বপ্রমাপক নহে, কারণ অসদ্‌বিলক্ষণত্বে আমাদের অত্যন্তাভাবত্ব প্রকাশ করে না; ইহা মায়াবাদিগণেরই সিদ্ধান্ত।

সুতরাং প্রপঞ্চকে অত্যন্ত অসদ্ বলা যায় না। সুতরাং তাহাতে অসদ্ প্রতিযোগিত্ব দেখা যাইতেছে।

(৩) অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎকে যাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা উহা অনির্ব্বচনীয় এরূপ সংজ্ঞা দেন না, কারণ উক্ত বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি উদ্ভব দোষ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর উদ্দিষ্ট মিথ্যাত্ব যদি 'অনির্ব্বচনীয়' সংজ্ঞায় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তবে উক্ত 'অনির্ব্বচনীয়' বিশেষণ পদ দ্বারাই বিশিষ্টতা লাভ করায় 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের নিরর্থকতা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মায়াবাদ-হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত শব্দের দ্বারাই বাচ্য হইয়া পড়ায় জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যার যাহা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উহাই অবিদ্যার স্বরূপমিথ্যাত্ব-বিনাশের কারণ।

সদ্ভিন্নে ও অসদ্ভিন্নে অনির্ব্বচনীয়ত্বে গৌরব

পুনশ্চ যদি সৎ ও অসদ্‌ভিন্নত্বই অনির্ব্বচনীয় হয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বকে পৃথগ্‌ভাবে মিথ্যাত্বের হেতু বলা না হয়, তাহা হইলে মাত্র অসদ্‌ভেদ বলিলে যাহা লক্ষ্য করে তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকেও মিথ্যা বস্তুর ন্যায় অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মে অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হওয়ায় সদ্‌ভিন্ন বলা হইয়াছে; কিন্তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে যদি **অসদ্‌ভেদরূপ** অভাবাত্মক ধর্ম্ম না থাকে, তবে সদ্‌ভেদ বলিবারও কোন আবশ্যকতা না থাকায় গৌরব হইতেছে।

জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব নহে

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান-নিবর্ত্ততা মিথ্যা প্রপঞ্চ। সুতরাং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ বাল্যের জ্ঞান যৌবনজ্ঞানাপ্তিতে নিবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অনুমান ও অনুভবসিদ্ধ। বাল্যজ্ঞানের নিবর্ত্তন হেতু উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ নিবর্ত্তন প্রতিযোগিত্বহেতু সত্ত্বের প্রমাণক হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সত্ত্বের অবিরোধী হইয়া অর্থান্তরতা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কেবলাদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল, তাহা প্রকাশিত না হইয়া বিপরীত ভাব প্রকাশিত হওয়ায় অর্থান্তর হইয়া সৎ-সম্প্রদায়ের পরিপোষক হইতেছে।

নির্ধর্ম্মকত্বে বাক্য-ব্যাঘাত

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলিতে গেলে ব্রহ্ম সৎ এবং তাঁহার অভাব জগৎ মিথ্যা এইরূপ বুঝায়; কিন্তু সত্তার অভাবকেই মিথ্যা বলা যায় না; কারণ, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্তারূপ ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বিধায় তাহাতে সত্তার প্রতিযোগিতা নাই, তাহাও অসঙ্গত; কারণ পক্ষ ব্রহ্মে যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু থাকে, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটায় উক্ত শব্দের ব্যাঘাত ঘটিল। আর যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুটী যদি পক্ষ ব্রহ্মেতে না থাকে, তবে ব্রহ্মে স্বধর্ম্মের প্রাপ্তি হইল। সুতরাং নির্ধর্ম্মকরূপ হেতু পক্ষে থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়ক্ষেত্রেই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিপদাপত্তি দেখিয়া ব্রহ্মও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িলেন।

নির্ধর্ম্মকহেতু ব্রহ্মের সদ্রূপতার হানি·

পুনশ্চ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু সদ্রূপত্বও ব্রহ্মে নাই, যদি এরূপ বলা যায় তাহা হইলে সত্ত্বধর্ম্মেও সত্ত্ব নাই বলিয়া তাহাও সদ্রূপ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই তাহা সদ্রূপ নহে, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে। এরূপ নিয়মে সত্ত্বধর্ম্মের ব্যভিচার হয়। তাহা ছাড়া সত্ত্বধর্ম্মে সত্ত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে অর্থাৎ সদ্রূপে সদ্ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় বা স্বাশ্রয়-দোষ ঘটে। এইরূপ যদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার তোলেন তাহাও বিচারে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ—বস্তু গুণের দ্বারা ব্যক্ত, গুণ ও তাহার গুণত্বের দ্বারা প্রকাশিত, ইহা অপ্রামাণিক নহে। ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মী যে-প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও তাহার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়। ধর্ম্মের ধর্ম্ম-স্বীকারে স্বাশ্রয় বা আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। প্রমাণের অভাব হেতুই স্বাশ্রয় একটী দোষ। কিন্তু প্রামাণিক হইলে উহা দোষ নহে। দেখা যাইতেছে "সত্ত্বং সৎ" বলিলে সত্ত্বই সৎ বুঝায়। সুতরাং সতের ধর্ম্ম থাকিলে সত্ত্বেরও ধর্ম্ম থাকিবে। উহাতে স্বাশ্রয় দোষ হইতে পারে না। বরং সত্ত্বেও সত্ত্বধর্ম্ম আছে—ইহাই প্রমাণিত হয়। সত্ত্বধর্ম্মই সৎ। যদি সত্ত্বধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে 'সৎ'ও নাই। আধার যেরূপ আধেয় লইয়াই হয় এবং আধেয়ও আধেয়তা-শূন্য নহে; আধেয়তা নাই বলিলে আধারেরও অস্তিত্ব হানি হইবে। ইহা ন্যায়সিদ্ধ ও স্বাশ্রয়-দোষ-রহিত। আধেয়তা না থাকিলে আধেয় এবং আধেয় না থাকিলে আধার থাকিবে এরূপ বলা কেবল বাগাড়ম্বর বিতণ্ডা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু তাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই ও সত্ত্বধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্ম 'সদ্রূপ'ও হইলেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

উচ্চৈর্লোলভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্
প্রেম্না পূরিতকণ্ঠগদ্গদ-হরির্ধ্যানৈর্ভুবং মোহয়ন্।
চঞ্চৎপাদবিহারী-নূপুররবৈর্নাগান্মুদামীনয়
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর্বিজয়তে শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ ॥ ৮ ॥

কভু উচ্চে ধরি' রও　　কভু লোল করি' দাও
ভুজদ্বয় আলোড়িত করি'।
জগতের পক্ষে ধন্য　　স্বর্গলোক মহামান্য
তাহে দাও মহাহ্লাদ ভরি' ॥

প্রেমে পূর্ণ করি' গলা　　ভাবে রও সুঅচলা
গদ-গদ ভাব পুনঃ ধর।
হরি-ধ্যানে ত্রিভুবন　　মাতাইয়া সর্ব্বক্ষণ
মোহ উৎপাদন তাহে কর ॥

চঞ্চলিত করি' পদ　　আর হ'য়ে সুসম্পদ
তুমি কর নূপুরের ধ্বনি।
আমাদের মন হরি'　　মদনের ভাব ধরি'
হও তাহে পরানন্দ-খনি ॥

মল্লবেশ তা'তে ধর　　উজ্জ্বল বরণ বর
প্রেমোল্লাসে মত্ত হ'য়ে রও।
হে চৈতন্য মহাপ্রভু!　　হ'য়ে সদা পূর্ণবিভু
বিজয় করিয়া নিজে রও ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধু-চৈতন্য-মূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগতি ধিগতি ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ ? ৮ ॥

কৃষ্ণ দেব নিজে হ'য়ে এই কলিযুগে র'য়ে
যিনি সদা সর্ব্বজন ব'রে।
অসামান্য রূপে র'য়ে সর্ব্বপ্রাণ মাতাইয়ে
সর্ব্বনেত্রে আপনাকে ধ'রে॥

আর পাপাসক্ত জনে সমভাবে আনি' মনে
সুখে হ'ন পরানন্দময়।
কৃপাসিন্ধু-মূর্ত্তি তিনি, প্রাণে মনে তাঁ'রে মানি
তিনিই চৈতন্য দয়াময়॥

জগতে যে-সব জন ইতি উতি করি' মন
কৃষ্ণ-বোধে নাহি লয় তাঁ'কে।
তাহারাই অর্ব্বাচীন, আর হ'য়ে সুখহীন
সর্ব্বদাই রহে দুর্ব্বিপাকে॥

মৃদঙ্গও বলে তবে ধিক্ ধিক্ সেই সবে
ধিক্ ধিক্ গতি তা'রা লয়।
বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে তা'রা হইয়াই আত্মহারা
বিফল জীবন ধরে তায়॥ ৯॥

সরকার ঠাকুর সূরি খণ্ডবাসী নরহরি
চৈতন্যের পদে মতি ধরি'।
এ'-নব চৈতন্যাষ্টক করি' আনন্দদায়ক
বিরচিল লোক-মন হরি'॥

ললিতাপ্রসাদ মূঢ় ইথে মন করি' দৃঢ়
শ্লোকগুলি বাংলা ভাষায়।
ভাব সংগ্রহিয়া এবে ধরি' দিল দেখ সবে
পয়ারেই আনন্দ-হিয়ায়॥

তেরশ ছাপ্পান্ন সনে আশ্বিন পঁচিশ দিনে
ইহা ভক্ত-হস্তে সেই ধরে।

ভক্তগণ এই স্তব　　কণ্ঠস্থ করিয়া সব
নাচ গাও আনন্দ-অন্তরে ॥
কালিঘাটে সূর্য্যোদয়ে　　কলিকাতা মধ্যে র'য়ে
ভক্তিভাবে ভক্তিপূর্ণ মনে।
ললিতাপ্রসাদ আজি　　এ'-অষ্টক পদ্যরাজি
রচিয়াই রহে মত্ত গানে ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণানুচর
শ্রীল ঠাকুর ললিতাপ্রসাদ
শ্রীঅনঙ্গ-সুখদ কুঞ্জ, উলা (নদীয়া)

শ্রীগুরুসেবা

অনাদি কাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্বজন্ম বা বর্ত্তমান জন্মের সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইতে ইচ্ছা করেন; তখন তাঁহার পরিপূর্ণ উন্মুখতা-বিশিষ্ট সাধু-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই শিক্ষা করা যায় না। অনিত্য সাময়িক প্রাকৃত কার্য্যেও যখন গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন অনাদি কাল হইতে যাঁহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হয় নাই এবং নিত্যকাল একমাত্র যাঁহার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, সেই ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও দুর্লভ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে তদভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান নাই। তাই পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ নিজ সন্তানগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে এই জগতে প্রকটিত হ'ন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-২৩)

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইল দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে ও শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্যামী আত্ম-রূপে জীবকে নিজ-তত্ত্ব অবগত করান। কারণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র থাকিলেও নিজে নিজে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মত সামর্থ্য

জীবের নাই। তাই ভগবান্ শাস্ত্র-প্রদর্শক গুরুরূপে এবং অন্তর্যামীরূপে জগতে প্রকটিত হ'ন।

যাঁহারা পরম মঙ্গলদায়ক একমাত্র অকুতোভয় পথ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম অবশ্যই আশ্রয় করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" প্রথমেই গুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রৌত পারম্পর্য্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। শরণাগতি দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেও যাঁহারা বৈশিষ্ট্য-লাভেচ্ছু, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা অবশ্যই করিবেন। এসম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু তাঁহার শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন—

শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধতি—"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্‌বৈষ্ণবং পদম্॥" ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো স্ব-স্ব-নানা-প্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং, ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বিক্ষিক্যা শোকমোহৌ, দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

"যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক 'বৈষ্ণবপদ' লাভ করিয়া থাকেন।"—এই গরুড়পুরাণ-বাক্যানুসারে শরণাগতিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকারদ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপা দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—"অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান দ্বারা

শোকমোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবল-দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হ'ন।"

এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—একটী 'দুস্ত্যজানর্থহানৌ,' অপরটী 'পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্'। যে-সব অনর্থ নিজের শত শত চেষ্টায়ও দূর করা যায় না, তাহা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনায়াসে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে দূর হইয়া যায়। ভগবানের পরম অনুগ্রহের মূল-স্বরূপ হইল 'শ্রীগুরুসেবা'। যাঁহারা শ্রীভগবানের কেবল কৃপা নয় বিশেষ কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারিবেন; অন্য উপায়ে নহে। আর শ্রীভগবানের কৃপা সাধু-গুরুর আকারেই এজগতে আসেন। ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে কাহাকেও কৃপা করেন না, সাধু-গুরুরূপ পথেই তাঁহার কৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। তাই তাঁহার একটী নাম 'সদনুগ্রহ'। যাঁহারা ভগবান্‌কে অহৈতুকভাবে প্রীতি করিতে ইচ্ছা করেন এবং নিজেও তাঁহার প্রীতি বা স্নেহ কামনা করেন, তাঁহারা অমায়ায় শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভজনে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করিবেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভে ২০২ সংখ্যায়)—"যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুসঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষে তদ্‌ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছূনান্তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজন-বিধি-শিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি। শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্"। "শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্" (২০৬ সংখ্যা)। "তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ" (২০৮ সংখ্যা)। "অনুগ্রহো

মন্ত্রদীক্ষারূপঃ" (২০৯ সংখ্যা)। "যে গুরোশ্চরণং সমবহাঃ ভগবদন্তর্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে; অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ" (২০৯ সংখ্যা)।

অর্থাৎ অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হ'ন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গ-বিশেষে রুচি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তি-প্রার্থিগণের রুচি-প্রধান পথই প্রশস্ত; অজাতরুচিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ নহে। এতৎ-উভয়েরই প্রাক্তন শ্রবণগুরুই সেই সেই ভজন-বিধি-শিক্ষাগুরু হ'ন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক গুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এ-বিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞান-লাভ ঘটে। মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ। **যাহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাহারা সেই সেই উপায়েই খিন্ন হয়; সুতরাং শত ব্যসন আসিয়া গুরু-ভক্তিরহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহারা উদ্ধার পায় না।**

শ্রীভগবান্ হইলেন—শ্রীবিশ্বম্ভর। সেই ভগবান্‌কে যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান স্মৃতিতে তৎপর, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি অনুক্ষণ শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-আস্বাদনে ভরপূর, তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টকম্—৪)

যিনি শ্রীরাধা-মাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

ভগবান্ কি নাই ?

(১)

আমার পঠদ্দশায় যখন আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম, তখন থেকে এ'পর্য্যন্ত একটা কথা বার বার মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে। কথাটা খুব গুরুতর। মাঝে মাঝে, ভগবানের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা অথবা ধর্ম্মের কোনও অস্তিত্ব বা প্রয়োজন আছে কিনা, ভগবান্‌কে মান্‌লেই বা কি, আর না মান্‌লেই বা কি ?—এই ধরণের নানা প্রশ্ন মনে জাগে, আর মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম' ব'লে আমরা যে শব্দ প্রয়োগ করি, অনেকেই তা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন না। আবার এও ঠিক, সব সময় সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও চলা যায় না। তবে সাধারণতঃ যে শব্দটা আমরা ব্যবহার করি, তা'র একটা অন্তর্নিহিত অর্থবোধ থাকা উচিত। মানুষ যখন তা'র নিজের চাইতে আরও বড় শক্তিশালী কোনও বস্তুতে বিশ্বাস করে, তখন সেই বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে সে যে কাজ করে, তার হয় তা'র কাছে ধর্ম্ম। এ'সম্বন্ধে Dr. Flint ব'লেছেন—"Religion may be defined as man's belief in a being or beings mightier than himself and inaccessible to his senses, but not different to his sentiments and actions, with the feelings and practices which flow from such belief."

যখনই মানুষ তা'র এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হ'য়ে যথারীতি কাজ আরম্ভ করে, তখনই তা'র মধ্যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এর রূপ প্রকাশিত হয়। এবং ইহ জগতের বাহিরে ভগবান্ ব'লে যে একটী বস্তু আছেন, তা' প্রতীয়মান হয়।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই বিশ্বাস করেন না—'ধর্ম্ম' বা 'ভগবান্' ব'লে কোনও কিছু আছে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, যা'র জন্যে আমরা দিনের পর দিন ধর্ম্মের চিন্তা কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি। অনেকে ধারণা করেন যাঁ'দের কোনও কাজ নাই, যাঁ'রা ধন-সম্পত্তি-হীন এবং যাঁ'রা বার্দ্ধক্যে পঁহুছেছেন তাঁ'রাই কেবল ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করেন। আধুনিক সমাজ আরও মনে করেন, ধর্ম্মটা বিলাস মাত্র। আজকালের আমরা সবাই 'বিত্তের' উপাসক। বর্ত্তমান যুগের ভগবান্ যেন 'অর্থের' মধ্যে রূপ নিয়েছেন।

অর্থই ধর্ম্ম আর অর্থই ভগবান! যদি কখনও সারাদেশব্যাপী দারিদ্র্য আসে, তা' হ'লে তা' দূর কর্‌বার জন্যে সে-স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপন্ন বেশী করা যে'তে পারে এবং সমান বণ্টনের ব্যবস্থা ক'রে সমস্যার সমাধান করা যে'তে পারে—তা'র জন্যে ভগবানের আশ্রয় নিতে হয় না। অনেকে বলেন,—মন্দিরই হউক বা গির্জ্জাই হউক বা মস্‌জিদই হউক, এ'গুলো কর্‌বার অর্থ হ'চ্ছে মাঝে মাঝে সবাই মিলিত হ'য়ে আমাদের স্থাপত্য-শিল্পের উন্নতি দেখে আনন্দ করা। এ'ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম্ম কিছুই নয়, এটা একটা অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র! কিছুদিন আগে আমরা দে'খেছি—সোভিয়েট্ রাশিয়া তাঁ'দের দেশে বড় বড় সভা ক'রে ভগবান্ বা ধর্ম্ম যে নিছক মিথ্যা এবং তা'র জন্যে যে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই—এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন!

ডারউইন্ থেকে আইন্‌ষ্টাইন্ পর্য্যন্ত সবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই জগৎটা শুধু একটা Evolution মাত্র। এতে 'Superior than any animate objects'এর কোনও হাত নেই—ওটা নিছক কল্পনা মাত্র। ভগবান্ আমাদের আলো দিচ্ছেন না,—দিচ্ছে সূর্য্য। পৃথিবীতে আহ্নিক গতির ফলে দিন-রাত্রি হ'চ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন কোনও দেশ যদি বিজ্ঞানে উন্নতি কর্‌তে পারে, আর Socialist-Economy adopt করে, তা' হ'লে তাঁ'দের আর কোনও অভাব থাক্‌তে পারে না। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ তা'র উচ্চতম নিদর্শন। উক্ত পাশ্চাত্য চিন্তায় এবং পূর্ব্বেও ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে চার্ব্বাক্‌ও যা' ব'লেছেন—তা' পাশ্চাত্য-ভাষায় এইরূপ—"The world is made by the automatic combination of the material elements and not by God. It is foolish therefore to perform any religious rite either for enjoying happiness after this life in heaven or for pleasing God."

চার্ব্বাকের মতে ভগবান্ ব'লে কোন বস্তুই নাই। ধর্ম্ম করার কোনও প্রয়োজন নাই। যা'রা করে তা'রা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁ'র মতের মূল-সূত্রই হ'চ্ছে—"Eat, drink, and be merry."—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভালভাবে পান করা এবং আনন্দ করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ'ছাড়া আর কোনও মুখ্য উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে না। অতএব ভগবান্ এ' পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা—এ'ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এবং এ'জন্য মানুষের পক্ষে কোনও কিছু করণীয় আছে তা' ধারণা করা অন্যায়।

'জৈন'-ধর্ম্মের মতে—ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু নাই, কারণ ভগবান্ প্রত্যক্ষ বস্তু ন'ন। যাঁ'কে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, তাঁ'র কোন অস্তিত্ব থাক্‌তে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রত্যেকটী জিনিষই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব চিরস্থায়ী কোন বস্তু থাক্‌তে পারে—এ বিশ্বাস তাঁ'দের নাই, "All things are conditional; there is nothing that exists by itself. All things are therefore subject to change; owing to the change of the conditions on which they depend, nothing is permanent. There is, therefore, neither any Soul nor any God, nor any other permanent substance." কর্ম্মই সমস্ত, মানুষ তা'র নিজ-কর্ম্মফলের জন্য জন্ম লাভ করে। তা'র কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মাধ্যমিকদের মতে এ'জগৎ সমস্তই অসার। অতএব ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু যদি আছেন—মনে করা যায়, সেটা ভ্রম। সাংখ্য-দর্শনেও দেখি, অনেকে বলেন ভগবান্ আছেন। আবার অনেকে বলেন, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের মত—জৈনদের মত প্রায়।

এই ধরণের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে মানুষকে ভাব্‌তে হয়—সত্যিকার ধর্ম্ম বা ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে কি মানুষ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে ? যদিও ধর্ম্ম বা ভগবানের দ্বারা বাহ্যিক জগতে কোনও কাজ হয় না, তাই ব'লে এই ভাবনাকে মানুষ মন হ'তে নাস্তিকের ন্যায় তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিতে পারে না—মানুষ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না, এবং এ' জগৎ একটী "Eternal moral order"এ চ'ল্‌ছে—এ' বিশ্বাস কর্‌তেই হ'বে। পাশ্চাত্য দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌স্ বলেন—"Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order ... " "The need of an eternal moral order is one of the deepest needs of our breast. And those poets like Dante and Wordsworth who live on the conviction of such an order, owe to that fact the extraordinary tonic and consoling power of their verse." ভারতীয়দের দৈনন্দিন কৃত্য-কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র চার্ব্বাক্ ছাড়া আর সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ন্যায়-দর্শনের মধ্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু উদাহরণ পাই।

সবচেয়ে সেরা কথাটা—এ'জগতে যা' কিছু হ'চ্ছে, সেগুলি সমস্তই Effect. এই Effectএর Cause আছেই। মানুষ জগতের "কারণ" হ'তে পারে না, কেননা, মানুষের জ্ঞান বা শক্তি সীমাবদ্ধ। অতএব পৃথিবী মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান্ কোনও শক্তিদ্বারা গঠিত। মানুষ যদি নিজের ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু কর্‌তে যায়—তা'কে যদি কেউ না সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ স্থির কর্‌তে না পে'রে নিজের ক্ষতি ক'রে ফেল্‌বে। এইভাবে তা'র মুক্তিও অসম্ভব হ'বে। ভগবান্‌ই সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি মানুষকে এই বিচার-বুদ্ধি দেন। মানুষের শক্তি যখন সীমাবদ্ধ, তখন 'অসীম বস্তু'-শক্তির প্রভাবেই এ' পৃথিবী সৃষ্ট এবং ন্যায়শাস্ত্র সেই অসীম বস্তুকেই ভগবানের রূপ দিয়েছেন।

যোগ-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পাতঞ্জল বলেন—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ই হ'চ্ছেন শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুতে মনকে নিযুক্ত কর্‌লে মানুষ মুক্ত হ'তে পারে। অনেক দার্শনিকই বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজনে পার্থিব সমস্ত কিছুর উৎপত্তি; কিন্তু যোগদর্শনের মতাবলম্বীরা বলেন—সংযোজনের জন্যে সংযোজক দরকার। এই সংযোজকই ভগবান্ ছাড়া কেউ হ'তে পারেন না। বেদান্ত এ'সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছুই ব'লেছেন। বেদান্ত-দর্শনের বহু ভাষ্যকারের মধ্যে এস্থলে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের কথা বল্‌ছি। শঙ্করাচার্য্য 'ভগবান্ আছেন' মৌখিক স্বীকার কর্‌লেও 'মায়া' কথাটীর উপর জোর দিয়েছেন। ভগবান্ যাদুকর ছাড়া অন্য কিছু ন'ন, মায়ার দ্বারা তিনি পৃথিবী পরিচালন করেন। ভগবান্ সগুণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম—তা' আমরা অবিদ্যার জন্য বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু রামানুজ বলেন—'God is the only reality'—ভগবান্ নিজেই এ'জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন। এই জগৎ তাঁ'র বাহ্য-শরীর। 'মুক্তি' অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা লাভ। মায়ার বশে মানুষ অন্ধ হয় এবং এই অন্ধ-ভাবের জন্য ও কৃত-কর্ম্মের জন্য মানুষকে পুনর্জন্ম লাভ ক'র্‌তে হয়। ভগবান্‌কে ভক্তি দিয়েই পাওয়া যায়। ভক্তিই হ'চ্ছে আসল জিনিষ। এই ভক্তিই একমাত্র ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন।

ভক্ত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভক্ত মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ; ভক্ত নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং ভক্ত বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মিলন করেন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন—ভক্তি বা প্রেমের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। দার্শনিক জগতে চৈতন্যদেব এক বিরাট্

পরিবর্ত্তন এনে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার দ্বারাই ভক্তি, প্রেম ও ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক Kant, Flint, Martinue প্রভৃতিও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান।

St. Paul ব'লেছেন—"Through faith we understand that the heaven and the earth were made by God". শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—'God can be known through faith.' শাস্ত্রে ও মহাজন-বাক্যেও আমরা জানিতে পারি—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"।

বিজ্ঞান মানুষেরই সৃষ্টি, কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনও হাতই নাই। মানুষ যখন তা'র উন্নতির চরম সীমায়, তখনও দেখা যায়—সে অসুখী। কেন এমন হয় ? কেউ উত্তর দিতে পারে না। তাই আমরা দেখি, আমেরিকান্‌রা বেদান্তকে খুব শ্রদ্ধা করে। বেদান্তের আলোচনা ক'রে তা'রা আনন্দ পায়। প্রসিদ্ধ কবি Goeth বলেন—'The soul of man is like water, from heaven it cometh, to heaven it riseth.' Wordsworth তাঁর 'Immortality ode'এ একথা স্বীকার ক'রেছেন।

মানুষ তা'র দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া-পরার চিন্তা নিয়েই থাকতে পারে না। Struggle for existence is the rule of life—সত্যিই কিন্তু ইহা মানুষের 'বাহির'কে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু 'বাহির' ছাড়াও মানুষের আর একটী বস্তু আছে, তা' তা'র 'অন্তর'। ভগবানের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অবশ্যই বর্ত্তমান।

যাঁ'রা যোগী তাঁ'দের আমরা বেশ প্রশান্ত দেখি। তাঁ'রা শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। তাঁ'রা শুধু ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকলে সুখী হ'তে পারেন না। তাঁ'রা বিরাট্ অনন্তের সন্ধান লইবার সুযোগ গ্রহণ করেন। অস্থির চিত্তকে শান্তি দিতে হ'লে স্থির বস্তুর প্রার্থনা দরকার। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে। আধুনিক সমাজ ভগবান্ বা ধর্ম্মকে বাহ্যিকভাবে এড়াইলেও অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারে না। বাঁচার জন্য যেমন বাহ্যিকভাবে খাওয়া-পরার প্রয়োজন, তেমনই অন্যদিকে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধের দরকার। আধুনিক সমাজ যাই

করুন না কেন, ধর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব আছে, তাঁ'কে মৌখিক স্বীকার না করলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ন।

অনাদি কাল হ'তে যেমন কেউ ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নাই, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তা' কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। জাগতিক মনুষ্যসকলের আত্মাসমূহের সঙ্গে পরমাত্মার যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে, তা' সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীকৃষ্ণদাস রায় বি, এ**
সহকারী প্রধান-শিক্ষক
মদনমোহনচক্-চৌধুরী-বিদ্যাপীঠ

শ্রীরামেশ্বর-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় পাঠকবর্গ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র, নিয়মাবলী ও দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহের তালিকা অবগত হইয়াছেন। তদনুসারে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক এবৎসর প্রায় ২০০ শত শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থস্থানাদি পরিক্রমামুখে দর্শন ও **শ্রীঊর্জ্জব্রত**-পালনে পারমার্থিক সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। বিগত ৯ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার—তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ১০-১৫ মিনিটে ৬নং আপ হাওড়া-পুরী-প্যাসেঞ্জারে ১খানি বগী (৬টী কামরা) রিজার্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমায় বহির্গত হ'ন এবং পরদিবস বৈকাল ৪টার সময় পরিক্রমা-পথে প্রথমে পুরী পৌঁছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে পরিক্রমার কার্য্য-তালিকা-অনুযায়ী যথাযথ তারিখ সহ পরিদৃষ্ট তীর্থস্থানসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার—**পুরী** (শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা) ইত্যাদি

২। ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, শনিবার—পুরী হইতে যাত্রা করিয়া

৩। ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, রবিবার—**সিংহাচলম্** (বরাহ-নৃসিংহ)

৪। ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর, সোমবার—**মঙ্গলগিরি** (পানা-নৃসিংহ)

৫। ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার—**মাদ্রাজ**-এ পৌঁছিয়া পরদিবস

৬। ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, বুধবার—গৌড়ীয়মঠ, পার্থসারথি কপালেশ্বর ও পে-আলোবার প্রভৃতি

৭। ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—**চিঙ্গলিপুট্**-এ (তিরুক্কালী-কুণ্ড্রম্) পৌঁছিয়া পরদিবস

৮। ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, শুক্রবার—পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুরম্

৯। ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর, শনিবার—**কাঞ্জিভেরাম্** পৌঁছিয়া পরদিবস

১০। ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, রবিবার—বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী

১১। ২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, সোমবার—**চিদম্বরম্** (নটরাজ), **শিয়ালী** (ভৈরবী) হইয়া **মায়াভরম্**এ পৌঁছিয়া পরদিবস

১২। ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার—অন্তরঙ্গম্, **তিরুভেডামারুডুর** (মধ্যার্জ্জুন) দর্শনান্তে **কুম্ভকোণম্**-এ পৌঁছিয়া পরদিবস

১৩। ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, বুধবার—মধ্যরঙ্গম্, নাগেশ্বর ইত্যাদি

১৪। ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—**পাপনাশম্** হইয়া **তাঞ্জোর** পৌঁছিয়া পরদিবস

১৫। ২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর, শুক্রবার—বৃহদীশ্বর শিব

১৬। ২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নভেম্বর, শনিবার—**রামেশ্বরম্**

১৭। ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর, রবিবার—**ধনুষ্কোডী**

১৮। ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর, সোমবার—**শ্রীবৈকুণ্ঠম্**, **আলোয়ারতিরুনগরী**

১৯। ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর, মঙ্গলবার—**তিরুচণ্ডুর** হইয়া কেপ্ কোমোরিন্-এ পৌঁছিয়া পরদিবস

২০। ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর, বুধবার—**কন্যাকুমারী**

২১। ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—**শুচীন্দ্রম্**, **তিরুবত্তর** (আদিকেশব) হইয়া **ট্রীভেণ্ড্রাম্**-এ পৌঁছিয়া পরদিবস

২২। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর, শুক্রবার—শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ দর্শনান্তে **ভার্কালা** (শ্রীজনার্দ্দন)

২৩। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর, শনিবার—**শঙ্করনারায়ণকৈল** (হরিহর-ক্ষেত্র) হইয়া **শ্রীভিল্লিপুত্তুর**-এ পৌঁছিয়া পরদিবস

২৪। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, রবিবার—শ্রীবটপত্রশায়ী প্রভৃতি দর্শনান্তে **মাদুরায়** পৌছিয়া পরদিবস

২৫। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, সোমবার—মীনাক্ষী হইয়া **পাল্‌নী**তে পৌছিয়া পরদিবস

২৬। ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর, মঙ্গলবার—ঋষভপর্ব্বত দর্শন

২৭। ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর, বুধবার—**শ্রীরঙ্গম্** দর্শনান্তে **বৃদ্ধাচলম্**-এ পৌছিয়া পরদিবস

২৮। ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—বৃদ্ধগিরীশ্বর দর্শন করিয়া **তিরুভেন্নামালাই**

২৯। ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার—**তিরুপতি** পৌছিয়া পরদিবস

৩০। ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে, নভেম্বর, শনিবার—**তিরুমালাই** (বালাজী)

৩১। ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর, রবিবার—**তিরুচানুর** (মহালক্ষ্মী) হইয়া **কালহস্তী** (বায়ুলিঙ্গ) প্রভৃতি তীর্থস্থান সমূহ দর্শন সমাপন করিয়া পরদিবস গুড়ুর জংসন হইয়া ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর, বুধবার যাত্রীগণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌছেন। মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে হরিকথা ও স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীঊর্জ্জব্রত পালন ও বিভিন্ন তীর্থ-স্থানাদি দর্শনের অপূর্ব্ব সুযোগ এবং পরমপূজনীয় শ্রীল স্বামিজী-মহারাজের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করিয়া পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ অশ্রুবিগলিত-নেত্রে বিদায়গ্রহণ-কালে "পরিক্রমার পুণ্য-স্মৃতিই যেন ভবিষ্যতে তাঁহাদের যাবতীয় গৃহ-কর্ম্মের মধ্যেও একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয় ও তাহাদ্বারাই তাঁহারা যেন ভক্তিপথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করেন"—এইরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থানসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত এবং পরিক্রমা প্রভৃতির বিবরণাদি পরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২য় বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২০ মাধব, ৪৬৪ গৌরাব্দ
সোমবার, ২৯ মাঘ, ১৩৫৭; ইং ১২।২।৫১ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীমদ্গোপালভট্ট-গোস্বামি-স্তব-পঞ্চকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নিরবধি-হরিভক্তি-খ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত-সদনুভূতির্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবর-গতি-সৌভাগ্যেন বিখ্যাত-পট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥১॥

ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যয়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর-রস-বিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥২॥

অবিরল-গলদশ্রু-স্বেদ-ধারাভিরামঃ
প্রচুর-পুলক-কম্প-স্তম্ভ উচ্চার্য্য নাম।
হ হ হ হ হরিরিত্যাত্মক্ষরাদ্ যোঽন্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥৩॥

ব্রজগত-নিজ-ভাবাস্বাদমাসাদ্যমাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥৪॥

বিদিত-পদ-পদার্থঃ প্রেমভক্তি-রসার্থ-
শ্রিত-রতি-রসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিল-তমোঘ্নং স্তোত্র-রত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরী-যূথ-লীনঃ ॥৫॥

শ্রীমদ্গোপালভট্ট-গোস্বামি-স্তব-পঞ্চকের পদ্যানুবাদ

শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম। নিরন্তর হরিভক্তি-কথনে যা'র শক্তি।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যা'র প্রেম-আলাপন॥ সদা সৎ অনুভব যিহোঁ বিষয়ে বিরক্তি॥
ভট্ট-গোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যা'র পাট।
তাহাতেই এই সব করিলা প্রকাশ॥ কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট॥

হেন সে সৌভাগ্য যা'র কহনে না যায়।
যা'র গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥১॥

বৃন্দাবনে খ্যাতি যিহোঁ **শ্রীগুণমঞ্জরী**।
সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥
কলি-নরে কৃপা করি' হৈলা অবতীর্ণ।
মধুর-রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥২॥

অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদ-ধারা বহে অনুক্ষণে॥
প্রচুর পুলক-কম্প সদা অনিবার।
কণ্ঠ-ঘর্ঘর করে তা'তে নামের সঞ্চার॥

'হরে কৃষ্ণ' নামমাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হহ হহ হহ শব্দ করে অবিরতে॥
ইহা বলিতেই যিহোঁ হয় অচেতন।
সেই গোপাল কর মোরে কৃপা-
নিরীক্ষণ॥৩॥

হেন সে মধুর-রসে যাহার আস্বাদ।
বিতরণ-হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥ ৪॥

প্রেমভক্তি-রসে যিহোঁ রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার॥
আশ্রয়-রতি-রস-ভেদে যিহোঁ হয় সমর্থ।
তাহাতেই পুণ্য যিহোঁ কহিল যথার্থ॥
এ-আদি করিয়া ভট্টগোস্বামি-গুণ-গান।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বর্ণন॥

এই স্তব অখিলের তম দূর করে।
স্তোত্রগণ-মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে॥
যেই জন পড়ে ইহা করি একচিত্তে।
মঞ্জরীর যূথ-প্রাপ্তি হয় আচম্বিতে॥৫॥

—শ্রীযদুনন্দন দাস
(শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর প্রশিষ্য)

বর্ষশেষ

দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ যুগপৎ প্রয়োজন

আমাদের পরমোপাস্য-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসীম নিহের্তুক কৃপাবলে আজ শ্রীপত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় * বর্ষ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় নিজ-জনের সকল ভঙ্গী আমরা ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জীব সকল-সময়ে বুঝিতে না পারিলেও তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া দেখাইয়া দেন।

কৃষ্ণানুশীলন ও দুঃসঙ্গ-ত্যাগ একাধারে উদয় না হইলে শুদ্ধাভক্তি প্রকট হ'ন না। **কুসঙ্গ-বর্জ্জনই নিঃসঙ্গ এবং সজ্জন-সঙ্গই কুসঙ্গ-বর্জ্জনের উপায় এবং উপেয়।**

বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ আলোচিত বিষয়সমূহ

এই বর্ষে [**শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ** ও **প্রেম-প্রদীপ** (পারমার্থিক উপন্যাস)] প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাকৃত রসোদয়-চেষ্টা ভক্তিমার্গে অনুকূল নহে—দেখাইবার জন্য * * 'প্রতিবন্ধক' * * প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত * * (শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত) * * প্রভৃতি কতিপয় অপ্রচারিত প্রবন্ধও শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। * * 'বৈষ্ণবের সঞ্চয়', 'বৈরাগ্য' 'বৈষ্ণব-বংশ', 'বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। (৪৬৪) শ্রীচৈতন্য-প্রকটাতীতাব্দের * পঞ্জিকা শ্রীপত্রিকায় প্রচারিত হইল।

'প্রাকৃত'-রোগগ্রস্ত বৈষ্ণব-ব্রুবগণের শ্রীপত্রিকা-পাঠই ঔষধ

(শ্রীপত্রিকায়) প্রকটিত অপ্রাকৃত প্রবন্ধগুলিকে নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী কেহই যেন অনাদর না করেন। অবশ্যই রোগী 'প্রাকৃত'-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, হিতাহিত বিবেক-রহিত হইয়া ঔষধের নিন্দা করেন, সুপথ্যের অমর্য্যাদা করেন, কিন্তু উহাই তাঁহার একমাত্র সেব্য জানিলে 'প্রাকৃত'-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হরিসেবা লাভ করিতে পারেন।

আচার্য্য নিত্য—একের অন্তে অন্যের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী

একটী শিক্ষকের অভাব হইলে তাঁহার স্থলে পুনরায় শিক্ষক আসেন—একথা হিতাহিত জ্ঞানহীন শিশু বুঝিয়াও বুঝে না। অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সূর্য্য প্রাকৃত মেঘদ্বারা দ্রষ্টার নিকট অচ্ছাদিত হইলেও সূর্য্যের অনধিষ্ঠান প্রমাণিত হয় না। "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।" চৈতন্য-প্রসাদেই কোন জীব মিছা-ভক্ত, কেহ বা নিষ্কপট। **বর্ষান্তে বিদায়।**

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

—**শ্রীল প্রভুপাদ**

শ্রীমন্নাথমুনি

শ্রীনাথের জন্ম ও কাল, এবং শ্রীরাজগোপালদেবের কৃপাদেশ-লাভ

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর ও চোল দেশের মধ্যে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত। তথায় **'বীরনারায়ণ'**-নামক গ্রামে **ঈশ্বরভট্ট** নামক জনৈক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্য্য-প্রণীত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের মতে ৪৫ শকাব্দায় **বিশ্বক্‌সেনের অংশে** জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় ঈশ্বরভট্টের একটী পুত্র **জন্মগ্রহণ** করেন। পরে ইনি **শ্রীমন্নাথ-মুনি** বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত নাথ-মুনি অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ **রাজগোপালদেবের সেবা** প্রাপ্ত হন। যথাবিহিত সংস্কারসকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর-দেশ-দর্শন ও সেবালাভ-বাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীরাজগোপালদেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

নাথমুনির বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ

নাথমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করতঃ পরিবার ও কুটুম্ববর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর-দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য **পুষ্কর-তটে** বরাহদেব দর্শনান্তর **গোপপুর** পৌঁছিলেন। তথা হইতে **বামন-তীর্থে** অবগাহনপূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া **ঘটিকাচল** গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে **বেঙ্কটাচলে** রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ **গরুড়-পর্ব্বতে** অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে **পাণ্ডু রঙ্গ**-প্রদেশে বিঠল-দেব ও **কূর্ম্মক্ষেত্রে** কূর্ম্মদেবকে প্রণামপূর্ব্বক **মথুরায়** উপস্থিত হইলেন। অতঃপর **মায়াতীর্থে** মধুসূদন দেখিয়া **গোমন্ত**-পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। **চিত্রকূট** পর্ব্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক **গঙ্গাসাগর-তীর্থে** উপস্থিত হইলেন। **গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা** প্রভৃতি স্থান-দর্শনে নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

গোপালদেবের স্বপ্নাদেশে মুনির সগোষ্ঠী বীরনারায়ণ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন

এক দিবস রজনীতে নাথমুনি গোবর্দ্ধন-শিখরে কৃষ্ণসেবা-সুখে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে সুষুপ্তি-কালে দেখিলেন যে, রাজগোপালদেব তাঁহাকে গোবর্দ্ধন ত্যাগ করতঃ বীরনারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপাল-কিঙ্কর নাথমুনি স্বদেশে যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজন-সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন

পথিমধ্যে বেদান্তিগণের অধ্যুষিত **বারাণসী** ক্ষেত্র হইয়া **নীলাচলে** জগন্নাথ দর্শন করতঃ পুনরায় **সিংহাচলে** অহোবল নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া **বেঙ্কটাচল**-পতিকে প্রণতিপূর্ব্বক **ঘটিকাচলে** পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চ্চন করিলেন। **গৃধ্র-সরোবরে** আগমন-পূর্ব্বক যোগীরাটের অভিবাদনপূর্ব্বক **কাঞ্চী**-নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাটের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেব-প্রণতিপূর্ব্বক **মহীসার** দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইলে, মহীসারে জগন্নাথ দর্শন করিয়া **গজস্থলে** উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে **কৈরবিনী**-তীরে পার্থ-সারথি, রঙ্গেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করতঃ **ময়ূরনগরে** পৌছিলেন। ময়ূরনগরে কেশব দর্শন করতঃ **তোয়-পর্ব্বত, পুণ্ডরীক-সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ** ও **কুম্ভকোণ** প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্ত্তি-নিচয়ের যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক বীরনারায়ণ-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ তীর্থযাত্রা সমাপনপূর্ব্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোগত বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনীত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

নাথমুনি কর্ত্তৃক কারিসার-কৃত গ্রন্থের অন্বেষণ ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্তি

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি, কয়েকজন বৈষ্ণবকে 'কারিসার'-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা' পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকোণে পৌছিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগসাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি সত্বর **তাম্রপর্ণী নদীতীরে কুরকা-নগরীতে** গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত **শঠকোপ** দিব্য-শরীরে বাস করিতেছে। সেই শঠকোপ-দাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ গ্রহণ কর।"

কারিসারের (শঠকোপের) গ্রন্থ ধ্বংসের পর-পুনরুদ্ধারের ইতিহাস

ভগবানের আদেশ-মত নাথমুনি কুরকা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদিনাথের চরণ-বন্দনপূর্ব্বক **চিঞ্চামূলে শঠকোপ** এবং তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য **মধুর কবির** মূর্ত্তি ও তাঁহার শিষ্য **শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে** দেখিতে পাইলেন। শ্রীনাথমুনি পরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি শঠকোপ-দাসের বিরচিত 'সুক্তি' দেখিয়াছেন? ঐ সুক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাকারে আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে?" উত্তরে পরাঙ্কুশদাস বলিলেন,—"কারিসার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা-প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদসকলের সার সংগ্রহ করতঃ দ্রাবিড়-ভাষায় **চারিটী প্রবন্ধ** রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ **'সহস্রগীতি'** নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করতঃ নিত্যধামে গমন করেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এইজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়,—অজ্ঞলোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড়-আম্নায়-পাঠ জগতে দুর্লভ হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের **একখানি মাত্র পত্র** রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে **দশটী মাত্র শ্লোক** পুনরুদ্ধার হয়। শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। **শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন,** তাঁহার নিকট হইতে ঐ প্রবন্ধ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক **দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব** পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।"

শ্রীনাথের অভীষ্ট গ্রন্থ-প্রাপ্তি ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস

পরাঙ্কুশের উপদেশ-মতে শ্রীনাথ স্তব-পাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভীষ্ট-গ্রন্থ **"তত্ত্বত্রয়"** ও **"রহস্যত্রয়"** পাইলেন। কুরকা-নগরে অবস্থান-সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট **অপ্রাকৃত বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস** ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে,—ভগবান্ কোন **শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত** হইয়া নিজ-রূপানুসারে বিগ্রহ-গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর

প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আদেশ-মত শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীমন্নাথ-মুনিকে প্রদান করিল।

অপ্রাকৃত সিদ্ধ-মূর্ত্তি অন্বয়-ক্রমে পূজিত এবং রামানুজের নিকট অদৃশ্য

শ্রীনাথ দেহাবসানে **পদ্মাক্ষ**-নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি **রামমিশ্রকে** দিলেন। রামমিশ্র হইতে **যামুনাচার্য্য** বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুন-মুনি তদীয় শিষ্য **গোষ্ঠীপূর্ণকে** অর্চ্চা-মূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় **কন্যাকে** শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রদান করিলে **রামানুজের মন্ত্র-গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য** হইয়াছিলেন।

গোস্বামি-গ্রন্থে শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা

শ্রীনাথ কুরকা-নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপালদেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের শিষ্য-সংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। **গোস্বামি-গ্রন্থেও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা** দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—**শ্রীল প্রভুপাদ**

ভক্তির প্রতি অপরাধ

সাধারণতঃ নিরপরাধে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় না

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথি পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না।

ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ

শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়'-'জাঠিয়া'-বেটা না দেখিবে মোরে॥

প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
'বাশিষ্ঠ' পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তি-যোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, 'জাঠি' মারয়ে সদায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮-১৯০, ১৯২)

ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই ভক্তি নহে—নিরপেক্ষভাবে অনন্য-ভজনই ভক্তি

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎ-পার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা রহস্য মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, **কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নহে।** অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য-শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থান করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধ-ভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় কখনও সম্মতি দেন না। শুদ্ধ-ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

নিষ্ঠার অভাবে ও বহুরূপী ব্যবহারে অপরাধ ও সর্ব্বনাশ সাধিত হয়

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। 'ভক্ত' দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়, কখনও কখনও 'কথা'-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তি-ভাবের লক্ষণ দেখাইয়া

থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐপ্রকার **বহুরূপী ব্যবহার** করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐপ্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তির পক্ষপাত করাই নিরপরাধ

হে পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা **নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব**, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। **শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না।** আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক। (সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী, ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর নরহরি

জয় জয় জয় **'ঠাকুর মহাশয়' নরহরি ব্রহ্মচারী।**
দন্তে তৃণ ধরি' দণ্ডবৎ করি,
মায়াপুর-অধিকারী ॥১॥
মরতের নহ, ধরি' নর-দেহ
এসেছিলে মহাজন।
অতি নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণৈকশরণ,
কৃষ্ণ-গুণ বিভূষণ ॥২।
তোমার মতন দুর্লভ রতন
জগতে বিরল ছিল।
সর্ব্ব গুণনিধি হায় হায়! বিধি
অকালে হরণ কৈল ॥৩॥
তব গুণগণ অতি অতুলন,
বর্ণনীয় কভু নয়।
অপার অসীমা তোমার মহিমা,
জয় জয় তব জয় ॥৪॥
'গুরু-দাস্য-তরে এ' জগ-মাঝারে,
তব শুভ আগমন।
সেই গুরুসেবা অহর্নিশ কিবা,
দিলা তায় প্রাণ-মন ॥৫॥
গুরুদেব ধন্য অভিন্ন চৈতন্য,
মর্ত্ত্য নর নহে কভু।
নিত্যানন্দ সম ঘোষে সুধীজন,
মহাবন্দ্য সেই প্রভু ॥৬॥

জয় শ্রীভকতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী,
গৌর-বাণী-অবতার।
যাঁহার আচারে যাঁহার প্রচারে
হ'রেছে ভুবন-ভার ॥৭॥

ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝাইতে মর্ম্ম,
হেন প্রভু ক্ষিতিতলে।
ভক্ত-ভাগবত, গ্রন্থ-ভাগবত,
জানাইলা কৃপা-বলে ॥৮॥



সেবাবিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর নরহরি

হেন গুরু-পদ তোমার সম্পদ,
মাত্র সেবনীয় ছিল।
এ' তব মহিমা শ্রীপ্রভু জানিয়া
"সেবাবিগ্রহ" নাম দিল ॥৯॥

অতীব মধুর স্বভাব প্রচুর,
মধু হ'তে মধুভাষী।
এ' জগ-মাঝারে না দেখি কাহারে,
খুঁজি যদি দিবানিশি ॥১০॥

নবধা ভকতি সুশোভিতা অতি,
শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত।
স্মরণ-সেবন, অর্চ্চন-বন্দন,
দাস্য-সখ্যে অবিরত ॥১১॥
শ্রীপ্রভু-চরণে আত্ম-নিবেদনে,
সত্য ক'রেছিলে তুমি।
তোমার চরণ করিয়া স্মরণ
নতশিরে নমি আমি ॥১২॥
সদা সাধু-সঙ্গে শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
শ্রীগৌর-সেবায় রত।
সব সাধুজনে একান্ত পরাণে
সেবা ছিল তব ব্রত ॥১৩॥
সেবার মূরতি গড়েছিল বিধি
কৃষ্ণ-কাষ্ঠ-সেবা তরে।
সৌভাগ্য তাঁহার দর্শন তুহাঁর
পাইয়াছে প্রেমভরে ॥১৪॥
সৎসঙ্গ সহিতে শ্রীহরি ভজিতে,
ভাগবত অধ্যয়ন।
'হরে-কৃষ্ণ'-নাম তুণ্ডে অবিরাম
করিতেক সুকীর্ত্তন ॥১৫॥
তব পাদপদ্ম শুদ্ধভক্তি-সদ্ম,
কর মোরে সদা দান।
তব পদ বলে অতি সুনির্ম্মলে
শান্তি-বারি সুকল্যাণ ॥১৬॥
ভাগবতগণ পরশ রতন,
মলিনতা করে দূর।
চিনিতে নারিনু, যতন না কৈনু,
এমন দুর্ভাগ্য মোর ॥১৭॥
বৈষ্ণব-মহিমা দেবে নাহি সীমা,
চিনিতে না শক্তি ধরে।
হেন শক্তি দান কৃষ্ণ ভগবান্
ক'রেছেন বৈষ্ণবেরে ॥১৮॥
ভক্ত-অভ্যুদয় জগ-তম-ক্ষয়,
ভাগীরথী মানে ধন্যা।
স্নানাবগাহন বাঞ্ছে অনুক্ষণ,
সে গঙ্গা জগৎমান্যা ॥১৯॥
বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা, বিষ্ণু-ভক্তিপ্রদা,
নমি নমি ভাগীরথী।
তোমার প্রসাদে লভি হৃদয়েতে,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি ॥২০॥
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর,
কৃপাবিন্দু কর দান।
অপরাধ দূর করহ ঠাকুর,
অধমে কর কল্যাণ ॥২১॥
অদোষ-দরশী, সুমঙ্গল-ভাষী,
পতিতে 'দয়দী' জন।
তোমার মহিমা কেবা বর্ণে কণা,
স্মরি' বিদরয় মন ॥২২॥
তোমায় স্মরিয়া কাঁদে সদা হিয়া,
ছল ছল করে আঁখি।
যে-দিক নেহারি শূন্যময় হেরি,
বিষাদ-সমুদ্র দেখি ॥২৩॥
তব লীলা যত বৈষ্ণব-জগৎ,
ঐকান্তিক মুগ্ধ ছিল।
পিতামাতা হ'তে অধিক তোমাতে
স্নেহাদর লভেছিল ॥২৪॥
তোমার বিরহে সর্ব্ব চিত্ত দহে
মহাভাগবতগণ।
গুণের কীর্ত্তন কৈল সর্ব্বক্ষণ,
বিষাদিত যত মন ॥২৫॥

ভক্ত-প্রাণধন এমন রতন,
জগতে দুর্লভ হয়।
বহু ভাগ্যোদয় হইলে উদয়,
ভক্ত-দর্শন মিলয় ॥২৬॥
জীব উদ্ধারিতে আসে এ' জগতে,
তোমা-সম সাধুগণ।
নিজ কার্য্য নাই দ্বারে দ্বারে যাই,'
করে জীব-উদ্ধারণ ॥২৭॥
অদোষ-দরশী, জগৎ-হিতৈষী,
সর্ব্বজন-বন্ধু তুমি।
তোমার চরণে কায়-বাক্য-মনে,
পুনঃ পুনঃ নমি আমি ॥২৮॥
বহু অপরাধে সর্ব্ব পাতকেতে,
পতিতা পাষণ্ডী আমি।
কৃপা-রজ্জু গলে বাঁধিয়া সবলে,
টানিয়া তোলহ তুমি ॥২৯॥
প্রভু-ভক্তগণ অধম-তারণ,
দেখে জগবাসী-জন।
এই লোভ হয় (দয়া) কর অমায়ায়,
শ্রীপদে এ' নিবেদন ॥৩০॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং বানারিপাড়া (বরিশাল)

শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা ?

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঐ মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা ? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা কোনও কূলেই দাঁড়াইতে পারেন না। কারণ দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই নিতান্ত অসঙ্গত বিধায় মিথ্যাত্ব বজায় থাকে না। কারণ মিথ্যাত্বকে সত্য বলিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয়। মায়াবাদিগণ বলেন কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে সত্য দুইটী হইয়া পড়ায় ব্রহ্মের কেবলতার হানি হয় এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের তুল্য অর্থাৎ সমান হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত মতে মিথ্যাত্বটী সত্য বলা যায় না। আর যদি মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ যাহার মিথ্যাত্বটী মিথ্যা তাহা সত্যই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মিথ্যাত্ব সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, প্রপঞ্চ সত্যই হইতেছে।

কেবলাদ্বৈতবাদের সহস্র গুহ্যত্ব

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের ব্যবহারিকতা ও পারমার্থিকতা মিথ্যাত্ব ও সত্ত্ব লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়—উহার যুক্তির যতই ইন্দ্রত্ব (বজ্রত্ব বা কাঠিন্য) থাকুক না কেন, সে গুরুত্বের বিজ্ঞতারূপ পত্নীহরণ করায় বৈষ্ণবগণের অভিশাপ-যুক্তিতে সহস্র ছিদ্রত্বরূপ সহস্র গুহ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় জীবনধারণ করিতেছে। এই প্রকার উক্তিতে কটাক্ষ করিয়া যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইন্দ্রত্বের সহস্র গুহ্যত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া সহস্র-লোচনত্ব হইয়াছিল। তাহাতেও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদাবলেহনই মূল কারণ। পরম-দয়াল কৃষ্ণ-কাষ্ণ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াও তাহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কংস কৃষ্ণবিরোধ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে সাযুজ্য-মুক্তি দিয়াছিলেন। এই প্রকার মুক্তিত্বে মায়াবাদি-মতে সহস্র লোচনত্ব থাকিলেও তাহার মূলে সহস্র গুহ্যত্ব থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও হেয় জ্ঞান করিয়া থুৎকার করিয়া থাকেন।

ঘটাকাশত্ব জীবত্ব নহে

ব্রহ্মের অবিদ্যা-গ্রস্ততাহেতু জীব সাধ্য হইতেছে। ঘটাকাশই তাহার উদাহরণ স্থল। উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঘটটী একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে প্রথমক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশের সহিত এক নহে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রের ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পরিত্যক্ত হইয়াই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘট দ্বিতীয় স্থানের আকাশকে পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু ঘটাকাশ জীব হইলে অথবা ঘটত্বই জীবত্ব হইলে দোষ এরূপ জড়ায় যে, জীব একস্থান হইতে অন্যস্থানে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়াই দ্বিতীয় স্থানে গমন করিতে হয়, কিন্তু তাহা প্রমাণ-সিদ্ধি হইতেছে; যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্থানেই অবস্থান করিয়া আমি যে চিন্তা করিয়াছিলাম বা যাহা করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় স্থানে আসিয়াও তাহার পুনরালোচনা করিতে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহের স্মরণ করিতে পারিতেছি। তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে আত্মা পূর্ব্বস্থানে ছিল সেই আত্মাই পরস্থানে বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঘটত্বই জীবত্ব নহে।

ব্রহ্ম সধর্ম্মক

আরও দেখা যায়, ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাবশেষে ঘটাভাব-ধর্ম্ম আশ্রিতরূপে থাকে। ঘটাবশেষ ঘটাভাব হইতেছে। সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাব-ধর্ম্মটীও

ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম অভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক না হইয়া সধর্ম্মক হইলেন। আরও দেখা যায় যে, যদি অভাব-ধর্ম্ম অদ্বৈতের ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাভাবধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম মুক্ত হইলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে মুক্তত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতা আসিয়া পড়িল। কারণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই মুক্ত পুরুষে বদ্ধাভাব স্বীকার করেন। আবার যদি ব্রহ্মে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই বলা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাতে বদ্ধতা আসিয়া পড়ায় মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে।

"ভগবান্ ও ব্রহ্ম"

এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম কখনই কোন যুক্তিদ্বারা নির্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম সধর্ম্মক, নির্ধর্ম্মক নহেন। ভগবান্ সধর্ম্মক, ব্রহ্মও সধর্ম্মক। সুতরাং ভগবান্ই ব্রহ্ম এবং উভয়ই এক। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যদি সধর্ম্মক হন, তবে তাঁহাতে বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব উভয়ই থাকিবে। যদি মুক্তত্ব থাকে তবে বিশেষ দোষের কথা নয়। কিন্তু যদি বদ্ধত্ব থাকে তবে পূর্ব্ব যুক্তি-অনুসারে মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে। তর্কস্থানে আমি বলিতে চাই, মায়াবাদীর উক্ত অলঙ্কারের কোনও কারণ নাই। ভগবানে বদ্ধতা থাকিলেও তাহা দোষ না হইয়া উপাদেয়ই হয়। ভগবান্ মুক্ত হইয়াও তাঁহার একান্ত ভক্ত-বৎসলতাহেতু নন্দ-যশোদার স্নেহাবদ্ধ। তাঁহার এবম্প্রকার বদ্ধতায় কিপ্রকার আনন্দের উৎস আছে, তাহা গুণ ও ধর্ম্মভয়ে ভীত অধার্ম্মিক কেবলাদ্বৈতবাদী কিরূপে উপলব্ধি করিবে? তত্ত্ববস্তু ভাব ও অভাব উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না বরং যুক্তির উপাদেয়তাই হয়। বেদে যে নির্গুণ উক্তি—উহাও বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহস্র-নামগ্রন্থে তাঁহার গুণমধ্যে নির্গুণও একটী গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণকে গুণ বলিলে বাক্যব্যাঘাত বা অর্থান্তরতা হয় না; কারণ "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ন্যায়ানুসারে গুণের প্রাকৃতত্ব পরিহার অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ-শূন্যতাকেই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যা দিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম ও আত্মাকে এক বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। কেবলমাত্র ভগবানের ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি শত্রুতাসাধনে যত্ন করে।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধই কেবলাদ্বৈতবাদ

ব্যাস বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ স্বয়ং। তাই

কৃষ্ণ-বিরোধই মায়াবাদীর ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-বিরোধ হইতেই তাহাদের নানা প্রকার বিপদাপ্তি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অর্থাৎ গুণধর্ম্ম-প্রভাবে তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, ভীত ও গ্রস্ত। যাহাতে কৃষ্ণের আবির্ভাব না হইতে পারে বা আবির্ভাব হওয়া মাত্রই যাহাতে তাঁহার বিনাশসাধন করা যায়, তাহার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদী সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও নানা প্রকার কৌশল-জাল সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এমনই ঐশ্বর্য্য যে, মায়াবাদের শৃঙ্খল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই অদ্য জন্মাষ্টমী বাসরে ভাবাভাব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মহৈশ্বর্য্যবান্ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ কংসাসুরের হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে জন্ম লাভ করিয়া নন্দালয়ে নীত হইলেন। অতএব পাঠকবর্গ, কৃষ্ণদাসগণ আপনারা সকলে কেবলাদ্বৈতবাদের বিনাশের হেতু ও কৃষ্ণের নির্ব্বিঘ্নে আবির্ভাব-হেতু জয়গান করুন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

শ্রীগুরুসেবা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে শ্রীগুরু-লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ আছে,—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ "জীবের পরম মঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ, ক্রোধাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।"

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—

"অতঃ পূর্ব্বপ্রোক্তা ভক্তিরেব সংসার-তারণী সৈব বিস্রিয়তে শৃণ্বিত্যাহ,—তস্মাদিতি। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্য-জ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ

শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভব-সমর্থম্, অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ,—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্।"

গুরুদেব শব্দে অর্থাৎ বেদে এবং বেদতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক শাস্ত্রান্তরে নিপুণ হইবেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তিমান্ গুরুর শাস্ত্রে নিপুণতা না থাকিলে কি হইবে না? ইহার উত্তরে টীকাকার বলিতেছেন,—

যদি শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রে নিপুণ না হন, তবে তিনি শিষ্যের সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না। সংশয় ছেদাভাবে বৈমনস্য-হেতু শিষ্যের শ্রদ্ধা শৈথিল্য হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রদ্ধার শৈথিল্য হইলেই শিষ্যের মঙ্গল আর হইল না। তাই যিনি গুরুর কার্য্য করিবেন, তিনি শাস্ত্রে নিপুণ হইবেন। গুরুদেব পরে—পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনে ও অপরোক্ষানুভবে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের কোন বিশিষ্ট রূপ-গুণ-লীলাদি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি থাকিবে, অন্যথা তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদাদি সম্যক্ ফলবতী হইবে না। আর শ্রীগুরুদেব পরস্ত্রী-হরণ বা নিজ শিষ্যা-গমন প্রভৃতি কামের দাস হইবেন না এবং ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত হইলে তিনি কখনও গুরু হইবার যোগ্য নহেন। হরিভক্তিবিলাসে গুরুলক্ষণ সম্বন্ধে বিষ্ণুস্মৃতি-বচন উদ্ধার করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫)

"অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই, সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিত-সাধনে রত নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।" যিনি ভগবদ্‌ভক্তিমান্, তিনিই গুরু। তিনি কোন জাতির অন্তর্গত নহেন।

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ ব্রাহ্ম অবৈষ্ণব হইলে গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলে

আবির্ভূত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবই গুরু হইবার যোগ্য।

যিনি আমাদের মত মহাবিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌ভক্তগণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করাইয়া তাঁহাদের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি জাগাইয়া দিতে পারেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাঁহার আশ্রয়ে সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চিন্ততা, নির্ভীকতা ও শান্তি লাভ করা যায়, তিনি শ্রীগুরুদেব। ইহা কল্পনার কথা নয়—প্রত্যক্ষ সত্য কথা। যাহারা বাস্তবিক সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ শান্তি অনুভব করিবেন এবং গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ শান্তি-লাভ করিবেন।

নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য দ্বারা গুরুকে চিনিতে পারা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণ-কৃপার একমাত্র নিদর্শন সদ্‌গুরু-লাভ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)

ভগবানের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ হয় এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-ভগবান্, সেবক-ভগবান্—তিনি ভোক্তা নহেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

গুরুদেবকে মৎ-স্বরূপ জানিবে। গুরুকে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়। এখানে 'মাং' অর্থে শ্রীল প্রভুপাদ "মদীয় প্রেষ্ঠ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের পরম প্রিয়জন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

যদিও শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্র-কর্ত্তৃক স্বয়ং শ্রীহরিরূপে বর্ণিত এবং সজ্জনগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপেই বিচারিত হন, তথাপি তিনি স্বরূপতঃ শ্রীহরির প্রেষ্ঠরূপেই বিরাজিত। আমি সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রেষ্ঠ বলিয়া স্মরণ করিবে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'মনঃশিক্ষায়' নিজকৃত ভজনদর্পণ-ভাষ্যে এই কথা বলিয়াছেন—"মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ অর্থাৎ সংসারমোচন-কর্ত্তার অতি প্রিয়পাত্র। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে প্রেরণ করিয়াছেন—এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে জানিলে সর্ব্বত্র সুষ্ঠু হয়।"

কেবলমাত্র সেব্যের সুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাকেই সেবা বলা যায়। অন্যাভিলাষের সহিত যে সেবা, তাহা সেবা-পদবাচ্য নহে। এমন কি নিজের 'কিছুমাত্র সুবিধা হউক' এরূপ আশায় যে সেবা, তাহাও প্রকৃত সেবা নয়। কৃষ্ণ-প্রীতি লাভাশায় প্রীতির সহিত যে সেবা, তাহাই প্রকৃত সেবা। প্রকৃত শিষ্য হইতে না পারিলে গুরুদেবের সেবা করা যায় না। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-প্রভাবে যখন শিষ্যের দেবত্ব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত হয়, তখনই শিষ্য সম্যগ্‌ভাবে সেবা করিতে পারেন। যাঁহার নিজসুখ বলিয়া কিছুই নাই—এমন যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যের সহিত সাহায্য করার নামই শ্রীগুরুসেবা। শ্রীগুরুসেবা দুই প্রকার—(১) পরিচর্য্যারূপা, (২) প্রসঙ্গরূপা। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভগবৎকথা-শ্রবণকে **প্রসঙ্গরূপা** সেবা বলে। আর পরিবার-অভিমানে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবাকে **পরিচর্য্যারূপা** সেবা বলে। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপা সেবা অধিক ফলদায়ক। **প্রসঙ্গরূপা** সেবার ফল, যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গপথ-স্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

পরিচর্য্যারূপা সেবার ফল, যথা,—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ (ভাঃ ৩।৭।১৯)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসং প্রেমোৎসবং ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ,—ব্যসনার্দ্দন ইতি; ব্যসনং সংসারঃ। যত এব উক্তং (ভাঃ ১১।১৯.২১) "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা ইতি। মম পূজাতোঽপ্যভি সর্ব্বতোভাবেনাধিকা অধিক মৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ।"

যাঁহাদের অর্থাৎ যে মহাভাগবতগণের **"সেবা"** অর্থাৎ পরিচর্য্যাদ্বারা "কূটস্থ" অর্থাৎ নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট ভগবানের পদযুগলে **'রতিরাস'** আর্থাৎ প্রেমোৎসব হইয়া থাকে। **"তীব্র"** এই বিশেষণ পদটী প্রসঙ্গমাত্র হইতে পরিচর্য্যার বিশিষ্ট ফল প্রকাশ করিতেছে। **"ব্যসনার্দ্দন"** পদে আনুসঙ্গিক ফল বলিতেছেন। ব্যসন শব্দের অর্থ সংসার। অতএব ব্যসনার্দ্দন পদে—সংসার-বিনাশের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা **'অভ্যধিকা'** হইয়া থাকে।" আমার পূজা অপেক্ষাও **'অভি'** অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে **"অধিকা"** অর্থাৎ অধিকরূপে মৎপ্রীতিকরী হইয়া থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীগুরুসেবার মুখ্য ফল হইল—শ্রীভগবানের চরণে প্রীতি, এবং আনুসঙ্গিকভাবে সংসার-বিনাশ। এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

ভগবান্ কি নাই ?

(২)

আগের সংখ্যায় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে সুরু ক'রেছি। প্রবন্ধটা প্রকাশিত হ'বার পর জনৈক বন্ধুর হাতে গিয়ে পড়্‌ল। বন্ধুবর Article টা প'ড়ে একটু হেঁসে আমায় 'পাগল' আখ্যা দিলেন। সহৃদয় বন্ধুবর কেন এই ধরণের Remark পাশ কর্‌লেন জানার আগ্রহ হ'ল। তাঁ'র উত্তর আমায় অবাক ক'রেছিল, তাই প্রবন্ধটী লিখ্‌তে একটু দেরী হ'লেও পাঠকবর্গ ইহা প্রতি মাসের মাধ্যেই পাইবেন।

এ' পৃথিবীর এবং এ' সমস্ত জীব-জন্তুর জন্ম-রহস্য অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের। আমরা যদি এ' সমস্ত রহস্যপূর্ণ তথ্যগুলোকে বিশ্লেষন ক'রে দেখি তা' হ'লে নিশ্চয়ই ভগবান্ যে আছেন, এটা প্রমাণ কর্‌তে সক্ষম হ'ব। ডার্‌উইন্, ল্যামার্ক, হাক্‌শ্লে, স্পেন্‌সার, টীণ্ডাল্, ল্যাপ্‌লেস্ প্রভৃতি দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বল্‌ছেন—এ' পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ' সমস্ত জীব-জন্তুর সৃষ্টি কোন কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বে সম্পাদিত হয় নি। এ'গুলি Mechanical way-তেই ঘ'টেছে।

পৃথিবীতত্ত্ব :—বিখ্যাত মনীষী ল্যাপ্‌লেস্ পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য আলোচনা সম্পর্কে বল্‌ছেন—এই যে পৃথিবী এটা প্রথম অবস্থাতে একটা গ্যাসীয় পদার্থ ছিল। বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে যেমন মেঘের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই গ্যাসীয় পদার্থ-গুলো ক্রমে ঘনীভূত হ'ল এবং এর থেকেই সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি হ'ল। Laplace এর 'Neleular hypothesis' থেকে এই কথা পাওয়া যায়। এই ধরণের যে অনুমান এই থেকে দেখা যাচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে যে, এই পার্থিব জগৎ automatically অর্থাৎ কারুর সাহায্য না নিয়ে সৃষ্টি হ'য়েছে। যদিও Laplace কোনও creator এর কথা চিন্তার মধ্যে আনেন নি, তবুও বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখলে বোঝা যায়—এ' পার্থিব জগতের সৃষ্টির মধ্যে একটা 'Supreme intelligence' এর guiding power আছেই। Dr. Flint বল্‌ছেন এই সৌর-জগৎ গ্যাসীয় পদার্থ থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে একথা স্বীকার করা যেত যদি এই গ্যাসীয় পদার্থটার কোন আকার, প্রকার ইত্যাদি থাক্‌ত—"If the neleula possessed a certain size, mass, form and constitution.....as much a system of order, for which intelligence alone could account—as the worlds which have been developed from it." (Theism pp. 191—192). অতএব বেশ দেখা যাচ্ছে, Laplace এর এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব, এটা আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল খাচ্ছে না। তাই আমরা একজন 'Supreme guide' এর কথা চিন্তা কর্‌তে বাধ্য হই।

জীবতত্ত্ব :—ডার্‌উইন্, ল্যামার্ক প্রভৃতি এঁরা জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। Darwin তাঁ'র 'Origin of Species' এবং 'Descent of Man' এই দু'খানি পুস্তকের মধ্যে জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। পৃথিবী প্রথমে কতকগুলো বীজাণুতে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর "Fortuitous variation, Natural selection এবং influence of environment"

এ'গুলির সাহায্যে ঐ সমস্ত অণু-পরমাণু থেকে এই বিশাল জীব-জগতের সৃষ্টি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—প্রথম 'Living germ'-এর সৃষ্টি করল কে বা কোথা থেকে হ'ল? Materialistsরা বলেন—প্রথম জীবাণুর সৃষ্টি আপনা আপনি। Theory of abiogenesis এর মধ্যে পাওয়া যায়—জড় পদার্থ থেকে জীবের সৃষ্টি। কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ এগুলির স্বেচ্ছাকৃত মিলনে প্রথম জীবাণুর সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এ'কথাটা একটা হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়, অথবা গায়ের জোরও বলা যেতে পারে। টীণ্ডাল্, প্যাষ্টর্, লিষ্টার প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ ক'রে দেখেছেন—প্রাণের সৃষ্টি প্রাণ থেকেই, নির্জীব থেকে জীবের সৃষ্টি কোনও প্রকারে সম্ভব হ'তে পারে না। আর যে-গুলি নাকি কৃত্রিমভাবে তৈরী হয় বা জন্মে, সেগুলি জড় ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। নির্জীব পদার্থ কি ক'রে সক্রিয় হ'তে পারে? কি ক'রেই বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বা যন্ত্রের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হ'তে পারে? Dr. Flint বল্‌ছেন—"How can the power of acting from within—one to which there is nothing properly analogous in lifeless matter—come from without, from lifeless matter? How can mechanical and chemical forces result in a force which resists and rules themselves and which enables that which possesses it to act of and for itself—in a faculty of adaptation to circumstances, of selective assimilation, growth, inherent renewal and reproduction?". (Anti theistic Theories, P 166). Encyclopædia Britanicaর মধ্যে হাক্সলিও ব'লেছেন—জীবের সঙ্গে জড়ের কানও সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে না। অতএব বস্তুবাদীরা যাই বলুক না কেন, জড় পদার্থ থেকে জীবের কোনও দিন সৃষ্টি হ'তে পারে না। কিন্তু Darwin আর এ' সম্বন্ধে বেশীদূর অগ্রসর না হ'য়ে বল্‌ছেন—"Probably a creator breathed the breath of life in to a few germs". সৃষ্টিকর্ত্তাই কতকগুলি অণুর ভেতর জীবন দিয়েছেন, এবং সেই অণু-পরমাণুগুলি 'natural selection' এবং influence of environment' এর দ্বারা বৃহদাকার জীবে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারা আর কোনও কিছু হ'য়েছে কি না, সে-সম্বন্ধে ডারুউইন্ আর কিছু আলোচনা করেন নি। 'Origin of Species' এর শেষ অধ্যায়ে এই কথা আলোচনা করা হ'য়েছে এবং আরও বলা হ'য়েছে "From so

simple beginnings endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved." অতএব 'ইচ্ছা-সৃষ্টির' যে অনুমান, সেটা একটা ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র।

এ' জগতে দেখা যাচ্ছে—জীব এক প্রকারের নয়। চরাচরে কেউ পায়ে চলে, কেউবা হাতে-পায়ে দুই দিয়ে চলে, কারুর লেজ শিং আছে, আবার কারুর নাই, কেউ দেখতে সুন্দর, কেউবা কুৎসিৎ, কেউ সাঁতার দিয়ে চলে, কেউ বুক দিয়ে হাঁটে, কারুর উড়বার ডানা আছে, কেউ সবল, কেউবা দুর্ব্বল —এ'গুলিও কি সব accident ?—এর উত্তরে Darwin বল্‌ছেন—"Different species originate through the preservation of the favoured races in the struggle for life"—এই যে বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি এ'গুলি অগণিত বৎসর ধ'রে পরিবর্ত্তনের ভেতর দিয়েই ঘ'টেছে। যদি এও সম্ভব হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে কি 'material atoms' যে-গুলি নাকি বিশৃঙ্খলভাবে সংযুক্ত হ'ল, তা'রা কি ক'রে 'Rationality' অর্থাৎ Reasoning power বা বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হ'ল ? এটা অত্যন্ত অসম্ভব যে—'Fortuitous variation বা 'modification by the influence of environment' এর দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সুন্দর যোগাযোগে সংগঠিত হ'তে পারে। আবার দেখা যাচ্ছে, জীবসমূহের মধ্যে জীবিকা-নির্ব্বাহের পন্থাও বিভিন্ন। বস্তুবাদীরা যাই কিছু বলুন না কেন, এগুলির যুক্তিমূলক উত্তর তাঁ'রা দিতে পারেন না। তাই Huxley এক জায়গায় ব'লেছেন—"The most thorough going evolutionists must at least assume a primordial molecular arrangement of which all the phenomena of the universe are the consequence and is thereby at the mercy of the teleologists ....." তাঁ'রা আর যাই বলুন, প্রাথমিক একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা যে ছিল, এটা তাঁ'রা অস্বীকার কর্‌তে পারেন না। যদি জীবনটা accident অর্থাৎ হঠাৎ করেই এসে থাকে, তবে 'বিবেক' ব'লে যে একটা বস্তু আছে সেটা এলো কি-প্রকারে বা ভাল-মন্দের জ্ঞান এলো কি-প্রকারে ?

অতএব এটা বেশ প্রমাণিত হ'চ্ছে Darwin প্রভৃতি যা ব'লেছেন—সেটা একটা অগ্রগতির process মাত্র—তা'র থেকে এটা কোনও প্রকারে প্রমাণিত হ'চ্ছে না যে, একটা 'Supreme being এর guidance' ছাড়া এগুলি হ'চ্ছে।

প্রফেসর জ্যানেট্ বল্‌ছেন—কোন কোনও জন্তু 'lungs' (হৃৎপিণ্ড) এবং কোনও কোনও জন্তু gills দিয়ে অর্থাৎ কেউ বাতাস থেকে এবং কেউ জল থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। কিন্তু এই যে দুই ধরণের শ্বাস গ্রহণের যন্ত্র, এটা তৈরী হ'ল কি-প্রকারে? বস্তুবাদীরা এ-সম্বন্ধে কোনও উত্তর দিতে পারেন কি? Prof. Janet also says—"Among Scientists, is there one who would venture to maintain that he in any way perceives how light could have by its action produce the organ that is appropriate to it or even, if it is not light, what external agent is powerful, clever, ingenious enough—a sufficiently good geometrician to construct that marvellous aparatus which caussd Newton to say 'could he who made the eye have been ignorant of the laws of optics?'—অতএব প্রফেসর জ্যানেটের উক্তি থেকেও এটা প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, কোন বৈজ্ঞানিক জীব-সমূহের এই যে আশ্চর্য্য রকমের গঠন-প্রণালী—এ-সম্বন্ধে কোনও সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কারে সক্ষম হ'ন নি এবং কোনও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর দিতে সক্ষম হ'ন নাই।

অতএব জীবসমূহের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্য্য-প্রণালীর আভাষ পাওয়া যায়। এই রহস্যসমূহের উদ্‌ঘাটনের জন্য আমাদিগকে একজন 'Supreme mental worker' এর সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হ'তে হয়। এই Supreme mental workerকে আমরা 'ভগবান্' ব'লে আখ্যা দিয়ে থাকি। সেইজন্য Armstrong কথায় বল্‌তে হয়—"God is the Energy, the will power—the Spirit that flows through the whole, conscious at every point, with attention concentrated everywhere." অতএব ভগবান্‌ই পার্থিব জগতের একমাত্র পরমাত্মা ও নিয়ন্তা—যাঁ'র থেকে এই অনন্ত জীবাত্মাসমূহের আবির্ভাব। (আমি এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব)

দীনসেবক

—শ্রীকৃষ্ণদাস রায়, বি, এ

সহঃ প্রধান-শিক্ষক, চৌধুরী বিদ্যাপীঠ—

(উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়) মদনমোহন চক্ (মেদিনীপুর)

বর্ষান্তে বক্তব্য

দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটী বৎসর অতীত হইল। কোন্ দিক্ দিয়া কি-ভাবে বর্ষ বিগত হইল, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবকগণ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বাচিক অর্চ্চা-মূর্ত্তির সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্যাতিধন্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পঠন-পাঠন, অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে প্রচারাদিই ইঁহার প্রকৃত সেবা। যাঁহারা অবহেলা করিয়া শ্রীপত্রিকার সঙ্ঘ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা অধোক্ষজ কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা-বিমুখতাই লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রীপত্রিকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করি।

বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের শাব্দিক-অবতার। শাব্দিক অবতারসমূহের পূজা-অর্চ্চনাদি করিবার অধিকারী একমাত্র 'বাগ্ দেবতা সরস্বতী'র একান্ত অনুগত একনিষ্ঠ সেবকগণ। **শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** যাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আত্ম-তত্ত্বের বিকাশ করেন, তিনিই কেবলমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শাব্দিক-অর্চ্চার পূজারী হইবার যোগ্য। অন্য কেহ শব্দের পূজা করিবার অভিনয় করিলেও আমরা তাঁহাদিগকে অর্চ্চক-ক্রব বা বৈষ্ণব-ক্রব বলিয়া জানিব।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা যাঁহারা পাঠ করেন, যাঁহারা শ্রবণ করেন, যাঁহারা উহাতে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, যাঁহারা উহা সম্পাদন ও প্রকাশাদি করেন, যাঁহারা উহার প্রচারাদি করেন, যাঁহারা অর্থাদি দ্বারা উহার বিবিধ সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীর-পত্রিকার সেবক। আমরা তাঁহাদের সকলকেই পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞানে আমাদের আন্তরিক পূজা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থের প্রকৃত পূজা—তাহা অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়ের সহিত পালন করা। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমূহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা উহা নিজ-জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য।

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, ইতিহাস, ভূগোল, ছন্দ, স্মৃতি-জ্যোতিষ, দর্শন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বিবিধ স্তোত্র ও বৈষ্ণববর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব এবং বিবিধ প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-মহাজনগণের জীবনী ও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত

সমিতির অভূতপূর্ব্ব প্রচার-বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কয়েকটী প্রবন্ধ অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গত বৎসর ১২৫টী, এবৎসর ১৩৫টী প্রবন্ধ আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। কোন্ কোন্ প্রবন্ধ কোন্ কোন্ পর্য্যায়ে গৃহীত হইবে, তাহা স্থানাভাববশতঃ এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। কতকগুলি প্রবন্ধ খুব সুস্পষ্ট; তাহারা আপনা হইতেই তাহাদের শ্রেণীগত বিভাগের পরিচয় দিতেছে। যথা—**ইতিহাস**-মধ্যে 'আলোয়ার্বর্গের জীবনী' প্রভৃতি, **স্মৃতি-জ্যোতিষ**-মধ্যে 'শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার' প্রভৃতি, **বর্ণাশ্রম**-সম্বন্ধে 'বৈষ্ণব-বংশ' প্রভৃতি, **দর্শন**-সম্বন্ধে 'শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি অবলম্বন করিয়াই সমুদয় প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

আমরা প্রথমেই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববর্গের বঙ্গানুবাদসহ সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রের দ্বারা শ্রীপত্রিকার মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।" সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনা করিতে হইবে এবং তাঁহার শিক্ষা-হৃদয়ে ধারণ করার নামই প্রকৃত বন্দনা। কিন্তু এই বন্দনা 'সাবধানে' করিতে হইবে। এজন্য শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা আবশ্যক। তজ্জন্যই তাঁহাদের উদ্দেশে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য দেবভাষায় স্তব-স্তোত্রাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাদি পত্রিকার গৌরব-স্বরূপ সমস্ত প্রবন্ধের শীর্ষে অবস্থিত থাকিয়া সেবিত হইতেছেন। পরম মুক্ত-পুরুষগণের প্রবন্ধই আমাদের মঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে। পাঠকবর্গ উক্ত আচার্য্য-কুল-মুকুটমণিদ্বয়ের প্রবন্ধ বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তাহাতে যাবতীয় মঙ্গল নিহিত আছে। তৎপরে একটী কবিতা ও পরপর বিশিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'গীতার বাণী', 'শারদীয়া শক্তি-পূজা', 'স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ', 'ভগবানের কথা', 'সুদর্শন ও কুদর্শন', 'মাংস-দর্শন ও বেদ-দর্শন', 'শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে সরল ভাষায় গভীর তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। 'শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা'-শীর্ষক প্রবন্ধ, ন্যায় ও দর্শন-পিপাসু উচ্চ-চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অবগত হইবার ও শাঙ্কর-মায়াবাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার

সুযোগ দান করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকটী কবিতা পাঠকবর্গের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-কৃতম্ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ এর পদ্যে ভাবানুবাদ' ও 'শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টক (পদ্যানুবাদ)', 'আশা-মরীচিকা', 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি', 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ'-শীর্ষক পরিক্রমার বিবরণ, 'শ্রীল ঠাকুর নরহরি' প্রভৃতি পদ্য-ছন্দে লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ সুখপাঠ্য হওয়ায় পাঠকবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। সমস্ত প্রবন্ধগুলিই আত্যন্তিক মঙ্গলজনক হইয়াছে। যাঁহারা ঐগুলি যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-ই **"একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা"**-স্বরূপ বৈষ্ণব-জগতে আদৃত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐরূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইতেছেন, তাঁহারাও আমাদের এই পত্রিকার ভাব, ধারা, পদ্ধতি ও বিবিধ অবয়বাদির অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কেবলমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-ই অধোক্ষজ ভক্তি-মীমাংসক। কতকগুলি বৈষ্ণব-ব্রুব নিজদিগকে এবং তাঁহাদের প্রচারিত মাসিক পত্রকে 'অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক' ও 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরিদর্শক' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিয়া সাধারণ সরল বিশ্বাসী পাঠকবর্গের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে অজ্ঞ, শুধু তাহাই নহে তাহার বিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নিম্নে আমরা তাহার একটী নিদর্শন উদ্ধার করিতেছি—

শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত 'বর্ষ-প্রবেশ' নামক প্রবন্ধ তাঁহাদের মাসিক পত্রের ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার ২য় পৃষ্ঠায় "গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিষয়সমূহ আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান-ভ্রমে তাহাকে পরিমর্দ্দিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

*　　*　　*　　*

আমরা ধীর পাঠকবর্গকে সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি।" ইত্যাদি

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধের উক্ত অংশে নক্ষত্র-চিহ্নদ্বারা যে অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল—

"বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ে প্রধানতঃ (ক) **শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে** এবং (খ) **অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে,** (গ) **অক্ষজ-ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্য-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা** দর্শিত হইয়াছে। (ঘ) **যেহেতু বিষয়টী অভিনব,** তজ্জন্য"

আমরাও এই প্রবন্ধটী ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। প্রতিপক্ষ যে অংশ বাদ দিয়াছেন, তাহা আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথমেই দেখিতে পাইবেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধের ঐ অংশটুকু বাদ দিবার উদ্দেশ্য কি? উক্ত অংশের মধ্যে আমরা চারিটী বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। উহা আমরা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, তাঁহারা বিগত বর্ষে (ক) শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কোন কথা আলোচনা করেন নাই, (খ) অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই, (গ) অক্ষজ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতাও প্রকাশ করেন নাই। (ঘ) বিষয়টীর অভিনবত্ব সম্বন্ধেও তাঁহাদের পত্রিকায় কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। যদিও 'দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম,' 'অক্ষজ-অধোক্ষজ-সেবার পার্থক্য' প্রভৃতি বিচারগুলিতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিনবত্ব প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তথাপি ইহা তাঁহাদের পত্রিকার প্রচার্য্য বিষয় নহে। তজ্জন্য উক্ত অংশ বাদ দিয়া তাঁহাদের সংবাদপত্রে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সুতরাং আমরা বলি—অক্ষজ-জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তির বিশুদ্ধ মীমাংসায় যদি অরুচি হইয়া থাকে এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনে অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকাশিত 'বার্ত্তাবহের' প্রচ্ছদপটে ঐরূপ কথাগুলির উল্লেখ না করাই শ্রেয়ঃ। বৃথা সাধারণ লোককে পরমার্থ হইতে বিচলিত করিয়া লাভ কি?

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্রত-উপবাসাদি পালনীয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রতি মাসেই 'বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা' সাধক পাঠক-বর্গের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাননীয় শ্রীযুত শ্রবণ মহারাজ ওরফে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী **"শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা"** প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রতি বৎসরই তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি লক্ষিত হয়। আমরা তজ্জন্যই "বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা" সাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ করিয়া থাকি।

প্রবন্ধের লেখক সকলেই আচারবান্। আচারহীন লেখক আমরা অনুমোদন করি না। যদি কোন ক্ষেত্রে লেখকের নিজ লেখনী হইতে তাঁহার আচার বা ক্রিয়া দুর্দ্দৈববশতঃ হঠাৎ অন্যরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার আচার অপেক্ষা বাণীই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত, আদৃত ও বহুল-প্রচারিত 'বাণী ও বপু' প্রবন্ধই তাহার প্রমাণ। কোন কোন অর্ব্বাচীন এই 'বাণী ও বপু' প্রবন্ধের গুরুত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিশুদ্ধ জন্মাষ্টমী-ব্রত-পালনে অপারক হইয়া কাঁহারও অনুচিত আচার দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের অর্ব্বাচীনতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিব।

বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, তাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও আশা করিতে পারি নাই। ইহাতে আমরা শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গের আগ্রহ দর্শন করিয়া প্রচুর উৎসাহের সহিত তৃতীয় বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিব।

গত বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের প্রবন্ধাদির ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের নিকট এইরূপ সংবাদ পাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। আগামী বর্ষে ইহা অপেক্ষাও অতি সহজ ও সরল ভাষায় তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইবে। আমাদের লেখকবর্গের নিকট এই আবেদন জানানো হইয়াছে।

জগৎ যে-প্রকার ধর্ম্মহীন হইয়া উশৃঙ্খলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বীর্য্যবতী বাণী জগতে প্রচারিত না হইলে জগতের প্রচুর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

পরিশেষে আমরা সকলের নিকট কৃপা-প্রার্থনা করিতেছি। প্রকৃত গুরু-সেবকগণের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করুন, যাহাতে আমরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
৬ই মাঘ, ১৩৫৭ সাল।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৭, ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত মঠে আগামী ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও **তত্ত্বপঞ্চকের পূজা** ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, রবিবার অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত ১০ই পৌষ মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের সন্নিকট উদ্বাস্তুপল্লী **"আনন্দপাড়া"** গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি পালনোপলক্ষে শুভ-বিজয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-কুশল নারসিংহ মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি দ্বাদশ মূর্ত্তি বৈষ্ণবগণও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। পাকিস্থান হইতে আগত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুত গৌরেন্দু দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার নবনির্ম্মিত বাসস্থানে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সেবার উদ্দেশ্যে তদীয় তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে গত ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার দিবসে বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করিয়া তদ্দেশবাসিগণকে সজ্জনমুখ-নিঃসৃত শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের নিত্যা সুকৃতিরূপ পরম মঙ্গল বিধান করেন। সপ্তাহকাল প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনমুখে বক্তৃতা এবং শ্রীল স্বামিজী-মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া দেশবাসী প্রচুর সুকৃতি অর্জ্জন করেন।

স্বামিজী-মহারাজের প্রাণবন্ত ভাষণ হইতে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে—"ভগবানের শাসন জীবের পক্ষে সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক। কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যবন বা বিধর্ম্মীর আচার-বিচার, বেশ-ভূষা, ভাব-ভঙ্গী এবং চিন্তাধারা অঙ্গীকার করিয়া মুখে 'আমি হিন্দু' বলিলেই হিন্দু হওয়া যায় না। নিজ-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাবই আজিকার হিন্দু-সমাজের দুর্দ্দশার কারণ। পাশ্চাত্য-শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য-সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তিত্ব হারাইতেছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদের দুর্দ্দিন সমাগত। আমরা হিন্দু—আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছি; ইহার কারণ, আমরা আমাদের ধর্ম্মটীকে কেবল মুখেই মানি, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপরীত। আমাদের সম্মুখে যেরূপ দুর্দ্দিন আসিতেছে তাহাতে যদি আমরা ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকি, তবে তাহার ফলভোগী আমরাই হইব। প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য

আমরা অবস্থান করিব। কেবল মাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতর ভাবে ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করে; সুতরাং তাহা একান্ত বর্জনীয়।" স্বামিজী আরও বলেন, "আপনারা নূতন পল্লী গঠন-কালে উহা ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠন করিয়া তুলিতে সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকুন। ধর্ম্মই যেন আপনাদের নূতন পল্লীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ হয়, ধর্ম্মকেই যেন আপনারা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব ও আসুর-বর্ণাশ্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব জীব মায়া-কবলিত হইয়া জগতে আগমন করেন। বদ্ধাবস্থায় জীবের শুদ্ধসত্ত্বা বা নির্গুণ অবস্থা প্রাকৃত গুণান্বিত হইয়া প্রকাশিত থাকে। পুনরায় শুদ্ধসত্ত্বরূপ স্বরূপ-লাভে জীবের মুক্তাবস্থা প্রাপ্তি হয়। যে-সকল স্বভাব যে-সকল স্থানে অবস্থিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে, তাহাদিগকে দৈব-বর্ণ ও দৈব-আশ্রম বলিয়া থাকে, এবং যাহাদ্বারা স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, তাহা আসুর-বর্ণ ও আসুর-আশ্রম নামে পরিচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-লাভে প্রযত্ন করেন এবং পশু-স্বভাব ব্যক্তিগণের আসুর-বর্ণাশ্রমেই রতি দেখা যায়। যথা—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" (গীঃ ১৬।৬)

এই জগতে দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি দৃষ্ট হয়,—দৈব ও আসুর। শ্রীগীতা শুদ্ধ দৈব-বর্ণের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন,—"সত্ত্ব-সংশুদ্ধিই জীবের অভয় অবস্থা। সেস্থান হইতে আর পতন নাই। অর্থাৎ জীব যখন নিজ-স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করেন, তখনই পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা প্রভৃতি দৈব-সম্পদ লাভ হয়, তাঁহাকে দৈব-বর্ণাশ্রমী বলা হয়।

আসুর-বর্ণের লক্ষণও শ্রীগীতা এইরূপ বলিয়াছেন,—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে ধর্ম্ম-ভেদ জানে না। শৌচ, আচার ও সত্যনিষ্ঠা তাহাদের নাই। তাহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হইয়াও কামভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে—আজ এই অর্থ লাভ হইল, এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই অর্থ আছে, পুনরায় এই ধন লাভ হইবে। এইরূপে কেবল অর্থ-প্রাপ্তিরই গণনা করে। আবার মনে করে—আমিই ঈশ্বর, সকল বস্তু আমার ভোগের জন্য সৃষ্ট, আমি সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমি সম্পন্ন ব্যক্তি, আমি কুলীন। আমার ন্যায় আর কে আছে? তাহারা স্বীয় দেহ ও পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে।

এসম্বন্ধে পদ্মপুরাণও বলেন,—যাঁহারা বিষ্ণুতে ভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা **দৈব** এবং যাহারা জড়াভিনিবিষ্ট জীব, তাহারা **আসুর**-সৃষ্টি। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, তাঁহার নিকট দেবতাবৃন্দ সমস্ত গুণের সহিত বিরাজিত। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণ কোথায়? কারণ তাহাদের মনোরথ অসদ্ বিষয়ে ধাবিত। ভগবদ্ভক্তি-হীনের আভিজাত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জপ, তপ—কেবল প্রাকৃত লোক-রঞ্জন করিতে পারে মাত্র। ভগবদ্ভক্তিই জীবের প্রাণ-স্বরূপ। অতএব গুণেরই সর্ব্বত্র আদর। শ্রীভগবান্ গুণ ও কর্ম্ম-অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতার কার্য্য-প্রণালী সুপুত্রগণ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি ভগবানের এই অভিমত হইত যে, গুণ-কর্ম্ম বিধানটী একবার মাত্র স্থিরীকৃত হইয়াই চিরকাল চলিতে থাকিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-সন্তান তৎতৎ গুণসম্পন্নই হইবেন, তবে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইত না। তবে ব্রাহ্মণ বিশ্বশ্রবা-পুত্র রাবণ বিষ্ণুদ্বেষী হইতেন না; আবার দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইতেন না; বেদ আর্জ্জব গুণ-দর্শনে গোত্র নির্ণয় করিতেন না; পৌরাণিকগণ গুণ দেখিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতেন না; শ্রীমদ্ভাগবত স্বভাব-দর্শনে বর্ণ-নির্ণয়ে আদেশ করিতেন না। যতদিন পর্য্যন্ত দৈব-বর্ণাশ্রম সংস্থাপিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরমার্থ বা জগতের কোনও মহৎ কার্য্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দ-মুখে **'দৈব-বর্ণাশ্রমই পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান'** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম-আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। ইহা ব্যতীত বিষ্ণুপ্রীতি-লাভের আর অন্য উপায় নাই।"

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-মুকুটমণি, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-স্রোতের মূল-পুরুষ, সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—**"ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি** হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।" "বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে ঘটনাক্রমে আপাততঃ **কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্ত** হইয়াছে।" বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে।" "যেখানে বর্ণাশ্রম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না।" "বর্ণ-ধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবন-স্বরূপ। **বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে** এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে।"

তিনি কৃষ্ণ-সংহিতা গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটা ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎলোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটা কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐরূপ অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়াতে যে বিপদ আশঙ্কার বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। সু-বিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ। অতএব, হে স্বদেশ-হিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্ম্মল ব্যবস্থাসকল নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। **বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে,** ইহা আমার বলা বাহুল্য। **ঈশ্বর-ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন—ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।"**

—প্রকাশক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

১৯ মাধব, ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-পঞ্চমী দি ১১।৫৯। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর** ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের **আবির্ভাব** এবং **শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব।**

ফাল্গুন—১৩৫৭

২১ মাধব, ১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-সপ্তমী দি ২।২৬। **মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।**

২২ মাধব, ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—গৌর-অষ্টমী দি ৪।১৮। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৮ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর পারণ।** শ্রীভীষ্মপঞ্চক।

২৩ মাধব, ৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌর-নবমী রা ৬।২৩। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব, ৪ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-দশমী রা ৮।৩৩। শ্রীল রামানুজ আচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব, ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—গৌরৈকাদশী রা ১০।৩৪। ভৈমী একাদশী। **মহাদ্বাদশীর উদয় হেতু অদ্য উপবাস নহে।**

২৬ মাধব, ৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১২।১৯। **জয়ামহাদ্বাদশীর, শ্রীবরাহ-দ্বাদশীর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-জনিত উপবাস।**

২৭ মাধব, ৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১।৪১। **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অর্চ্চনান্তে ৬।৩৩ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৭ মধ্যে জয়ামহাদ্বাদশীর পারণ।**

৩ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া রা ১।৮। **চঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অদ্য হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ।**

৫ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ৯।৫০। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত**

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সমাপ্ত।

১১ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৮।১৬। **বিজয়া একাদশীর উপবাস।**

১২ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৬।১৬, পরে কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ৪।৩৫। **দি ৬।১৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৩ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী রা ৩।১৫। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত।

১৪ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ, বুধবার—অমাবস্যা রা ২।১৮। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫১ মধ্যে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রতের পারণ।

১৫ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ১।৫১। শ্রীল রসিকানন্দ-দেব গোস্বামীর ও **বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।**

চৈত্র—১৩৫৭

২৪ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ, শনিবার—গৌর-নবমী দি ১।১। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ।**

২৫ গোবিন্দ, ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ, রবিবার—গৌর-দশমী দি ২।৪৪। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ।**

২৬ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ, সোমবার—গৌরৈকাদশী দি ৪।৩৭। **আমলকী একাদশীর উপবাস।**

২৭ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৪।৫৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৪ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব; শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ গোবিন্দ, ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—গৌর-চতুর্দ্দশী দি ৫।১। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন।

৩০ গোবিন্দ, ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ, শুক্রবার—পূর্ণিমা দি ৪।২১। **শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস।** পূর্ণিমান্তে ৪৬৫ গৌরাব্দ আরম্ভ এবং পরদিবস **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪২ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ; শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিতা হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ২৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমন-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।

৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** চৌমাথা পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)" এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক্ পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বিরচিত। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ভক্তবর শ্রীসখীচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২। শ্রীউদ্ধব-সংবাদ (১ম ও ২য় খণ্ড)

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে ২৯শ অধ্যায় সম্বলিত)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে ইহাই এই সংস্করণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে কখনও উক্ত টীকার অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সকলেই ইহা সংগ্রহ করুন। ১ম খণ্ড—মূল্য ৭৲ সাত টাকা ও ২য় খণ্ড—মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, একত্রে ১২৲ বার টাকা মাত্র।

Regd. No. C. 3205.

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া).
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৮।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠ—পিছল্‌দা, ঈশ্বরপুর পোঃ, (মেদিনীপুর)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

১। প্রবন্ধাবলী

অভিনব সংস্করণ। অতি সুন্দর কাগজে অতি উত্তম ছাপা। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি সকলের বিশেষতঃ বৈষ্ণবমাত্রেরই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

২। শরণাগতি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব গীতি-সাহিত্য। ইহা শরণাগতির পাঠক ও কীর্ত্তনীয়ার বিশেষ সুবিধার জন্য পর্য্যায় অনুসারে পর পর সাজাইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। এরূপ সংস্করণ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সত্বর ক্রয় করুন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহকদের পক্ষে ।০ চারি আনা মাত্র।

৩। SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

HIS

LIFE AND PRECEPTS

BY THAKUR BHAKTI VINODE.

Price Re. 1/- only.